JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আর্থিক বিবরণীসমূহের উপাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে তিনটি উপায়ে প্রকাশ করা যায়। যথা : (১) শতাংশ (২) হার এবং (৩) অনুপাত।

১. শতাংশ (Percentage)	চলতি সম্পত্তি হলো চলতি দায়ের ২০০%
২. হার (Rate)	চলতি সম্পত্তি হল চলতি দায়ের ২ গুণ
৩. অনুপাত (Proportion)	চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের মধ্যে সম্পর্ক হল ২ : ১

অনুপাত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Financial Statement Analysis) :

১. ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যবস্থাপককে তথ্য প্রদান
২. ব্যবসায়ের অবস্থা অনুধাবন
৩. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
৪. ব্যবসায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ধারণ
৫. অপচয় রোধ

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাসমূহ (Limitations of Financial Statement Analysis) :

(১) অনুমানের ব্যবহার (Use of Estimates)
(২) ক্রয়মূল্যের ব্যবহার (Use of Cost)
(৩) ব্যতিক্রমী উপাত্ত (Atypical Data)
(৪) প্রতিষ্ঠানের বহুমুখিতা (Diversification of Firms)
(৫) বিকল্প হিসাব নিকাশ পদ্ধতির ব্যবহার (Use of Alternative Accounting Methods)

Step 2 — At a Glance : Most Important Information

- অনুপাত আর্থিক বিবরণীর উপাদানসমূহের মধ্যে– **গাণিতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে।**
- প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা তথা সফলতা বা ব্যর্থতার মাত্রা যাচাই-বাছাই করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের– **অনুপাত বিশ্লেষণ করা হয়।**
- পূর্বের খরচের সাথে প্রকৃত খরচের তুলনামূলক বিচারের জন্য– **অনুপাত বিশ্লেষণ অপরিহার্য।**
- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য– **ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।**
- আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিষয়ক অনুপাতের প্রয়োজনীয় উপাদান– **আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে পাওয়া যায়।**
- দীর্ঘকালীন স্বচ্ছলতা, মূলধন কাঠামো এবং লাভজনক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করাকে– **অনুপাত বিশ্লেষণ বলে।**
- আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায়- **অনুপাত বিশ্লেষণ।**

Step 3 — বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

GST গুচ্ছ ও GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করাকে বলে- [PUST : 17-18]
Ⓐ অনুপাত Ⓑ আর্থিক অনুপাত
Ⓒ অনুপাত বিশ্লেষণ Ⓓ অনার্থিক অনুপাত **Ans C**

02. অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নয় কোনটি? [BSMRSTU : 13-14]
Ⓐ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ Ⓑ হিসাবের শুদ্ধতা যাচাইকরণ
Ⓒ ব্যবসায়ের অবনতি নিরূপণ Ⓓ তথ্য সরবরাহ **Ans B**

B Solve এখানে, হিসাবের শুদ্ধতা যাচাইকরণ অনুপাত বিশ্লেষণের কোনো উদ্দেশ্য নয়। রেওয়ামিল প্রস্তুতের উদ্দেশ্য হলো হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণ।

03. অনুপাত বিশ্লেষণ হতে জানা যায়- [CoU : 12-13]
Ⓐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি Ⓑ প্রতিষ্ঠানের অবনতি
Ⓒ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা Ⓓ সবগুলোই

D Solve এখানে, অনুপাত বিশ্লেষণ হতে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতি সম্পর্কিত সার্বিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পারস্পরিক তুলনাযোগ্য দুটি ঘটনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে কী বলে? [BAR-19]
Ⓐ ব্যবসায় বিশ্লেষণ Ⓑ হিসাব বিশ্লেষণ
Ⓒ অনুপাত বিশ্লেষণ Ⓓ মুনাফা বিশ্লেষণ **Ans C**

02. অনুপাত কিসের সংখ্যাত্মক প্রকাশ? [DHA-16]
Ⓐ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার Ⓑ বর্তমান পরিকল্পনার
Ⓒ অতীত পরিকল্পনার Ⓓ বাজেট পরিকল্পনার **Ans A**

03. প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আর্থিক অবস্থার চিত্র জানা যায় কোনটির মাধ্যমে? [JES-16]
Ⓐ বিশদ আয় বিবরণী Ⓑ নগদ প্রবাহ বিবরণী
Ⓒ সংক্ষিপ্ত আয় বিবরণী Ⓓ আর্থিক অবস্থার বিবরণী **Ans D**

04. কার্যকরী মূলধন নির্ণয়ের সঠিক সূত্র কোনটি? [JES-16]
Ⓐ মোট সম্পদ - মোট দায় Ⓑ চলতি সম্পদ - মোট দায়
Ⓒ মোট সম্পদ - চলতি দায় Ⓓ চলতি সম্পদ - চলতি দায় **Ans D**

Step 5 — NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার কৌশল বা পদ্ধতি কত প্রকার?
Ⓐ ২ প্রকার Ⓑ ৩ প্রকার
Ⓒ ৪ প্রকার Ⓓ ৬ প্রকার **Ans B**

02. দীর্ঘকালীন স্বচ্ছলতা, মূলধন কাঠামো এবং লাভজনক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করাকে বলে–
Ⓐ আর্থিক বিবরণী Ⓑ আয় বিবরণী
Ⓒ অনুপাত বিশ্লেষণ Ⓓ আর্থিক অবস্থা বিবরণী **Ans C**

03. আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায় কোনটি?
Ⓐ অনুপাত বিশ্লেষণ Ⓑ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ
Ⓒ উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় Ⓓ তহবিল প্রবাহ বিবরণী **Ans A**

04. আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিষয়ক অনুপাতের প্রয়োজনীয় উপাদান কোথায় পাওয়া যায়?
Ⓐ আয় বিবরণী Ⓑ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ বিশদ আয় বিবরণী **Ans C**

05. যে বিবরণী থেকে ব্যবসায়ের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায়–
Ⓐ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓑ বিশদ আয় বিবরণী
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ **Ans C**

06. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো–
Ⓐ সম্পত্তি দায়ের সঠিক তথ্য সরবরাহ করা
Ⓑ তারল্যনীতি বজায় রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করা
Ⓒ লাভ-লোকসান অর্জন ক্ষমতা পর্যালোচনা করা
Ⓓ ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা **Ans D**

07. অনুপাত বিশ্লেষণে দুটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে প্রকাশ করা হয়–
Ⓐ সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে Ⓑ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে
Ⓒ গাণিতিক পদ্ধতিতে Ⓓ গ্রাফ পদ্ধতিতে **Ans C**

08. প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা নির্ণয় করা যায় কীসের মাধ্যমে?
Ⓐ নগদ প্রবাহের মাধ্যমে Ⓑ অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে
Ⓒ পরিকল্পনার মাধ্যমে Ⓓ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে **Ans B**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Type 2

হিসাব সংক্রান্ত অনুপাতসমূহ

Step 1

BASIC INFORMATION

হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অনুপাত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

তারল্য অনুপাতসমূহ (Liquidity Ratios): যে অনুপাতসমূহ তারল্য পরিমাপ করে বা প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করে তাদেরকে তারল্য অনুপাত বলে। প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত নগদ অর্থের প্রাপ্যতা যাচাই করার জন্য অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদে পাওনাদার যেমন- ব্যাংক এবং সরবরাহকারীগণ (পাওনাদার) সাধারণত প্রতিষ্ঠানের তারল্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের তারল্য যাচাইয়ের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়।

তারল্য নির্দেশক অনুপাতসমূহ		নির্ণয়ের কারণ
অনুপাতসমূহ	সূত্র	
চলতি অনুপাত (Current ratio):	▪ চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ ▪ চলতি সম্পত্তি = নগদ + ব্যাংক জমা (+) স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ (+) প্রাপ্য হিসাবসমূহ বা দেনাদার (+) প্রাপ্য নোট (+) প্রাপ্য আয় (+) অগ্রিম ব্যয় (+) মজুত পণ্য ▪ চলতি দায় = প্রদেয় হিসাবসমূহ বা বিবিধ পাওনাদার (+) প্রদেয় নোট (+) স্বল্পমেয়াদি ঋণ (+) প্রদেয় ব্যয় (+) অনুপার্জিত আয় (+) ব্যাংক জমাতিরিক্ত (+) প্রদেয় লভ্যাংশ।	এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা প্রকাশ করে।
দ্রুত (তারল্য)/এসিড টেস্ট/অতি নগদ/দ্রুত অনুপাত (Acid Test or Quick Ratio):	▪ দ্রুত (তারল্য) অনুপাত = $\frac{\text{দ্রুত সম্পত্তিসমূহ}}{\text{চলতি দায়}}$ ▪ দ্রুত সম্পত্তিসমূহ = নগদ + স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ + নিট প্রাপ্যসমূহ অথবা দ্রুত সম্পত্তি = চলতি সম্পত্তি − মজুত পণ্য − অগ্রিম খরচসমূহ ▪ দ্রুত দায় = চলতি দায় − ব্যাংক জমাতিরিক্ত [Note: চলতি সম্পত্তি তারল্য অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু চলতি দায় অগ্রাধিকার অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। আমেরিকান হিসাববিজ্ঞানে, ব্যাংক জমাতিরিক্ত বলে কিছু নেই; তাই, দ্রুত দায় = চলতি দায়]	প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা পরিমাপ করে।
কার্যকরী মূলধন অনুপাত (Working Capital Ratio):	▪ কার্যকরী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{কার্যকরী মূলধন}}{\text{চলতি দায়}}$ ▪ কার্যকরী মূলধন = চলতি সম্পত্তিসমূহ − চলতি দায়সমূহ ▪ অপর্যাপ্ত কার্যকরী মূলধন কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অসচ্ছলতার লক্ষণ চিহ্ন। তাই কার্যকরী মূলধনের পর্যাপ্ততা যাচাইয়ের জন্য এ অনুপাত নির্ণয় করা হয়	চলতি অনুপাতের বিকল্প হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ, চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে।
পরিচালন চক্র (Operating cycle):	▪ পরিচালন চক্র = মজুদ পণ্যের গড় বিক্রয় সময় + প্রাপ্য হিসাবসমূহের গড় আদায় সময় ▪ নিট পরিচালন চক্র (cash conversion cycle) = পরিচালন চক্র − প্রদেয় হিসাবসমূহকে পরিশোধের গড় সময়	মজুদ পণ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং তার বিক্রয়ের ফলে সৃষ্ট প্রাপ্য হিসাবসমূহ কত দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরিত হয় তা এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।
পরিচালন কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত নিট নগদ প্রবাহ (Net cash provided from operating activities):	▪ নগদ প্রবাহ বিবরণীতে (Cash flow statement) পরিচালন কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহের পরিমাণ দেখানো হয়ে থাকে। ▪ কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট নগদ আন্তঃপ্রবাহ (উদা: মজুদপণ্য বিক্রয়, প্রাপ্য হিসাব থেকে আদায়) ও নগদ বহিঃপ্রবাহের (উদা: বেতন প্রদান) পার্থক্যই এখানে প্রদর্শিত হয়।	এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংক্রান্ত ব্যয় এবং পরিচালনা/স্বল্পমেয়াদি দায়ের টাকা পরিশোধের পর বিদ্যমান নগদ অর্থের পরিমাণকে প্রকাশ করা হয়।
মুক্ত নগদ প্রবাহ/নগদ অনুপাত (Free Cash Flow):	▪ ফার্মের নিকট মুক্ত নগদ প্রবাহ = পরিচালন নগদ প্রবাহ + সুদ খরচ × (১ − কর হার) − মূলধনী ব্যয়সমূহ ▪ মূলধনী ব্যয় মেটানোর পর অতিরিক্ত পরিচালন নগদ প্রবাহ থাকাকেই মুক্ত নগদ প্রবাহ বলে।	ব্যবসায়ের মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে যত বেশি (পরিচালনা কার্যক্রম হতে) নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

… কার্যকারিতা/ কর্মতৎপরতার অনুপাতসমূহ (Activity Ratios) :

… কার্যকারিতার অনুপাত নির্দেশ করে একটি কোম্পানি কতটা দক্ষতার সাথে তার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদের ব্যবহার করেছে, রাজস্ব এবং নগদ উৎপন্ন করতে। … কার্যকারিতার একটি ব্যবসার আর্থিক স্বাস্থ্যকে প্রকাশ করে না বরং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদানগুলোর ব্যবহারকেও নির্দেশ করে। কার্যকারিতা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের … এবং রাজস্ব উৎপন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দক্ষতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

… প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয় :

কর্মতৎপরতার/কার্যকারিতার অনুপাতসমূহ

অনুপাতসমূহ	সূত্র	নির্ণয়ের কারণ
প্রাপ্য হিসাব (দেনাদার) আবর্তন অনুপাত (Accounts Receivable or Debtors Turnover Ratio):	▪ প্রাপ্য হিসাব (দেনাদার) আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার (দেনাদার + প্রাপ্য নোট)}}$ নিট ধারে বিক্রয় = (মোট বিক্রয় − নগদ বিক্রয়) অথবা (সমাপনী প্রাপ্য হিসাব + প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে আদায় − প্রারম্ভিক প্রাপ্য হিসাব)। গড় দেনাদার = [(প্রারম্ভিক দেনাদার + সমাপনী দেনাদার) ÷ ২]	প্রতিষ্ঠান তার দেনাদার (প্রাপ্য হিসাব) নামক সম্পত্তি কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে এ অনুপাতটি তা মূল্যায়ন করে। এক বছরে গড়ে কতবার প্রাপ্য হিসাবগুলো আদায় হয় তা এ অনুপাত হতে জানা যায়। কোম্পানির ঋণ প্রদান নীতি বা Collection Policy সম্পর্কে জানা যায়।
গড় আদায় সময় (Average Collection Period):	▪ গড় আদায় সময় $= \frac{\text{৩৬৫ দিন/১২ মাস/ ৫২ সপ্তাহ}}{\text{প্রাপ্য হিসাব/দেনাদার আবর্তন অনুপাত}}$	একটি প্রাপ্য হিসাব কত দিনে নগদ টাকায় পরিণত হয় তা গড় আদায় সময়ের অনুপাত হতে জানা যায়। অন্যভাবে, অনুপাতটি প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদারের নিকট থেকে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের গড় সময় পরিমাপ করে।
পাওনাদার আবর্তন অনুপাত (Creditors Turnover Ratio):	▪ পাওনাদার আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{নিট ধারে ক্রয়}}{\text{গড় পাওনাদার (পাওনাদার + প্রদেয় বিল)}}$ ▪ গড় পাওনাদার $= \frac{\text{প্রারম্ভিক পাওনাদার + সমাপনী পাওনাদার}}{\text{২}}$	এই অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠান কত দ্রুত ঋণদাতা ও সরবরাহকারীদের অর্থ পরিশোধ করে তার পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার পাওনাদারদের কতবার অর্থ প্রদান করতে সক্ষম।
গড় পরিশোধ সময় (No. of Days of Payables):	▪ গড় পরিশোধ সময় $= \frac{\text{৩৬৫ দিন/১২ মাস/ ৫২ সপ্তাহ}}{\text{প্রদেয় হিসাব/পাওনাদার আবর্তন অনুপাত}}$	এই অনুপাতটি দ্বারা কোম্পানি তার বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদানে কত সময় নেয় তা জানা এবং কোম্পানি কি ভাবে তার নগদ ব্যবস্থাপনা (স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ) পরিচালনা করছে নগদ প্রবাহকে বৃদ্ধির জন্য।
মজুত আবর্তন অনুপাত (Inventory Turnover):	▪ মজুত আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$ ▪ গড় মজুত $= \frac{\text{(প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত)}}{\text{২}}$ [বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (নিট বিক্রয় − মোট লাভ) অথবা (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীত পণ্যের ব্যয়− সমাপনী মজুদ]	প্রতিষ্ঠান তার মজুদ পণ্য নামক সম্পত্তি কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে এ অনুপাতটি তা মূল্যায়ন করে। এই অনুপাত মজুত ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফার্মের দক্ষতা নির্দেশ করে।
মজুদ বিক্রয়ের গড় সময় (Days of Inventory on Hand (DOH))	▪ মজুদ বিক্রয়ের গড় সময় $= \frac{\text{৩৬৫ দিন/১২ মাস/ ৫২ সপ্তাহ}}{\text{মজুদ আবর্তন অনুপাত}}$ Note : "মজুদ আবর্তন অনুপাত" এর বিকল্প হলো "মজুদ পণ্যের গড় বিক্রয় সময়"।	এ অনুপাতটি মজুদ পণ্য বিক্রয়ের গড় সময় পরিমাপ করে।
মোট সম্পত্তির আবর্তন : (Total Asset Turnover)	▪ মোট সম্পত্তির আবর্তন $= \frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পত্তিসমূহ}}$ ▪ নিট বিক্রয় = (মোট বিক্রয় − বিক্রয় ফেরত − বিক্রয় বাট্টা) ▪ গড় সম্পত্তি = [(প্রারম্ভিক সম্পত্তি + সমাপনী সম্পত্তি) ÷ ২]	বিক্রয় সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগকৃত সম্পত্তি কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে এই অনুপাতটি তা মূল্যায়ন করে। এই অনুপাতের ফলাফলের মাধ্যমে সম্পত্তিতে প্রতি এক টাকার বিনিয়োগের ফলে, কত টাকার বিক্রয় সৃষ্টি (আয় অর্জিত) হয়েছে তা পরিমাপ করা যায়। সকল সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নির্ণয় করে মোট সম্পত্তির আবর্তন অনুপাত।

Super Tips:

▪ … হিসাবরক্ষকগণ দেনাদার আবর্তন অনুপাত ও মজুত আবর্তন অনুপাতকে তারল্য নির্দেশক অনুপাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

CamScanner

উপার্জন ক্ষমতার অনুপাতসমূহ (Profitability Ratios) : একটি নির্দিষ্ট সময়কালে প্রতিষ্ঠানের আয় উপার্জন ক্ষমতা অথবা পরিচালনার সফলতা এই অনুপাতসমূহের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। সাধারণত, ঋণদাতা (পাওনাদার, ব্যাংক) এবং বিনিয়োগকারী (শেয়ারহোল্ডার) উভয়ই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। এছাড়াও, এই অনুপাতসমূহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পরিচালন দক্ষতা ও সফলতা যাচাই করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের উপার্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয় :

উপার্জন ক্ষমতার অনুপাতসমূহ

অনুপাতসমূহ	সূত্র	নির্ণয়ের কারণ
মোট লাভের অনুপাত : (Gross Profit Margin)	▪ মোট লাভের অনুপাত $= \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$	এই অনুপাত বা হারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিট বিক্রয়ের উপর অর্জিত মোট মুনাফার আনুপাতিক হার পরিমাপ করা হয়।
নিট মুনাফার অনুপাত /প্রান্তিক মুনাফার হার: (Net Profit Margin)	▪ নিট লাভের অনুপাত $= \frac{\text{নিট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$ ▪ সমস্ত ব্যয় ও আয় বিবেচনা করার পর উদ্বৃত লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করে এ অনুপাত।	এই অনুপাত বা হারটি নিট বিক্রয়ের উপর নিট মুনাফার আনুপাতিক হার পরিমাপ করে।
সম্পত্তি হতে উপার্জন : (Return on Assets/ROA or Return on Investment/ ROI)	▪ সম্পত্তি হতে উপার্জন $= \frac{\text{নিট আয়}}{\text{গড় সম্পত্তি}}$ ▪ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মুনাফা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফার্মের সামগ্রিক দক্ষতাকে বিচার করে।	এই হারটি কোম্পানির গড় মোট সম্পদের উপর উপার্জন ক্ষমতা/মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা (Overall measure of profitablity) পরিমাপ করে।
মালিকানাস্বত্বের উপর উপার্জন : (Return on Equity/ROE)	▪ মালিকানাস্বত্বের উপর উপার্জন $= \frac{\text{নিট আয়}}{\text{শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব}}$ ▪ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার এর উপর নিট লাভ উপার্জনের হার কেমন, তা জানা যায়।	মালিকানা স্বত্বের সাথে মুনাফা তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা পরিমাপ করে।
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের উপর উপার্জন হার (Rate of return on common stockholders' equity)	▪ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের উপর উপার্জন হার $= \frac{\text{নিট মুনাফা} - \text{অগ্রাধিকার লভ্যাংশ}}{\text{গড় সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব}}$ ▪ এখানে শুধু সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের উপর নিট লাভ উপার্জন ক্ষমতা কতটুকু, তা দেখা হয়।	এই অনুপাত বা হারটি দ্বারা নিট আয় (মুনাফা) অর্জনে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগন কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধনের হার পরিমাপ করা হয়। প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার শেয়ার থাকলে এ অনুপাতটি ব্যবহার করা হয়। অন্যথায়, শুধু মালিকানা স্বত্বের উপর উপার্জন হার নির্ণয় করলেই যথেষ্ট।
বিনিয়োজিত মূলধনের (বিনিয়োগের) উপর উপার্জন হার (Rate of return on capital investment)	▪ বিনিয়োজিত মূলধনের (বিনিয়োগের) উপর উপার্জন হার $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$ ▪ বিনিয়োজিত/বিনিয়োগকৃত মূলধন = (মালিকানা স্বত্ব + দীর্ঘমেয়াদি দায়) অথবা, বিনিয়োজিত/বিনিয়োগকৃত মূলধন = (মোট সম্পত্তি – চলতি দায়)	এ অনুপাত বা হারটি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর উপার্জন ক্ষমতা বা বিনিয়োগের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা পরিমাপ করে।
শেয়ার প্রতি উপার্জন হার (Earnings per share/EPS)	▪ শেয়ার প্রতি উপার্জন হার $= \frac{\text{নিট আয়}}{\text{বিলিকৃত সাধারণ শেয়ার সংখ্যার গড়}}$ অথবা, $= \frac{\text{নিট আয়} - \text{অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ}}{\text{বিলিকৃত সাধারণ শেয়ারসংখ্যার গড়}}$ বিলিকৃত সাধারণ শেয়ার সংখ্যার গড় = [(প্রারম্ভিক + সমাপনী বিলিকৃত সাধারণ শেয়ার সংখ্যা) ÷ ২]	এই অনুপাত বা হারটি দ্বারা সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার প্রতি অর্জিত আয়ের পরিমাণ যাচাই করা হয়। যদি কোম্পানিতে অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ থাকে তাহলে নিট মুনাফা হতে অগ্রাধিকার লভ্যাংশ বাদ দিয়ে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের বিতরণের জন্য অবশিষ্ট মুনাফা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।
শেয়ারহোল্ডারদের দেয় বা প্রদেয় অনুপাত/ পরিশোধিত আয়ের অনুপাত/পে-আউট অনুপাত (Payout Ratio)	▪ পরিশোধিত আয়ের অনুপাত হলো $= \frac{\text{নগদ লভ্যাংশ}}{\text{নিট মুনাফা}}$	এই অনুপাতের মাধ্যমে কোম্পানি তার অর্জিত নিট মুনাফার কতটুকু নগদ লভ্যাংশ আকারে প্রদান করেছে তা নির্ধারণ করা হয়।
ল্য আয় অনুপাত rice-Earnings tio)	▪ মূল্য আয় অনুপাত $= \frac{\text{শেয়ার প্রতি বাজারমূল্য}}{\text{শেয়ার প্রতি উপার্জন হার}}$	এই অনুপাতের মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি আয় অনুযায়ী শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্যের অবস্থানকে যাচাই করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত উপার্জন ক্ষমতার উপর সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি (Attitudes of the potential investors) মূল্যায়নে এই অনুপাতটি ব্যবহৃত হয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সচ্ছলতার অনুপাতসমূহ (Solvency Ratios) : সচ্ছলতার অনুপাতসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করা হয়। দীর্ঘমেয়াদে ...তা এবং শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ প্রদান এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত দায়সমূহ পরিশোধ ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকে। ...প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়।

সচ্ছলতার অনুপাতসমূহ		
অনুপাতসমূহ	সূত্র	নির্ণয়ের কারণ
...দায়-মোট সম্পত্তি ...অনুপাত/ঋণ সম্পত্তি ...অনুপাত/ দায় অনুপাত : (Debt to Total Assets /Debt Ratio)	■ দায়-মোট সম্পত্তি অনুপাত বা দায় অনুপাত $= \frac{\text{বহির্দায়}}{\text{মোট সম্পত্তি}}$ ■ মোট বহির্দায়সমূহ = চলতি দায়সমূহ + দীর্ঘমেয়াদি দায়সমূহ ■ একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির কত শতাংশ ঋণ এর মাধ্যমে বা বহির্দায় এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে, তা জানা যায়।	এই অনুপাতটি প্রতিষ্ঠানে পাওনাদার বা বহিস্থ পক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত সম্পত্তির হার পরিমাপ করে বা সম্পত্তির উপর পাওনাদারদের দাবির হার পরিমাপ করে। এ অনুপাতটি সমস্ত সম্পদের ঐ অংশটুকুকে নির্দেশ করে যার জন্য ঋণপত্র বা Debt থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে।
...দায়-মালিকানা ...অনুপাত/ঋণ মূলধন ...অনুপাত/দেনা-মালিকানা ...অনুপাত : (Debt to Equity Ratio)	■ দায়-মালিকানাস্বত্ব অনুপাত $= \frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট মালিকানা স্বত্ব}}$ ■ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব বা মালিকানাস্বত্ব = (সাধারণ শেয়ার + অগ্রাধিকার শেয়ার + শেয়ার অধিহার + জমাকৃত মুনাফা + মূলধন সঞ্চিতি + সাধারণ সঞ্চিতি + অন্যান্য সঞ্চিতি বা তহবিল − অলীক সম্পত্তি)	এই অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বহির্দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের মধ্যে সম্পর্ককে আনুপাতিক হারে পরিমাপ করা হয়। যার ফলে কারবারের ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি বেরিয়ে আসে। এ অনুপাত যত বৃদ্ধি পায়, প্রতিষ্ঠানের মূলধনের জন্য বাইরের পক্ষের উপর তত বেশি নির্ভরশীলতার প্রকাশ পায়, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য সন্তোষজনক নয়।
...সুদ অর্জন/সুদ ...রেজ ...অনুপাত/লিভারেজ অনুপাত (Times interest earned)	■ সুদ উপার্জিত সময়/সুদ কভারেজ অনুপাত $= \frac{\text{আয়কর ও সুদ খরচ পূর্ব আয়}}{\text{সুদ খরচ}}$	এই অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ প্রদানের ক্ষমতা (যখন তা প্রদেয় হয়) পরিমাপ করা হয়। এই অনুপাতটিকে আর্থিক লিভারেজ অনুপাত (Financial Leverage Ratio) বলা হয়ে থাকে। যদি ঋণকৃত মূলধনের ব্যয়ের (সুদ ব্যয়) তুলনায় ইহার আয় বেশি হয়, তখন এই অনুপাতকে "অনুকূল লিভারেজ" বলা হয়। ঋণকৃত মূলধন ব্যবহার করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা হবে কিনা, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই অনুপাতটি প্রয়োগ করা হয়।
...মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital Gearing Ratio)	■ মূলধন গিয়ারিং অনুপাত $= \frac{\text{স্থির খরচযুক্ত তহবিল}}{\text{সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল}}$ ■ এখানে, সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল = (মালিকানা তহবিল − অগ্রাধিকার শেয়ার) ■ মূলধন স্থির খরচ যুক্ত তহবিল = (ঋণপত্র + দীর্ঘমেয়াদি ঋণ + অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন) ■ "মূলধন গিয়ারিং" একটি ব্রিটিশ টার্ম, যেটি নির্দেশ করে "একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূলধনের তুলনায় ঋণের পরিমাণ কত"। সহজ কথায়, Debt (ঋণ) ও Equity (সাধারণ শেয়ার মূলধন) এর অনুপাতই মূলধন গিয়ারিং অনুপাত। অনেক হিসাববিদ 'ঋণ' এর পরিবর্তে স্থির খরচযুক্ত তহবিল ব্যবহার করতে পছন্দ করেন।	শেয়ার মালিকদের মূলধন এবং স্থির খরচযুক্ত তহবিলের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য মূলধন গিয়ারিং অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এ অনুপাতের উচ্চ হার দ্বারা ব্যবসায়ের উচ্চ স্থির খরচের পরিমাণ নির্দেশ করে এবং নিম্ন হার দ্বারা ব্যবসায়ের কম স্থির খরচ প্রকাশ করে।

...বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফার আলোচনা :

...নিক বা ভুয়া সম্পত্তি : প্রাথমিক খরচাবলি, শেয়ার অবহার, অবলেখকের দস্তুরি বা কমিশন সংরক্ষিত আয় বিবরণী ডেবিট ব্যালেন্স ইত্যাদির বাহ্যিক অস্তিত্ব ...এবং অর্থনৈতিক বা বিনিময় মূল্য নেই বলে এদেরকে কাল্পনিক বা ভুয়া সম্পত্তি বলে। বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয়ের সময় এই কাল্পনিক বা ভুয়া ...সম্পত্তিসমূহ/অসমন্বিত ব্যয়সমূহকে বাদ দিতে হবে।

...মালিকানাস্বত্ব/তহবিল : প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর মালিকের দাবিকে মালিকানা তহবিল/মালিকানাস্বত্ব বলে। কাল্পনিক/ভুয়া সম্পত্তি ও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি ব্যতীত ...সম্পত্তি হতে সকল বহির্দায় বাদ দিয়ে প্রাপ্ত মূল্যই মালিকানা তহবিল। অন্যভাবে, সাধারণ শেয়ার মূলধন, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন, বিভিন্ন সঞ্চিতি তহবিল ...সাধারণ সঞ্চিতি, সিংকিং ফান্ড ইত্যাদি) সকল অবণ্টিত মুনাফা যোগ করে এবং যোগফল হতে কাল্পনিক/ভুয়া সম্পত্তি ও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বাদ দিয়ে ...মালিকানা তহবিল নির্ণয় করা যায়।

...শেয়ার মালিকানা তহবিল/স্বত্ব : মালিকানা তহবিল জানা থাকলে মালিকানা তহবিল হতে অগ্রাধিকার শেয়ার মূল্য বাদ দিলে সাধারণ শেয়ার মালিকানা ...তহবিল/ স্বত্ব পাওয়া যাবে। মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital Gearing Ratio) নির্ণয় করার সময় সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল দফাটি প্রয়োজন হবে।

...মোট বহির্দায় : প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বহির্দায় ও চলতি বহির্দায়ের যোগফলকে মোট বহির্দায় বলে।

...খরচযুক্ত তহবিল : নির্দিষ্ট সুদ হারের ঋণ ঋণপত্র এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধনকে যোগ করলে স্থির খরচযুক্ত তহবিল পাওয়া যায়। এই দফাসমূহের খরচ স্থির থাকে বলে ...যোগফলকে স্থির খরচযুক্ত তহবিল বলে। মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital Gearing Ratio) নির্ণয়ের সময় স্থির খরচযুক্ত তহবিল প্রয়োজন হয়।

...বিনিয়োজিত মূলধন : শেয়ার মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি দায়ের যোগফলই বিনিয়োজিত মূলধন। অন্যদিকে, মোট সম্পত্তি হতে চলতি দায় বাদ দিয়েও বিনিয়োজিত মূলধন ...পাওয়া যায়। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অস্পর্শনীয় সম্পত্তিসমূহ ও ভুয়া/ কাল্পনিক সম্পত্তিসমূহ বাদ দিতে হবে।

...বিক্রীত পণ্যের ব্যয় : যে সমস্ত পণ্য বিক্রি হয়েছে তার ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয় ও প্রক্রিয়াজাত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের সমষ্টি হলো বিক্রীত পণ্যের ব্যয়। ...বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয়মূল্য- মোট লাভ।

...লাভ/ মুনাফা : নিট বিক্রয় হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট লাভ নির্ণয় করা যায়। মোট লাভ = নিট বিক্রয়-বিক্রীত পণ্যের ব্যয়।

...লাভ/ মুনাফা : নিট মুনাফার দুটি অংশ। কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা এবং কর পরবর্তী নিট মুনাফা। নিট মুনাফা হতে আয়কর/আয়কর সঞ্চিতি বাদ দিয়ে কর পরবর্তী নিট ...নির্ণয় করা হয়। আর আয়কর/ আয়কর সঞ্চিতি চার্জ করার পূর্বের মুনাফাকে কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা বলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step ② At a Glance : Most Important Information

- চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করে- **তারল্য অনুপাত।**
- তুরিত অনুপাত প্রতিষ্ঠানের- **তাৎক্ষণিক দায় পরিশোধ ক্ষমতা নির্দেশ করে।**
- চলতি মূলধনের অংশ বলতে বুঝায় চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায় এর অন্তর্গত সকল আইটেম।
- চলতি মূলধন/নিট চলতি সম্পত্তি/কার্যকরী মূলধন = **চলতি সম্পত্তি – চলতি দায়।**
- উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত নির্দেশ করে- **কারবারের দক্ষতা**
- সচ্ছলতার অনুপাত নির্দেশ করে- **দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা**
- ঋণ পরিশোধের অনুপাতকে বলা হয়- **সচ্ছলতার অনুপাত**
- প্রতিষ্ঠানের মজুদ পণ্য কমে গেলে- **চলতি অনুপাত কমে যায় কিন্তু তুরিত অনুপাত ভাল হয়।**
- প্রতিষ্ঠানের মজুদ পণ্য বেড়ে গেলে- **চলতি অনুপাত ভাল হয় কিন্তু তুরিত অনুপাত কমে যায়।**
- তুরিত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত নয়- **মজুদ পণ্য ও অগ্রিম ব্যয়।**
- তারল্য অনুপাত সমূহ ব্যতীত সকল অনুপাত (যেমন: দায়/ঋণ অনুপাত, ঋণ মূলধন অনুপাত ইত্যাদি) **স্বল্পকালীন তারল্যের মাপকাঠিতে কম গুরুত্বপূর্ণ।**
- চলতি দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়- **১ বছর।**
- সময়মতো চলতি দায় পরিশোধ করতে পারলে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়- **প্রতিষ্ঠানের তারল্য।**
- চলতি অনুপাতের পরিমাণ যত বেশি হবে, তত বেশি হবে- **চলতি মূলধন।**
- প্রাপ্য হিসাব/দেনাদার আবর্তন অনুপাত দেনাদারের তারল্য নির্দেশ করে/ একটি হিসাবকালে দেনাদারের নিকট হতে প্রাপ্তির গড় সময় নির্দেশ করে।
- মজুদ আবর্তন অনুপাত মজুদের তারল্য নির্দেশ করে/মজুদ পণ্য গড়ে কতদিন পর বিক্রয় হয়, তা নির্দেশ করে।
- Factoring শব্দটি সম্পর্কযুক্ত- **দেনাদার/প্রাপ্য হিসাবের সাথে।**

Step ③ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. রুমানা কোম্পানির ১০% হারে ১,০০,০০০ টাকার ঋণপত্র, ১২% হারে ২,০০,০০০ টাকার অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার এবং প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার রয়েছে। যদি কোম্পানির নিট মুনাফা ১,৫৯,০০০ টাকা হয়, তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার প্রতি সর্বোচ্চ কত টাকা লভ্যাংশ পেতে পারে? [DU : 22-23]

Ⓐ ৩.০০ টাকা Ⓑ ২.৫০ টাকা Ⓒ ২.১৫ টাকা Ⓓ ১.৮০ টাকা

Ⓑ Solve

$$\text{শেয়ার প্রতি উপার্জন হার} = \frac{\text{নিট আয়} - \text{অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ}}{\text{বিলিকৃত সাধারণ শেয়ার সংখ্যার গড়}}$$

$$= \frac{১,৫৯,০০০ - ২৪,০০০}{৫০,০০০} = \frac{১,৩৫,০০০}{৫০,০০০} = ২.৭$$

এখানে, অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ পাবে $= (২,০০,০০০ \times ১২\%)$ $= ২৪,০০০$ টাকা।

নোট : ⇒ যদি কোম্পানিতে অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ থাকে তাহলে নিট মুনাফা হতে অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ বাদ দিয়ে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের বিতরনের জন্য অবশিষ্ট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

⇒ সাধারণত নিট মুনাফা বলতে সুদ ও করবাদ নিট মুনাফাকে বুঝায়। তাই এখানে ঋণের সুদ নিট মুনাফা হতে নতুন করে বাদ দেওয়া হয়নি।

⇒ প্রশ্নে সঠিক উত্তর ২.৭ দেওয়া না থাকায় অপশন (B) ২.৫০ টাকাকে সঠিক উত্তর হিসেবে ধরা হয়েছে।

02. সানফ্লাওয়ার কোম্পানি ২০২২ সালে ১,৮৬,০০০ টাকা নিট আয় প্রকাশ করে এবং সাধারণ শেয়ারের উপর ২৬,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে। কোম্পানিটির ৬%, ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের আরও ১০,০০০ অপুঞ্জীভূত অগ্রাধিকার শেয়ার রয়েছে এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের উপর ৬০,০০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটির পরিমাণ ২০২২ সনের ১ জানুয়ারিতে ১২,০০,০০০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সনে ১৬,০০,০০০ টাকা ছিল। ২০২২ সনে কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটির উপর উপার্জন হার কত হবে? [DU : 22-23]

Ⓐ ১০% Ⓑ ৭.১% Ⓒ ৯% Ⓓ ১৩.৩%

Ⓒ Solve সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের স্বত্বের উপর উপার্জন হার

$$= \frac{\text{নিট মুনাফা} - \text{অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ}}{\text{গড় সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব}} \times ১০০$$

$$= \frac{১,৮৬,০০০ - ৬০,০০০}{১৪,০০,০০০} \times ১০০ = ৯\%$$

∴ গড় সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব = {(১২,০০,০০০ + ১৬,০০,০
÷ ২} = ১৪,০০,০০০ টাকা।

এখানে, অপুঞ্জীভূত অগ্রাধিকার শেয়ারের ৬% লভ্যাংশ অগ্রাধিকার লভ্যাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, অপুঞ্জীভূত অগ্রাধিকার লভ্যাংশ বাবদ ৬০০ টাকার কোন প্রভাব এই অঙ্কে থাকবে না।

03. তারল্য অনুপাত নির্দেশ করে—। [DU-C : 21-22, 04-05; BU : 15-16, 1
CU : 08-09]

Ⓐ ব্যবসায়ের দায় পরিশোধের ক্ষমতা

Ⓑ ব্যবসায়ের সকল দায় অর্থায়নে আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা

Ⓒ ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা

Ⓓ ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা

Ⓒ Solve প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা এবং ভ
প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের প্রাপ্যতা যাচাই করার জন্য তারল্য অনুপাত
করা হয়। সুতরাং তারল্য অনুপাত চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই ক

**04. শাপলা কোম্পানির নিট চলতি মূলধন ১,৮০,০০০ টাকা এবং চলতি অ
৫:২। উক্ত কোম্পানির চলতি দায়ের পরিমাণ কত?** [DU-C : 18-19]

Ⓐ ১,২০,০০০ টাকা Ⓑ ৭২,০০০ টাকা

Ⓒ ৩,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৫১,৪২৯ টাকা

Ⓐ Solve চলতি অনুপাত ৫ : ২, অর্থাৎ, চলতি দায় ২ টাকা হলে
সম্পদ ৫ টাকা। তাহলে, চলতি মূলধন = (৫ – ২) = ৩ টাকা।

$$\therefore \text{চলতি দায়} = \left(\frac{১,৮০,০০০}{৩} \times ২\right) = ১,২০,০০০ \text{ টাকা।}$$

CamScanner

13. নিচের কোনটি পরিশোধিত আয়ের অনুপাত? [DU-C : 13-14; RU : 20-21]

Ⓐ নগদ লভ্যাংশ/নিট মুনাফা Ⓑ নিট মুনাফা/নিট বিক্রয় Ⓒ নিট বিক্রয়/গড় সম্পদ
Ⓓ মোট ঋণ/মোট সম্পদ Ⓔ নিট আয়/গড় সম্পদ

Ⓐ Solve পরিশোধিত আয়ের অনুপাত হলো = $\frac{\text{নগদ লভ্যাংশ}}{\text{নিট মুনাফা}}$ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় শেষে কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদেরকে যে পরিমাণ লভ্যাংশ পরিশোধ করে তাকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত নিট মুনাফার পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে পরিশোধিত আয়ের অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

14. তড়িৎ অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি বিবেচনা করা হয় না? [DU-C : 12-13]

Ⓐ নগদ টাকা Ⓑ প্রাপ্য হিসাব Ⓒ অগ্রিম প্রদত্ত খরচ
Ⓓ মজুত পণ্য Ⓔ প্রদেয় হিসাব

Ⓓ Solve তড়িৎ অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মজুতপণ্যকে বিবেচনা করা হয় না। তড়িৎ সম্পত্তি নির্ণয়ে চলতি সম্পত্তি হতে মজুত পণ্যকে বাদ দেওয়া হয়।

15. চলতি দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা (Firm's ability to pay current liabilities) কোনটি দিয়ে পরিমাপ করা যায়? [DU-C : 11-12; RU : 21-22; BRUR : 15-16]

Ⓐ ইনভেন্টরি টার্নওভার Ⓑ সংগ্রহের গড় দিন Ⓒ এসিড টেস্ট অনুপাত
Ⓓ বিনিয়োগের উপর অর্জন Ⓔ মুনাফার অনুপাত

Ⓒ Solve তারল্য অনুপাতসমূহ দ্বারা চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়। তারল্য অনুপাতসমূহ হলো- চলতি অনুপাত, তড়িৎ অনুপাত বা এসিড টেস্ট অনুপাত, কার্যকরী মূলধন অনুপাত ইত্যাদি।

16. কোন কোম্পানির নিট বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা; চলতি সম্পত্তি ৩,০০,০০০ টাকা; গড় মোট সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকা এবং নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির উপর মুনাফার হার কত? [DU-C : বাতিলকৃত 11-12]

Ⓐ ২৫% Ⓑ ৫% Ⓒ ১০%
Ⓓ ১৫% Ⓔ ২০%

Ⓑ Solve প্রশ্নে দেয়া আছে,
নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা এবং গড় মোট সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকা।

সম্পত্তির উপর মুনাফার হার $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{গড় মোট সম্পত্তি}} = \frac{১,০০,০০০}{২০,০০,০০০}$

$= ০.০৫ \times ১০০\% = ৫\%$

সুতরাং উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির উপর মুনাফার হার হলো ৫%।

17. চলতি অনুপাত নিচের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? [DU-C : বাতিলকৃত 11-12; BU : 15-16]

Ⓐ মুনাফা অনুপাত Ⓑ কর্মকাণ্ড অনুপাত Ⓒ তারল্য অনুপাত
Ⓓ সচ্ছলতা অনুপাত Ⓔ বাজার অনুপাত

Ⓒ Solve কোম্পানির তারল্য অনুপাত নির্ণয় করা হয় তারল্য দায় পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই করার জন্য। এর অন্তর্গত অনুপাতগুলো হলো- চলতি অনুপাত, ত্বরিত অনুপাত প্রাপ্য আবর্তন অনুপাত, মজুত আবর্তন অনুপাত ইত্যাদি।

18. প্রিমিয়ার লিমিটেডের নিট আয় ২০০৯ সনে ছিল ৩,৫৪,০০০ টাকা এবং ২০১০ সনে ১,৫৯,৩০০ টাকা। ২০১০ সনের নিট আয়ের হ্রাসকে পূরণ করতে প্রিমিয়ার লিমিটেডকে নিট আয় ২০১১ সনে শতকরা কী হারে বাড়াতে হবে? [DU-C : বাতিলকৃত 11-12]

Ⓐ ৬৫% Ⓑ ৬০% Ⓒ ৫৫%
Ⓓ ১১০% Ⓔ ১২২%

Ⓔ Solve ২০০৯ সালের নিট আয় ৩,৫৪,০০০ টাকা এবং ২০১০ সালের নিট আয় ১,৫৯,৩০০ টাকা।

সুতরাং ২০১০ সালে নিট আয় হ্রাস পেয়েছে = (৩,৫৪,০০০ − ১,৫৯,৩০০)
= ১,৯৪,৭০০ টাকা।

সুতরাং ২০১১ সালে নিট আয় বৃদ্ধি করতে হবে শতকরা = $\frac{১,৯৪,৭০০}{১,৫৯,৩০০} \times ১০০$
= ১২২%

19. নিচের কোনটি তারল্য অনুপাত নয়? [DU-C : বাতিলকৃত 11-12, [illegible]]

Ⓐ সম্পদ আবর্তন Ⓑ চলতি অনুপাত Ⓒ মজুত আবর্তন
Ⓓ প্রাপ্য হিসাব আবর্তন Ⓔ এসিড টেস্ট অনুপাত

Ⓐ Solve কোম্পানির তারল্য অনুপাত নির্ণয় করা হয় তার স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য। এর অন্তর্ভুক্ত অনুপাতগুলো হলো চলতি অনুপাত, তড়িৎ/এসিড টেস্ট/দ্রুত অনুপাত, প্রাপ্য আবর্তন অনুপাত, মজুত আবর্তন অনুপাত ইত্যাদি। কখনও কার্যকারিতার অনুপাতসমূহকে তারল্য অনুপাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

20. কোনটি মোট মুনাফার শতকরা হার বাড়ায়? [DU-C : 11-12]

Ⓐ ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি Ⓑ খরচের হ্রাস Ⓒ গ্রাহককে দীর্ঘকালীন ধার প্রদান
Ⓓ বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধিকরণ Ⓔ পণ্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি

Ⓓ Solve মোট মুনাফার শতকরা হার = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০\%$ নির্দেশ না থাকলে বিক্রয়ের উপর বোঝায়।

ভগ্নাংশে প্রদর্শিত যে কোনো অনুপাতের লব বৃদ্ধি পেলে অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পেলে অনুপাত হ্রাস পায়। অন্যদিকে, হর বৃদ্ধি পেলে অনুপাত হ্রাস পায় এবং হর হ্রাস পেলে অনুপাত বৃদ্ধি পায় (বিপরীতমুখী প্রভাব)। যেহেতু মোট মুনাফা নিট বিক্রয়ের চেয়ে অবশ্যই ছোট হবে সেহেতু আলোচ্য 'মোট মুনাফার হারটির লব সবসময় ছোট হবে এবং হর সবসময় বড় হবে। অর্থাৎ, এটি একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে। প্রকৃত ভগ্নাংশ (লব ছোট, হর বড়) হলে লব ও হর সমপরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভাগফল/অনুপাত বৃদ্ধি পাবে এবং লব ও হর সমপরিমাণ হ্রাস পেলে ভাগফল/অনুপাত হ্রাস পাবে। তাই মোট মুনাফা ও নিট বিক্রয় উভয়ই সমপরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মোট মুনাফার শতকরা হার বৃদ্ধি পাবে এবং মোট মুনাফা ও নিট বিক্রয় উভয়ই সমপরিমাণ হ্রাস পেলে মোট মুনাফার শতকরা হার হ্রাস পাবে।

21. নিচের কোনটি সাধারণত স্বল্পমেয়াদি তারল্যের পরিমাপক হিসেবে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? [DU-C : 11-12]

Ⓐ ঋণ অনুপাত Ⓑ চলতি অনুপাত Ⓒ দ্রুত অনুপাত
Ⓓ নগদ অনুপাত Ⓔ পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ

Ⓐ Solve চলতি অনুপাত ও তড়িৎ অনুপাত হলো তারল্য নির্দেশক অনুপাত। তাই এ অনুপাত দুটি স্বল্পকালীন তারল্যের মাপকাঠি হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নগদ অনুপাত, পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ ইত্যাদি নির্ণয় করা হলে এ ধরনের অনুপাতগুলোও স্বল্পকালীন তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। অন্যদিকে, ঋণ অনুপাত (দায় অনুপাত) হলো ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বা সচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত; অর্থাৎ এটি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের দায় পরিশোধ ক্ষমতা পরিমাপ করে। তাই ঋণ অনুপাত স্বল্পকালীন তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ।

22. নিচের কোনটি চলতি মূলধনের অংশ নয়? [DU-C : 10-11; GST : 22-23]

Ⓐ স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক লোন Ⓑ প্রাপ্য বিল Ⓒ গ্যাস লাইনের জন্য সিকিউরিটি জমা
Ⓓ প্রদেয় লভ্যাংশ Ⓔ এডভান্স, প্রিপেইড এবং প্রিপেমেন্টস

Ⓒ Solve চলতি সম্পত্তি হতে চলতি দায় বাদ দিলে চলতি মূলধন পাওয়া যায়। সুতরাং চলতি মূলধনের অংশ বা উপাদান বলতে চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের উপাদানসমূহকে নির্দেশ করে এগুলো হলো- নগদ তহবিল, ব্যাংক জমা, মজুত মাল, অগ্রিম খরচাবলি, প্রাপ্যবিল, দেনাদার, পাওনাদার, প্রদেয়বিল, ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন, বকেয়া খরচাবলি, ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ, প্রদেয় লভ্যাংশ, আয়কর সঞ্চিতি, স্বল্পমেয়াদি লোন ইত্যাদি। এটি প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পত্তি হতে চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর আধিক্য প্রতিষ্ঠানের অলস তহবিল এবং স্বল্পতা তারল্য সংকট বৃদ্ধি করে। গ্যাস লাইনের জন্য সিকিউরিটি জমা চলতি মূলধনের অংশ নয় কারন এটি একটি মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ।

23. নিচের কোনটি মুনাফা অনুপাত? [DU-C : 10-11]

Ⓐ সম্পদ আবর্তন Ⓑ চলতি অনুপাত Ⓒ তরল অনুপাত
Ⓓ সম্পদের আয়ের হার Ⓔ প্রাপ্য হিসাব আবর্তন

Ⓓ Solve লাভ/মুনাফা সম্পর্কিত অনুপাতসমূহ হচ্ছে- (১) মোট লাভ অনুপাত (২) নিট লাভ অনুপাত (৩) পরিচালন অনুপাত (৪) মুনাফা- মূলধন অনুপাত (৫) সম্পদের আয়ের অনুপাত/হার (৬) শেয়ার প্রতি উপার্জন অনুপাত প্রভৃতি।

CamScanner

...কোম্পানির নিট আয় ২৪,০০০ টাকা, নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির মুনাফার হার কত? [DU-C : 09-10; RU : 16-17]
Ⓐ ১২% Ⓑ ১০% Ⓒ ৬% Ⓓ ৯% Ⓔ ৬.৫%

C Solve মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}} = \frac{২৪,০০০}{৪,০০,০০০} = ০.০৬ \times ১০০\% = ৬\%$।

...একটি কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ রয়েছে। নগদান ১০,০০০ টাকা; মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা; প্রদেয় বিলসমূহ ১০,০০০ টাকা; সুনাম ১৫,০০০ টাকা; দেনাদার ১০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির চলতি অনুপাত কত? [DU-C : 09-10; JnU : 13-14; BU : 14-15; JU : 09-10, 19-20]
Ⓐ ২ : ১ Ⓑ ৩ : ১ Ⓒ ৪ : ১ Ⓓ ১ : ১ Ⓔ ৩ : ২

C Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৪০,০০০}{১০,০০০} = ৪ : ১$।

চলতি সম্পত্তি = নগদান + মজুদ পণ্য + দেনাদার = (১০,০০০ + ২০,০০০ + ১০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।
চলতি দায় = প্রদেয় বিলসমূহ = ১০,০০০ টাকা। 'সুনাম' হলো অস্পর্শনীয় সম্পত্তি যা চলতি অনুপাত নির্ণয়ে বিবেচিত হবে না।

...চলতি মূলধন বলতে বুঝায়- [DU-C : 09-10; RU : 10-11; MBSTU : 15-16]
Ⓐ মোট সম্পত্তি বাদ মোট দায় Ⓑ মোট সম্পত্তি বাদ চলতি দায়
Ⓒ চলতি সম্পত্তি বাদ চলতি দায় Ⓓ তরল সম্পত্তি বাদ চলতি দায়
Ⓔ মোট সম্পত্তি বাদ দীর্ঘমেয়াদি দায়

C Solve কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট চলতি সম্পত্তি হতে চলতি দায় বিয়োগ করে চলতি মূলধন/কার্যকারি মূলধনের পরিমাণ জানা যায়। সহজভাবে সম্পত্তি হতে দায় বিয়োগ করলেই মূলধন পাওয়া যায়।

...যদি একটি কোম্পানির চলতি অনুপাত কমে যায় এবং ত্বরিত অনুপাত ভালো হয়, তবে নিচের কোনটি সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হবে? [DU-C : 08-09]
Ⓐ মজুত পণ্য কমেছে Ⓑ মজুত পণ্য বেড়েছে
Ⓒ অতীতের তুলনায় দ্রুততার সাথে প্রাপ্যসমূহ আদায় হয়েছে
Ⓓ অতীতের তুলনায় ধীর গতিতে প্রাপ্যসমূহ আদায় হয়েছে Ⓔ অগ্রপ্রদত্তসমূহ কমেছে

A Solve আমরা জানি, চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

চলতি সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হলো, নগদ টাকা, ব্যাংক জমা, মজুত পণ্য, অগ্রিম প্রদত্ত খরচাবলি, দেনাদার এবং প্রাপ্যবিল ইত্যাদি।

আবার, ত্বরিত অনুপাত = $\frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

ত্বরিত সম্পত্তি নির্ণয় করা হয় চলতি সম্পত্তি হতে মজুতপণ্য বাদ দিয়ে।
সুতরাং, কোনো কোম্পানির চলতি অনুপাত কমে গেলে এবং, ত্বরিত অনুপাত ভালো হলে মনে করতে হবে যে এর মজুত পণ্যে প্রভাব পড়েছে বা কমে গেছে।

...নিচের কোন সম্পদটি ত্বরিত সম্পদ হিসেবে পরিচিত নয়? [DU : 08-09; JU : 20-21]
Ⓐ নগদ Ⓑ ব্যাংক Ⓒ মজুতমাল Ⓓ প্রাপ্য হিসাব Ⓔ অগ্রিম প্রদত্ত খরচ

C Solve নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ এবং নিট প্রাপ্যসমূহকে ত্বরিত সম্পদ বলা হয়। "মজুত পণ্য এবং অগ্রিম প্রদত্ত খরচ" চলতি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হলেও ত্বরিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে, কারো কারো মতে "অগ্রিম প্রদত্ত খরচ" নামক বিষয়টি ত্বরিত সম্পদেরও অন্তর্ভুক্ত। তাই, অপশন C হবে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর।

...নিচের কোনটি আর্থিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত? [DU : 07-08]
Ⓐ মালিকানা অনুপাত (Proprietary ratio)
Ⓑ স্থায়ী সম্পদ অনুপাত (Fixed asset ratio)
Ⓒ দ্রুত অনুপাত (Quick ratio)
Ⓓ দেনাদার মালিকানা অনুপাত (Debt-equity ratio)
Ⓔ মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital gearing ratio)

D Solve আর্থিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত হলো দায় মালিকানা অনুপাত (Debt-equity ratio), তবে এই প্রশ্নে বাংলা অংশের অনুবাদে ভুল করে 'দেনাদার' লেখা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এর 'debt' এর সঠিক বাংলা অনুবাদ 'দায়' হবে। স্বচ্ছলতা (দায় পরিশোধ ক্ষমতা) নির্দেশক অনুপাতগুলো হলো : "দায়-সম্পত্তি অনুপাত", "দায়-মালিকানা অনুপাত বা দেনা-মালিকানা অনুপাত", "সুদ কাভারেজ অনুপাত" ইত্যাদি।

30. **কোনটি স্বচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত?** [DU : 04-05; PUST : 15-16; JnU : 12-13; CoU : 12-13]
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ মুনাফার হার Ⓒ ঋণ মূলধন অনুপাত
Ⓓ দ্রুত অনুপাত Ⓔ সম্পদ আবর্তন হার

C Solve চলতি অনুপাত ও দ্রুত অনুপাত হচ্ছে তারল্য পরিমাপের অনুপাত যা কোম্পানির স্বল্পমেয়াদী দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে । আর মুনাফার হার হচ্ছে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত। ঋণ মূলধন অনুপাতের মাধ্যমে কোম্পানির স্বচ্ছতা পরিমাপ করা হয়। সম্পদ আবর্তন হার হচ্ছে কার্যকারিতার অনুপাত। সুতরাং উত্তর (C)।

31. **কোন অনুপাতটি কারবারের দক্ষতার পরিচায়ক?** [DU : 04-05; CoU : 13-14; CU : 09-10]
Ⓐ বিক্রীত মূল্যের উপর মুনাফার হার Ⓑ মূলধনের উপর মুনাফার হার
Ⓒ প্রতি ঘন্টায় উৎপাদন Ⓓ শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ
Ⓔ চলতি অনুপাত

A Solve প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের জন্য প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে Option (A) বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কারবারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে সবচেয়ে বেশি। কারণ মোট মুনাফাকে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে বিক্রয়ের উপর মোট মুনাফার হার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মোট মুনাফা যত বেশি হবে, বোঝা যাবে কারবারের বিক্রয় ব্যবস্থা তত বেশি দক্ষ।

32. **সানরাইজ কোম্পানির ৯৪,৫০০ টাকা নিট চলতি মূলধন রয়েছে এবং চলতি অনুপাত ৫ : ২। উক্ত কোম্পানির চলতি দায়ের পরিমাণ হলো টাকায়:** [DU : 04-05]
Ⓐ ৬৩,০০০ Ⓑ ৯৪,৫০০ Ⓒ ৮৪,৭৫০
Ⓓ ৩৭,৮০০ Ⓔ ২৭,০০০

A Solve প্রশ্নে দেয়া আছে, নিট চলতি মূলধন (কার্যকরী মূলধন) = ৯৪,৫০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = ৫ : ২$।

এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২।
নিট চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (৫ – ২) = ৩।

$\therefore$ চলতি দায় = $\left(\frac{৯৪,৫০০}{৩} \times ২\right)$ = ৬৩,০০০ টাকা।

33. **স্কাইলার্ক কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য নেওয়া হয়েছে: বিক্রয় ৬৪,২০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ ৯,৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা; বৎসরান্তে মজুদ ১০,২০,০০০ টাকা। মজুদ পণ্যের আবর্তন হার হবে:** [DU : 04-05]
Ⓐ ৪.৫ Ⓑ ৬.২৯ Ⓒ ৪.৪১
Ⓓ ৬.৪২ Ⓔ ৪.৫৯

A Solve মজুদ পণ্যের আবর্তন হার = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

$= \frac{৪৫,০০,০০০}{১০,০০,০০০} = ৪.৫$ বার।

এখানে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – সমাপনী মজুদ = ৯,৮০,০০০ + ৪৫,৪০,০০০ – ১০,২০,০০০ = ৪৫,০০,০০০ টাকা।

34. **কোনো কোম্পানির মোট আয় ৪৮,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা। ঐ কোম্পানির মোট মুনাফার হার হবে:** [DU : 03-04]
Ⓐ ১২% Ⓑ ১১% Ⓒ ৬%
Ⓓ ৮% Ⓔ ১০%

A Solve মোট মুনাফার হার = $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}} = \frac{৪৮,০০০}{৪,০০,০০০}$

= (০.১২ × ১০০%) = ১২%।

CamScanner

কোনো কোম্পানির নিট আয় ২৪,০০০ টাকা, নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির মুনাফার হার কত? [DU-C : 09-10, RU : 16-17]

Ⓐ ১২% Ⓑ ১০% Ⓒ ৬% Ⓓ ৯% Ⓔ ৬.৫%

Ⓒ Solve মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}} = \frac{২৪,০০০}{৪,০০,০০০} = ০.০৬ \times ১০০\% = ৬\%$।

একটি কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ রয়েছে। নগদান ১০,০০০ টাকা; মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা; প্রদেয় বিলসমূহ ১০,০০০ টাকা; সুনাম ১৫,০০০ টাকা; দেনাদার ১০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির চলতি অনুপাত কত? [DU-C : 09-10, JnU : 13-14, BU : 14-15, JU : 09-10, 19-20]

Ⓐ ২ : ১ Ⓑ ৩ : ১ Ⓒ ৪ : ১ Ⓓ ১ : ১ Ⓔ ৩ : ২

Ⓒ Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৪০,০০০}{১০,০০০} = ৪ : ১$।

চলতি সম্পত্তি = নগদান + মজুদ পণ্য + দেনাদার = (১০,০০০ + ২০,০০০ + ১০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

চলতি দায় = প্রদেয় বিলসমূহ = ১০,০০০ টাকা। 'সুনাম' হলো অস্পর্শনীয় সম্পত্তি যা চলতি অনুপাত নির্ণয়ে বিবেচিত হবে না।

চলতি মূলধন বলতে বুঝায়- [DU-C : 09-10, RU : 10-11; MBSTU : 15-16]

Ⓐ মোট সম্পত্তি বাদ মোট দায় Ⓑ মোট সম্পত্তি বাদ চলতি দায়
Ⓒ চলতি সম্পত্তি বাদ চলতি দায় Ⓓ তরল সম্পত্তি বাদ চলতি দায়
Ⓔ মোট সম্পত্তি বাদ দীর্ঘমেয়াদি দায়

Ⓒ Solve কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট চলতি সম্পত্তি হতে চলতি দায় বিয়োগ করে চলতি মূলধন/কার্যকারি মূলধনের পরিমাণ জানা যায়। সাধারণভাবে সম্পত্তি হতে দায় বিয়োগ করলেই মূলধন পাওয়া যায়।

যদি কোনো কোম্পানির চলতি অনুপাত কমে যায় এবং ত্বরিত অনুপাত ভালো হয়, তবে নিচের কোনটি সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হবে? [DU-C : 08-09]

Ⓐ মজুদ পণ্য কমেছে Ⓑ মজুত পণ্য বেড়েছে
Ⓒ অতীতের তুলনায় দ্রুততার সাথে প্রাপ্যসমূহ আদায় হয়েছে
Ⓓ অতীতের তুলনায় ধীর গতিতে প্রাপ্যসমূহ আদায় হয়েছে Ⓔ অগ্রিমপ্রদত্তসমূহ কমেছে

Ⓐ Solve আমরা জানি, চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

চলতি সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হলো, নগদ টাকা, ব্যাংক জমা, মজুত পণ্য, অগ্রিম প্রদত্ত খরচাবলি, দেনাদার এবং প্রাপ্যবিল ইত্যাদি।

আবার, ত্বরিত অনুপাত = $\frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

ত্বরিত সম্পত্তি নির্ণয় করা হয় চলতি সম্পত্তি হতে মজুতপণ্য বাদ দিয়ে।

সুতরাং, কোনো কোম্পানির চলতি অনুপাত কমে গেলে এবং, ত্বরিত অনুপাত ভালো হলে মনে করতে হবে যে এর মজুত পণ্যে প্রভাব পড়েছে বা কমে গেছে।

নিচের কোন সম্পদটি ত্বরিত সম্পদ হিসেবে পরিচিত নয়? [DU : 08-09; JU : 20-21]

Ⓐ নগদ Ⓑ ব্যাংক Ⓒ মজুতমাল Ⓓ প্রাপ্য হিসাব Ⓔ অগ্রিম প্রদত্ত খরচ

Ⓒ Solve নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ এবং নিট প্রাপ্যসমূহকে ত্বরিত সম্পদ বলা হয়। "মজুত পণ্য এবং অগ্রিম প্রদত্ত খরচ" চলতি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হলেও ত্বরিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে, কারো কারো মতে "অগ্রিম প্রদত্ত খরচ" নামক বিষয়টি ত্বরিত সম্পদেরও অন্তর্ভুক্ত। তাই, অপশন C হবে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর।

নিচের কোনটি আর্থিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত? [DU : 07-08]

Ⓐ মালিকানা অনুপাত (Proprietary ratio)
Ⓑ স্থায়ী সম্পদ অনুপাত (Fixed asset ratio)
Ⓒ দ্রুত অনুপাত (Quick ratio)
Ⓓ দেনাদার মালিকানা অনুপাত (Debt-equity ratio)
Ⓔ মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital gearing ratio)

Ⓓ Solve আর্থিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত হলো দায় মালিকানা অনুপাত (Debt-equity ratio), তবে এই প্রশ্নে বাংলা অংশের অনুবাদে ভুল করে 'দেনাদার' লেখা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এর 'debt' এর সঠিক বাংলা অনুবাদ 'দায়' হবে। স্বচ্ছলতা (দায় পরিশোধ ক্ষমতা) নির্দেশক অনুপাতগুলো হলো : "দায়-সম্পত্তি অনুপাত", "দায়-মালিকানা অনুপাত বা দেনা-মালিকানা অনুপাত", "সুদ কাভারেজ অনুপাত" ইত্যাদি।

30. **কোনটি স্বচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত?** [DU : 04-05, PUST : 15-16, JnU : 12-13, CoU : 12-13]

Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ মুনাফার হার Ⓒ ঋণ মূলধন অনুপাত
Ⓓ দ্রুত অনুপাত Ⓔ সম্পদ আবর্তন হার

Ⓒ Solve চলতি অনুপাত ও দ্রুত অনুপাত হচ্ছে তারল্য পরিমাপের অনুপাত যা কোম্পানির স্বল্পমেয়াদী দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। আর মুনাফার হার হচ্ছে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত। ঋণ মূলধন অনুপাতের মাধ্যমে কোম্পানির স্বচ্ছতা পরিমাপ করা হয়। সম্পদ আবর্তন হার হচ্ছে কার্যকারিতার অনুপাত। সুতরাং উত্তর (C)।

31. **কোন অনুপাতটি কারবারের দক্ষতার পরিচায়ক?** [DU : 04-05, CoU : 13-14, CU : 09-10]

Ⓐ বিক্রীত মূল্যের উপর মুনাফার হার Ⓑ মূলধনের উপর মুনাফার হার
Ⓒ প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন Ⓓ শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ
Ⓔ চলতি অনুপাত

Ⓐ Solve প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের জন্য প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে Option (A) বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কারবারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে সবচেয়ে বেশি। কারণ মোট মুনাফাকে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে বিক্রয়ের উপর মোট মুনাফার হার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মোট মুনাফা যত বেশি হবে, বোঝা যাবে কারবারের বিক্রয় ব্যবস্থা তত বেশি দক্ষ।

32. **সানরাইজ কোম্পানির ৯৪,৫০০ টাকা নিট চলতি মূলধন রয়েছে এবং চলতি অনুপাত ৫ : ২। উক্ত কোম্পানির চলতি দায়ের পরিমাণ হলো টাকায়:** [DU : 04-05]

Ⓐ ৬৩,০০০ Ⓑ ৯৪,৫০০ Ⓒ ৮৪,৭৫০
Ⓓ ৩৭,৮০০ Ⓔ ২৭,০০০

Ⓐ Solve প্রশ্নে দেয়া আছে, নিট চলতি মূলধন (কার্যকরী মূলধন) = ৯৪,৫০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = ৫ : ২$।

এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২।

নিট চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (৫ – ২) = ৩।

$\therefore$ চলতি দায় = $\left(\frac{৯৪,৫০০}{৩} \times ২\right)$ = ৬৩,০০০ টাকা।

33. **স্কাইলার্ক কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য নেওয়া হয়েছে: বিক্রয় ৬৪,২০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ ৯,৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা; বৎসরান্তে মজুদ ১০,২০,০০০ টাকা। মজুদ পণ্যের আবর্তন হার হবে:** [DU : 04-05]

Ⓐ ৪.৫ Ⓑ ৬.২৯ Ⓒ ৪.৪১
Ⓓ ৬.৪২ Ⓔ ৪.৫৯

Ⓐ Solve মজুদ পণ্যের আবর্তন হার = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

$= \frac{৪৫,০০,০০০}{১০,০০,০০০} = ৪.৫$ বার।

এখানে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – সমাপনী মজুদ = ৯,৮০,০০০ + ৪৫,৪০,০০০ – ১০,২০,০০০ = ৪৫,০০,০০০ টাকা।

34. **কোনো কোম্পানির মোট আয় ৪৮,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা। ঐ কোম্পানির মোট মুনাফার হার হবে:** [DU : 03-04]

Ⓐ ১২% Ⓑ ১১% Ⓒ ৬%
Ⓓ ৮% Ⓔ ১০%

Ⓐ Solve মোট মুনাফার হার = $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}} = \frac{৪৮,০০০}{৪,০০,০০০}$

$= (০.১২ \times ১০০\%) = ১২\%$।

CS CamScanner

35. করোলা কোম্পানির ৩১,৫০০ টাকা চলতি মূলধন রয়েছে এবং চলতি অনুপাত হলো ৫ : ২। করোলার চলতি দায়ের পরিমাণ হলো: [DU : 03-04]

Ⓐ ১২,৬০০ টাকা Ⓑ ৩১,৫০০ টাকা Ⓒ ২১,০০০ টাকা
Ⓓ ৯,০০০ টাকা Ⓔ ৭৮,৭৫০ টাকা

C Solve প্রশ্নে দেয়া আছে, চলতি মূলধন = ৩১,৫০০ টাকা এবং

$$\text{চলতি অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = ৫ : ২।$$

এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২। চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (৫ – ২) = ৩।

$$\therefore \text{চলতি দায়} = \left(\frac{৩১,৫০০}{৩} \times ২\right) = ২১,০০০ \text{ টাকা।}$$

36. একটি ব্যতীত নিম্নের সবগুলো দ্বারা ত্বরিত সম্পত্তি (তারল্য) অনুপাতের অগ্রগতি হয় [DU : 01-02]

Ⓐ প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি Ⓑ প্রদেয় হিসাবের হ্রাস Ⓒ কোনোটিই নয়
Ⓓ মজুত পণ্যের বৃদ্ধি Ⓔ সাধারণ শেয়ার বিক্রি এবং বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি ক্রয়

D Solve $\text{তারল্য অনুপাত} = \frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

সুতরাং মজুত পণ্য বৃদ্ধির ফলে ত্বরিত অনুপাতের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না, কারণ মজুত পণ্যে চলতি সম্পদের অন্তর্গত, ত্বরিত সম্পদের নয়।

37. কোনো কোম্পানির নিট আয় ২৪,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা; এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা, তবে সেই কোম্পানির প্রান্তিক মুনাফার হার হবে: [DU : 01-02; RU : 16-17]

Ⓐ ৬% Ⓑ ১২% Ⓒ ৪০% Ⓓ ২০০% Ⓔ ৪%

A Solve $\text{প্রান্তিক মুনাফার হার} = \frac{\text{নিট আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}} = \frac{২৪,০০০}{৪,০০,০০০}$

$= ০.০৬ \times ১০০\% = ৬\%$।

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

01. নাদিম কোম্পানি লিমিটেডের আয় বিবরণীতে কর পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা এবং আয়কর ২,১০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে। কোম্পানিটি তার অগ্রাধিকার শেয়ারের উপর ৫০,০০০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। যদি নাদিম কোম্পানি লিমিটেডের সারা বছর ধরে ১,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার বিলিকৃত থাকে, তবে কোম্পানির শেয়ারের প্রতি আয় কত হবে? [DU 7 College : 22-23]

Ⓐ ৭.০০ টাকা Ⓑ ৪.৯০ টাকা Ⓒ ৬.৫০ টাকা Ⓓ ৪.৪০ টাকা

D Solve

$$\text{শেয়ার প্রতি আয় (EPS)} = \frac{\text{করবাদ নিট মুনাফা} - \text{অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশ}}{\text{সাধারণ শেয়ার সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৪,৯০,০০০ - ৫০,০০০}{১,০০,০০০} = \frac{৪,৪০,০০০}{১,০০,০০০} = ৪.৪০ \text{ টাকা।}$$

∴ করবাদ নিট মুনাফা = করপূর্ব মুনাফা – আয়কর

= (৭,০০,০০০ – ২,১০,০০০) = ৪,৯০,০০০ টাকা।

02. যদি একটি কোম্পানিতে নগদ তহবিল ১০,০০০ টাকা ; প্রদেয় হিসাব ২০,০০০ টাকা ; ব্যাংক জমা ২০,০০০ টাকা ; মজুদ পণ্য ২৫,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ৫০,০০০ টাকা প্রদেয় নোট ৩০,০০০ টাকা ; মোটর গাড়ি ৫,০০,০০০ টাকা; এবং ১০% ঋণপত্র ২৫,০০০ টাকা থাকে তবে কোম্পানিটির ত্বরিত অনুপাত কত হবে? [DU 7 College : 22-23]

Ⓐ ৪:১ Ⓑ ৫.২৫:১ Ⓒ ১.৬:১ Ⓓ ২.১:১

C Solve

চলতি সম্পদ = (নগদ তহবিল + ব্যাংক জমা + মজুদ পণ্য + প্রাপ্য হিসাব)
= (১০,০০০ + ২০,০০০ + ২৫,০০০ + ৫০,০০০) টাকা। = ১,০৫,০০০ টাকা।

∴ ত্বরিত সম্পদ = (চলতি সম্পদ – মজুদ পণ্য)
= (১,০৫,০০০ – ২৫,০০০) = ৮০,০০০ টাকা।

চলতি দায় = (প্রদেয় হিসাব + প্রদেয় নোট)
= (২০,০০০ + ৩০,০০০) = ৫০,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{ত্বরিত অনুপাত} = \frac{\text{ত্বরিত সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৮০,০০০}{৫০,০০০} = ১.৬ : ১$$

03. নিচের কোন অনুপাতটি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন সচ্ছলতার নির্দেশক? [DU 7 College : 22-23]

Ⓐ ইক্যুইটির উপর উপার্জন হার Ⓑ সম্পত্তির আবর্তন অনুপাত
Ⓒ ত্বরিত অনুপাত Ⓓ মূলধন গিয়ারিং অনুপাত

C Solve প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন সচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত হলো : চলতি অনুপাত; ত্বরিত অনুপাত, কার্যকরি মূলধন অনুপাত ইত্যাদি।

04. নাহার হার্ডওয়্যার স্টোরের একটি নির্দিষ্ট বছরে নিট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ৬৫,০০,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে এবং শেষে দেনাদারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা ও ৭,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে দেনাদার আবর্তন —— ছিল। [DU 7 College : 21-22]

Ⓐ ৭.৭ বার Ⓑ ১০.৮ বার
Ⓒ ৯.৩ বার Ⓓ ১০ বার

D Solve

$$\text{দেনাদার আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}} = \frac{৬৫,০০,০০০}{৬,৫০,০০০} = ১০ \text{ বার।}$$

$$\text{গড় দেনাদার} = \frac{\text{প্রারম্ভিক দেনাদার} + \text{সমাপনী দেনাদার}}{২}$$

$$= \frac{৬,০০,০০০ + ৭,০০,০০০}{২} = \frac{১৩,০০,০০০}{২} = ৬,৫০,০০০ \text{ টাকা।}$$

05. নিচের প্রদত্ত তথ্যসমূহের আলোকে বৈশাখী কোম্পানির ২০২১ সালের শেয়ার প্রতি আয় নিরুপণ কর : সারা বছরে পণ্য বিক্রয় ৫,৪০,০০০ টাকা, বিক্রয় পণ্যের ক্রয়মূল্য ৩,৩০,০০০ টাকা; বিক্রয় খরচ ১,২০,০০০ টাকা; আয়কর ২৫,০০০ টাকা; প্রশাসনিক ব্যয় ১০,০০০ টাকা; শেয়ারের সংখ্যা ১,০০,০০০। [DU 7 College : 21-22]

Ⓐ ০.৫৫ টাকা Ⓑ ৫৫ টাকা
Ⓒ ১.০৫ টাকা Ⓓ ১.৭৫ টাকা

A Solve

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৫,৪০,০০০
বাদ: বিক্রিত পণ্যের ক্রয়মূল্য		৩,৩০,০০০
মোট মুনাফা		২,১০,০০০
বাদ: বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ:		
প্রশাসনিক ব্যয়	১০,০০০	
বিক্রয় খরচ	১,২০,০০০	১,৩০,০০০
নিট মুনাফা		৮০,০০০
বাদ: আয়কর		২৫,০০০
কর বাদ নিট মুনাফা		৫৫,০০০

$$\therefore \text{শেয়ার প্রতি আয় (EPS)} = \frac{\text{কর বাদ নিট মুনাফা}}{\text{বিলিকৃত সাধারণ শেয়ার সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৫৫,০০০}{১,০০,০০০} = ০.৫৫ \text{ টাকা।}$$

06. একটি ফার্মের দীর্ঘ মেয়াদি সচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত কোনটি? [DU 7 College : 21-22]

Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ ত্বরিত অনুপাত
Ⓒ মুনাফার হার Ⓓ ঋণ-মূলধন অনুপাত

D Solve সচ্ছলতার অনুপাতসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করা হয়। আর্থিক সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত হলো:

১. ঋণ-মূলধন অনুপাত বা দায় মলিকানা অনুপাত বা দেনা-মালিকানা অনুপাত (Debt to Equity Ratio)

২. দায়-মোট সম্পত্তি অনুপাত/ঋণ সম্পত্তি অনুপাত/ দায় অনুপাত (Debt to Total Assets Ratio)।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

একটি কোম্পানির সমাপনী মজুতপণ্য ও অগ্রিম প্রদানের মোট মূল্য ২৫,০০০ টাকা এবং এই মূল্যের সাতগুণ ত্বরিত সম্পত্তি। যদি ত্বরিত অনুপাত ৭ : ৬ হয়, তবে চলতি অনুপাত কত? [DU 7 College : 20-21]

Ⓐ ৩:২ Ⓑ ৪:৩
Ⓒ ৫:২ Ⓓ ২:১

B Solve ত্বরিত সম্পত্তি = (২৫,০০০ × ৭) = ১,৭৫,০০০ টাকা।

চলতি সম্পত্তি = (ত্বরিত সম্পত্তি + সমাপনী মজুত ও অগ্রিম প্রদান)
= (১,৭৫,০০০ + ২৫,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

ত্বরিত অনুপাত = $\frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

বা, ৭ : ৬ = $\frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

বা, $\frac{৭}{৬} = \frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

বা, চলতি দায় = $\frac{১,৭৫,০০০ \times ৬}{৭}$ = ১,৫০,০০০ টাকা।

চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{২,০০,০০০}{১,৫০,০০০}$ = ৪ : ৩।

একটি কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা ও বর্তমান বাজার মূল্য ২৫ টাকা। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় ও শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ যথাক্রমে ২ টাকা ও ০.৫০ টাকা হলে মূল্য-আয় অনুপাত কত হবে? [DU 7 College : 20-21]

Ⓐ ৫ Ⓑ ১২.৫ Ⓒ ২৫ Ⓓ ৫০

B Solve মূল্য-আয় অনুপাত (Price Earnings Ratio) = $\frac{\text{শেয়ারের বাজার মূল্য}}{\text{শেয়ার প্রতি আয়}} = \frac{২৫}{২}$ = ১২.৫ টাকা।

একটি কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য নেয়া হয়েছে: বিক্রয় ৫৫,২০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুত ৯,৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা; বছরের শেষে মজুত ১০,২০,০০০ টাকা। মজুত আবর্তন হার কত? [DU 7 College : 20-21]

Ⓐ ৪.৫ Ⓑ ৬.২৯ Ⓒ ৪.৪১ Ⓓ ৬.৪২

A Solve মজুত আবর্তন হার = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}} = \frac{৪৫,০০,০০০}{১০,০০,০০০}$
= ৪.৫ বার।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + নিট ক্রয় – সমাপনী মজুত)
= (৯,৮০,০০০ + ৪৫,৪০,০০০ – ১০,২০,০০০) = ৪৫,০০,০০০ টাকা।

গড় মজুত = $\left(\frac{\text{প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত}}{২}\right)$

= $\left(\frac{৯,৮০,০০০ + ১০,২০,০০০}{২}\right)$ = ১০,০০,০০০ টাকা।

যদি কোনো কোম্পানির নিট আয় ৪৮,০০০ টাকা, নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা হয়, তাহলে ঐ কোম্পানির মুনাফার হার কত? [DU 7 College : 19-20; JnU : 16-17]

Ⓐ ৮%
Ⓑ ১১%
Ⓒ ১০%
Ⓓ ১২%

D Solve মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৪৮,০০০}{৪,০০,০০০} \times ১০০$ = ১২%

নিচের কোনটি কর্মতৎপরতার অনুপাত? [19-20]

Ⓐ চলতি
Ⓑ তারল্য
Ⓒ কার্যকরী মূলধন
Ⓓ দেনাদার আবর্তন

D Solve কর্মতৎপরতার অনুপাতগুলো হলো দেনাদার আবর্তন, মজুত আবর্তন, পাওনাদার আবর্তন, সম্পদ আবর্তন ইত্যাদি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. **নিচের কোন অনুপাতটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার পরিমাপক?** [JU-E: 18-19]

Ⓐ মোট মুনাফার হার Ⓑ সম্পদের উপর মুনাফার হার
Ⓒ A ও B উভয়ই Ⓓ কোনোটিই নয়

C Solve যে অনুপাতসমূহ প্রতিষ্ঠানের উপার্জন (মুনাফা অর্জন) ক্ষমতা পরিমাপ করে অর্থাৎ দক্ষতা পরিমাপ করে তাদেরকে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত বলে। উপার্জন ক্ষমতার অনুপাতসমূহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পরিচালন দক্ষতা ও সফলতা যাচাই করা হয়। উপার্জন ক্ষমতার অনুপাতসমূহ হলো- (১) মোট মুনাফার হার, (২) নিট (প্রান্তিক) মুনাফার হার, (৩) সম্পত্তির উপর উপার্জন হার, (৪) মালিকানাস্বত্বের উপর উপার্জন হার, (৫) সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের উপর উপার্জন হার, (৬) বিনিয়োজিত মূলধনের উপর উপার্জন হার, (৭) শেয়ার প্রতি উপার্জন হার।

02. **নিচের কোন কারণে মজুত পণ্য আবর্তন অনুপাত কমে যায়?** [JU-E: 18-19]

Ⓐ মজুত পণ্য কমে গেলে এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে
Ⓑ মজুত পণ্য বৃদ্ধি পেলে এবং বিক্রয় কমে গেলে
Ⓒ মজুত পণ্য কমে গেলে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে
Ⓓ A ও B উভয়ই

B Solve মজুত আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$

সুতরাং যদি বিক্রয় কমে যায় তাহলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কমে যাবে। আর যদি মজুত পণ্য বৃদ্ধি পায় তাহলে গড় মজুদ বৃদ্ধি পাবে ফলে হর বড় এবং লব ছোট হবে তাই ফলাফল হ্রাস পাবে এবং মজুদ আবর্তন অনুপাত কমে যাবে।

03. **নিচের কোন অনুপাতটি প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়?** [JU-E: 18-19]

Ⓐ দায়-মোট সম্পদ অনুপাত Ⓑ মজুত আবর্তন অনুপাত
Ⓒ মোট মুনাফা অনুপাত Ⓓ উপরের সবগুলো

A Solve দায়-মোট সম্পদ অনুপাত হলো সচ্ছলতার অনুপাত, মজুত আবর্তন অনুপাত হলো কার্যকারিতার অনুপাত, মোট মুনাফা অনুপাত হলো উপার্জন (মুনাফা অর্জন) ক্ষমতার অনুপাত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. **নিচের কোনটি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি সচ্ছলতার পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়?** [RU : 22-23]

Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ ত্বরিত অনুপাত
Ⓒ কার্যকরী মূলধন অনুপাত Ⓓ ঋণ অনুপাত

D Solve দায় মালিকানা অনুপাত/ঋণ অনুপাত এবং দায় – মোট সম্পত্তি অনুপাত সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী সচ্ছলতা পরিমাপক অনুপাত হিসাবে বিবেচিত হয়।

02. **চলতি পরিশোধের ক্ষমতা কোনটি দিয়ে পরিমাপ করা যায়?** [RU-B : 21-22]

Ⓐ মজুত আবর্তন Ⓑ সংগ্রহের গড় দিন
Ⓒ এসিড টেস্ট অনুপাত Ⓓ মুনাফার অনুপাত

C Solve চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা- চলতি অনুপাত, তারল্য অনুপাত/দ্রুত অনুপাত/অগ্নি-পরীক্ষা অনুপাত/ এসিড টেস্ট অনুপাত, চলতি মূলধন/কার্যকরী মূলধন অনুপাত, মুক্ত নগদ প্রবাহ/নগদ অনুপাত, পরিচালন চক্র, পরিচালন কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

03. **নিম্নের কোন অনুপাতটি স্বল্পকালীন তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে সাধারণত বিবেচিত হয় না?** [RU-B : 21-22]

Ⓐ ত্বরিত অনুপাত Ⓑ চলতি অনুপাত
Ⓒ কার্যকর মূলধন অনুপাত Ⓓ দায় অনুপাত

D Solve দায়-মালিকানা অনুপাত (Debt to Equity Ratio)/ঋণ মূলধণ অনুপাত/দেনা মালিকানা অনুপাত/দায় অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ করার সক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। তাই স্বল্পমেয়াদি তারল্যের মাপকাঠি হিসাবে দায় অনুপাত বিবেচনা করা হয় না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

04. একটি কোম্পানির প্রদর্শিত নিট বিক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা, নিট মুনাফা ৫০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মোট সম্পদ ২,০০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মোট সম্পদ ৪,০০,০০০ টাকা হলে ঐ কোম্পানির সম্পদের টার্নওভার অনুপাত কত? [RU : 17-18]

Ⓐ ০.৯০ Ⓑ ০.২৫
Ⓒ ০.৬০ Ⓓ ০.৪৫

Ⓒ Solve সম্পদের টার্নওভার = $\frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পদ}}$

$= \frac{১,৮০,০০০}{(২,০০,০০০ + ৪,০০,০০০) \div ২} = ৬০\%$ ।

05. মজুত আবর্তন অনুপাত- [RU : 17-18]

Ⓐ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/ গড় মজুত Ⓑ মোট বিক্রয়/ মোট ক্রয়
Ⓒ মোট বিক্রয়/ গড় মজুত Ⓓ গড় মজুত/ মোট বিক্রয় Ans Ⓐ

06. নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক? [RU : 16-17]

Ⓐ Working capital – Working capital need=Net cash
Ⓑ Working capital ÷ Working capital need= Net cash
Ⓒ Working capital + Working capital need= Net cash
Ⓓ Working capital × Working capital need= Net cash

Ⓐ Solve Working Capital থেকে Working Capital Need বাদ দিলে Net cash পাওয়া যায়।

07. নিচের কোনটি আর্থিক সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত? [RU : 16-17; PUST : 17-18]

Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ স্থায়ী সম্পদ অনুপাত
Ⓒ দ্রুত অনুপাত Ⓓ দায় মালিকানা অনুপাত

Ⓓ Solve সচ্ছলতার অনুপাতগুলো হলো:
১. দায় অনুপাত ২. দায়-মালিকানা অনুপাত ৩. সুদ কভারেজ অনুপাত
৪. মালিকানা অনুপাত ৫. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত

08. তারল্যতা ও মুনাফাযোগ্যতার সম্পর্ক - [RU : 15-16]

Ⓐ ধনাত্মক Ⓑ ঋণাত্মক
Ⓒ শূন্য Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓑ

09. বিক্রয় ১,২৪,৮৭৫ টাকা, মালিকানা তহবিল ৩,০৩,৭৫০ টাকা, এবং মূলধন আবর্তন অনুপাত ০.৩০ বার হলে, বিনিয়োজিত মূলধন- [RU : 14-15]

Ⓐ ৯১,১২৫ টাকা Ⓑ ৪,১৬,২৫০ টাকা
Ⓒ ৩৭,৪৬৩ টাকা Ⓓ ১০,১২,৫০০ টাকা

Ⓑ Solve আমরা জানি,

মূলধন আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$

$\Rightarrow ০.৩০ = \frac{১,২৪,৮৭৫}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$

$\Rightarrow$ বিনিয়োজিত মূলধন = $\frac{১,২৪,৮৭৫}{০.৩০}$ = ৪,১৬,২৫০ টাকা।

10. গড় প্রাপ্য হিসাব ৫০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাব আবর্তন ৪ বার। নগদ বিক্রয় ৬,৫০,০০০ টাকা হলে, মোট বিক্রয় হবে- [RU : 14-15]

Ⓐ ২,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৮,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৩,২০,০০০ টাকা

Ⓒ Solve এখানে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ = (গড় প্রাপ্য হিসাব × প্রাপ্য হিসাব আবর্তন) = (৫০,০০০ × ৪) = ২,০০,০০০ টাকা।
মোট বিক্রয় = (নগদ বিক্রয় + ধারে বিক্রয়) = (৬,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৮,৫০,০০০ টাকা

11. কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন অনুপাত ২ : ১ এবং চলতি দায়ের পরিমাণ ৩৬,০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানটির চলতি অনুপাত হবে- [RU : 14-15]

Ⓐ ২ : ১ Ⓑ ৩ : ১
Ⓒ ১ : ১ Ⓓ ৪ : ১

Ⓑ Solve কার্যকরী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{কার্যকরী মূলধন}}{\text{চলতি দায়}}$ = ২:১

বা, $\frac{\text{কার্যকরী মূলধন}}{৩৬,০০০} = \frac{২}{১}$ ∴ কার্যকরী মূলধন = ৭২,০০০ টাকা।

এবার, চলতি সম্পত্তি = (কার্যকরী মূলধন + চলতি দায়)
= (৭২,০০০ + ৩৬,০০০) = ১,০৮,০০০ টাকা।

∴ চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{১,০৮,০০০}{৩৬,০০০} = \frac{৩}{১}$ = ৩:১

12. বিনিয়োগের উপর লাভের হার নির্ণয় করা হয়- [RU : 13-14]

Ⓐ নিট মুনাফা/গড় মোট সম্পত্তি Ⓑ নিট মুনাফা/মোট বিক্রয়
Ⓒ নিট মুনাফা/গড় মোট মূলধন Ⓓ বিক্রয়/গড় মোট সম্পত্তি

Ⓒ Solve বিনিয়োগের উপর লাভের হার = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{গড় মোট মূলধন}}$

13. নিট সম্পত্তি বলতে বুঝায়- [RU : 13-14]

Ⓐ চলতি সম্পত্তি বাদ চলতি দায় Ⓑ মূলধন বাদে মোট সম্পত্তি
Ⓒ মোট সম্পত্তি বাদ মোট দায় Ⓓ মোট সম্পত্তি বাদ চলতি দায়

Ⓒ Solve নিট সম্পত্তি বলতে মোট সম্পত্তি হতে মোট দায় বিয়োগ করাকে বোঝায়।

14. দায়-মালিকানা অনুপাত ১ : ২। মালিকানা তহবিল ৳ ২,০০০ হলে মোট দায় হবে- [RU : 13-14]

Ⓐ ৳ ৪,০০০ Ⓑ ৳ ১,০০০
Ⓒ ৳ ৬৬৭ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve মোট দায় = $\frac{\text{মালিকানা তহবিল}}{\text{মালিকানা অংশ}}$ × দায় অংশ

$= \frac{২,০০০}{২} \times ১ = ১,০০০$ টাকা।

15. কোনটি দিয়ে চলতি অনুপাতের উন্নতি (Improve) হবে না- [RU : 12-13]

Ⓐ অতিরিক্ত স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ
Ⓑ পণ্য ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়
Ⓒ স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণ শেয়ার বিক্রয়
Ⓓ পাওনাদারগণকে পরিশোধের জন্য স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়

Ⓐ Solve স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হলে, স্থায়ী সম্পত্তি ও চলতি দায় (স্বল্পমেয়াদি ঋণ) বৃদ্ধি পায় ফলে, চলতি অনুপাতের কোনো উন্নতি হবে না। বরং চলতি দায় বৃদ্ধির কারণে চলতি অনুপাত হ্রাস পাবে।

16. একটি কোম্পানির চলতি দায় ৳ ২০,০০০ এবং চলতি অনুপাত ৫ঃ২। ঐ কোম্পানির নিট কার্যকরী মূলধন হলো- [RU : 12-13]

Ⓐ ৳ ৫০,০০০ Ⓑ ৳ ৪০,০০০
Ⓒ ৳ ৩০,০০০ Ⓓ ৳ ৮,০০০

Ⓒ Solve প্রশ্নে দেয়া আছে, চলতি দায় = ২০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ = ৫ : ২।

এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২।
চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (৫ – ২) = ৩।

∴ নিট কার্যকরী মূলধন = $\left(\frac{২০,০০০}{২} \times ৩\right)$ = ৩০,০০০ টাকা।

CamScanner

17. স্থায়ী সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা, কার্যকরী মূলধন ৩,০০,০০০ টাকা এবং চলতি দায় ১,০০,০০০ টাকা হলে মোট সম্পত্তি কত? [RU : 10-11]

Ⓐ ১০,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৮,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৩,০০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve কার্যকরী মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায়

বা, চলতি সম্পত্তি = (কার্যকরী মূলধন + চলতি দায়)
= (৩,০০,০০০ + ১,০০,০০০) = ৪,০০,০০০ টাকা।

মোট সম্পত্তি = (স্থায়ী সম্পত্তি + চলতি সম্পত্তি)
= (৬,০০,০০০ + ৪,০০,০০০) = ১০,০০,০০০ টাকা।

18. একটি কোম্পানির চলতি অনুপাত ২ : ৫ এবং চলতি সম্পত্তি ৩,০০,০০০ টাকা হলে চলতি দায় কত? [RU : 09-10; CU : 05-06]

Ⓐ ৭,৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৬,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৬,৬০,০০০ টাকা Ⓓ ১,২০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve জানা আছে, চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ = ২ : ৫

মনে করি, চলতি সম্পত্তি = ২x ও চলতি দায় = ৩x

প্রশ্নমতে, ২x = ৩,০০,০০০; ∴ ৫x = $\frac{৩,০০,০০০}{২x}$ × ৫x = ৭,৫০,০০০ টাকা।

19. দীর্ঘমেয়াদি দায় ২০,০০০ টাকা; চলতি সম্পত্তি ২৫,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫:২ হলে মোট দায় কত? [RU : 09-10]

Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ২৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৩৫,০০০ টাকা

Ⓒ Solve প্রশ্নে দেয়া আছে, চলতি সম্পত্তি = ২৫,০০০ টাকা এবং

চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ = ৫ : ২।

এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২।

∴ চলতি দায় = $\left(\frac{২৫,০০০}{৫} \times ২\right)$ = ১০,০০০ টাকা।

সুতরাং, মোট দায় = (দীর্ঘমেয়াদি দায় + চলতি দায়)
= (২০,০০০ + ১০,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

20. নিট বিক্রয় ২১,০০০ টাকা, লাভ ক্রয় মূল্যের উপর ২৫% প্রারম্ভিক মজুত ২,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৩,০০০ টাকা। মজুত আবর্তন অনুপাত কত? [RU : 08-09]

Ⓐ ৬.৭২ Ⓑ ৬.৩
Ⓒ ৩.৩৬ Ⓓ ৩.১৫

Ⓐ Solve জানা আছে, মজুদ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$

গড় মজুত = $\frac{\text{প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত}}{২}$

= $\frac{২,০০০ + ৩,০০০}{২}$ = ২,৫০০ টাকা।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় : দেওয়া আছে বিক্রয় ২১,০০০ টাকা, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = ২৫%

∴ বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = $\frac{২৫}{১০০ + ২৫}$ × ১০০% = ২০%

∴ মুনাফা = ২১,০০০ × ২০% = ৪,২০০ টাকা।

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (২১,০০০ – ৪২,০০) = ১৬,৮০০ টাকা।

∴ মজুত আবর্তন অনুপাত = $\frac{১৬,৮০০}{২,৫০০}$ = ৬.৭২

21. কোনটি একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করে? [RU : 08-09; CU : 13-14]

Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ এসিড টেস্ট অনুপাত Ⓒ A ও B উভয়ই Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve চলতি অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করে। ত্বরিত বা এসিড টেস্ট অনুপাত প্রতিষ্ঠানের ত্বরিত দায় পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করে।

22. প্রারম্ভিক মজুত ৩,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ৪০,০০০ টাকা এবং লাভের হার ২০% হলে মজুত পণ্যের আবর্তন অনুপাত কত? [RU : 07-08]

Ⓐ ৮ গুণ Ⓑ ৭.৫ গুণ Ⓒ ৫ গুণ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve আমরা জানি, মজুত আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$

= $\frac{৩২,০০০}{৪,০০০}$ = ৮ গুণ

এখানে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় মূল্য – মুনাফা/লাভ)
= ৪০,০০০ – (৪০,০০০ × ২০%)
= ৪০,০০০ – ৮,০০০ = ৩২,০০০ টাকা।

গড় মজুত = $\frac{\text{প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত}}{২}$ = $\frac{৩,০০০+৫,০০০}{২}$
= ৪,০০০ টাকা

23. প্রারম্ভিক দেনাদার ৩০,০০০ টাকা এবং সমাপনী দেনাদার ৫০,০০০ টাকা, ধারে বিক্রয় ১০,০০,০০০ টাকা হলে দেনাদার আবর্তন অনুপাত কত? [RU : 07-08]

Ⓐ ২০ বার Ⓑ ১৬ বার Ⓒ ২৫ বার Ⓓ ১৫ বার

Ⓒ Solve আমরা জানি, দেনাদার আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$

= $\frac{১০,০০,০০০}{৪০,০০০}$ = ২৫ বার।

দেওয়া আছে, ধারে বিক্রয় = ১০,০০,০০০ টাকা।

গড় দেনাদার = $\frac{৩০,০০০ + ৫০,০০০}{২}$ = $\frac{৮০,০০০}{২}$ = ৪০,০০০ টাকা।

24. কোনটি লিভারেজ অনুপাত? [RU : 07-08]

Ⓐ দায় মোট সম্পত্তি অনুপাত Ⓑ সুদ কভারেজ অনুপাত
Ⓒ গড় আদায় সময় অনুপাত Ⓓ দায় মালিকানা অনুপাত

Ⓓ Solve মূলধনের কত অংশ ঋণ থেকে আসলো লিভারেজ অনুপাত এটা পরিমাপ করে। তাই উত্তর D হবে।

25. নিট মুনাফা অনুপাত কোনটি? [RU : 05-06]

Ⓐ নিট মুনাফা/নিট বিক্রয় Ⓑ নিট বিক্রয়/নিট মুনাফা
Ⓒ নিট মুনাফা/মোট মুনাফা Ⓓ নিট মুনাফা/মোট বিক্রয়

Ⓐ Solve নিট বিক্রয়ের উপর নিট মুনাফার হার বের করার জন্য নিট মুনাফা অনুপাতটি ব্যবহার করা হয়। এ জন্য নিট মুনাফাকে নিট বিক্রয় দিয়ে ভাগ করা হয়।

অর্থাৎ নিট মুনাফা অনুপাত = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}}$

26. ত্বরিত অনুপাত কোনটি? [RU : 04-05]

Ⓐ চলতি সম্পত্তি/চলতি দায় Ⓑ ত্বরিত সম্পত্তি/চলতি দায়
Ⓒ ত্বরিত সম্পত্তি/ত্বরিত দায় Ⓓ চলতি সম্পত্তি/ত্বরিত দায়

Ⓒ Solve ত্বরিত/তরল/এসিড টেস্ট/দ্রুত অনুপাত = $\frac{\text{তড়িৎ সম্পত্তি}}{\text{তড়িৎ দায়}}$

সনাতন হিসাববিজ্ঞান অনুসারে, ব্যাংক জমাতিরিক্ত একটি চলতি দায়। সনাতন নিয়মে, ব্যাংক জমাতিরিক্তসহ মোট চলতি দায় থেকে ব্যাংক জমাতিরিক্ত বিয়োগ করে ত্বরিত দায় নির্ণয় করা হয় এবং ত্বরিত (অ্যাসিড টেস্ট) অনুপাত নির্ণয়ের জন্য 'ত্বরিত সম্পদ'কে 'চলতি দায়' দিয়ে ভাগ না করে 'ত্বরিত দায়' দিয়ে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ সনাতন হিসাববিজ্ঞান অনুসারে, ত্বরিত (অ্যাসিড টেস্ট) অনুপাত = ত্বরিত সম্পদ ÷ ত্বরিত দায়। কিন্তু আধুনিক নিয়মে ত্বরিত (অ্যাসিড টেস্ট) অনুপাত = ত্বরিত সম্পদ ÷ চলতি দায়।

CamScanner

27. কোনটি চলতি সম্পত্তি নয়? [RU : 04-05]
Ⓐ বিনিয়োগ-পরিকল্পনা চক্রে নগদে রূপান্তরযোগ্য
Ⓑ বিনিয়োগ-পরিকল্পনা চক্রে নগদে রূপান্তরযোগ্য নয়
Ⓒ স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ
Ⓓ কোনোটিই নয়।

Ⓑ Solve প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের জন্য প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে একমাত্র (B) Option টি চলতি সম্পত্তির মধ্যে পড়ে না কারণ বিনিয়োগ, যা নগদে রূপান্তরযোগ্য নয়, তাই এটি স্থায়ী সম্পত্তির অন্তর্গত। Option (A) চলতি সম্পত্তিগুলো হচ্ছে-নগদ, ব্যাংক জমা, দেনাদার, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, প্রাপ্যসমূহ ইত্যাদি যা পরিকল্পনা চক্রে নগদে রূপান্তরযোগ্য।

28. স্বল্পমেয়াদি সচ্ছলতার প্রতীক কোনটি? [RU : 04-05]
Ⓐ চলতি অনুপাত
Ⓑ দায়-মালিকানা অনুপাত
Ⓒ মূলধন নিয়োজিত অনুপাত
Ⓓ নিট মুনাফা অনুপাত

Ⓐ Solve (B) দায়-মালিকানা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি দায়ের বিপরীতে মালিকানাস্বত্ব বা মূলধনের নির্দেশ করে। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মূলধন বা মালিকানাস্বত্বকে স্থির ধরে মূল তহবিল হার জানা যায়। (C) মূলধন নিয়োজিত অনুপাত পাওয়া যায় যা স্বল্পমেয়াদি সচ্ছলতা প্রকাশ করে না। (D) নিট মুনাফা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় দক্ষতা প্রকাশ করে। (A) চলতি অনুপাত-চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। যা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি সচ্ছলতার প্রতীক।

29. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি ৬০,০০০ টাকা। দায় মোট সম্পত্তির ১/৪ অংশ। কারবারের মূলধন কত? [RU : 02-03]
Ⓐ ৬০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা Ⓒ ৪০,০০০ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve মোট সম্পত্তি ৬০,০০০ টাকা; দায়ের পরিমাণ মোট সম্পত্তির ১/৪ অংশ হলে, দায়ের পরিমাণ = ৬০,০০০ এর $\frac{১}{৪}$ অংশ = ১৫,০০০ টাকা

আমরা জানি, সম্পত্তি = দায় + মূলধন

অর্থাৎ, মূলধন = সম্পত্তি − দায় = (৬০,০০০ − ১৫,০০০) = ৪৫,০০০ টাকা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. আয়ের কত অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয়েছে তা নিচের কোন অনুপাত (Ratio) ব্যাখ্যা করে? [CU : 22-23]
Ⓐ Debt-Equity Ratio
Ⓑ Pay-Out Ratio
Ⓒ Earning Yield Ratio
Ⓓ Dividend-Debt Ratio
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve পরিশোধিত আয়ের অনুপাত (Pay-Out Ratio) এই অনুপাতের মাধ্যমে কোম্পানি তার অর্জিত নিট মুনাফার কতটুকু নগদ লভ্যাংশ আকারে প্রদান করেছে তা নির্দেশ করা হয়।

02. নিচের কোনটি স্বল্পমেয়াদি তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ? [CU : 22-23]
Ⓐ Current Ratio
Ⓑ Acid Test Ratio
Ⓒ Inventory Turnover Ratio
Ⓓ Receivable Turnover Ratio
Ⓔ Debt Ratio

Ⓔ Solve দায়-মোট সম্পত্তি অনুপাত/ঋণ সম্পত্তি অনুপাত/দায় অনুপাত (Debt to Total Assets/Debt Ratio) এবং দায়-মালিকানা/ঋণ-মূলধন অনুপাত (Debt to Equity Ratio) এই দুটি অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সচ্ছলতা পরিমাপ করা হয়। তাই- Debt Ratio স্বল্পমেয়াদি তারল্যের মাপকাঠি হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

03. উপার্জনের গুণমান (Quality of Earnings) নির্দেশ করে–[CU-C : 21-22]
Ⓐ আয় পরিমাপ
Ⓑ কোম্পানির তারল্য মূল্যায়ন পরিমাপ
Ⓒ পূর্ণ ও স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশের হার
Ⓓ আর্থিক তথ্য মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি
Ⓔ অনির্ধারিত আয় পরিমাপ

Ⓐ Solve উপার্জনের গুণমান (Quality of Earnings) একটি প্রতিষ্ঠানের মূল পরিচালন কার্যক্রমের জন্য নিট আয়ের অনুপাতকে বুঝায়। যদি প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বা খরচ হ্রাসের কারণে মুনাফা বৃদ্ধি পায়, তাহলে উপার্জনের গুণমান (Quality of Earnings) খুব উচ্চ বলে বিবেচিত হয়।

04. নিচের কোনটি একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র প্রকাশ করে? [CU-C : 21-22]
Ⓐ মোট লাভ
Ⓑ নিট লাভ
Ⓒ মোট সম্পত্তি
Ⓓ নিট সম্পত্তি
Ⓔ নগদের সমতুল্য

Ⓓ Solve মোট সম্পত্তি থেকে মোট দায়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে নিট সম্পত্তি (Net Worth)। যা একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র প্রকাশ করে। উদাহরণ, নিট সম্পদ = মালিকানাস্বত্ব।

05. চলতি মূলধন নির্দেশ করে– [CU-C : 21-22]
Ⓐ সামর্থ্যতা
Ⓑ সচ্ছলতা
Ⓒ তারল্য
Ⓓ লাভজনকতা
Ⓔ দক্ষতা

Ⓒ Solve চলতি মূলধন নির্দেশ করে প্রতিষ্ঠানের তারল্য/নগদ অর্থ স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা।

06. কোন কোম্পানির নিট বিক্রয় $ ১,৮০,০০০; নিট আয় $ ৩৫,০০০; চলতি মোট সম্পদ $ ২,০০,০০০ এবং সমাপনী মোট সম্পদ $ ৩,০০,০০০। কোম্পানির সম্পদ আবর্তন অনুপাত কত ছিল? [CU-C : 21-22]
Ⓐ ০.৮০
Ⓑ ০.৭২
Ⓒ ০.৯০
Ⓓ ১.০৫
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve মোট সম্পত্তির আবর্তন = $\frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পত্তিসমূহ}}$

$= \frac{১,৮০,০০০}{২,৫০,০০০} = ০.৭২$ বার

গড় সম্পত্তি = (প্রারম্ভিক সম্পত্তি + সমাপনী সম্পত্তি) ÷ ২

= (২,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) ÷ ২ = $২,৫০,০০০

07. নিচের কোনটি আয়ের সহজ পরিমাপক? [CU-C : 21-22]
Ⓐ Gross Profit
Ⓑ Return on Total Assets
Ⓒ Return on Capital
Ⓓ উপরের সব কয়টি
Ⓔ উপরের কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve সম্পত্তি হতে উপার্জন (Return on Total Assets) এ হারটি মোটের উপর উপার্জন ক্ষমতা/মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা (Overall Measure of Profitablity) পরিমাপ করে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যের সার্বিক দক্ষতাকে বিচার করে এবং আয়ের সহজ পরিমাপক হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

08. একটি কোম্পানির Debt to Equity ratio ১.২৫। কোম্পানির Equity'র পরিমাণ ১,৫০,০০০/- টাকা হলে উক্ত কোম্পানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ হবে-[CU-C : 21-22]
Ⓐ ১,৮৭,৫০০/- টাকা
Ⓑ ৩,৩৭,৫০০/- টাকা
Ⓒ ৩৭,৫০০/- টাকা
Ⓓ ২,৩৭,৫০০/- টাকা
Ⓔ ৩,৭৫,০০০/- টাকা

Ⓑ Solve কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব বা Equity'র পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা হলে, মোট দায়ের পরিমাণ = ১,৫০,০০০ × ১.২৫ = ১,৮৭,৫০০ টাকা

সুতরাং মোট সম্পত্তির পরিমাণ = মোট দায় + মালিকানা স্বত্ব

= (১,৮৭,৫০০ + ১,৫০,০০০) = ৩,৩৭,৫০০ টাকা।

বিকল্প সমাধান, দেওয়া আছে, Debt : Equity = ১.২৫ : ১

∴ Assets = Debt + Equity = ১.২৫ + ১ = ২.২৫

∴ মোট সম্পত্তির পরিমাণ = $\left(\frac{১,৫০,০০০}{১} \times ২.২৫\right)$ = ৩,৩৭,৫০০ টাকা।

09. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক লাভ অর্জন ক্ষমতা নির্দেশ করে? [CU-C : 21-22]
Ⓐ Current ratio
Ⓑ Debt to total assets ratio
Ⓒ Return on assets ratio
Ⓓ Quick ratio
Ⓔ Net profit

Ⓒ Solve সম্পত্তি হতে উপার্জন (Return on Assets) এ হারটি মোটের উপর উপার্জন ক্ষমতা/মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা (Overall Measure of Profitablity) পরিমাপ করে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যের সার্বিক দক্ষতাকে বিচার করে এবং সঠিক লাভ অর্জন ক্ষমতা নির্দেশ করে।

CS CamScanner

...অনুপাত নিম্নের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? [CU-C : 20-21]
...অনুপাত Ⓑ কর্মকাণ্ড অনুপাত Ⓒ তারল্য অনুপাত
...উপার্জন অনুপাত Ⓔ বাজার অনুপাত

Solve ত্বরিত অনুপাত তারল্য অনুপাতের অন্তর্ভুক্ত। তারল্য ...অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অনুপাত হলো- চলতি অনুপাত, পরিচালন চক্র, ...আবর্তন অনুপাত, প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত, চলতি মূলধন/কার্যকরী ...অনুপাত, নগদ অনুপাত, পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ ইত্যাদি।

...কোম্পানির চলতি সম্পত্তি ৫০,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ : ২। ...কোম্পানির নিট কার্যকরী মূলধন হলো: [CU-C : 20-21]
...০,০০০ টাকা Ⓑ ৪০,০০০ টাকা Ⓒ ৫০,০০০ টাকা
...০,০০০ টাকা Ⓔ ২০,০০০ টাকা

Solve প্রশ্নে দেয়া আছে, চলতি সম্পত্তি = ৫০,০০০ টাকা এবং

...অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = ৫ : ২$।

...চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২।

...চলতি দায় = $\left(\frac{৫০,০০০}{৫} \times ২\right)$ = ২০,০০০ টাকা।

...কার্যকরী মূলধন = (চলতি সম্পত্তি – চলতি দায়)
= (৫০,০০০ – ২০,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

...ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদ ৪,০০,০০০ টাকা, স্থায়ী সম্পদ ...০০,০০০ টাকা এবং চলতি দায় ২,০০,০০০ টাকা হলে নিট চলতি মূলধন ...[CU : 19-20]
...২,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৩,০০,০০০ টাকা Ⓒ ১,০০,০০০ টাকা
...৪,০০,০০০ টাকা Ⓔ ৬,০০,০০০ টাকা

Solve নিট চলতি মূলধন/কার্যকরী মূলধন = (চলতি সম্পদ – চলতি ...) = (৪,০০,০০০ – ২,০০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

...সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করে- [CU : 17-18]
...নগদ Ⓑ ব্যাংক জমা Ⓒ দেনাদার
...মজুদ Ⓔ উল্লিখিত সবকটি Ans Ⓔ

...কোনটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে? [CU : 17-18]
...মোট লাভ Ⓑ নিট লাভ Ⓒ মোট সম্পত্তি
...নিট সম্পত্তি Ⓔ উল্লিখিত প্রত্যেকটি Ans Ⓓ

...কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট বছরের নিট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ১৩,০০,০০০ ...টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১০,০০,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে এবং শেষে ...দেনাদারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,২০,০০০ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা। ...বছরের দেনাদার আবর্তন- [CU : 16-17]
...বার Ⓑ ১০.৮ বার Ⓒ ৯.৩ বার Ⓓ ১০ বার Ⓔ ১২ বার

Solve দেনাদার আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$

= $\frac{১৩,০০,০০০}{(১,২০,০০০ + ১,৪০,০০০) \div ২}$ = ১০ বার।

...মূলধন গিয়ারিং অনুপাত হলো- [CU : 16-17]
...দ্রুত পরীক্ষা অনুপাত Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি সচ্ছলতা অনুপাত Ⓒ তরল অনুপাত
...নির্ভরতার অনুপাত Ⓔ কোনোটিই নয়

Solve মূলধন গিয়ারিং অনুপাত দ্বারা কারবারের দীর্ঘমেয়াদি সচ্ছলতা ...নির্দেশ করা হয়।

...বার্ষিক ধারে বিক্রয় ৫,৪০,০০০ টাকা এবং বছরান্তে দেনাদারের ৯০,০০০ ...হলে গড় আদায় সময় হবে- [CU : 16-17]
...দিন Ⓑ ৬১ দিন Ⓒ ৯০ দিন Ⓓ ১২০ দিন Ⓔ কোনোটিই নয়

Solve গড় আদায় সময় = $\frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{দেনাদার আবর্তন}} = \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\frac{\text{ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}}$

= ৩৬৫ × $\frac{\text{গড় দেনাদার}}{\text{ধারে বিক্রয়}}$ = ৩৬৫ × $\frac{৯০,০০০}{৫,৪০,০০০}$ = ৬১ দিন।

18. নিচের কোনটি মুনাফা অর্জন ক্ষমতার অনুপাত নয়? [CU : 15-16]
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ সম্পত্তির উপর উপার্জন হার Ⓒ নিট লাভ অনুপাত
Ⓓ মালিকানাস্বত্বের উপর উপার্জন হার Ⓔ শেয়ার প্রতি উপার্জন

Ⓐ Solve চলতি অনুপাত একটি তারল্য পরিমাপের অনুপাত। এই অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থা পরিমাপ করা হয়। এটি কোনো মুনাফা অর্জন ক্ষমতার অনুপাত নয়।

19. কোনো কোম্পানির নিট বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, চলতি সম্পত্তি ৩,০০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা এবং গড় মোট সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির উপর মোট মুনাফা কত? [CU : 14-15]
Ⓐ ১০% Ⓑ ৫% Ⓒ ২৫% Ⓓ ২০%

Ⓓ Solve মোট মুনাফা = (নিট বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৫,০০,০০০ – ১,০০,০০০) টাকা = ৪,০০,০০০ টাকা।

এখন সম্পত্তির উপর মোট মুনাফা = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{গড় মোট সম্পত্তি}} \times ১০০$

$= \frac{৪,০০,০০০}{২০,০০,০০০} \times ১০০ = ২০\%$

20. চলতি অনুপাতের মানদণ্ড কত? [CU : 13-14]
Ⓐ ১ : ১ Ⓑ ১ : ২ Ⓒ ২ : ১
Ⓓ ২ : ৩ Ⓔ ৩ : ২

Ⓒ Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$। এ অনুপাতের আদর্শ মান বা মানদণ্ড হলো ২ : ১।

21. কোন অনুপাতটি কারবারের স্বল্পমেয়াদী সচ্ছলতার পরিচায়ক? [CU : 12-13]
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ মজুত আবর্তন Ⓒ বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার
Ⓓ শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve চলতি অনুপাত কারবারের স্বল্পমেয়াদী স্বচ্ছলতা নির্দেশ করে। চলতি অনুপাত প্রতি এক টাকা চলতি দায়ের বিপরীতে চলতি সম্পত্তির পরিমাণ প্রকাশ করে। তাই একে কারবারের স্বচ্ছলতার পরিচায়ক ধরা হয়।

22. কোন অনুপাতটি কারবারের দীর্ঘকালীন সচ্ছলতার পরিচায়ক? [CU : 11-12]
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ ত্বরিত অনুপাত Ⓒ নিট লাভ অনুপাত
Ⓓ কার্যকরী মূলধন অনুপাত Ⓔ মূলধন গিয়ারিং অনুপাত

Ⓔ Solve চলতি অনুপাত, ত্বরিত অনুপাত, নিট লাভ অনুপাত কার্যকরী মূলধন অনুপাতগুলো হলো স্বল্পমেয়াদি সচ্ছলতার পরিচালক। এখানে মূলধন গিয়ারিং অনুপাত যা নির্ণয় করা হয় স্থির খরচ যুক্ত তহবিলকে সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল দ্বারা ভাগ করে। এটি দীর্ঘমেয়াদি সচ্ছলতা নির্দেশ করে।

23. তারল্য অনুপাত নির্দেশ করে- [CU : 08-09; BU : 15-16]
Ⓐ ব্যবসায়ের দায় পরিশোধের ক্ষমতা
Ⓑ ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা
Ⓒ ব্যবসায়ের উন্নয়ন ব্যয় পরিশোধের ক্ষমতা
Ⓓ ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা
Ⓔ A ও B উভয়ই

Ⓑ Solve তারল্য অনুপাত ব্যবসায়ের তারল্য বা চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে।

24. কোনো প্রতিষ্ঠানের চলতি অনুপাত ২ : ১.৫; চলতি দায়ের পরিমাণ ২৭,০০০ টাকা হলে চলতি সম্পত্তির পরিমাণ কত টাকা? [CU : 05-06, 07-08; CoU : 12-13; PUST : 11-12]
Ⓐ ৩০,০০০ Ⓑ ৩৬,০০০ Ⓒ ৫৪,০০০
Ⓓ ১৮,০০০ Ⓔ ২০,২৫০

Ⓑ Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ বা, $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{২৭,০০০} = \frac{২}{১.৫}$

∴ চলতি সম্পত্তি = $\frac{২৭,০০০ \times ২}{১.৫}$ = ৩৬,০০০ টাকা।

CamScanner

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিট বিক্রয় ২৫০০০০ টাকা, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা ২৫%, প্রারম্ভিক মজুদ ৩০০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ২০০০০ টাকা হলে, মজুদ আবর্তন কত? [GST : 22-23]

Ⓐ ৮.৩ বার Ⓑ ১২.৫ বার Ⓒ ৮ বার Ⓓ ১০ বার

Ⓒ Solve মোট মুনাফা/বিক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফা =

$$\left(\text{২,৫০,০০০} \times \frac{\text{২৫}}{\text{১০০ + ২৫}} \times \text{১০০}\right) = \text{৫০,০০০ টাকা।}$$

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় − মোট মুনাফা)

= (২,৫০,০০০ − ৫০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

$$\text{গড় মজুদ} = \frac{\text{প্রারম্ভিক মজুদ + সমাপনী মজুদ}}{\text{২}} = \frac{\text{৩০,০০০ + ২০,০০০}}{\text{২}} = \text{২৫,০০০ টাকা।}$$

$$\therefore \text{মজুদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{\text{২,০০,০০০}}{\text{২৫,০০০}} = \text{৮ বার।}$$

02. মজুদ আবর্তন অনুপাত বৃদ্ধির কারণ– [GST : 22-23]

Ⓐ মজুদ পণ্যের পরিমাণ স্থির কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধি
Ⓑ মজুদ পণ্যের পরিমাণ স্থির কিন্তু বিক্রয় হ্রাস
Ⓒ মজুদ পণ্যের পরিমাণ হ্রাস কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধি
Ⓓ মজুদ পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কিন্তু বিক্রয় হ্রাস

Ⓒ Solve $\text{মজুদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

সূত্র অনুযায়ী, প্রারম্ভিক মজুদ হ্রাস পেলে, হর হ্রাস পায় এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে লব বৃদ্ধি পায়।
আমরা জানি, হর হ্রাস পেলে এবং লব বৃদ্ধি পেলে ভাগফল বৃদ্ধি পায়। ফলে মজুদ আবর্তন অনুপাত বৃদ্ধি পাবে।

03. চলতি সম্পদ ও চলতি দায়সমূহের সম্পর্ক হলো– অনুপাত : [GST : 22-23]

Ⓐ চলতি Ⓑ ত্বরিৎ Ⓒ কার্যকরী মূলধন Ⓓ মালিকানা

Ⓐ Solve চলতি সম্পদকে চলতি দায় দ্বারা ভাগ করলে চলতি অনুপাত নির্ণয় করা হয়। যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের চলতি বা স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।

04. মোট এবং স্থায়ী সম্পদের অনুপাত ৮ : ৬। মোট সম্পদের উপর চলতি সম্পদের শতাংশ কত? [GST-C : 21-22]

Ⓐ ২৫% Ⓑ ৩৩.৩৩% Ⓒ ৫০% Ⓓ ৭৫%

Ⓐ Solve মোট এবং স্থায়ী সম্পদের অনুপাত = ৮ : ৬

অতএব, মোট সম্পদ অনুপাত = ৮
(−) স্থায়ী সম্পদের অনুপাত = ৬
∴ চলতি সম্পদ অনুপাত = ২

$$\therefore \text{মোট সম্পদের উপর চলতি সম্পদের শতাংশ} = \frac{\text{চলতি সম্পদ অনুপাত}}{\text{মোট সম্পদ অনুপাত}} \times \text{১০০}$$

$$= \frac{\text{২}}{\text{৮}} \times \text{১০০} = \text{২৫\%।}$$

05. নিট চলতি মূলধন ১৮০ হাজার টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ : ২ হলে চলতি দায়ের পরিমাণ কত হাজার টাকা? [GST-C : 21-22]

Ⓐ ৩০০ Ⓑ ১২০ Ⓒ ১০০ Ⓓ ৭২

Ⓑ Solve

চলতি অনুপাত = ৫ : ২, অতএব, চলতি সম্পদ অনুপাত = ৫
(−) চলতি দায় অনুপাত = ২
∴ নিট চলতি মূলধন = ৩

$$\text{সূত্র: } \frac{\text{নিট চলতি মূলধন}}{\text{নিট চলতি মূলধন অনুপাত}} \times \text{চলতি দায় অনুপাত} = \left(\frac{\text{১৮০}}{\text{৩}} \times \text{২}\right) \text{ টাকা।}$$

= ১২০ হাজার টাকা।

06. নিচের কোনটি ত্বরিত সম্পত্তি হিসাবে পরিচিত নয়? [CoU : 19-20]

Ⓐ নগদ Ⓑ ব্যাংক Ⓒ প্রাপ্য হিসাব Ⓓ মজুত মাল

Ⓓ Solve মজুত পণ্য ও অগ্রিম খরচ ত্বরিত সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

07. গড় দেনাদার ২৫,০০০ টাকা, দেনাদার আবর্তন অনুপাত ২ বার। নগদ বিক্রয় ১০০,০০০ টাকা হলে নিট বিক্রয় কত? [IU : 19-20]

Ⓐ ৳ ১,২৫,০০০ Ⓑ ৳ ১,০০,০০০
Ⓒ ৳ ১,৫০,০০০ Ⓓ ৳ ২,২৫,০০০

Ⓒ Solve ধারে বিক্রয় = দেনাদার আবর্তন × গড় দেনাদার
= ২ × ২৫,০০০ = ৫০,০০০ টাকা।
∴ নিট বিক্রয় = (নগদ বিক্রয় + বাকিতে বিক্রয়)
= (১,০০,০০০ + ৫০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা।

08. কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন অনুপাত ২ : ১ এবং চলতি দায়ের পরিমাণ ২৪,০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানটির চলতি অনুপাত হবে – [IU : 19-20]

Ⓐ ২:১ Ⓑ ৩:১ Ⓒ ১:১ Ⓓ ৪:১

Ⓑ Solve এখানে, কার্যকরী মূলধন অনুপাত ২ : ১ অর্থাৎ, চলতি দায় ১ টাকা হলে, কার্যকরী মূলধন ২ টাকা।

চলতি সম্পদ = (কার্যকরী মূলধন + চলতি দায়) = (২ + ১) = ৩

$$\text{চলতি সম্পদ} = \frac{\text{২৪,০০০}}{\text{১}} \times \text{৩} = \text{৭২,০০০ টাকা।}$$

$$\therefore \text{চলতি অনুপাত} = \frac{\text{৭২,০০০}}{\text{২৪,০০০}} = \text{৩ : ১}$$

09. নগদ ২০,০০০ টাকা, বিবিধ দেনাদার ১,০০,০০০ টাকা, মজুত পণ্য ৪০,০০০ টাকা, পাওনাদার ৭৬,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি ৬০,০০০ টাকা, সুনাম ৫০,০০০ টাকা, বকেয়া বেতন ৪,০০০ টাকা, অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া ১০,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা, ত্বরিত অনুপাত কত? [CoU : 19-20]

Ⓐ ২.৫ : ১ Ⓑ ২ : ১ Ⓒ ১.৫ : ১ Ⓓ ১ : ১

Ⓒ Solve ত্বরিত সম্পদ = (নগদ + দেনাদার)
= (২০,০০০ + ১,০০,০০০) = ১,২০,০০০ টাকা।
ত্বরিত দায় = (পাওনাদার + বকেয়া বেতন) = (৭৬,০০০ + ৪,০০০)
= ৮০,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{ত্বরিৎ অনুপাত} = \frac{\text{১,২০,০০০}}{\text{৮০,০০০}} = \text{১.৫ : ১।}$$

Note : এখানে দায় নিরূপনে ব্যাংক জমাতিরিক্তকে বিবেচনা না করে ত্বরিত দায় গণনাকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

10. দীর্ঘমেয়াদি দায় ৩০,০০০ টাকা, চলতি সম্পদ ২৭,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৩ : ১ হলে মোট দায় কত টাকা? [KU : 19-20]

Ⓐ ৩৬,০০০ Ⓑ ৪০,০০০ Ⓒ ৩৯,০০০ Ⓓ ৬৬,০০০

Ⓒ Solve $\text{চলতি দায়} = \frac{\text{২৭,০০০}}{\text{৩}} \times \text{১} = \text{৯,০০০ টাকা।}$

∴ মোট দায় = (দীর্ঘমেয়াদি দায় + চলতি দায়)
= (৩০,০০০ + ৯,০০০) = ৩৯,০০০ টাকা।

11. প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি সচ্ছলতা নির্দেশনা করে না কোনটি? [CoU-C : 18-19]

Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ ত্বরিত অনুপাত
Ⓒ মজুত আবর্তন অনুপাত Ⓓ কার্যকরী মূলধন অনুপাত

Ⓒ Solve যে অনুপাতসমূহ তারল্য পরিমাপ করে বা প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করে তাদেরকে তারল্য অনুপাত বলে। তারল্য অনুপাতসমূহ হলো- চলতি অনুপাত; ত্বরিত/এসিড টেস্ট, চলতি/কার্যকরী মূলধন অনুপাত। যে অনুপাতসমূহ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা পরিমাপ করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগকৃত সম্পত্তি কতটুকু কার্যকরীভাবে ব্যবহার করছে তা মূল্যায়ন করে তাদেরকে কার্যকারিতার অনুপাত বলে। কার্যকারিতার অনুপাতসমূহ হলো- প্রাপ্য হিসাব/দেনাদার আবর্তন অনুপাত, মজুত আবর্তন অনুপাত, সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত, প্রভৃতি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...কোনটি সচ্ছলতার সূচক? [RSTU-B : 18-19]
Ⓐ চলতি অনুপাত　　Ⓑ প্রত্যাবর্তন হার
Ⓒ ঋণ-মূলধন অনুপাত　　Ⓓ সম্পত্তি-আয় অনুপাত

C Solve যে অনুপাতসমূহ প্রতিষ্ঠানের ঋণ বা দায় পরিশোধ ক্ষমতা নির্দেশ করে তাদেরকে দায় পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাত বা সচ্ছলতার অনুপাত বলে। সচ্ছলতার অনুপাতসমূহ হলো- ১. দায় অনুপাত/দায়-সম্পত্তি অনুপাত/ঋণ অনুপাত, ২. ঋণ-মূলধন অনুপাত/দায়-মালিকানা অনুপাত, ৩. নিয়ন্ত্রিত সুদ ... সুদ কভারেজ অনুপাত, ৪. মালিকানা অনুপাত, ৫. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত।

...প্রাপ্য বিল ও মজুত পণ্য এর উদাহরণ হলো- [RSTU-B : 18-19]
Ⓐ চলতি সম্পদ　Ⓑ তরল সম্পদ　Ⓒ স্থায়ী সম্পদ　Ⓓ মূলধন সম্পদ

A Solve প্রাপ্য বিল ও মজুত পণ্য হলো- চলতি সম্পদ, মেশিনারি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, ভূমি হলো স্থায়ী সম্পদ, সবচেয়ে বেশি তরল সম্পদ ... নগদ অর্থ।

...মজুত ২৫,০০০ টাকা, মজুত আবর্তন ১৮ বার এবং বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০% হলে বিক্রয়মূল্য কত টাকা হবে? [BSMRSTU-F : 18-19]
Ⓐ ৫,৫২,০০০　Ⓑ ৫,৬২,৫০০　Ⓒ ৫,৬০,০০০　Ⓓ ৬,৫০,০০০

B Solve মজুত আবর্তন = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$

$\Rightarrow ১৮ = \frac{\text{ক}}{২৫,০০০} \Rightarrow \text{ক} = ৪,৫০,০০০$ টাকা।

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫%।
মুনাফার পরিমাণ = ৪,৫০,০০০ × ২৫% = ১,১২,৫০০।
বিক্রয়ের পরিমাণ = (বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + মুনাফা) = (৪,৫০,০০০ + ১,১২,৫০০) = ৫,৬২,৫০০ টাকা।
দ্রষ্টব্য: এখানে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ক ধরা হয়েছে।

...কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য নেওয়া হয়েছে: বিক্রয় ...,২০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুত ৯,৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা; অন্তঃপরিবহন ৫,০০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত ১০,২০,০০০ টাকা। মজুত পণ্যের আবর্তন হার কত? [BSMRSTU-F : 18-19]
Ⓐ ৩ বার　Ⓑ ৪ বার　Ⓒ ৫ বার　Ⓓ ৬ বার

C Solve মজুত পণ্যের আবর্তন হার = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$

$= \frac{৫০,০০,০০০}{১০,০০,০০০} = ৫$ বার।

এখানে, গড় মজুত = $\frac{৯,৮০,০০০ + ১০,২০,০০০}{২} = ১০,০০,০০০$।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৯,৮০,০০০ + ৪৫,৪০,০০০ + ৫,০০,০০০) − ১০,২০,০০০ = ৫০,০০,০০০ টাকা।

...নিচের কোনটি আর্থিক সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত? [PUST 17-18]
Ⓐ দায় মালিকানা অনুপাত　　Ⓑ স্থায়ী সম্পদ অনুপাত
Ⓒ দ্রুত অনুপাত　　Ⓓ মালিকানা অনুপাত　　**Ans Ⓐ**

...নিচের কোনটি কার্যভিত্তিক অনুপাতের উদাহরণ? [JnU : 16-17]
Ⓐ চলতি অনুপাত　　Ⓑ মজুত পণ্যের আবর্তন অনুপাত
Ⓒ বিনিয়োগ থেকে আয়　　Ⓓ শেয়ার প্রতি আয়

B Solve কার্যভিত্তিক/ কার্যকারিতার অনুপাতগুলো হলো:
১. গড় আদায় সময় ২. দেনাদার আবর্তন অনুপাত ৩. মজুত আবর্তন অনুপাত
৪. পাওনাদার আবর্তন অনুপাত ৫. স্থায়ী সম্পত্তির আবর্তন হার
৬. মোট সম্পত্তির আবর্তন

...ব্যবসায়ে কোন সম্পদের তারল্যের মাত্রা সর্বাধিক? [CoU : 16-17]
Ⓐ ব্যাংকের জমা　　Ⓑ নগদ জমা
Ⓒ সমাপনী মজুত　　Ⓓ অগ্রিম বিমা সেলামি

B Solve নগদ জমা/ হাতে নগদ সব থেকে তরল সম্পদ।

19. কোনটি মুনাফা অর্জনের নির্দেশক? [JKKNIU : 16-17]
Ⓐ চলতি অনুপাত　　Ⓑ শেয়ার প্রতি উপার্জন
Ⓒ ত্বরিত অনুপাত　　Ⓓ দায়-সম্পত্তি অনুপাত

B Solve মুনাফা অর্জনের নির্দেশক অনুপাতগুলো হচ্ছে:
১. মোট, নিট মুনাফার হার　২. সম্পত্তির উপর মুনাফার হার৩. বিনিয়োগের

20. নিচের কোনটি তারল্য অনুপাত নয়? [JKKNIU : 16-17]
Ⓐ চলতি অনুপাত　Ⓑ ত্বরিত অনুপাত　Ⓒ সম্পদ আবর্তন　Ⓓ মজুত আবর্তন

C Solve সম্পদ আবর্তন কার্যকারিতার অনুপাত, তারল্য অনুপাত নয়। অনেক হিসাবরক্ষকগণ দেনাদার আবর্তন অনুপাত ও মজুত আবর্তন অনুপাতকে তারল্য নির্দেশক অনুপাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

21. যদি নগদ ১,০০০ টাকা; মজুত পণ্য ২,০০০ টাকা; প্রদেয় বিলসমূহ ১,০০০ টাকা; সুনাম ১,৫০০ টাকা; দেনাদার ১,০০০ টাকা। তাহলে চলতি অনুপাত কত? [CoU : 16-17]
Ⓐ ২:১　Ⓑ ৩:১　Ⓒ ৪:১　Ⓓ ১:৪

C Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৪,০০০}{১,০০০} = \frac{৪}{১} = ৪ : ১$

22. একটি কোম্পানির বিক্রয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫%। যদি মজুত আবর্তন ৫ বার হয় এবং প্রারম্ভিক মজুত পণ্যের মূল্য ৮০,০০০ টাকা হয়, তবে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য কত টাকা? [SUST : 16-17]
Ⓐ ২,০০,০০০　Ⓑ ১,৬০,০০০　Ⓒ ৮০,০০০
Ⓓ ৪০,০০০　Ⓔ ৩,২০,০০০

Blank Solve ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫%

∴ বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = $\left(\frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০\right) = ২০\%$

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় − মুনাফা) = {১০,০০,০০০ − (১০,০০,০০০ ×০.২০)} = ৮,০০,০০০ টাকা।

মজুত আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\frac{\text{প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত}}{২}}$

বা, $৫ = \frac{৮,০০,০০০}{\frac{৮০,০০০ + \text{সমাপনী মজুত}}{২}}$　বা, $৫ = \frac{১৬,০০,০০০}{৮০,০০০ + \text{সমাপনী মজুত}}$

বা, ৮০,০০০ + সমাপনী মজুত = $\frac{১৬,০০,০০০}{৫}$

বা, সমাপনী মজুত = ৩,২০,০০০ − ৮০,০০০

∴ সমাপনী মজুত = ২,৪০,০০০ টাকা (যা অপশনে নেই)।

23. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি সচ্ছলতা যাচাইয়ের অনুপাত? [HSTU : 15-16]
Ⓐ দায়-মালিকানা অনুপাত　　Ⓑ মালিকানা অনুপাত
Ⓒ সুদ কভারেজ অনুপাত　　Ⓓ সবগুলো　　**Ans Ⓓ**

24. নিচের কোনটির ফলে চলতি অনুপাত স্থির থাকে কিন্তু ত্বরিত অনুপাত বৃদ্ধি পায়? [HSTU : 15-16]
Ⓐ পাওনাদারকে প্রদেয় বিল ইস্যু　　Ⓑ দেনাদারের নিকট হতে অর্থ আদায়
Ⓒ মজুত পণ্য বিক্রয়　　Ⓓ কোনোটিই নয়　　**Ans Ⓒ**

25. একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন অনুপাত ২ : ১ এবং চলতি দায়ের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানটির চলতি সম্পদ কত? [PUST 15-16]
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা Ⓒ ১০,০০০ টাকা Ⓓ ৫০,০০০ টাকা

B Solve কার্যকরী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{কার্যকরী মূলধন}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{২}{১}$ (প্রশ্ন অনুসারে) = $\frac{২০,০০০}{১০,০০০}$　∴ কার্যকরী মূলধন ২০,০০০ টাকা।

∴ চলতি সম্পদ = (কার্যকরী মূলধন + চলতি দায়) = (২০,০০০ + ১০,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

26. মজুত পণ্য ১৮,০০০ টাকা, নগদ ১৭,০০০ টাকা, দেনাদার ৩৯,০০০ টাকা, অগ্রিম প্রদত্ত ৭,৫০০ টাকা, পাওনাদার ২৪,০০০ টাকা, প্রদেয় ভাড়া ১৫,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১১,০০০ টাকা। চলতি অনুপাত কত? [CoU : 15-16]
Ⓐ ১.৪৩ : ১ Ⓑ ১.৫৩ : ১ Ⓒ ১.৬৩ : ১ Ⓓ ১.৭৩ : ১

Ⓒ Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৮১,৫০০}{৫০,০০০} = \frac{১.৬৩}{১} = ১.৬৩ : ১$।
ধাপ - ১ : চলতি সম্পদ = (মজুত পণ্য + নগদ + দেনাদার + অগ্রিম প্রদত্ত)
= (১৮,০০০ + ১৭,০০০ + ৩৯,০০০ + ৭,৫০০) = ৮১,৫০০ টাকা।
ধাপ - ২ : চলতি দায় = (পাওনাদার + প্রদেয় ভাড়া + ব্যাংক জমাতিরিক্ত)
= (২৪,০০০ + ১৫,০০০ + ১১,০০০) = ৫০,০০০ টাকা।

27. স্বল্পমেয়াদী সচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত কোনটি? [JKKNIU : 15-16]
Ⓐ চলতি Ⓑ প্রান্তিক Ⓒ দ্রুত Ⓓ B + C

Ⓐ Solve স্বল্পমেয়াদী সচ্ছলতা বা দায় পরিশোধের ক্ষমতা পরিমাপ করে চলতি অনুপাত।

28. কার্যকরী মূলধন বলতে কী বুঝায়? [MBSTU : 15-16]
Ⓐ মূলধন বাদ উত্তোলন Ⓑ স্থায়ী সম্পদ বাদ চলতি সম্পদ
Ⓒ চলতি সম্পদ বাদ চলতি দায় Ⓓ মালিক কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন Ans Ⓒ

29. উপার্জন ক্ষমতা নিরূপণ করার জন্য নিম্নোক্ত কোন অনুপাত ব্যবহার করা হয় না? [IU : 15-16]
Ⓐ প্রারম্ভিক মুনাফার হার Ⓑ সম্পত্তি হতে উপার্জন
Ⓒ মালিকানাস্বত্বের উপর উপার্জন Ⓓ সম্পত্তি আবর্তন

Ⓓ Solve যে অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উপার্জন ক্ষমতা নিরূপণ করা হয় সেই অনুপাতগুলোকে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত বলে। সম্পদ আবর্তন হলো কার্যকারিতার অনুপাত।

30. অধিক পরিমাণে তারল্য বজায় রাখলে কী হবে? [IU : 15-16]
Ⓐ মুনাফা বেশি হবে Ⓑ মুনাফা কমে যাবে
Ⓒ মুনাফা অপরিবর্তিত থাকবে Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓑ

31. 'Capital Gearing' অনুপাতের আদর্শ মান কত? [IU : 14-15]
Ⓐ ১:২ Ⓑ ১:১ Ⓒ ২:১ Ⓓ ১:৩

Ⓐ Solve মূলধন গিয়ারিং অনুপাত
$= \frac{\text{স্থির খরচযুক্ত তহবিল}}{\text{সাধারণ শেয়ারের মালিকানা তহবিল}}$, [যার আদর্শ মান ১ : ২]

32. ঋণপত্র ১৫০,০০০ টাকা, ইকুইটি মূলধন ২০০,০০০ টাকা, সাধারণ সঞ্চিতি ৯০,০০০ টাকা, পুঞ্জীভূত মুনাফা ৬০,০০০ টাকা। ঋণ ও ইকুইটির অনুপাত কত? [HSTU : 13-14]
Ⓐ ৩ : ৪ Ⓑ ৫ : ৮ Ⓒ ১৫ : ২৯ Ⓓ ৩ : ৭

Ⓓ Solve ঋণ-ইকুইটি অনুপাত = $\frac{\text{ঋণ}}{\text{ইকুইটি}}$
এখানে, ঋণ = ১,৫০,০০০ টাকা।
ইকুইটি = (মূলধন + সাধারণ সঞ্চিতি + পুঞ্জীভূত মুনাফা)
= (২,০০,০০০ + ৯০,০০০ + ৬০,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা।
$\therefore$ ঋণ-ইকুইটি অনুপাত = $\frac{১,৫০,০০০}{৩,৫০,০০০} = \frac{৩}{৭} = ৩ : ৭$

33. আরতি কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ বিদ্যমান: নগদ ১০,০০০ টাকা; মজুত পণ্য ২০,০০০ টাকা; প্রদেয় বিল ১০,০০০ টাকা; সুনাম ১৫,০০০; দেনাদার ১০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির চলতি অনুপাত কত? [JnU : 13-14; BU : 14-15; JU : 09-10, 19-20]
Ⓐ ২ : ১ Ⓑ ৩ : ১ Ⓒ ১: ১ Ⓓ ৪: ১

Ⓓ Solve চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৪০,০০০}{১০,০০০} = ৪ : ১$
এখানে চলতি সম্পদ = (নগদ + মজুত পণ্য + দেনাদার)
= (১০,০০০ + ২০,০০০ + ১০,০০০) টাকা।
= ৪০,০০০ টাকা।
এবং চলতি দায় = প্রদেয় বিলসমূহ = ১০,০০০ টাকা।

34. নিট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬৫,৯০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত হলো ৭:৩। স্বল্পমেয়াদি দায়ের পরিমাণ কত? [JnU : 13-14]
Ⓐ ১৯,৯৭০ টাকা Ⓑ ৪৯,৪২৫ টাকা Ⓒ ৪৬,১০০ টাকা Ⓓ ১,৫৩,৭৬৭ টাকা

Ⓑ Solve এখানে চলতি অনুপাত ৭ : ৩ মানে চলতি সম্পদ ৭ ও চলতি দায় ৩ অর্থাৎ চলতি মূলধন = (৭ − ৩) = ৪।
$\therefore$ চলতি দায় = $\frac{৩}{৪} \times ৬৫,৯০০ = ৪৯,৪২৫$ টাকা।

35. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতা নিচের কোন অনুপাত নির্দেশ করে? [BU : 13-14]
Ⓐ অগ্নি পরীক্ষার অনুপাত Ⓑ চলতি অনুপাত
Ⓒ সুদ কভারেজ অনুপাত Ⓓ মোট সম্পদ আবর্তন হার

Ⓒ Solve প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতা প্রকাশ করার জন্য সচ্ছলতা অনুপাতগুলো নির্ণয় করা হয়। যেমন: দায়-মালিকানা সুদ কভারেজ, দায়-সম্পত্তি দীর্ঘ...

36. ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে রহিম ট্রেডার্সের হিসাব নিচের তথ্য পাওয়া: প্রারম্ভিক মজুত ৯০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত ৭০,০০০ টাকা; বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৬৬০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ৯০০,০০০ টাকা। রহিম ট্রেডার্সের ২০১২ সনে মজুতের দিন ছিল: [BU : 13-14]
Ⓐ ৩৮.৮ দিন Ⓑ ৬৪ দিন Ⓒ ৫০ দিন Ⓓ ৪৪ দিন

Ⓓ Solve মজুত আবর্তন = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}} = \frac{৬,৬০,০০০}{৮০,০০০}$
= ৮.২৫ বার।
এখানে, গড় মজুত = $\frac{\text{প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত}}{২}$
$= \frac{৯০,০০০ + ৭০,০০০}{২} = \frac{১,৬০,০০০}{২} = ৮০,০০০$ টাকা।
এবার, মজুত দিন = $\frac{৩৬৫}{\text{মজুত আবর্তন}} = \frac{৩৬৫}{৮.২৫} = ৪৪.২৪ = ৪৪$ দিন।

37. নিচের কোনটি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুপাত? [HSTU : 13-14]
Ⓐ দেনাদার আবর্তন অনুপাত Ⓑ চলতি অনুপাত
Ⓒ দায়-মালিকানা অনুপাত Ⓓ মোট লাভ অনুপাত

Ⓐ Solve দেনাদার আবর্তন অনুপাত হলো চলতি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনুপাত।

38. কোন অনুপাতটি তারল্য পরিমাপ করে- [MBSTU : 13-14]
Ⓐ মূলধনের উপর মুনাফার হার Ⓑ সম্পত্তির উপার্জন হার
Ⓒ প্রান্তিক মুনাফা হার Ⓓ চলতি অনুপাত

Ⓓ Solve তারল্য পরিমাপক অনুপাতগুলো হলো চলতি অনুপাত, দ্রুত অনুপাত, চলতি মূলধন অনুপাত প্রভৃতি।

39. দায়-মালিকানাস্বত্ব অনুপাত ৩০%। মোট দায় ৩৬,০০০ টাকা হলে মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত? [BSMRSTU-F : 13-14]
Ⓐ ১,৫৬,০০০ টাকা Ⓑ ১,৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৬৬,০০০ টাকা Ⓓ ১,২০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve দায় মালিকানা অনুপাত = ৩০%
অর্থাৎ মোট দায় ৩০ টাকা হলে মালিকানা ১০০ টাকা।
" " ১ " " " $\frac{১০০}{৩০}$ টাকা।
" " ৩৬,০০০ " " $\frac{১০০ \times ৩৬,০০০}{৩০}$ = ১,২০,০০০ টাকা।
মোট সম্পত্তি = (দায় + মালিকানা সম্পত্তি) = (৩৬,০০০ + ১২০,০০০)
= ১,৫৬,০০০ টাকা।

40. Liquidity Ratio কী নির্দেশ করে? [MBSTU : 12-13]
Ⓐ ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ ক্ষমতা
Ⓑ ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা
Ⓒ ব্যবসায়ের উন্নয়ন ব্যয় পরিশোধ ক্ষমতা
Ⓓ ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা

Ⓑ Solve Liquidity Ratio বা চলতি অনুপাত ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...র বৃদ্ধি কোম্পানির জন্য ভালো নয়- [SUST : 12-13]
...র্তন অনুপাত Ⓑ দেনাদার আবর্তন অনুপাত
...আবর্তন অনুপাত Ⓓ নিট মুনাফার অনুপাত
...মুনাফার অনুপাত

Ⓓ Solve মজুত আবর্তন অনুপাত বৃদ্ধি কোনো কোম্পানির জন্য ভালো ... মজুত আবর্তন অনুপাত দ্বারা মজুদ পণ্য বছরে কত দিন ব্যবসায়ে ... থাকে আর কত দিন পরপর বিক্রয় করা সম্ভব হয় তা নির্ণয় ... প্রতিষ্ঠানে মজুদ পণ্য কাল্যান্তরে রাখা উচিত কারণ মজুদ পণ্য বেশি ... রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেড়ে যাবে এবং অপচয় হবার সম্ভাবনা থাকবে।

... অনুপাত এক প্রকার- [SUST : 12-13]
... ব্যবস্থাপনার অনুপাত Ⓑ মুনাফা অর্জন অনুপাত Ⓒ লিভারেজ অনুপাত
... সচ্ছলতা অনুপাত Ⓔ তারল্য অনুপাত

Ⓓ Solve মূলধন গিয়ারিং অনুপাত হলো আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাত।

... স্থিতিপত্রে নগদ তহবিল ২ লক্ষ টাকা, বিবিধ পাওনাদার ২ লক্ষ ... বিবিধ দেনাদার ১ লক্ষ টাকা, বকেয়া মজুরি ১ লক্ষ টাকা ও অগ্রিম খরচ ... টাকা হলে চলতি মূলধন- [SUST : 12-13]
...১ লক্ষ টাকা Ⓑ ২ লক্ষ টাকা Ⓒ ৩ লক্ষ টাকা
...৪ লক্ষ টাকা Ⓔ ৫ লক্ষ টাকা

Ⓓ Solve চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি − চলতি দায়
= (নগদ তহবিল + দেনাদার+অগ্রিম খরচ) − (পাওনাদার + বকেয়া মজুরি)
= (২ লক্ষ + ১ লক্ষ + ১ লক্ষ) − (২ লক্ষ + ১ লক্ষ) = ১ লক্ষ টাকা।

... কুটির শিল্প এক বছরে মোট বিক্রয় ৫ লক্ষ টাকার উপরে ২০% বাট্টা ... করে ৮ হাজার টাকা নিট লাভ করলে, তার- [SUST : 12-13]
... উপার্জন অনুপাত সন্তোষজনক নয় Ⓑ মোট লাভ অনুপাত সন্তোষজনক
... নিট লাভ অনুপাত সন্তোষজনক নয় Ⓓ মূল্য উপার্জন অনুপাত সন্তোষজনক
... কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve এক্ষেত্রে কুটির শিল্পের নিট লাভ অনুপাত সন্তোষজনক নয়।

$$\text{নিট লাভ অনুপাত} = \frac{\text{নিট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৮,০০০}{৫,০০,০০০ - ১,০০,০০০} \times ১০০ = ২\%$$

[নিট লাভ অনুপাতের আদর্শমান ১০% − ২০%]

...টি শিল্পের স্থায়ী সম্পদ ৫ লক্ষ টাকা, মজুত পণ্য ১ লক্ষ টাকা, নগদ তহবিল ১ লক্ষ টাকা, চলতি দায় ৩ লক্ষ টাকা, শেয়ার মূলধন ৩ লক্ষ টাকা, ...ট বিক্রয় ৯ লক্ষ টাকা ও বিক্রয় ফেরত ১ লক্ষ টাকা হলে শিল্পটির মূলধনের আবর্তন হার- [SUST : 12-13]
Ⓐ ১ Ⓑ ২ Ⓒ ৩ Ⓓ ৪ Ⓔ ৫

Ⓑ Solve
$$\text{মূলধন আবর্তন হার} = \frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} = \frac{৯ \text{ লক্ষ} - ১ \text{ লক্ষ}}{৪ \text{ লক্ষ}} = \frac{৮ \text{ লক্ষ}}{৪ \text{ লক্ষ}} = ২$$

বিনিয়োজিত মূলধন = মোট সম্পদ (অবাস্তব বাদে) − চলতি দায়
= (৫ + ১ + ১ − ৩) = ৪ লক্ষ

...ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদানের পূর্বে একজন ব্যাংক ব্যবস্থাপক কোন ধরনের অনুপাত সবচেয়ে বেশি বিবেচনা করে? [CoU : 12-13]
Ⓐ দক্ষতা Ⓑ শেয়ারহোল্ডার Ⓒ তারল্য Ⓓ সবগুলো

Ⓒ Solve এখানে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাংক ব্যবস্থাপক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের তারল্য অনুপাত সবচেয়ে বেশি বিবেচনা করবে।

...Return on Asset বলতে কী বুঝায়? [CoU : 12-13]
Ⓐ সম্পদের উপর বিনিয়োগ আয় Ⓑ মোট সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য
Ⓒ সম্পদ ও দেনার সুদ সম্পর্কে Ⓓ উপরের সবগুলোই

Ⓐ Solve Return on Asset বলতে কতটুকু সম্পদ বিনিয়োগ করা যায় ...বুঝায়। এই হারটি কোম্পানির গড় মোট সম্পদের উপর উপার্জন ক্ষমতা/মুনাফা অর্জন ক্ষমতা (Overall measure of profitablity) পরিমাপ করে।

48. বিক্রয়ের পরিমাণ ৮০,০০০ টাকা এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১,০৬,২০০ টাকা হলে, বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন অনুপাত কত? [CoU : 12-13]
Ⓐ ৭.৫ Ⓑ ০.৫৭ Ⓒ ৭৫ Ⓓ ০.৭৫

Ⓓ Solve বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন অনুপাত
$$= \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} = \frac{৮০,০০০}{১,০৬,২০০} = ০.৭৫৩২$$

49. ২০১০ সালে কিবরিয়া কোম্পানি লি: এর নিট লাভ হয় ১২,০০,০০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট বছরে যে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করে ২,৫০,০০০ টাকা। কিবরিয়া লি: এর ১,৯০,০০০ সাধারণ শেয়ার থাকলে শেয়ার প্রতি আয় কত? [JnU : 11-12]
Ⓐ ৬.৩০ টাকা Ⓑ ৫.০০ টাকা Ⓒ ৭.৬০ টাকা Ⓓ ৬.০০ টাকা

Ⓑ Solve সাধারণ শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ এবং অন্যান্য পাওনা শোধ দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ থাকে তাকে সাধারণ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে শেয়ার প্রতি আয় নির্ণয় করা হয়।

$$\text{সুতরাং শেয়ার প্রতি আয়} = \frac{১২,০০,০০০ - ২,৫০,০০০}{১,৯০,০০০} = ৫.০০ \text{ টাকা।}$$

50. কোনো প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা জানা যায় কোন অনুপাতের মাধ্যমে? [IU : 11-12]
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ ত্বরিত অনুপাত
Ⓒ চলতি সম্পত্তির আবর্তন অনুপাত Ⓓ চলতি মূলধন অনুপাত

Ⓑ Solve (A) চলতি অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। (B) ত্বরিত অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা নির্দেশ করে। (C) চলতি সম্পত্তির আবর্তন অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগকৃত সম্পত্তি কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে তা জানা যায়। (D) চলতি মূলধন অনুপাত চলতি অনুপাতের বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

51. কীভাবে একটি লাভজনক ব্যবসায় ব্যর্থ হতে পারে? [IU : 11-12]
Ⓐ দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া Ⓑ অতিরিক্ত নগদ হাতে থাকা
Ⓒ স্থায়ী সম্পত্তি কম হওয়া Ⓓ ব্যাংক জমাতিরিক্ত

Ⓑ Solve কোনো লাভজনক ব্যবসায় যদি অতিরিক্ত পরিমাণে নগদ অর্থ হাতে রেখে দেয়, কোনো কাজে ব্যবহার না করে তবে উক্ত ব্যবসায় ব্যর্থ হতে পারে।

52. নিচের কোনটি তারল্য সম্পর্কে ধারণা দেয়? [BRUR : 11-12]
Ⓐ দেনাদার আবর্তন অনুপাত Ⓑ নিট লাভ অনুপাত
Ⓒ দায়-মালিকানা অনুপাত Ⓓ ত্বরিত অনুপাত

Ⓓ Solve এখানে, ত্বরিত অনুপাত কোনো প্রতিষ্ঠানের তারল্য সম্পর্কে ধারণা দেয়।

53. মোটের উপর উপার্জন ক্ষমতা হলো- [HSTU : 11-12]
Ⓐ সম্পত্তি আবর্তন Ⓑ মোট লাভের হার
Ⓒ সম্পত্তি হতে উপার্জন Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve মোটের উপর উপার্জন ক্ষমতা বলতে বুঝায় সম্পত্তি উপার্জন ক্ষমতা।

54. মুনাফাযোগ্যতা নিরূপণে কোন অনুপাত বিবেচিত হয় না? [MBSTU : 11-12, 12-13]
Ⓐ মুনাফা মার্জিন Ⓑ সম্পত্তির উপর উপার্জন হার
Ⓒ ইক্যুইটির উপর উপার্জন হার Ⓓ দায়-মুলধন অনুপাত

Ⓓ Solve মুনাফা যোগ্যতা নিরূপণে মুনাফাকে বিভিন্ন একক দ্বারা ভাগ করা হয়। এখানে, মুনাফা মার্জিন, সম্পত্তির উপর উপার্জন হার, ইক্যুইটির ওপর উপার্জন হার মুনাফা যোগ্যতা প্রকাশ করে।

55. কোন অনুপাত তারল্য পরিমাপ করে না? [MBSTU : 11-12]
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ সম্পত্তির আবর্তন হার
Ⓒ প্রাপ্য হিসাব আবর্তন হার Ⓓ মজুত আবর্তন হার

Ⓑ Solve এখানে সম্পত্তির আবর্তন হার তারল্য পরিমাপ করে না, বরং সম্পত্তি কতটুকু দক্ষতার সাথে ব্যবহার হচ্ছে তা নির্দেশ করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগকৃত সম্পত্তি কতটুকু কার্যকরীভাবে ব্যবহার করছে তা মূল্যায়ন করে- **কার্যকারিতার অনুপাত।**
- মজুত পণ্যের আবর্তন অনুপাত- **মিশ্র অনুপাত।**
- প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা পরিমাপ করে অর্থাৎ দক্ষতা পরিমাপ করে- **উপার্জন (মুনাফা অর্জন) ক্ষমতার অনুপাত।**
- প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য- **বিশদ আয় বিবরণী বিষয়ক অনুপাত করা হয়।**
- নিট লাভের অনুপাত প্রতি টাকা বিক্রয়ের নিট লাভের পরিমাণ নির্দেশ করে- কারবারের দক্ষতা
- বিক্রয় হারের সাথে বিক্রয় ও বণ্টন-সংক্রান্ত ব্যয়ের সম্পর্ক- **বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয় অনুপাত দ্বারা জানা যায়।**
- দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করে- **সচ্ছলতার অনুপাত।**
- মূলধন গিয়ারিং অনুপাত- **আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিষয়ক অনুপাত।**
- বিনিয়োজিত মূলধন = (মালিকানাস্বত্ব + দীর্ঘমেয়াদি দায়) অথবা মোট সম্পত্তি- **চলতিদায়।**
- প্রস্তাবিত ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ- **চলতি দায়।**
- ঋণকৃত তহবিলকে- **বহির্দায় নামে বলা যায়।**
- সাধারণ শেয়ার মালিকদের মূলধন এবং স্থির খরচযুক্ত ঋণের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য মূলধন গিয়ারিং অনুপাত নির্ণয় করা হয়।
- গড় সংগ্রহ সময়ে ৩৬৫ দিন/৫২ সপ্তাহ/১২ মাসকে ভাগ করা হয়ে থাকে- **দেনাদার আবর্তন অনুপাত দ্বারা।**

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

01. তারল্য অনুপাতসমূহ কী কী?

উত্তর : তারল্য অনুপাতসমূহ : প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের প্রাপ্যতা যাচাই করার জন্য তারল্য অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদে ঋণদাতা যেমন- ব্যাংক এবং সরবরাহকারীগণ (পাওনাদার) সাধারণত প্রতিষ্ঠানের তরলতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের তরলতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয় :

১. চলতি অনুপাত।
২. এসিড -টেস্ট (ত্বরিত) অনুপাত/দ্রুত অনুপাত।
৩. চলতি মূলধন/কার্যকরী মূলধন অনুপাত/নিট চলতি সম্পত্তি অনুপাত।

02. কার্যদক্ষতার অনুপাতসমূহ কী কী?

উত্তর : কার্যদক্ষতার অনুপাতসমূহ : যে অনুপাতসমূহ প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা/কর্মতৎপরতা পরিমাপ করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগকৃত সম্পত্তি কতটুকু সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে তা মূল্যায়ন করে তাদেরকে সক্রিয়তা/কর্মতৎপরতা অনুপাত বলে।

১. গড় আদায় সময়।
২. প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত।
৩. পাওনাদার আবর্তন অনুপাত।
৪. মজুদ আবর্তন অনুপাত।
৫. সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত।

03. স্বচ্ছলতার অনুপাতসমূহ কী কী?

উত্তর : স্বচ্ছলতার অনুপাতসমূহ : স্বচ্ছলতার অনুপাতসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করা হয়। দীর্ঘমেয়াদে ঋণদাতা এবং শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ প্রদান এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত দায়সমূহ পরিশোধ ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য সাধারণত যে সকল অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো:

১. দায় অনুপাত/দায়-সম্পত্তি অনুপাত/ঋণ-সম্পত্তি অনুপাত/ঋণ অনুপাত।
২. ঋণ-মূলধন অনুপাত/দায়-মালিকানা অনুপাত/দেনা-মালিকানা অনুপাত।
৩. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত।
৪. নিয়ন্ত্রিত সুদ অর্জন/সুদ কভারেজ অনুপাত।

এর মধ্যে ১ ও ২ নং মুখ্য সচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত।

04. উপার্জন ক্ষমতার অনুপাতসমূহ কী কী?

উত্তর : উপার্জন ক্ষমতার অনুপাতসমূহ : একটি নির্দিষ্ট সময়কালে প্রতিষ্ঠানের আয় উপার্জন ক্ষমতা অথবা পরিচালনার সফলতা এই অনুপাতসমূহের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। সাধারণত, ঋণদাতা (পাওনাদার, ব্যাংক) এবং বিনিয়োগকারী (শেয়ারহোল্ডার) উভয়ই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। এছাড়াও, এ অনুপাতসমূহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পরিচালন দক্ষতা ও সফলতা যাচাই করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা পরিমাপের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়-

১. মোট মুনাফার/মোট মুনাফার হার।
২. নিট মুনাফার অনুপাত/প্রান্তিক মুনাফার হার।
৩. সম্পত্তির উপর উপার্জন/মুনাফার হার।
৪. মালিকানাস্বত্বের উপর উপার্জন/ মুনাফার হার।
৫. বিনিয়োজিত মূলধন/বিনিয়োগের উপর উপার্জন/মুনাফার হার।
৬. সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্বের উপর মুনাফার হার।
৭. শেয়ার প্রতি আয়/শেয়ার প্রতি মুনাফার হার।
৮. শেয়ার প্রতি বহির্মূল্য।
৯. মূল্য-আয় অনুপাত।
১০. প্রদেয় অনুপাত/পে-আউট অনুপাত।
১১. পরিচালন মুনাফা।

CS CamScanner

Type 4

গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

...র্থ বা নিট সম্পত্তি = মোট সম্পত্তি - মোট দায়

...দ ও দায়ের ভিত্তিতে বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয়ের সূত্রসমূহ :

...র ভিত্তিতে :

...য়োজিত মূলধন = মোট সম্পদ (অবাস্তব ব্যতীত) – চলতি দায়

...য়োজিত মূলধন = স্থায়ী সম্পদ + (চলতি সম্পদ – চলতি দায়)

...য়োজিত মূলধন = স্থায়ী সম্পদ + কার্যকরী মূলধন

...র ভিত্তিতে :

...য়োজিত মূলধন = শেয়ার মূলধন + সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত + দীর্ঘমেয়াদী ঋণ – অবাস্তব সম্পদ (যদি থাকে)

...য়োজিত মূলধন = মালিকানা তহবিল + দীর্ঘমেয়াদী ঋণ + স্বল্পমেয়াদী ঋণ

...কানা তহবিল = {(সাধারণ শেয়ার মূলধন + অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন + সঞ্চিতি তহবিল + শেয়ার অধিহার + লভ্যাংশ সমতাকরন তহবিল + প্রস্তাবিত লভ্যাংশ + দাবিহীন লভ্যাংশ) – অবাস্তব সম্পত্তি (যদি থাকে)}

Step 2

গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

...CI LTD. ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রস্তুতকৃত উদ্বৃত্তপত্র থেকে নিম্নের অনুপাতসমূহ নির্ণয় কর:

...চলতি অনুপাত খ. তুরিত অনুপাত গ. চলতি মূলধন অনুপাত ঘ. দায়-সম্পত্তি অনুপাত ঙ. দায়-মালিকানা স্বত্ব অনুপাত।

...য় ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
...লিকৃত শেয়ার মূলধন	৩,০০,০০০	দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতি	৩,৫০,০০০
...মাকৃত মুনাফা	৪০,০০০	সুনাম	২০,০০০
...ধারণ সঞ্চিতি	৭৫,০০০	মজুদ পণ্য	৮৫,০০০
...দেয় বন্ড	৬০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৫৪,০০০
...দেয় হিসাব	৫০,০০০	বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ	১৫,০০০
...কেয়া বেতন	১০,০০০	নগদ	১১,০০০
	৫,৩৫,০০০		৫,৩৫,০০০

...ধান: ক. চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{১,৬৫,০০০}{৬০,০০০}$ = ২.৭৫ : ১

...লতি সম্পত্তি = মজুদ পণ্য + প্রাপ্য হিসাব + বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ + নগদ = (৮৫,০০০ + ৫৪,০০০ + ১৫,০০০ + ১১,০০০) = ১,৬৫,০০০ টাকা।

...লতি দায় = প্রদেয় হিসাব + বকেয়া বেতন = (৫০,০০০ + ১০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

...খ. তুরিত অনুপাত = $\frac{\text{তুরিত সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৮০,০০০}{৬০,০০০}$ = ১.৩৩ : ১

...রিত সম্পত্তি = প্রাপ্য হিসাব + বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ + নগদ = (৫৪,০০০ + ১৫,০০০ + ১১,০০০) = ৮০,০০০ টাকা।

...গ. চলতি মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{চলতি মূলধন}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{১,০৫,০০০}{৬০,০০০}$ = ১.৭৫ : ১

...লতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (১,৬৫,০০০ – ৬০,০০০) = ১,০৫,০০০ টাকা।

...ঘ. দায়-সম্পত্তি অনুপাত = $\frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট সম্পত্তি}} = \frac{১,২০,০০০}{৫,৩৫,০০০}$ = (০.২২৪৩ × ১০০%) = ২২.৪৩%

...মোট দায় = প্রদেয় বন্ড + প্রদেয় হিসাব + বকেয়া বেতন = (৬০,০০০ + ৫০,০০০ + ১০,০০০) = ১,২০,০০০ টাকা।

...ঙ. দায়-মালিকানা স্বত্ব অনুপাত = $\frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট মালিকানা স্বত্ব}} = \frac{১,২০,০০০}{৪,১৫,০০০}$ = (০.২৮৯২ × ১০০%) = ২৮.৯২%

...মোট মালিকানা স্বত্ব = বিলিকৃত শেয়ার মূলধন + জমাকৃত মুনাফা + সাধারণ সঞ্চিতি = (৩,০০,০০০ + ৪০,০০০ + ৭৫,০০০) = ৪,১৫,০০০ টাকা

...২. Fortune Shoes Ltd. এর ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯ সালের আয় বিবরণী হতে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে: বিক্রয় ১৮,০০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ ১,৬০,০০০ টাকা; সমাপ্তি মজুদ ২,৪০,০০০ টাকা এবং মোট মুনাফা ৬,০০,০০০ টাকা। রাজু কোম্পানির মজুদ আবর্তন হার এবং মজুদ পণ্য বিক্রয়ের গড় দিবস কত?

...সমাধান: মজুদ আবর্তন = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{১২,০০,০০০}{২,০০,০০০}$ = ৬ বার।

...বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা) = (১৮,০০,০০০ – ৬,০০,০০০) = ১২,০০,০০০ টাকা।

...গড় মজুদ = (প্রারম্ভিক মজুদ + সমাপনী মজুদ) ÷ ২ = (১,৬০,০০০ + ২,৪০,০০০) ÷ ২ = ২,০০,০০০ টাকা।

...মজুদ পণ্য বিক্রয়ের গড় দিবস = $\frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{মজুদ আবর্তন}} = \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{৬ বার}}$ = ৬০.৮৩ দিন বা ৬১ দিন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

03. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা; পণ্য ক্রয় ৭০,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৮,০০০ টাকা; ক্রয় বাট্টা ২,০০০ টাকা; আন্তর্বাহিবহন ৫,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ১০,০০০ টাকা হলে মজুদ আবর্তন অনুপাত এবং গড় বিক্রয় সময় কত?

সমাধান: মজুদ আবর্তন $= \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{৭৫,০০০}{১৫,০০০} = ৫$ বার।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + পণ্য ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা + আন্তর্বাহিবহন – সমাপনী মজুদ পণ্য
= (২০,০০০ + ৭০,০০০ – ৮,০০০ – ২,০০০ + ৫,০০০ – ১০,০০০) = ৭৫,০০০ টাকা।

গড় মজুদ = (প্রারম্ভিক মজুদ + সমাপনী মজুদ) ÷ ২ = (২০,০০০ + ১০,০০০) ÷ ২ = ১৫,০০০ টাকা।

মজুদ পণ্য বিক্রয়ের গড় দিবস $= \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{মজুদ আবর্তন}} = \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{৫ বার}} = ৭৩$ দিন।

04. Olympic Ltd. এর বছরের শুরুতে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৭,৩০,০০০ টাকা এবং বছর শেষের জের ছিল ৭,৭০,০০০ টাকা। নিট ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ ৬৩,৭৫,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২৮,০০,০০০ টাকা। এই বছরে প্রাপ্য হিসাব আবর্তন এবং প্রাপ্য হিসাবসমূহের গড় আদায় সময় কত?

সমাধান: প্রাপ্য হিসাব আবর্তন $= \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}} = \frac{৬৩,৭৫,০০০}{৭,৫০,০০০} = ৮.৫$ বার।

গড় দেনাদার = (প্রারম্ভিক দেনাদার + সমাপনী দেনাদার) ÷ ২ = (৭,৩০,০০০ + ৭,৭০,০০০) ÷ ২ = ৭,৫০,০০০ টাকা।

প্রাপ্য হিসাবের গড় আদায় সময় $= \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{প্রাপ্য হিসাব আবর্তন}} = \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{৮.৫ বার}} = ৪২.৯৪$ দিন বা ৪৩ দিন।

05. Intraco Ltd. এর হিসাবের জেরসমূহ হলো: নগদ ৪০,০০০ টাকা; প্রাপ্য হিসাব ২৮,০০০ টাকা; মজুদ পণ্য ১২,০০০ টাকা; ভূমি ১,৯০,০০০ টাকা; যন্ত্রপাতি ১,০০,০০০ টাকা; প্রদেয় হিসাব ৩০,০০০ টাকা; স্বল্পমেয়াদি প্রদেয় নোট ১০,০০০ টাকা; প্রদেয় বন্ড ৮০,০০০ টাকা; মূলধন ১,৭০,০০০ টাকা; বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা; বেতন খরচ ৪০,০০০ টাকা; উপযোগ খরচ ১৫,০০০ টাকা; এবং সুদ খরচ ৫,০০০ টাকা। চলতি অনুপাত কত?

সমাধান: চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৮০,০০০}{৪০,০০০} = ২ : ১$

চলতি সম্পত্তি = নগদ + প্রাপ্য হিসাব + মজুদ পণ্য = (৪০,০০০ + ২৮,০০০ + ১২,০০০) = ৮০,০০০ টাকা।
চলতি দায় = প্রদেয় হিসাব + স্বল্পমেয়াদি প্রদেয় নোট = (৩০,০০০ + ১০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

06. ২০১৮ সালে Paper Process Ltd. এর নিট কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ হলো ৬৫,৯০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত হলো ৭ : ৩। স্বল্পমেয়াদি বা চলতি দায়ের পরিমাণ কত?

সমাধান: প্রশ্নে দেওয়া আছে, নিট কার্যকরি মূলধন = ৬৫,৯০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = ৭ : ৩$।

এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৭ এবং চলতি দায় = ৩। নিট কার্যকরি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (৭ – ৩) = ৪।

প্রশ্নমতে, ৪ = ৬৫,৯০০। ∴ ১ = (৬৫,৯০০ ÷ ৪) = ১৬,৪৭৫।

সুতরাং স্বল্পমেয়াদি বা চলতি দায়ের পরিমাণ = (১৬,৪৭৫ × ৩) = ৪৯,৪২৫ টাকা।

07. ২০২১ সালে National Polymer Ltd. এর নিট লাভ ২০,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা; এবং গড় সম্পত্তি ৩,০০,০০০ টাকা, তবে National Polymer Ltd. কোম্পানির সম্পত্তি আবর্তন হার কত?

সমাধান: সম্পত্তি আবর্তন $= \frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পত্তি}} \times ১০০ = \frac{৬০,০০০}{৩,০০,০০০} \times ১০০ = (০.২০ \times ১০০) = ২০\%$

08. একটি কোম্পানির ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪,০০,০০০ টাকা ৪,৩০,০০০ টাকা ও ৪,৬০,০০০ টাকা। ২০১৮ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে ২০২০ সালের আয়ের ধারার হার কত?

সমাধান: ভিত্তি বছরের আয় (২০১৮ সাল) = ৪,০০,০০০ টাকা এবং চলতি বছরের আয় (২০২০ সাল) = ৪,৬০,০০০ টাকা।

আয়ের ধারার হার $= \frac{\text{চলতি বছরের আয়}}{\text{ভিত্তি বছরের আয়}} \times ১০০\% = \frac{৪,৬০,০০০}{৪,০০,০০০} = ১১৫\%$

09. নিট বিক্রয় ৫,৪০,০০০ টাকা; নিট আয় ২৫,০০০ টাকা এবং গড় সম্পত্তি ৪,০০,০০০ টাকা হলে সম্পত্তির উপর উপার্জন অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান: সম্পত্তির উপর উপার্জন $= \frac{\text{নিট আয়}}{\text{গড় সম্পত্তি}} = \frac{২৫,০০০}{৪,০০,০০০} = (০.০৬২৫ \times ১০০\%) = ৬.২৫\%$

10. চলতি সম্পত্তি ৭২,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৩ : ১ হলে, চলতি মূলধন কত?

সমাধান: আমরা জানি যে, চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} = ৩ : ১$। এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৩ এবং চলতি দায় = ১।

চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায় = (৩ – ১) = ২।

প্রশ্নমতে, ৩ = ৭২,০০০। ∴ ১ = (৭২,০০০ ÷ ৩) = ২৪,০০০।

সুতরাং চলতি মূলধন = (২৪,০০০ × ২) = ৪৮,০০০ টাকা।

11. গড় দেনাদার ২৫,০০০ টাকা। দেনাদার আবর্তন ২ বার। নগদ বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা হলে, নিট বিক্রয় কত?

সমাধান: আমরা জানি যে, দেনাদার আবর্তন $= \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$

∴ নিট ধারে বিক্রয় = দেনাদার আবর্তন × গড় দেনাদার = (২ × ২৫,০০০) = ৫০,০০০ টাকা।

নিট বিক্রয় = (নিট ধারে বিক্রয় + নগদ বিক্রয়) = (৫০,০০০ + ১,০০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

দীর্ঘমেয়াদি দায় ৫০,০০০ টাকা; চলতি সম্পত্তি ২৫,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ : ২ হলে, মোট দায় কত?

সমাধান: আমরা জানি যে, চলতি অনুপাত $= \frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}} =$ ৫ : ২। এখানে, চলতি সম্পত্তি = ৫ এবং চলতি দায় = ২।

সুতরাং, ৫ = ২৫,০০০। ∴ ১ = (২৫,০০০ ÷ ৫) = ৫,০০০। সুতারাং চলতি দায় = (৫,০০০ × ২) = ১০,০০০ টাকা।

মোট দায় = (দীর্ঘমেয়াদি দায় + চলতি দায়) = (৫০,০০০ + ১০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

দায় মালিকানা অনুপাত ২ : ৭। মোট দায় ৩,০০,০০০ টাকা হলে মোট সম্পত্তি কত?

সমাধান: প্রশ্নে দায় মালিকানার অনুপাত দেওয়া আছে ২ : ৭ যার অর্থ দায়ের অনুপাত ২ ও মালিকানা স্বত্বের অনুপাত 8 এবং মোট সম্পত্তি চাওয়া হয়েছে। যেহেতু মোট সম্পত্তি = মোট দায় + মালিকানাস্বত্ব সুতরাং, মোট সম্পত্তির অনুপাত হবে (২ + ৭) = ৯।

∴ মোট সম্পত্তি $= \frac{৩০০০০০}{২} \times ৯ =$ ১৩,৫০,০০০ টাকা।

২০২০ সালে Igloo Sugar Ltd. এর নিট আয় হলো ৩,০০,০০০ টাকা। সুদ খরচ এবং আয়কর ছিল যথাক্রমে 8০,০০০ টাকা এবং ১,০০,০০০ টাকা। নিয়ন্ত্রিত সুদ অর্জন অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান: নিয়ন্ত্রিত সুদ অর্জন $= \frac{\text{আয়কর ও সুদ ব্যয় প্রদানের পূর্বে মুনাফা}}{\text{সুদ খরচ}} = \frac{8,80,000}{80,000} =$ ১১ বার।

আয়কর ও সুদ ব্যয় প্রদানের পূর্বে মুনাফা = নিট আয় + সুদ খরচ + আয়কর = (৩,০০,০০০ + 8০,০০০ + ১,০০,০০০) = 8,8০,০০০ টাকা।

মজুদ আবর্তন ৫ বার, গড় মজুদের পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা, বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০%, ব্যবসায় পরিচালন ব্যয় মোট লাভের 8০% হলে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো নির্ণয় কর। i. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ii. মোট মুনাফা iii. নিট মুনাফা এবং iv. মোট খরচ/ব্যয়।

সমাধান: i. প্রশ্নে মজুদ আবর্তন ও গড় মজুদের পরিমাণ দেওয়া আছে এবং বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। এখানে, মজুদ আবর্তনের সূত্র প্রয়োগ করলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যাবে।

মজুদ আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

অথবা, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = মজুদ আবর্তন × গড় মজুদ [আড়াআড়ি গুণ করে]

= ৫ বার × ৬০,০০০ = ৩,০০,০০০ টাকা।

ii. মোট মুনাফা = ৩,০০,০০০ × ২৫% = ৭৫,০০০ টাকা [বিক্রয়ের উপর মুনাফা হার ২০% হলে ক্রয় হার ২৫%]

iii. নিট মুনাফা = মোট মুনাফা – পরিচালন খরচ

= ৭৫,০০০ – (৭৫,০০০ × 8০%) = ৭৫,০০০ – ৩০,০০০ = 8৫,০০০ টাকা।

iv. মোট খরচ = বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + পরিচালন খরচ = ৩,০০,০০০ + ৩০,০০০ = ৩,৩০,০০০ টাকা।

নিট বিক্রয় 8,২০,০০০ টাকা, মোট লাভ ৮8,০০০ টাকা, পরিচালন খরচ ১৬,৮০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৩২,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ৬8,০০০ টাকা হলে; i. মোট লাভ অনুপাত ii. নিট লাভ অনুপাত এবং iii. মজুদ অবর্তন অনুপাত নির্ণয় কর।

সমাধান: i. মোট লাভ অনুপাত $= \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৮8,০০০}{8,২০,০০০} \times ১০০ =$ ২০%

ii. নিট লাভ অনুপাত $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৮8,০০০ - ১৬,৮০০}{8,২০,০০০} \times ১০০ =$ ১৬%

iii. মজুদ অবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{\text{বিক্রয় – মোট লাভ}}{(\text{প্রারম্ভিক মজুদ + সমাপনি মজুদ}) \div ২} = \frac{8,২০,০০০ - ৮8,০০০}{(৩২,০০০ + ৬8,০০০) \div ২} = \frac{৩,৩৬,০০০}{8৮,০০০} =$ ৭ বার।

Bajaj Motors Ltd. এর ডিসেম্বর ৩১, ২০২১ সালের আয় বিবরণী হতে। নিম্নোক্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে: পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ১৮,০০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ১,৬০,০০০ টাকা; সমাপ্তি মজুদ পণ্য ২,8০,০০০ টাকা এবং মোট মুনাফা ৬,০০,০০০ টাকা। আনিকা কোম্পানির মজুদ পণ্য বিক্রয়ের গড় দিবস কত?

সমাধান: আমরা জানি, মজুদ পণ্যের গড় দিবস $= \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{মজুদ আবর্তন}}$

এখানে মজুদ আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{\text{বিক্রয় – মোট লাভ}}{(\text{প্রারম্ভিক মজুদ + সমাপনী মজুদ}) \div ২} = \frac{১৮,০০,০০০ - ৬,০০,০০০}{(১,৬০,০০০ + ২,8০,০০০) \div ২} = \frac{১২,০০,০০০}{২,০০,০০০} =$ ৬ বার।

সুতরাং মজুদ পণ্যের গড় দিবস $= \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{মজুদ আবর্তন}} = \frac{\text{৩৬৫ দিন}}{\text{৬ বার}} =$ ৬১ দিন (৬০.৮৩)

Agora Limited এর বছরের শুরুতে প্রাপ্য হিসাবের জের ছিল ৭,৩০,০০০ টাকা এবং বছর শেষের জের ছিল ৭,৭০,০০০ টাকা। নিট ধরে বিক্রয়ের পরিমাণ ৬৩,৭৫,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২৮,০০,০০০ টাকা। এই বছরের প্রাপ্য হিসাব আবর্তন কত?

সমাধান: প্রাপ্য হিসাবের আবর্তন $= \frac{\text{নিট ধারে বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}} = \frac{৬৩,৭৫,০০০}{৭,৫০,০০০} =$ ৮.৫ বার।

মেঘনা কোম্পানির নিট আয় ২8,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় 8,০০,০০০ টাকা; এবং গড় সম্পত্তি ৫,০০,০০০ টাকা; কোম্পানির সম্পত্তি আবর্তন হার কত?

সমাধান: সম্পত্তির আবর্তন হার $= \frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{গড় সম্পত্তি}} \times ১০০ = \frac{8,০০,০০০}{৫,০০,০০০} \times ১০০ =$ ৮০%।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 3 সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

01. ডিসেম্বর ৩১, ২০২২ তারিখে আদির লিমিটেডের চলতি সম্পদ ১,২০,০০০ টাকা ও চলতি মূলধন ৩০,০০০ টাকা। ঐ তারিখে তুরিৎ অনুপাত ০.৫:১ হলে মজুদমালের মূল্য কত? [DU Written Part: 22-23]

উত্তর : আমরা জানি, চলতি মূলধন = (চলতি সম্পদ – চলতি দায়)

∴ চলতি দায় = (চলতি সম্পদ – চলতি মূলধন)

= ১,২০,০০০ – ৩০,০০০ = ৯০,০০০ টাকা।

∴ তুরিত অনুপাত = $\frac{\text{তুরিত্ সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$ = ০.৫ : ১

প্রশ্নমতে,

১ অনুপাত (চলতি দায়) = ৯০,০০০

∴ তুরিত সম্পত্তি = (৯০,০০০ × ০.৫) = ৪৫,০০০ টাকা।

∴ মজুদ মালের মূল্য = (১,২০,০০০ – ৪৫,০০০) = ৭৫,০০০ টাকা।

02. মনীষা কোম্পানির ৬৩,০০০ টাকা চলতি মূলধন রয়েছে এবং চলতি অনুপাত হলো ৫ : ৩। মনীষা কোম্পানির চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় কর। [DU Written Part: 21-22]

সমাধান : চলতি অনুপাত ৫ : ৩ অর্থাৎ চলতি সম্পদ ৫ টাকা হলে চলতি দায় ৩ টাকা।

∴ চলতি মূলধন = (চলতি সম্পদ – চলতি দায়) = ৫ – ৩ = ২ টাকা।

∴ চলতি সম্পদ = $\frac{৬৩,০০০}{২}$ × ৫ = ১,৫৭,৫০০ টাকা।

নোট: যদি চলতি দায় নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে চলতি দায়ের অংশ দ্বারা গুণ করতে হয়।

03. স্কাইলার্ক কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে : বিক্রয় ৬৪,২০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ৯,৮০,০০০ টাকা, ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা, বছরান্তে মজুত ১০,২০,০০০ টাকা। মজুত পণ্যের আবর্তন হার কত?

সমাধান : আমরা জানি, মজুত আবর্তন হার = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}} = \frac{৪৫,০০,০০০}{১০,০০,০০০}$ = ৪.৫ বার।

এখানে বিক্রীত দ্রব্যের/পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – সমাপনী মজুত/বছরান্তে মজুত)

= (৯,৮০,০০০ + ৪৫, ৪০,০০০ – ১০, ২০,০০০) টাকা।

= (৫৫,২০,০০০ – ১০,২০,০০০) = ৪৫,০০,০০০ টাকা।

এবং গড় মজুত = $\frac{\text{প্রারম্ভিক মজুত + বছরান্তে মজুত / সমাপনী মজুত}}{২} = \frac{৯,৮০,০০০ + ১০,২০,০০০}{২} = \frac{২০,০০,০০০}{২}$ = ১০,০০,০০০ টাকা।

04. কোনো কোম্পানির নিট বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, চলতি সম্পত্তি ৩,০০,০০০ টাকা, গড় মোট সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকা এবং নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির উপর মুনাফার হার কত? [RU : 19-20]

সমাধান : জানা আছে, সম্পত্তির উপর মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট মুনাফা/আয়}}{\text{গড় মোট সম্পত্তি}}$ × ১০০

= $\frac{১,০০,০০০}{২০,০০,০০০}$ × ১০০ = ৫%

05. ২০০৫ সনের ৩১ ডিসেম্বর ব্রাবার্ড কোম্পানির নিট কার্যকরী মূলধন ছিল ৬৩,০০০ টাকা। ঐ তারিখের চলতি অনুপাত যদি ৫:৩ হয়, তাহলে মোট চলতি সম্পদের পরিমাণ কত ছিল? [RU : 19-20; CU : 10-11; CoU : 19-20]

সমাধান : আমরা জানি যে, চলতি মূলধন = চলতি সম্পত্তি – চলতি দায়;

∴ চলতি মূলধন = (৫x – ৩x) = ২x টাকা।

প্রশ্নমতে, ২X = ৬৩,০০০ বা, X= $\frac{৬৩,০০০}{২}$ = ৩১, ৫০০ টাকা।

অতএব, চলতি সম্পদ = (৫ × ৩১,৫০০) = ১,৫৭,৫০০ টাকা।

06. একটি কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ রয়েছে। নগদান ১০,০০০ টাকা; মজুত পণ্য ২০,০০০ টাকা; প্রদেয় বিলসমূহ ১০,০০০ টাকা; সুনাম ১৫,০০০ টাকা; দেনাদার ১০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির চলতি অনুপাত কত? [JnU : 13-14; RU : 19-20]

সমাধান : জানা আছে, চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

এখানে, চলতি সম্পত্তি = (নগদ + মজুতপণ্য + দেনাদার)

= (১০,০০০ + ২০,০০০ + ১০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

এবং চলতি দায় = প্রদেয় বিলসমূহ = ১০,০০০ টাকা। অতএব চলতি অনুপাত = $\frac{৪০,০০০}{১০,০০০}$ = ৪ : ১

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কোনো কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা, নিট লাভ ৩,০০,০০০ টাকা, ঋণপত্র ২,০০,০০০ টাকা, স্থায়ী সম্পদ ৫,৫০,০০০ টাকা, চলতি দায় ১,০০,০০০ টাকা। উল্লিখিত তথ্য হতে কোম্পানির বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের হার নির্ণয় কর। [CU : 05-06]

সমাধান : আমরা জানি যে,বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের হার অথবা বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফা অর্জনের হার $= \frac{\text{নিট আয়/লাভ}}{\text{মোট বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

$$= \frac{৩,০০,০০০}{৬,০০,০০০} \times ১০০ = ০.৫ \times ১০০ = ৫০\%$$

এখানে, দেয়া আছে, নিট লাভ = ৩,০০,০০০ টাকা।

∴ মোট বিনিয়োগ/বিনিয়োজিত মূলধন = (পরিশোধিত মূলধন + ঋণপত্র) = (৪,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা।

নগদ ৯,০০০ টাকা, সমাপনী মজুতপণ্যের মূল্য ১৫,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ১০,০০০ টাকা, সুনাম ৭,০০০ টাকা, প্রাপ্য বিল ৬,০০০ টাকা হলে ত্বরিত অনুপাত কত? [MBSTU 13-14]

সমাধান : $\text{ত্বরিত অনুপাত} = \frac{\text{ত্বরিত সম্পত্তি}}{\text{ত্বরিত দায়}}$

$$= \frac{\text{নগদ + প্রাপ্য বিল}}{\text{প্রদেয় বিল}} = \frac{৯,০০০ + ৬,০০০}{১০,০০০} = ১.৫ : ১$$

বিক্রয় ২,০০,০০০ টাকা, ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা, মূলধন ৫,০০,০০০ টাকা, মোট লাভ ৬০,০০০ টাকা হলে মোট লাভ অনুপাত কত? [MBSTU 13-14]

সমাধান : আমরা জানি, $\text{মোট লাভ অনুপাত} = \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$

$$= \frac{৬০,০০০}{২,০০,০০০} \times ১০০ = ৩০\%।$$

মোট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়ের উপর মোট লাভ ২০%, গড় মজুত ৫০,০০০ টাকা। মজুত আবর্তন কত? [CoU : 13-14]

সমাধান : $\text{মজুত আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুত}}$

$$= \frac{৩,২০,০০০}{৫০,০০০} = ৬.৪ \text{ বার।}$$

এখানে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়মূল্য − (বিক্রয়মূল্য × লাভের হার)

= ৪,০০,০০০ − (৪,০০,০০০ × ২০%) = ৩,২০,০০০ টাকা।

একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা, সম্পদ আবর্তন অনুপাত ৫ এবং মোট মুনাফার হার ৩০%, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত টাকা? [HSTU 15-16]

সমাধান : $\text{সম্পদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{মোট সম্পদ}}$

∴ নিট বিক্রয় = (মোট সম্পদ × সম্পদ আবর্তন অনুপাত) = (২,০০,০০০ × ৫) = ১০,০০,০০০ টাকা।

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় − মোট মুনাফা) = ১০,০০,০০০ − (১০,০০,০০০ × ৩০%)

= (১০,০০,০০০ − ৩,০০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

এবি এন্টারপ্রাইজ এর ২০০৯ সালে গড় দেনাদার ৭৫,০০০ টাকা, দেনাদার আবর্তন হার ২ গুণ। নগদ বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা হলে নিট বিক্রয় কত? [JnU : 15-16]

সমাধান : $\text{দেনাদার আবর্তন হার} = \frac{\text{নিট (বাকিতে) বিক্রয়}}{\text{গড় দেনাদার}}$

বা, বাকিতে বিক্রয় = (গড় দেনাদার × দেনাদর আবর্তন হার)

= (৭৫,০০০ × ২) = ১,৫০,০০০ টাকা।

∴ নিট বিক্রয় = (বাকিতে বিক্রয় + নগদ বিক্রয়)

= (১,৫০,০০০ + ১,০০,০০০) = ২,৫০,০০০ টাকা।

একটি কোম্পানির নিট লাভ ৭০,০০০ টাকা, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৬% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ৫,০০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ সাধারণ শেয়ার রয়েছে। শেয়ার প্রতি আয় কত টাকা? [HSTU : 13-14]

সমাধান : শেয়ার প্রতি আয় বলতে সাধারণ শেয়ার প্রতি আয় বুঝায়।

সুতরাং সাধারণ শেয়ারের জন্য বণ্টনযোগ্য নিট আয় = {(৭০,০০০ − (৫,০০,০০০ × ৬%)} টাকা।

= ৪০,০০০ টাকা।

অতএব, $\text{সাধারণ শেয়ার প্রতি আয়} = \frac{\text{বণ্টনযোগ্য নিট আয়}}{\text{সাধারণ শেয়ার সংখ্যা}}$

$$= \frac{৪০,০০০}{১০,০০০} = ৪ \text{ টাকা।}$$

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

01 SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 ▶ MCQ

01. যদি একটি কোম্পানির চলতি অনুপাত কমে যায় এবং ত্বরিত অনুপাত ভালো হয়, তবে নিচের কোনটি সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হবে?
Ⓐ মজুত পণ্য কমেছে
Ⓑ মজুত পণ্য বেড়েছে
Ⓒ অতীতের তুলনায় দ্রুততার সাথে প্রাপ্যসমূহ আদায় হয়েছে
Ⓓ অতীতের তুলনায় ধীর গতিতে প্রাপ্যসমূহ আদায় হয়েছে
Ⓔ অগ্রপ্রদত্তসমূহ কমেছে

02. নিট চলতি সম্পত্তি ৪০,০০০ টাকা। চলতি অনুপাত ৭ : ৫ হলে চলতি দায়ের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৬০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৪০,০০০ টাকা Ⓓ ১,০০,০০০ টাকা

03. একটি কোম্পানির ঋণ ও মূলধন অনুপাত ৫ : ৩। ঐ কোম্পানির মোট সম্পদের মূল্য ৫০০ কোটি টাকা হলে কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ :
Ⓐ 187.5 crore Ⓑ 250 crore Ⓒ 150 crore Ⓓ 400 crore

04. নিম্নের কোনটি দ্বারা ত্বরিত সম্পত্তি (তারল্য) অনুপাতের নিম্নগতি হয়?
Ⓐ দেনাদার বৃদ্ধি Ⓑ পাওনাদার হ্রাস Ⓒ নগদ বৃদ্ধি Ⓓ দেয় লভ্যাংশ বৃদ্ধি

05. কোনটি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা নির্দেশক অনুপাত?
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ মুনাফার হার Ⓒ দায়-সম্পত্তি অনুপাত Ⓓ দ্রুত অনুপাত

06. ২০২০ সালে অজয় কোম্পানি লিঃ-এর নিট লাভ হয় ১২,০০,০০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট বৎসরে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করে ২,৫০,০০০ টাকা। অজয় কোম্পানি লিঃ-এর ১,৯০,০০০ সাধারণ শেয়ার থাকলে শেয়ার প্রতি আয়:
Ⓐ ৬.৩০ টাকা Ⓑ ৫.০০ টাকা Ⓒ ৭.৬৩ টাকা Ⓓ ৬.০০ টাকা

07. একটি কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্য নেয়া হয়েছে: বিক্রয় ৬৪,২০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ ৯,৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা; আন্তঃপরিবহণ ৫,০০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ ১০,২০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির মজুদ পণ্যের আবর্তন হার কত?
Ⓐ ৪.৫ বার Ⓑ ৬.২৯ বার Ⓒ ৫ বার Ⓓ ৬.৪২ বার

08. কোম্পানির নিট আয় ৪৮,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা ও গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা হলে, সম্পত্তি হতে উপার্জন হার-
Ⓐ ১২% Ⓑ ১১% Ⓒ ৬% Ⓓ ৮%

09. মোট বিক্রয় ৮,০০,০০০ টাকা এবং মোট লাভ ২০%। গড় মজুদ ১,০০,০০০ টাকা হলে মজুদ আবর্তন অনুপাত কত?
Ⓐ ৬.৪ বার Ⓑ ৬ বার Ⓒ ৮ বার Ⓓ ৭ বার

10. গড় দেনাদার ২৫,০০০ টাকা। দেনাদার আবর্তন ২ বার। নগদ বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা হলে নিট বিক্রয় কত?
Ⓐ ১,২৫,০০০ টাকা Ⓑ ১,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ২,৭৫,০০০ টাকা

11. দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি ৬,০০০ টাকা; কার্যকরি মূলধন ৩,০০০ টাকা এবং চলতি দায় ১,০০০ টাকা হলে মোট সম্পত্তি কত?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ১০,০০০ টাকা Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ১৫,০০০ টাকা

12. একটি কোম্পানির ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩,০০,০০০ টাকা ৩,৩০,০০০ টাকা ও ৩,৬০,০০০ টাকা। ২০২০ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে ২০২২ সালের আয়ের ধারার হার কত?
Ⓐ ৭৭% Ⓑ ১০৮% Ⓒ ১২০% Ⓓ ১৩০%

OMR

01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

12.C	11.B	10.C	09.A	08.D	07.C
06.B	05.C	04. D	03.A	02.A	01.A

Part-2 ▶ Written

01. অনুপাত বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়?
02. স্কাইলার্ক কোম্পানির আয় বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে: বিক্রয় ৬৪,২০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ৯,৮০,০০০ টাকা, ক্রয় ৪৫,৪০,০০০ টাকা, বছরান্তে মজুত ১০,২০,০০০ টাকা। মজুত পণ্যের আবর্তন হার কত?
03. কোনো কোম্পানির নিট বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, চলতি সম্পত্তি ৩,০০,০০০ টাকা, গড় মোট সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকা এবং নিট মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা। উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির উপর মুনাফার হার কত?
04. ২০২২ সনের ৩১ ডিসেম্বর ব্রাবার্ড কোম্পানির নিট কার্যকরী মূলধন ছিল ৬৩,০০০ টাকা। ঐ তারিখের চলতি অনুপাত যদি ৫:৩ হয়, তাহলে মোট চলতি সম্পদের পরিমাণ কত ছিল?
05. কোনো কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা, নিট লাভ ৩,০০,০০০ টাকা, ঋণপত্র ২,০০,০০০ টাকা, স্থায়ী সম্পদ ৫,৫০,০০০ টাকা, চলতি দায় ১,০০,০০০ টাকা। উল্লিখিত তথ্য হতে কোম্পানির বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জনের হার নির্ণয় কর।
06. একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা, সম্পদ আবর্তন অনুপাত ৫ এবং মোট মুনাফার ৩০%, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত টাকা?
07. এবি এন্টারপ্রাইজ এর ২০০৯ সালে গড় দেনাদার ৭৫,০০০ টাকা, দেনাদার আবর্তন হার ২ গুণ। নগদ বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা হলে নিট বিক্রয় কত?

ANSWER

01. অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis): অনুপাত হলো পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত দুইটি চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সংখ্যাত্মক প্রকাশ।

02. আমরা জানি, $\text{মজুত আবর্তন হার} = \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{৪৫,০০,০০০}{১০,০০,০০০} = ৪.৫$

এখানে, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় − সমাপনী মজুদ
= (৯,৮০,০০০ + ৪৫,৪০,০০০ − ১০,২০,০০০) = ৪৫,০০,০০০ টাকা।

$\text{গড় মজুত} = \frac{৯,৮০,০০০ + ১০,২০,০০০}{২} = ১০,০০,০০০$ টাকা।

03. $\text{সম্পত্তির উপর মুনাফার হার} = \frac{১,০০,০০০}{২০,০০,০০০} \times ১০০ = ৫\%$

04. আমরা জানি, চলতি মূলধন = চলতি সম্পদ − চলতি দায়
চলতি মূলধন = (৫x − ৩x) = ২x
প্রশ্নমতে, ২x = ৬৩,০০০

$\text{বা } x = \frac{৬৩,০০০}{২} = ৩১,৫০০$

∴ চলতি সম্পদ = ৫ × ৩১,৫০০ = ১,৫৭,৫০০ টাকা।

05. $\text{অর্জনের হার} = \frac{\text{নিট লাভ}}{\text{মোট বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

$= \frac{৩,০০,০০০}{৬,০০,০০০} \times ১০০ = ৫০\%$

নিট লাভ = ৩,০০,০০০ টাকা।
বিনিয়োজিত মূলধন = (৪,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা।

06. $\text{সম্পদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{নিট বিক্রয়}}{\text{মোট সম্পদ}}$

∴ নিট বিক্রয় = মোট সম্পদ × সম্পদ আবর্তন অনুপাত
= (২,০০,০০০ × ৫) = ১০,০০,০০০ টাকা।
∴ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = ১০,০০,০০০ − (১০,০০,০০০ × ৩০%)
= ৭,০০,০০০ টাকা।

07. ২,৫০,০০০ টাকা।

CS CamScanner

অধ্যায় ৭

উৎপাদন ব্যয় হিসাব
[Cost Accounting]

Chapter Outlook Map

- Type-1 : উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান
- Type-2 : মজুরি ও বেতন
- Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
- Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

- Step-1 : Basic Information
- Step-2 : At a Glance : Most Important Information
- Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
- Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY — অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের গাণিতিক সমস্যা ■ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়াবলী	■ উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ		■ মজুরি ও বেতন

Type 1 — উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting)

Step 1 — BASIC INFORMATION

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting) : কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ব্যয় বিশ্লেষণ এবং ব্যয় সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়নসহ উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting) বলে।

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যবলি (Objectives of Cost Accounting) : উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য হলো **"ব্যয় নির্ধারণ"** (Price Determination)। অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো :

১. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control)	৫. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন (Create and Execute Plans and Budget).
২. ব্যয় নির্ধারণ (Price Determination)	৬. উপযুক্ত ও বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Choosing Best Alternatives).
৩. ব্যয় নিরূপণ (Cost Determination)	৭. ব্যবস্থাপনা বিভাগকে তথ্য সরবরাহকরণ (Provide Management with Information).
৪. মুনাফা নির্ণয় (Determining Profit).	

উৎপাদন ব্যয় হিসাব চক্র (Cost Accounting Cycle) :

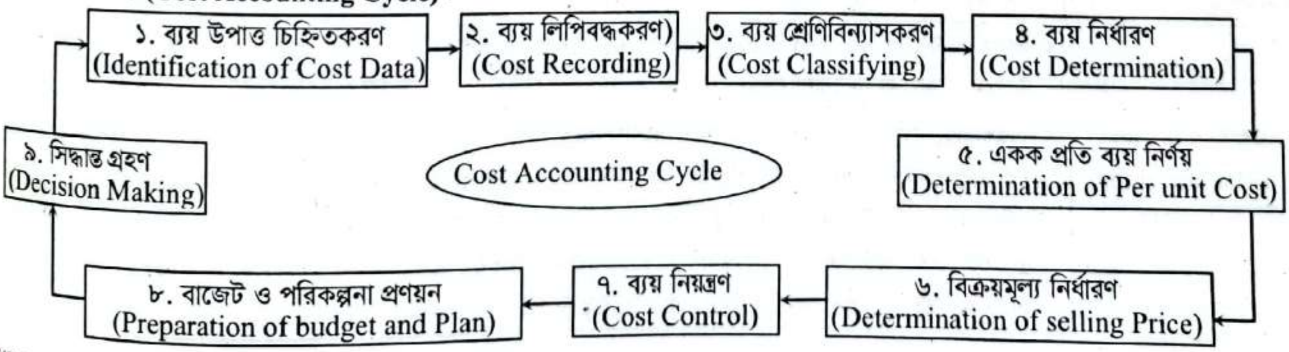

CS CamScanner

উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Cost) :

পণ্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয়, সেগুলোকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করাকে উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ বলে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. উপাদানভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Elementwise Classification) : উৎপাদন ব্যয়ের মোট উপাদানকে মৌলিক তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i. কাঁচামাল ii. শ্রম বা মজুরি এবং iii. উপরিব্যয় বা অন্যান্য ব্যয়।

- উপাদানভিত্তিক ব্যয়সমূহ
  - কাঁচামাল (Materials)
    - প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Materials)
    - পরোক্ষ কাঁচামাল (Indirect Materials)
  - শ্রম (Labour)
    - প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour)
    - পরোক্ষ শ্রম (Indirect Labour)
  - অন্যান্য ব্যয় (Other Expenses)
    - প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses)
    - পরোক্ষ খরচ (Indirect Expenses or Overhead)

কাঁচামাল (Raw Materials)	• কাঁচামাল বলতে এখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রদত্ত কাঁচামাল বাবদ ব্যয়কে বোঝায়। • কাঁচামাল দুই প্রকার। যথা : (ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (খ) পরোক্ষ কাঁচামাল। • **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল** - যে সব উপকরণ হতে বিক্রয়যোগ্য সমাপ্ত পণ্য তৈরি হয় এবং তৈরি পণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে। উৎপাদনকারীকে তৈরি পণ্য বিবেচনা করেই কাঁচামাল ক্রয় করতে হয়। যেমন : আসবাবপত্র উৎপাদনকারীর নিকট চেরাই কাঠ, দালানকোঠা নির্মাণকারীর নিকট ইট, সিমেন্ট, বালি, রড ও খোয়া, সুতা উৎপাদনকারীর নিকট তুলা, গার্মেন্টস শিল্পে ছিটথান কাপড়, মৎস্য উৎপাদনকারীর নিকট রেণু মাছ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কাঁচামাল হিসাবে গণ্য হবে। • **পরোক্ষ কাঁচামাল** - যে সমস্ত উপকরণ পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় বা তৈরি পণ্যের মধ্য হতে সহজেই চিহ্নিত বা পরিমাপ করা যায় না তাকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। পরোক্ষ কাঁচামালের ব্যয়কে কারখানার উপরিব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন: আসবাবপত্র তৈরির জন্য আঠা, তারকাটা ক্রয়, পোশাক তৈরির জন্য বকরম, বোতাম, সেলাইয়ের জন্য সুতা ক্রয়, মেশিন পরিচালনার জন্য জ্বালানি ক্রয়, মেশিনের লুব্রিকেন্ট অয়েল ইত্যাদি।
শ্রম বা মজুরি (Labour or Wages)	• উৎপাদনের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত শ্রম বা সেবার বিনিময়মূল্যই ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত হয়। • **প্রত্যক্ষ শ্রম** - উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শ্রমিকের মজুরিকে প্রত্যক্ষ শ্রম বা প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন : পাটকল শ্রমিকের মজুরি, গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকের মজুরি, আসবাবপত্র তৈরিতে মিস্ত্রির মজুরি, দালান নির্মাণে শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি। • **পরোক্ষ শ্রম** - যেসব শ্রমিক/কর্মচারী উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাদের প্রদত্ত মজুরিকে পরোক্ষ মজুরি বলে। যেমন: কারখানার ফোরম্যান এর বেতন, সুপারভাইজার এর বেতন, মেরামত ব্যয়, শিফট-ইন-চার্জ ম্যান এর বেতন ইত্যাদি। পরোক্ষ মজুরি কারখানার উপরিব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
উপরিব্যয় বা অন্যান্য ব্যয় (Over Head or Other Cost)	• কাঁচামাল ও শ্রম ব্যতীত অন্যান্য যত খরচ আছে তা অন্যান্য খরচের অন্তর্ভুক্ত। • **প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ** - প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ছাড়া যে সব ব্যয় সরাসরি উৎপাদন ব্যয়ের সাথে জড়িত বা সরাসরি উৎপাদন কেন্দ্রে বিভাজনযোগ্য ঐ সব ব্যয়কে প্রত্যক্ষ খরচ বা আরোপণযোগ্য খরচ বলে। যেমন : স্বত্বভাড়া, উৎপাদন শুল্ক, নকশা খরচ, স্থপতির ফিস ইত্যাদি। • **পরোক্ষ অন্যান্য খরচ** → এ পরোক্ষ ব্যয়কে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা : (ক) কারখানা উপরিব্যয় (Factory Overhead) (খ) অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় (Office & Administrative Overhead) এবং (গ) বিক্রয় ও বন্টন উপরিব্যয় (Selling and Distribution Overhead)।

২. কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস (Functionwise Classification) :

উৎপাদন ব্যয় (Manufacturing Cost)	• উৎপাদন কার্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছে কারখানা। কারখানার মৌলিক কার্যক্রম তথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল খরচের সমষ্টিই হলো উৎপাদন ব্যয় বা কারখানা ব্যয়। • কারখানার উপরিব্যয় - উৎপাদনের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কারখানার ব্যয়সমূহকে কারখানা উপরিব্যয় বলে। অন্যভাবে যে সব খরচ কারখানা সংক্রান্ত যা সরাসরি উৎপাদন ব্যয় একক বা উৎপাদন ব্যয় কেন্দ্রে বিভাজনযোগ্য না হলেও তাদের মধ্যে বন্টনযোগ্য এবং তাদের দ্বারা বিশেষণযোগ্য এসব ব্যয়কে কারখানার উপরিব্যয় বলে। কারখানা সংক্রান্ত সকল প্রকার মুনাফাজাতীয় খরচ বা ক্ষতি কারখানার উপরিব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন : কলকজার অবচয়, কারখানার আসবাবপত্রের মেরামত, জ্বালানি খরচ, তাপ ও শক্তি, পরোক্ষ মজুরি, পরোক্ষ কাঁচামাল ইত্যাদি।

CamScanner

বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ (Commercial Expenses)	• কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যতীত যাবতীয় খরচ এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশাসনিক খরচ ও বাজারজাতকরণ খরচ এই ব্যয়ের আওতাধীন। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ আলোচনা করা হলো : • **অফিস ও প্রশাসনিক খরচ অন্তর্গত উপাদানসমূহ হলো :** অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ব্যবস্থাপনা কার্যে নিযুক্ত পরিচালকদের সম্মানি, অফিস ভাড়া ও অফিস খরচাবলি, কর, অভিকর, খাজনা, পানি, বিদ্যুৎ, ছাপা ও মনিহারি, ডাক ও তার খরচ, নিরীক্ষা ফি ও আইনি খরচ, অফিস দালানকোঠা ও আসবাবপত্রের অবচয়, অনাদায়ী দেনা (কু-ঋণ), যাবতীয় প্রশাসনিক খরচ এবং এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল খরচ। • **বিক্রয় ও বণ্টন খরচের/ বাজারজাতকরণ খরচের অন্তর্গত উপাদানসমূহ হলো :** বিক্রয় কর্মকর্তার বেতন ও কমিশন, বিক্রয় প্রতিনিধির বেতন, কমিশন ও ভ্রমণ খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, শোরুম ভাড়া, বিক্রয় পরিবহন, জাহাজ ভাড়া, প্যাকিং খরচ, বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচাবলি এবং বাজারজাতকরণ বিভাগ ও শাখার সকল খরচাবলি। মোট : বাণিজ্যিক ব্যয় = অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় + বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয়

৩. প্রকৃতিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস (Behaviourwise Classification) :

পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost)	• উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি-হ্রাসের সাথে সাথে যে-সব ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তন হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। এ ব্যয় উৎপাদন বা কার্যমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। উৎপাদনের মাত্রা বাড়লে এ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর উৎপাদনের মাত্রা কমলে এ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন: প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদনে যদি ২ টাকার কাঁচামাল লাগে তাহলে ১,০০০ একক দ্রব্যের জন্য (১,০০০ × ২) = ২,০০০ টাকার কাঁচামালের প্রয়োজন হবে। তাই এখানে কাঁচামাল হলো পরিবর্তনশীল ব্যয়। উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে সাথে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তন হলেও একক প্রতি ব্যয় স্থির থাকে। **এ ব্যয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় - (i) একক ব্যয় অপরিবর্তিত (ii) মোট ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি।** পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ: ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি, বিক্রয় কমিশন ইত্যাদি।
স্থির/স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost) :	• উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট পরিমাণ পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয় স্থির বা স্থায়ী ব্যয়। এই সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রায় স্থির বা অনড় থাকে। স্থির ব্যয় হলো-অফিস ভাড়া, সম্পত্তির অবচয়, কর্মচারীদের বেতন, সম্পদের বিমা ব্যয় ইত্যাদি। **স্থায়ী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য - (১) মোট স্থায়ী ব্যয় স্থির (২) একক ব্যয় পরিবর্তনশীল।**
আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় বা আধা স্থায়ী ব্যয়/মিশ্র ব্যয় (Semi-variable/Semi-Fixed /Mixed Cost)	• যে সকল ব্যয় একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন বা কার্যাবলি বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে, তাকে আধা-পরিবর্তনশীল বা আধা-স্থায়ী ব্যয় বলে। এই ব্যয়ের মধ্যে স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয় ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে একে মিশ্র ব্যয় বলা হয়ে থাকে। যেমন : পরোক্ষ শ্রম ব্যয়, মেরামত ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, বৈদ্যুতিক খরচ, টেলিফোন বিল ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি। কারণ বৈদ্যুতিক বিলের মিটার চার্জ এবং টেলিফোন বিলের লাইন ভাড়া স্থায়ী খরচ এবং ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বা টেলিফোন খরচ হবে পরিবর্তনশীল ব্যয়। উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়ের স্থায়ী অংশ স্থির থাকে এবং পরিবর্তনশীল অংশ আনুপাতিক হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে স্থায়ী ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপর প্রভাব:

	স্থায়ী ব্যয়	পরিবর্তনশীল ব্যয়	আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়
উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ⬇	অপরিবর্তিত (মোট ব্যয়)	বৃদ্ধি পায় (মোট ব্যয়)	অপরিবর্তিত (স্থায়ী অংশ, মোট)
একক প্রতি ব্যয়	হ্রাস পায় (একক প্রতি)	অপরিবর্তিত (একক প্রতি)	আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি (পরিবর্তনশীল অংশ)

উৎপাদন ব্যয় বা কারখানা ব্যয় নির্ণয়:

Direct Materials (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল)	+	Direct Labor (প্রত্যক্ষ শ্রম)	+	Other Direct Expenses (অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ)	Prime Cost (মুখ্য ব্যয়)
					+
Indirect Materials (পরোক্ষ কাঁচামাল)	+	Indirect Labor (পরোক্ষ শ্রম)	+	Other Indirect Expenses (অন্যান্য পরোক্ষ খরচ)	Factory Overhead (কারখানা উপরিব্যয়)
কারখানায় ব্যবহৃত মনিহারি, প্রিন্টেন্স জ্বালানি, ইত্যাদি।		তত্ত্বাবধায়ক/সুপারভাইজারের বেতন, কারখানা কর্মচারীদের বেতন, পরিদর্শন খরচ, পরীক্ষামূলক কাজের খরচ, ইত্যাদি।		ভাড়া, বিমা খরচ, কারখানার যন্ত্রপাতির অবচয়, কারখানার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি।	=
					Manufacturing Cost (উৎপাদন ব্যয়)
					+
Marketing Expenses (বাজারজাতকরণ ব্যয়)		+		Administrative Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)	Commercial Expenses (বাণিজ্যিক ব্যয়)
					=
					Total Operating Cost (মোট পরিচালন ব্যয়)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ছক (Cost Sheet) :

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী একটি স্মারক বিবরণী যা একটি ইউনিটের বা কেন্দ্রের খরচের ক্ষেত্রে আনুমানিক বিস্তারিত খরচের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করে। একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে একটি কেন্দ্রের খরচের যাবতীয় উপাদান সমূহ যৌক্তিক ক্রম অনুসরণ করে বিভিন্ন শিরোনামে সাজানো হয়। উৎপাদন ব্যয় বিবরণী দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন অংশ নয়। এতে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইউনিট প্রতি খরচ নির্দেশ করতে অতিরিক্ত কলাম যুক্ত করা যেতে পারে। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ছক উপস্থাপন করা হলো :

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	পরিমাণ	পরিমাণ
	টাকা	টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত (Raw Materials-Beginning)	****	
(+) কাঁচামাল ক্রয় (Raw Materials purchased)	****	
(+) জাহাজ ভাড়া/আন্তঃপরিবহন/শুল্ক (Freight/Transportation-in/Duty)	****	
ব্যবহারযোগ্য কাঁচামালের ব্যয় (Cost of Raw Materials Available for Use)	****	
(-) কাঁচামালের সমাপনী মজুত (Raw Materials-Ending)	****	
ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় (Raw materials consumed)		****
(+) প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour)		****
(+) অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (Other Direct Expenses)		****
মুখ্য ব্যয় (Prime Cost)		****
(+) কারখানা উপরি ব্যয় (Factory Overhead)		****
উৎপাদন ব্যয়/কারখানা ব্যয় (Manufacturing/Production/Factory Cost)		****
(+) প্রারম্ভিক চলতি কার্য (Work-in-Process-Beginning)		****
(-) সমাপনী চলতি কার্য (Work-in-Process-Ending)		****
উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production/Cost of Goods Manufacturing)		****
(+) প্রারম্ভিক সমাপ্ত পণ্য (Finished Goods-Beginning)		****
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Available for Sale)		****
(-) সমাপনী সমাপ্ত পণ্য (Finished Goods-Ending)		****
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold)		****
(+) বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ : (Commercial Expenses)		
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় (Administrative Expenses)	****	
বাজারজাতকরণ ব্যয় (Marketing Expenses)	****	****
বিক্রয় ব্যয়/মোট ব্যয় **(Cost of Sales/Total cost)**		****
(+/-) মুনাফা/ক্ষতি (Profit/Loss)		****/(****)
বিক্রয় (Sales)		****

উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী:

আমেরিকান হিসাববিজ্ঞানে উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল বা লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য আয় বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। নিম্নে উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণীর একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো:

স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড
আয় বিবরণী
৩০ জুন, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয় (নিট)		৩০,০০,০০০
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়:		
প্রারম্ভিক উৎপাদিত পণ্যের মজুত	১,৫০,০০০	
যোগ: উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়	১২,৩০,০০০	
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	১৩,৮০,০০০	
বাদ: সমাপনী উৎপাদিত পণ্যের মজুত	১,৮০,০০০	
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		(১২,০০,০০০)
মোট মুনাফা/মোট লাভ		১৮,০০,০০০
পরিচালন খরচসমূহ		
প্রশাসনিক উপরিখরচ (প্রশাসনিক খরচ/অফিস খরচ)	৪,০০,০০০	
বিক্রয় উপরিখরচ (বিক্রয় ও বণ্টন খরচ/বাজারজাতকরণ খরচ)	৩,০০,০০০	
মোট পরিচালন খরচ		(৭,০০,০০০)
নিট আয় (নিট মুনাফা/নিট লাভ)		১১,০০,০০০

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও চলতি কার্যের মজুদ সংক্রান্ত লেনদেনের দাখিলা:

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
কাঁচামাল ক্রয় করা হয়:	কাঁচামালের মজুদ ডেবিট নগদ অথবা প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল হিসেবে কাঁচামাল ব্যবহৃত হলে:	চলতি কার্যের মজুত ডেবিট কাঁচামালের মজুত ক্রেডিট
পরোক্ষ কাঁচামাল হিসেবে কাঁচামাল ব্যবহৃত হলে:	উৎপাদন উপরিব্যয় ডেবিট কাঁচামালের মজুত ক্রেডিট
কাঁচামালকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার তৈরি পণ্যে রূপান্তরের প্রত্যক্ষ মজুরি	চলতি কার্যের মজুত ডেবিট প্রত্যক্ষ মজুরি ক্রেডিট
উৎপাদন উপরিব্যয়কে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে আরোপ করা হলে:	চলতি কার্যের মজুত ডেবিট উৎপাদন উপরিব্যয় ক্রেডিট
উৎপাদন সম্পন্ন হলে :	উৎপাদিত পণ্যের মজুত ডেবিট চলতি কার্যের মজুত ক্রেডিট
উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা হলে:	ক. প্রাপ্য হিসাব অথবা নগদ ডেবিট বিক্রয় ক্রেডিট খ. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ডেবিট উৎপাদিত পণ্যের মজুত ক্রেডিট

প্রক্রিয়াজাত মজুত হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০২১	ব্যালেন্স বি/ডি		****	২০২১ জানু-২৫	উৎপাদিত পণ্যের মজুত		****
জানু-১							
জানু-৫	কাঁচামালের মজুত		****				
জানু-১০	প্রত্যক্ষ মজুরি		****	২০২১			
জানু-২৩	উৎপাদন উপরিব্যয়		****	জানু-৩১	ব্যালেন্স সি/ডি		****
			****				****

Super Tips:

- সনাতনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় বলতে **উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়** (Cost of Production/ Cost of Goods Manufacturing) এই ধাপকে বুঝায়।
- **উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে যে সমস্ত দফা দেখানো হয় না :** ঋণের প্রদত্ত সুদ, মূলধনের সুদ, ঋণপত্রের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ, সুনামের অবলোপন, প্রারম্ভিক ব্যয়ের অবলোপন, শেয়ার দালালির অবলোপন, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি, আয়কর প্রদান, লভ্যাংশ প্রদান, সম্পত্তির বিক্রয় জনিত ক্ষতি, বাট্টা প্রাপ্তি, সুদ প্রাপ্তি, ভাড়া প্রাপ্তি, লভ্যাংশ প্রাপ্তি, কমিশন প্রাপ্তি, অনুদান প্রাপ্তি, সম্পত্তির বিক্রয় মুনাফা, দান।
- একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের 'প্রক্রিয়াজাত মজুত' হিসাবের ডেবিটে লিখিত ব্যয়গুলো হলো: ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও উৎপাদন উপরি খরচ।

দরপত্র/টেন্ডার (Quotation/Tender) : উদ্যোক্তা, ভোক্তা অথবা গ্রাহক অন্যের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ বা কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য বা কার্য সম্পাদনের জন্য পরিমাণ চেয়ে সম্ভাব্য পণ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের নিকট পত্রিকা বা অন্য কোনো প্রচার মাধ্যমে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে, তাকে টেন্ডার বা দরপত্র বলা হয়।

দরপত্র/টেন্ডারের শ্রেণিবিভাগ -

১. ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে- **ক. অভ্যন্তরীণ দরপত্র** **খ. আন্তর্জাতিক দরপত্র।**

২. অংশগ্রহণের সুযোগের দৃষ্টিকোণ হতে-

ক. **একক দরপত্র** - নির্দিষ্ট কোনো সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য চাওয়া হয়।

খ. **সীমিত দরপত্র** – তালিকাভুক্ত অনুমোদিত সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারীদের নিকট হতে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য চাওয়া হয়।

গ. **উন্মুক্ত দরপত্র** – সকলের জন্য উন্মুক্ত (সরবরাহকারী/ঠিকাদার)।

টেন্ডার/দরপত্র বিবরণী-

সরবরাহকারী বা ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রী বা সেবা কর্ম সরবরাহ অথবা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত কাজের উপাদান ভিত্তিক সকল আনুমানিক ব্যয় এবং মুনাফা প্রদর্শন পূর্বক যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে টেন্ডার/দরপত্র বিবরণী বলে।

১. টেন্ডার বা দরপত্রের দুটো অংশ থাকে। যথা : ক. সাধারণ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ও খ. টেন্ডার বা দরপত্র ব্যয় বিবরণী।

Step 2 — At a Glance : Most Important Information

- উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য/প্রধান উদ্দেশ্য হল - **উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ বা ব্যয় নিরুপণ।**
- উৎপাদন ব্যয়ের অন্যান্য উদ্দেশ্য হল -**√ব্যয় নিয়ন্ত্রণ √বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ √ব্যয় ব্যবস্থাপনা √ব্যয় পরিচালনা ইত্যাদি।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ - **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, বিক্রয় কমিশন, প্রত্যক্ষ মজুরি ইত্যাদি- **একটি পরিবর্তনশীল ব্যয়।**
- কর্মচারীদের প্রণোদিতকরণ/প্রেষণা প্রদান উৎপাদন ব্যয় হিসাবের - **প্রত্যক্ষ সুবিধা নয়।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রত্যক্ষ সুবিধা হল - **সমাপনি মজুদ মূল্যায়ণ, অ-লাভজনক পণ্য চিহ্নিতকরণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা কর্ম মূল্যায়ন ইত্যাদি।**
- মুখ্য ব্যয়ের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত থাকে - **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ।**
- উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে - **মুখ্য ব্যয় ও কারখানা উপরিব্যয়।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- মোট ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে - **উৎপাদন ব্যয় এবং বাণিজ্যিক ব্যয় (অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় এবং বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয়)।**
- কারখানা/উৎপাদন উপরিব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে - **সকল প্রকার উৎপাদন সংক্রান্ত পরোক্ষ খরচ।**
- সকল প্রত্যক্ষ খরচ অর্ন্তভুক্ত থাকে - **মুখ্য ব্যয়ের মধ্যে।**
- সকল পরোক্ষ খরচ অর্ন্তভুক্ত থাকে - **কারখানা উপরিব্যয়ের মধ্যে।**
- উৎপাদনের জন্য প্রদত্ত রয়্যালটি একটি উৎপাদন সংক্রান্ত - **প্রত্যক্ষ খরচ।**
- বিন কার্ডে উল্লেখ থাকে - **মালের প্রাপ্তি, ইস্যু ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ।**
- মজুদ পণ্যে অর্ন্তভুক্ত লাভকে বলে - **Unrealized Profit.**
- যে ধরনের মজুদে মজুরি খরচ অর্ন্তভুক্ত বলে মনে করা হয় - **● তৈরি পণ্যের মজুদে ● চলতি কার্যের মজুদে**
- **কারখানা উপরিব্যয়সমূহ:** পরোক্ষ মাল/ভোগ্য পণ্য; পরোক্ষ মজুরি/অনুৎপাদন মজুরি/অপ্রত্যক্ষ শ্রম; পরোক্ষ খরচ/কারখানার খরচ; কারখানার ভাড়া/কর/বীমা/বিদ্যুৎ/পানি/জ্বালানি/গ্যাস; কারখানার যন্ত্রপাতির অবচয়/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; কারখানা কর্মচারী/সুপারভাইজার/ম্যানেজারের/দারোয়ানের বেতন; ড্রইং অফিসের বেতন/কারখানার অংকন শাখার বেতন; বিশেষ প্যাকিং খরচ (উৎপাদন সংক্রান্ত) ইত্যাদি।
- উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান তথ্য সরবরাহ করে - **ব্যবস্থাপনা বা অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের।**
- উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলি একটি নির্দিষ্ট চক্রে বরাবর আবর্তিত হওয়ার কাজকে বলে - **উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্র।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের ধাপ - **৯টি।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের প্রথম ধাপ - **ব্যয় উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের সর্বশেষ ধাপ - **সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের কাজ শুরু হয় - **পণ্যের উৎপাদন কার্য আরম্ভ হবার সাথে সাথে।**
- উৎপাদনের মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয় - **উৎপাদন কার্য সমাপ্ত হবার পর।**
- উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানকে - **তিনভাগে ভাগ করা যায়।**
- কারখানা উপরিব্যয় - **৩ প্রকার। যথা i. পরোক্ষ কাঁচামাল ii. পরোক্ষ শ্রম iii. পরোক্ষ অন্যান্য খরচ।**
- মুখ্য ব্যয়, কারখানা উপরিব্যয়, উৎপাদন ব্যয়, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা যায় - **উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে।**

Step 3 বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ৫,৫০০ টাকা। মুখ্য ব্যয় মোট ব্যয়ের ৭০% এবং ক্রয়মূল্য হলো মুখ্য ব্যয়ের ৭০%। লাভের হার মোট ব্যয়ের ১০%। পণ্যটির ক্রয়মূল্য কত হবে? [DU : 22-23]

Ⓐ ২,৫০০ টাকা Ⓑ ২,৫৫০ টাকা Ⓒ ২,৪৫০ টাকা Ⓓ ৩,৫০০ টাকা

Ⓒ Solve এখানে, মুখ্য ব্যয় জানার জন্য মোট ব্যয় নির্ণয় করতে হবে এবং শর্টকার্ট নিয়মে মোট ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র হলো :

$$\text{মোট ব্যয়} = \frac{৫,৫০০}{১১০} \times ১০০ = ৫,০০০ \text{ টাকা।}$$

$\therefore$ মুখ্য ব্যয় = (৫,০০০ × ৭০%) টাকা = ৩,৫০০ টাকা।

$\therefore$ ক্রয়মূল্য = (৩,৫০০ × ৭০%) টাকা = ২,৪৫০ টাকা।

02. কোনটি উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান? [DU : 20-21]

Ⓐ অফিস ভাড়া Ⓑ পরোক্ষ কাঁচামাল
Ⓒ বিজ্ঞাপন ব্যয় Ⓓ কুঋণ

Ⓑ Solve আমরা জানি, উৎপাদন ব্যয় = (মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরিব্যয়)
$\therefore$ পরোক্ষ কাঁচামাল কারখানা উপরিব্যয় বিধায় এটি উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান।

03. নিম্নের কোনটি রূপান্তর ব্যয়ের অংশ নয়? [DU : 17-18]

Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি
Ⓒ পরোক্ষ কাঁচামাল Ⓓ পরোক্ষ মজুরি

Ⓐ Solve এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যতীত অন্য সবগুলো উপাদান রূপান্তর ব্যয়ের অংশ। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রম, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ এবং কারখানা উপরিব্যয় মিলে রূপান্তর ব্যয় হয়। সুতরাং রূপান্তর ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বিবেচনা করা হয় না বলে এটি রূপান্তর ব্যয়ের অংশ নয়।

04. নিচের কোনটি উৎপাদন-ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য? [DU : 16-17]

Ⓐ ব্যয় সংরক্ষণ Ⓑ ব্যয় সমন্বয় Ⓒ ব্যয় হ্রাস
Ⓓ ব্যয় নির্বাহ Ⓔ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

Ⓔ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost control)।

05. কোনো প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত ১০০০ একক, সমাপনী মজুত ৮০০ একক এবং বিক্রয় ৬২০০ একক। যদি উৎপাদন ব্যয় ৩০,০০০ টাকা হয়, তবে উৎপাদিত পণ্যের একক প্রতি মূল্য কত? [DU : 15-16; CoU : 19-20; HEC : 15-16]

Ⓐ ৪ টাকা Ⓑ ৫ টাকা Ⓒ ৬ টাকা Ⓓ ৭ টাকা Ⓔ ৮ টাকা

Ⓑ Solve উৎপাদন একক
= (বিক্রয় একক + সমাপনী মজুত একক – প্রারম্ভিক মজুত একক)
= (৬,২০০ + ৮০০ – ১,০০০) = ৬,০০০ একক।

$$\therefore \text{একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়} = \frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{উৎপাদন একক}} = \frac{৩০,০০০}{৬,০০০} = ৫ \text{ টাকা।}$$

06. মুখ্য ব্যয় নিম্নের ব্যয়ের মিশ্রণ- [DU : 14-15, 02-03; PUST : 17-18; CoU : 19-20]

Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও কারখানা উপরি খরচ
Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি ও কারখানা উপরি খরচ
Ⓒ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও প্রত্যক্ষ খরচ
Ⓓ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও কারখানা উপরি খরচ
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিবরণী অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচসমূহের সমন্বয়ে মুখ্য খরচ নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ মুখ্যব্যয় হলো, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি ও প্রত্যক্ষ খরচ এর মিশ্রণ/সংমিশ্রণ।

07. মুখ্য ব্যয় কী? [DU : 14-15; RU : 04-05]

Ⓐ কাঁচামাল + কারখানা উপরিব্যয়
Ⓑ কারখানা উপরিব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয়
Ⓒ কাঁচামাল ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ
Ⓓ প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয়
Ⓔ কারখানা ব্যয় + বিক্রয় ব্যয়

Ⓒ Solve মুখ্য ব্যয় হলো : উৎপাদন কাজের সাথে সরাসরি জড়িত তিন ধরনের ব্যয়। এই তিন ধরনের ব্যয় হলো: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় (ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল), প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় (প্রত্যক্ষ শ্রম) ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible] উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের 'প্রক্রিয়াজাত মজুত' হিসাবের ডেবিটে লিখিত [illegible] হলো [DU : 13-14]
[illegible] প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও উৎপাদন উপরি খরচ
[illegible] প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি, ও প্রত্যক্ষ খরচ
[illegible] উৎপাদন ব্যয়
[illegible] পণ্যের উৎপাদন ব্যয়
[illegible] ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়
[illegible] হিসাবে ডেবিটে লিখিত ব্যয়গুলো কোম্পানি কর্তৃক তৈরি পণ্যের [illegible] উপর নির্ভর করে

Solve উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের 'প্রক্রিয়াজাত মজুত' হিসাবের [illegible] লিখতে হয় যে ব্যয়গুলো তা হলো- ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ [illegible] উৎপাদন উপরি খরচ।
[illegible] ব্যবহারের জন্য সমাপনী মজুত আসবে না কারণ তা যেকোনো [illegible] ঠিকই ব্যবহার করা হবে।

[illegible] কোনটি উৎপাদন পণ্যের ব্যয় নয়? [DU : 13-14]
[illegible] সুপারভাইজার এর বেতন Ⓑ বিজ্ঞাপন ব্যয়
[illegible] যন্ত্রপাতির অবচয় Ⓓ মজুরি
[illegible] কাঁচামালের শুল্ক

Solve পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত ব্যয়সমূহ হলো [illegible] ব্যয়ের উপাদান। যেমন-প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাঁচামালের ব্যয়, পরিবহন [illegible], মজুরি প্রভৃতি। এখানে বিজ্ঞাপন ব্যয় পণ্য বণ্টন বা বিক্রয়ের জন্য প্রচার [illegible] ব্যয়। ইহা উৎপাদন ব্যয় নয়।

[illegible] উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান নয়? [DU : 12-13; JnU : 06-07; RU : 08-09]
[illegible] প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ পরোক্ষ কাঁচামাল
[illegible] বিতরণে নিয়োজিত মোটরযানের অবচয়
[illegible] প্রত্যক্ষ মজুরি Ⓔ মেশিন অপারেটরের বেতন

Solve পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হতে শুরু করে পণ্য উৎপাদন [illegible] খরচসমূহ উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান। সুতরাং প্রশ্নটির সঠিক [illegible] প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে (A), (B), (D), (E) সবগুলোই [illegible] ব্যয়ের উপাদান। শুধু Option (C) পণ্য বিতরণ ভ্যানের অবচয় যা [illegible] সাথে জড়িত নয়। ফলে এটি উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান নয়।

[illegible] পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানির একটি হিসাবকালে ৬,০০,০০০ টাকা মূল্যের [illegible] ক্রয় করে, যার মধ্যে ৪,০০,০০০ টাকার মালামাল প্রত্যক্ষ কাঁচামাল [illegible] ৮০,০০০ টাকার মালামাল পরোক্ষ মালামাল হিসাবে উৎপাদনে ব্যবহার [illegible] কোম্পানি ৩,০০,০০০ টাকা প্রত্যক্ষ মজুরি, কারখানার ব্যবস্থাপকের [illegible] টাকা বেতন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপকের ২০,০০০ টাকা বেতন প্রদান [illegible] অন্যান্য কারখানা খরচ, ৪০,০০০ টাকা অবচিতিসহ মোট ২,৫০,০০০ [illegible] কোম্পানিটি কারখানা-উপরি ব্যয় (factory overhead) হিসাবে কত [illegible] উৎপাদনে চার্জ করেছে? [DU : 11-12]
[illegible] টাকা Ⓑ ৩,১০,০০০ টাকা Ⓒ ৩,৭০,০০০ টাকা
[illegible] টাকা Ⓔ ৩,৩০,০০০ টাকা

Solve জানা আছে, কারখানা উপরি ব্যয় = পরোক্ষ কাঁচামাল + [illegible] শ্রম + অন্যান্য পরোক্ষ খরচ।
∴ কারখানা উপরি ব্যয় = পরোক্ষ মালামাল + কারখানা ব্যবস্থাপকের [illegible] + অন্যান্য কারখানা খরচ (অবচিতিসহ)।
= ([illegible] + ২০,০০০ + ২,৫০,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা।

[illegible] উৎপাদন ব্যয়? [DU : 10-11]
[illegible] বিজ্ঞাপন Ⓑ অফিসের বাতি Ⓒ কারখানার ভাড়া
[illegible] Ⓔ হিসাব রক্ষকের বেতন

Solve উৎপাদন ব্যয় বলতে কোনো পণ্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ [illegible] পরোক্ষ যেকোনোভাবে জড়িত ব্যয়সমূহকে বোঝায় এখানে কারখানা ভাড়া [illegible] উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত বিধায় একে উৎপাদন ব্যয় বা উৎপাদন [illegible] উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

13. টাকায় প্রদত্ত নিম্নোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় কর: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৭০,০০০, প্রত্যক্ষ মজুরি ২০,০০০, পরিবহন ১২,০০০, বহিঃপরিবহন ৫,০০০, তত্ত্বাবধায়কের বেতন ১০,০০০, মেশিনের অবচয় ১৭,০০০, প্রারম্ভিক চলতি কার্য ২৫,০০০, সমাপনী চলতি কার্য ৩৩,০০০, সমাপনী মজুত পণ্য ২০,০০০। [DU : 10-11]
Ⓐ ১,১১,০০০ Ⓑ ১,০৬,০০০ Ⓒ ১,০১,০০০
Ⓓ ৮৯,০০০ Ⓔ ৯১,০০০

Solve উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরিব্যয়
= (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + আন্তঃপরিবহণ) + (তত্ত্বাবধায়কের বেতন + মেশিনের অবচয়)
= (৭০,০০০ + ২০,০০০ + ১২,০০০) + (১০,০০০ + ১৭,০০০) = ১,২৯,০০০ টাকা।
∴ উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় + প্রারম্ভিক চলতি কার্য – সমাপনী চলতি কার্য
= ১,২৯,০০০ + ২৫,০০০ – ৩৩,০০০ = ১,২১,০০০ টাকা।
এ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর ১,২১,০০০ টাকা। অর্থাৎ, ভর্তি পরীক্ষায় এ প্রশ্নটির কোনো Option-এ সঠিক উত্তর ছিল না।

14. নিম্নের তথ্যের ভিত্তিতে মুখ্য ব্যয় টাকায় নির্ণয় কর: কাঁচামাল ক্রয় ৬৬,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ মজুরি ৫২,৫০০ টাকা; অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় ৩,০০০ টাকা; বহিঃপরিবহন ৫,০০০ টাকা ও সুপারভাইজারের বেতন ৭,০০০ টাকা। [DU : 08-09; JU : 19-20; JnU : 13-14]
Ⓐ ১১৮,৫০০ Ⓑ ১২১,৫০০ Ⓒ ৬৬,০০০
Ⓓ ১৩৩,৫০০ Ⓔ ৫২,৫০০

B Solve মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ মাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ) = (৬৬,০০০ + ৫২,৫০০ + ৩,০০০) টাকা = ১,২১,৫০০ টাকা। এখানে বহিঃপরিবহন হলো বিক্রয় উপরিব্যয় এবং সুপারভাইজারের বেতন হলো অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয়।

15. নিচের কোনটি কারখানা উপরি ব্যয় নয়? [DU : 08-09; RU : 16-17; JKKNIU : 12-13; CU : 19-20]
Ⓐ মজুরি Ⓑ বিদ্যুৎ খরচ Ⓒ কারখানা ম্যানেজারের বেতন
Ⓓ দারোয়ানের বেতন Ⓔ মেশিনের মেরামত খরচ

A Solve কারখানা উপরি ব্যয় হলো কারখানার যাবতীয় খরচ যেমন কারখানার বিদ্যুৎ খরচ, ম্যানেজারের বেতন, দারোয়ানের বেতন, মেশিনের মেরামত খরচ ইত্যাদি। অর্থাৎ, মজুরি খরচ কারখানা উপরি ব্যয়ের অন্তর্গত নয়। এটি মুখ্য ব্যয়ের উপাদান।

16. একটি আর্থিক বর্ষে একটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত ব্যয়সমূহ করে: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ক্রয় ৪,৮০,০০০ টাকা, কিন্তু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ৩,৭৫,০০০ টাকার কাঁচামাল; প্রত্যক্ষ মজুরি ৪,০০,০০০ টাকা। কারখানা উপরি ব্যয় খরচ মজুরি ব্যয়ের ৮০% চার্জ করা হয়। উক্ত বর্ষে আসলে কারখানা উপরি ব্যয় বাবদ ৩,৭৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়। বিক্রয় ও সরবরাহ খরচ ২,৫০,০০০ টাকা। উক্ত বর্ষে কোনো প্রারম্ভিক বা সমাপ্তি মজুত ছিল না। উক্ত বর্ষে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় টাকায় কত? [DU : 07-08]
Ⓐ ১১,৫০,০০০ Ⓑ ১৪,০০,০০০ Ⓒ ১০,৯৫,০০০
Ⓓ ১৩,৪৫,০০০ Ⓔ ১৫,০৫,০০০

C Solve উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় = ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয় + প্রারম্ভিক চলতি কার্যের মজুদ (যদি থাকে) – সমাপনী চলতি কার্যের মজুদ (যদি থাকে)।
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার সময় প্রকৃত কারখানা উপরি ব্যয় বিবেচনা করা হয় না, আরোপিত (Applied Overhead) কারখানা উপরি ব্যয় দিয়ে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়; অতএব, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার সময় 'আরোপিত কারখানা উপরিব্যয়ের চেয়ে প্রকৃত কারখানা উপরি ব্যয় কম হলে অতিরিক্ত প্রয়োগকৃত কারখানা উপরি ব্যয় বাদ দিতে হয়' এবং আরোপিত কারখানা উপরি ব্যয়ের চেয়ে প্রকৃত কারখানা উপরি ব্যয় বেশি হলে কম প্রয়োগকৃত কারখানা উপরি ব্যয় যোগ করতে হয়।
∴ আরোপিত কারখানা উপরিব্যয় = (৪,০০,০০০ × ৮০%) = ৩,২০,০০০ টাকা।
∴ উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় = (ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + আরোপিত কারখানা উপরিব্যয়) = (৩,৭৫,০০০ + ৪,০০,০০০ + ৩,২০,০০০)
= ১০,৯৫,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

17. কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রত্যক্ষ সুবিধা নয়? [DU : 06-07; BU : 15-16]
Ⓐ অ-লাভজনক পণ্য চিহ্নিতকরণ Ⓑ সমাপনী মজুত পণ্য মূল্যায়ণ
Ⓒ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা Ⓓ কর্মচারীদের প্রণোদিতকরণ
Ⓔ কর্ম মূল্যায়ন
D Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে। অলাভজনক ও লাভজনক পণ্য চিহ্নিত করা; ব্যয় নির্ধারণ; সমাপনী মজুত পণ্য মূল্যায়ন; ব্যয় সংকোচন; ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন; টেন্ডার মূল্য নির্ধারণ; কর্ম মূল্যায়ন; দক্ষতা যাচাই; বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি। অতএব Option (D) কর্মচারীদের প্রণোদিতকরণ যা উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রত্যক্ষ সুবিধার অন্তর্ভুক্ত নয়।

18. প্রতিটি উৎপাদিত এককের জন্য প্রদত্ত রয়্যালিটি হলো- [DU : 03-04]
Ⓐ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি Ⓒ পরোক্ষ মাল
Ⓓ পরোক্ষ মজুরি Ⓔ পরোক্ষ খরচ
A Solve প্রতিটি উৎপাদিত এককের/উৎপাদিত পণ্যের জন্য প্রদত্ত রয়্যালিটি হলো উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত খরচ। যাকে প্রত্যক্ষ খরচও বলা হয়ে থাকে।

19. একজন প্রস্তুতকারক ২০০২ সালে ১৫,৬০০ একক পণ্য উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করে: (ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১০,৫০০ টাকা। (খ) প্রত্যক্ষ মজুরি ২১,০০০ টাকা (গ) উৎপাদন উপরি ব্যয় ১৫,৩০০ টাকা, (ঘ) প্রশাসনিক উপরি ব্যয় ১৫,৬০০ টাকা, (ঙ) বিক্রয় উপরি ব্যয় ৩১,২০০ টাকা। একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত? [DU : 02-03]
Ⓐ ৪.০০ টাকা Ⓑ ৬.০০ টাকা Ⓒ ৩.০০ টাকা
Ⓓ ৩.০২ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়
C Solve প্রশ্নে যেহেতু একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় চেয়েছে, সেহেতু মোট উৎপাদন ব্যয়কেই মোট উৎপাদন একক দ্বারা ভাগ করলেই হবে।
এখানে, মোট উৎপাদন ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + উৎপাদন উপরি ব্যয়) = (১০,৫০০ + ২১,০০০ + ১৫,৩০০) = ৪৬,৮০০ টাকা।
এখানে, প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরি ব্যয় উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের জন্য গণ্য হবে না। এটি মোট ব্যয়ের উপাদান।
দেওয়া আছে, উৎপাদন একক মোট ১৫,৬০০ টি।
অতএব, একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = (৪৬,৮০০ ÷ ১৫,৬০০) = ৩ টাকা।

20. একজন ব্যবসায়ী ৫০ ইউনিট উৎপাদন করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো করেছে: কাঁচামাল ৩,০০০ টাকা, মজুরি ১,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় কাঁচামালের ২০% এবং বিক্রয় খরচ কারখানা উপরিব্যয়-এর ২৫%। প্রতিটি ইউনিট কত টাকায় বিক্রয় করলে মোট ব্যয়ের ২০% লাভ হবে? [DU : 02-03]
Ⓐ Tk. 100 Ⓑ Tk. 104 Ⓒ Tk. 114
Ⓓ Tk. 124 Ⓔ Tk. 140
C Solve এখানে, মোট ব্যয় = (কাঁচামাল + মজুরি + কারখানা উপরিব্যয় + বিক্রয় খরচ)
= ৩,০০০ + ১,০০০ + (৩,০০০ × ২০%) + {(৩,০০০ × ২০%) × ২৫%}
= ৩,০০০ + ১,০০০ + ৬০০ + {৬০০ × ২৫%}
= ৩,০০০ + ১,০০০ + ৬০০ + ১৫০ = ৪,৭৫০ টাকা।
∴ প্রতি ইউনিটের মোট ব্যয় = মোট ব্যয় ÷ উৎপাদিত মোট ইউনিট
= ৪,৭৫০ ÷ ৫০ = ৯৫ টাকা।
∴ প্রতি ইউনিটের লাভ = প্রতি ইউনিটের মোট ব্যয় × মোট ব্যয়ের উপর লাভের হার = ৯৫ × ২০% = ১৯ টাকা।
∴ প্রতিটি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য = প্রতি ইউনিটের মোট ব্যয় + প্রতি ইউনিটের লাভ = ৯৫ + ১৯ = ১১৪ টাকা।

21. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো- [DU : 01-02; JnU : 08-09; HSTU : 11-12]
Ⓐ ব্যয় বণ্টন Ⓑ ব্যয় নির্ধারণ Ⓒ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
Ⓓ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ Ⓔ ব্যয় পরিকল্পনা
B Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো: (i) উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা ও (ii) উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা। যখন দুটি অপশন একসাথে থাকবে তখন ব্যয় নির্ধারণকে মূল উত্তর হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

22. প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় ২০ টাকা। যদি কোম্পানির বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফার প্রত্যাশা করে তবে প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য কত? [DU : 00-01; JnU : 13-14; BU : 11-12]
Ⓐ ২৫ টাকা Ⓑ ২০ টাকা
Ⓒ ২২ টাকা Ⓓ ৩০ টাকা
A Solve বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে ক্রয়মূল্য/বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এর উপর মুনাফার হার = $\frac{২০ \times ১০০}{৮০}$ = ২৫%
প্রশ্নে ক্রয়মূল্য/ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় না থাকায়, উৎপাদন ব্যয়কেই বিক্রীত পণ্যের মূল্য ধরা হলো।
সুতরাং, মোট মুনাফা = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (উৎপাদন ব্যয়) × মুনাফার হার = ২০× ২৫% = ৫ টাকা।
আমরা জানি, বিক্রয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (উৎপাদন ব্যয়) + মুনাফা = ২০ টাকা + ৫ টাকা = ২৫ টাকা।
অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য = ২৫ টাকা।

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

01. নিচের কোনটি কারখানার উপরি ব্যয়? [DU 7 College : 22-23]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ প্রশাসনিক ব্যয়
Ⓒ কু-ঋণ Ⓓ সুপারভাইজারের বেতন
D Solve (A) উৎপাদন ব্যয় বিবরণী মূখ্য ব্যয়ের উপাদান হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। (B) উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রশাসনিক ব্যয় এবং বিক্রয় ও বন্টন উপরি ব্যয় যোগ করলে মোট ব্যয় পাওয়া যায়। (C) কু-ঋণ হলো বিক্রয় ও বন্টন উপরিব্যয়। (D) সুপারভাইজারের বেতন হলো কারখানার উপরিব্যয়।

02. নিচের কোনটি সঠিক? [DU 7 College : 22-23]
Ⓐ কারখানা ব্যয় + বিক্রয় উপরি ব্যয় = উৎপাদন ব্যয়
Ⓑ উৎপাদন ব্যয় + প্রশাসনিক উপরি ব্যয় = মোট ব্যয়
Ⓒ মুখ্য ব্যয় + কারখানার উপরি ব্যয় = কারখানা ব্যয়
Ⓓ মুখ্য ব্যয় + প্রশাসনিক উপরি ব্যয় = কারখানা ব্যয়
Ans C

03. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনটি? [HEC : 22-23]
Ⓐ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ Ⓑ ব্যয় নির্বাহ
Ⓒ ব্যয় হ্রাস Ⓓ ব্যয় সমন্বয়
A Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য/প্রধান উদ্দেশ্য হলো - ব্যয় নির্ধারণ/ব্যয় নিরুপণ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য - ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা, ব্যয় পরিচালনা ইত্যাদি।

04. রূপান্তর ব্যয় বলতে —— বোঝায়। [DU 7 College : 21-22; HEC : 19-20]
Ⓐ উৎপাদন খরচ
Ⓑ প্রত্যক্ষ শ্রমের ব্যয় এবং কাঁচামালের ব্যয় ব্যতীত উৎপাদন সম্পর্কিত সকল ব্যয়
Ⓒ প্রত্যক্ষ শ্রমের ব্যয় এবং কারখানার সকল উপরিব্যয়
Ⓓ কাঁচামালের ব্যয় এবং প্রত্যক্ষ শ্রমের ব্যয়
C Solve রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম (+) অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (+) উৎপাদন/কারখানা উপরিব্যয়
অথবা, রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম (+)কারখানা সকল উপরিব্যয়
অথবা, রূপান্তর ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় – ব্যবহৃত কাঁচামাল
সুতরাং কাঁচামালের ব্যয় ব্যতীত উৎপাদন সংক্রান্ত সকল ব্যয় রূপান্তর ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

05. মুখ্য ব্যয় কোন ব্যয়ের মিশ্রণ? [HEC-21-22, 15-16]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং কারখানার উপরিব্যয়
Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি এবং কারখানার উপরিব্যায়
Ⓒ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ মজুরি
Ⓓ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি এবং প্রত্যক্ষ খরচ
D Solve পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত প্রত্যক্ষ খরচসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে মুখ্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মুখ্য ব্যয় হলো, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও প্রত্যক্ষ খরচের যোগফল।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

06. নিম্নলিখিত ব্যবসায়ের মধ্যে কোনটি "প্রসেস কস্টিং" ব্যবহার করে? [DU 7 College : 20-21]

Ⓐ গাড়ি নির্মাতা Ⓑ চিনি শোধনাগার
Ⓒ আবাসন নির্মাণ Ⓓ বিভাগীয় বিপণি

B Solve প্রসেস কাস্টিং ব্যবহার করা হয় শোধনাগারে, ফুড প্রডাকশনে এবং কেমিক্যাল প্রসেসিং ইউনিটে।

07. "রূপান্তর ব্যয়" শব্দটি বোঝায়- [HEC-19-20]

Ⓐ একক প্রতি উৎপাদন খরচ
Ⓑ প্রত্যক্ষ শ্রমের ব্যয় এবং কাঁচামালের ব্যয় ব্যতীত উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যয়
Ⓒ প্রত্যক্ষ শ্রমের ব্যয় এবং কারখানার উপরিব্যয়ের যোগফল
Ⓓ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খরচ এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়ের যোগফল

C Solve রূপান্তর ব্যয়ের সূত্র হলো :
রূপান্তর ব্যয় = (প্রত্যক্ষ শ্রম + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানার উপরিব্যয়)
সুতরাং কাঁচামালের ব্যয় ব্যতীত উৎপাদন সংক্রান্ত সকল ব্যয় রূপান্তর ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

08. উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো– [HEC-17-18]

Ⓐ মোট ব্যয় ও একক প্রতি ব্যয় নির্ণয় Ⓑ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস
Ⓒ ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধিকরণ Ⓓ সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ

B Solve উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো- উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা।

09. উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে একক প্রতি ব্যয় হ্রাস পায় কোনটি? [HEC-16-17]

Ⓐ স্থায়ী ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ মিশ্র ব্যয়

A Solve স্থায়ী ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে একক প্রতি ব্যয় পরিববর্তনশীল/ হ্রাস পায় এবং মোট ব্যয় স্থির থাকে ।

10. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ? [HEC-16-17]

Ⓐ অফিস ভাড়া Ⓑ মজুরী
Ⓒ কমিশন Ⓓ বিজ্ঞাপন **Ans B**

11. নিচের কোনটি আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়? [HEC-16-17]

Ⓐ বেতন খরচ Ⓑ বাড়ি ভাড়া
Ⓒ টেলিফোন বিল Ⓓ যাতায়াত খরচ **Ans C**

12. ব্যবহৃত কাঁচামাল ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরী ৬০,০০০ টাকা, কারখানার উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরীর ৫০%, প্রশাসনিক খরচ ব্যবহৃত কাঁচামালের ৫% এবং বিক্রয় খরচ প্রশাসনিক খরচের ১০% হলে উৎপাদন ব্যয় কত টাকা? [HEC-15-16]

Ⓐ ১,৯০,০০০ টকা Ⓑ ১,৯৫,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৯৫,৫০০টাকা Ⓓ ১,৯৭,৫০০ টাকা

A Solve উৎপাদন ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয়) = ১,০০,০০০ + ৬০,০০০ + (৬০,০০০ × ৫০%)
= ১,৯০,০০০ টাকা।

13. উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের কি পরিবর্তন হয়? [HEC-15-16]

Ⓐ মোট পরিমাণ একই থাকবে Ⓑ মোট পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়বে
Ⓒ একক প্রতি বৃদ্ধি পাবে Ⓓ একক প্রতি কমবে

B Solve উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মোট পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়বে।

14. উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১০০০ একক, সমাপনী মজুদ ৮০০ একক, বিক্রয় ৬২০০ একক, উৎপাদন ব্যয় ৩০,০০০ টাকা। একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত টাকা? [HEC-15-16]

Ⓐ ৪.০০ টাকা Ⓑ ৫.০০ টাকা
Ⓒ ৬.০০ টাকা Ⓓ ৭.০০ টাকা

B Solve উৎপাদন একক = (সমাপনী মজুদ একক + বিক্রয় একক – প্রারম্ভিক মজুদ একক) = (৮০০ + ৬২০০ – ১০০০) = ৬,০০০ একক।
∴ একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = (মোট উৎপাদন ব্যয় ÷ উৎপাদন একক)
= (৩০,০০০ ÷ ৬,০০০) টাকা = ৫ টাকা।

15. উৎপাদন হিসাবের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়– [HEC-13-14]

Ⓐ একটি বছরে প্রদত্ত উৎপাদন
Ⓑ পণ্য উৎপাদনে মোট খরচ
Ⓒ একটি হিসাবকালে প্রস্তুতকৃত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়
Ⓓ পণ্য বিক্রয়ে মোট লাভ **Ans C**

16. মুখ্য ব্যয়ের একটি উপাদান -[HEC-12-13]

Ⓐ পরোক্ষ শ্রম Ⓑ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
Ⓒ কারখানা উপরি খরচ Ⓓ বিজ্ঞাপন খরচ **Ans B**

17. প্রতিটির উৎপাদিত এককের জন্য প্রদত্ত রয়্যালিটি হলো -[HEC-09-10]

Ⓐ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরী
Ⓒ পরোক্ষ মাল Ⓓ পরোক্ষ মজুরী **Ans A**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. ব্যবহৃত কাঁচামাল ৯০,০০০ টাকা। প্রত্যক্ষ মজুরি ৬০,০০০ টাকা। কারখানা উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ৫০%। প্রশাসনিক খরচ ব্যবহৃত কাঁচামালের ৫% এবং বিক্রয় খরচ প্রশাসনিক খরচের ১০% হলে উৎপাদন ব্যয় কত? [JU : 19-20]

Ⓐ ৯৫,০০০ টাকা Ⓑ ১,৮০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৪৭,৫০০ টাকা Ⓓ ১,৭৬,৫০০ টাকা

B Solve উৎপাদন ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয়)
= ৯০,০০০ + ৬০,০০০ + (৬০,০০০ × ৫০%) = ১,৮০,০০০ টাকা।

02. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় ৭০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ১,০০,০০০ টাকা, কারখানার উপরি খরচ ৮০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরি খরচ প্রত্যক্ষ মজুরির ৩০%। বিক্রয়মূল্য ৪,০০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার কত? [JU-E : 18-19]

Ⓐ ৪২% Ⓑ ২০%
Ⓒ ৩০% Ⓓ ২৫%

C Solve

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	=	৭০,০০০ টাকা
(+) প্রত্যক্ষ মজুরি	=	১,০০,০০০ টাকা
মুখ্য ব্যয়	=	১,৭০,০০০ টাকা
(+) কারখানার উপরি ব্যয়	=	৮০,০০০ টাকা
কারখানার উৎপাদন ব্যয়	=	২,৫০,০০০ টাকা
(+) বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়	=	৩০,০০০ টাকা
মোট ব্যয়	=	২,৮০,০০০ টাকা

➤ মুনাফা = (বিক্রয়মূল্য – মোট ব্যয়) = (৪,০০,০০০ – ২,৮০,০০০)
= ১,২০,০০০ টাকা।

➤ বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{১,২০,০০০}{৪,০০,০০০} \times ১০০ = ৩০\%$

➤ বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরি খরচ = (১,০০,০০০ × ৩০%) = ৩০,০০০ টাকা।

03. একটি পণ্যের প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,০০০ টাকা, মুখ্য ব্যয় ১,৫০০ টাকা, কারখানার উপরি খরচ ৩০০ টাকা হলে রূপান্তর ব্যয় কত? [JU-E : 18-19]

Ⓐ ২,৫০০ টাকা Ⓑ ১,৮০০ টাকা
Ⓒ ৮০০ টাকা Ⓓ ২,৮০০ টাকা

C Solve রূপান্তর ব্যয় = (প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানার উপরি ব্যয়) = (৫০০ + ০০ + ৩০০) = ৮০০ টাকা।
প্রত্যক্ষ মজুরি = (মুখ্য ব্যয় — উপরি ব্যয়) = (১,৫০০ – ১,০০০) = ৫০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি পণ্যের কাঁচামালের ব্যয় ১০০ টাকা ও মজুরি ৪০ টাকা। কারখানার উপরিব্যয় কাঁচামাল ও মজুরির ২৫%, বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরিখরচ উৎপাদন খরচের ১০%। যদি বিক্রয়মূল্য ২০০ টাকা হয় তবে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত? [RU : 22-23, 18-19; JnU : 11-12]

Ⓐ লাভ ১৫ টাকা Ⓑ ক্ষতি ১৫ টাকা
Ⓒ ক্ষতি ২২.৫০ টাকা Ⓓ লাভ ৭.৫০ টাকা

Ⓓ Solve

বিবরণ	টাকা
প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	১০০
যোগ: মজুরি	৪০
মুখ্য ব্যয়	১৪০
যোগ: কারখানা উপরিব্যয় (১৪০ × ২৫%)	৩৫
উৎপাদন ব্যয়	১৭৫
যোগ: বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরিখরচ (১৭৫ × ১০%)	১৭.৫
মোট ব্যয়	১৯২.৫

∴ মুনাফা/লাভ = (বিক্রয়মূল্য − মোট ব্যয়) = (২০০ − ১৯২.৫) = ৭.৫০ টাকা।

02. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য উদ্দেশ্য কী? [RU-B : 21-22]

Ⓐ ব্যয় বন্টন Ⓑ ব্যয় নির্ধারণ Ⓒ মুনাফা নির্ধারণ Ⓓ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

Ⓑ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যয় নির্ধারণ বা নিরূপণ (Cost Determination)। এছাড়া উৎপাদন ব্যয় হিসাবের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হলো : ১. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control) ২. মূল্য নির্ধারণ (Price Determination) ৩. মুনাফা নির্ণয় (Determining Profit) ৪. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন (Create and Execute Plans and Budget)।

03. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমন্বয়কে বলা হয় - [RU-B : 20-21]

Ⓐ পণ্য খরচ Ⓑ উৎপাদন খরচ
Ⓒ মোট ব্যয় Ⓓ মুখ্য ব্যয়

Ⓓ Solve সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমষ্টিকে মুখ্য ব্যয় বলে। তাই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম, প্রত্যক্ষ মজুরি, প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুখ্য ব্যয়।

04. আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় কোনটি? [RU : 18-19]

Ⓐ বিদ্যুৎ খরচ Ⓑ অবচয়
Ⓒ সাপ্লাই খরচ Ⓓ কারখানা মজুরি

Ⓐ Solve উৎপাদনের পরিবর্তনে যে সমস্ত ব্যয় সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল নয় কিংবা সম্পূর্ণ স্থায়ী নয় এরূপ ব্যয়কে আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। এই ব্যয়ের মধ্যে স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয় ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে একে মিশ্র ব্যয়ও বলা হয়ে থাকে। যেমন- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, বৈদ্যুতিক বিল এরূপ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

05. একটি পুরাতন গাড়ির বিক্রয়মূল্য ২,২০,০০০ টাকা, যার জমাকৃত অবচয় ৮০,০০০ টাকা। বিক্রয়জনিত ক্ষতি ২০,০০০ টাকা হলে গাড়িটির ক্রয়মূল্য হবে- [RU : 17-18]

Ⓐ ২,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৩,২০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৬০,০০০ টাকা Ⓓ ৩,০০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve ক্রয়মূল্য = (২,২০,০০০ + ২০,০০০ + ৮০,০০০)
= ৩,২০,০০০ টাকা।

06. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৫০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ শ্রম ৪০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ ১০,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ২০,০০০ টাকা, অগ্রিম খরচ ১০,০০০ টাকা ও বিক্রয় খরচ ১২,০০০ টাকা হলে, উৎপাদন ব্যয় হবে- [RU : 14-15]

Ⓐ ১,৩০,০০০ Ⓑ ১,২০,০০০
Ⓒ ১,৪৪,০০০ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve উৎপাদন ব্যয় = (৫০,০০০ + ৪০,০০০ + ১০,০০০ + ২০,০০০) = ১,২০,০০০ টাকা।

07. উৎপাদন ব্যয়ের অংশ- [RU : 14-15]

Ⓐ কলকজার অবচয় Ⓑ মনিহারি সামগ্রী Ⓒ কু-ঋণ Ⓓ সবগুলো

Ⓐ Solve কলকজার অবচয়কে উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসেবে দেখানো হয়।

08. সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাকে বলে- [RU : 13-14]

Ⓐ সম্পদ Ⓑ খরচ Ⓒ ব্যয় Ⓓ দায়

Ⓒ Solve সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তাকে বলা হয় ব্যয়। ব্যয়ের যে অংশ নিঃশেষিত হয়ে যায় তাকে খরচ বলে।

09. প্রত্যক্ষ মাল ৳ ৪,০০০; প্রত্যক্ষ মজুরি ৳ ২,০০০; উপরি খরচ ৳ ৩,০০০ হলে রূপান্তর ব্যয় কত? [RU : 13-14]

Ⓐ ৳ ৫,০০০ Ⓑ ৳ ৬,০০০ Ⓒ ৳ ৭,০০০ Ⓓ ৳ ১০,০০০

Ⓐ Solve এখানে, রূপান্তর ব্যয় = (প্রত্যক্ষ মজুরি + উপরি খরচ) = (২,০০০ + ৩,০০০) = ৫,০০০ টাকা।

10. কোনটি ব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কৌশল? [RU : 13-14]

Ⓐ প্রান্তিক ব্যয় হিসাব Ⓑ প্রমাণ ব্যয় হিসাব
Ⓒ প্রক্রিয়া ব্যয় হিসাব Ⓓ বিভাগীয় ব্যয় হিসাব

Ⓑ Solve প্রমাণ ব্যয় হিসাব পদ্ধতি ব্যয় হ্রাস ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কৌশল।

11. মুখ্য ব্যয় নির্ণয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না- [RU : 12-13]

Ⓐ প্রত্যক্ষ শ্রম Ⓑ প্রত্যক্ষ ব্যয়
Ⓒ ব্যবহৃত কাঁচামাল Ⓓ কারখানা-উপরি ব্যয়

Ⓓ Solve মুখ্য ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়)। অতএব, কারখানা উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারখানা বা উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।

12. পঞ্চাশ একক দ্রব্য উৎপাদন খরচ : কাঁচামাল ৳ ৩,০০০; মজুরি ৳ ১,০০০; কারখানা উপরি খরচ মজুরির ৬০% বিক্রয় খরচ একক প্রতি ৩ টাকা। প্রতি একক কত টাকায় বিক্রয় করলে মোট ব্যয়ের ২০% লাভ হবে। [RU : 12-13; DU : 01-02]

Ⓐ ৳ ১০৪ Ⓑ ৳ ১২৪ Ⓒ ৳ ১১৪ Ⓓ ৳ ১৪০

Ⓒ Solve এখানে, মোট ব্যয় = (কাঁচামাল + মজুরি + কারখানা উপরি খরচ + বিক্রয় উপরিখরচ)
= ৩,০০০ + ১,০০০ + (১,০০০ × ৬০%) + (৫০ × ৩) = ৪,৭৫০ টাকা।
আবার, বিক্রয়মূল্য = মোট ব্যয় + মুনাফা
= ৪,৭৫০ + (৪৭৫০ × ২০%) = ৫,৭০০ টাকা।
অতএব, এককপ্রতি বিক্রয়মূল্য = ৫,৭০০ ÷ ৫০ = ১১৪ টাকা।

13. পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতি একক উৎপাদন- [RU : 12-13; PUST : 13-14]

Ⓐ স্থির থাকে Ⓑ হ্রাস পায় Ⓒ বৃদ্ধি পায় Ⓓ পরিবর্তিত হয়

Ⓐ Solve পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি স্থির থাকে অপর দিকে স্থায়ী ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তিত হয়।

14. একটি দ্রব্য উৎপাদনের মাল খরচ ২,০০০ টাকা; শ্রম খরচ ৬০০ টাকা; উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের ১০%; প্রশাসনিক ব্যয় ৫০০ টাকা; বিক্রয় খরচ ২০০ টাকা; মুনাফা বিক্রয় মূল্যের ২০%, মুনাফার পরিমাণ কত? [RU : 10-11, 07-08]

Ⓐ ৭১২ টাকা Ⓑ ৯৮০ টাকা Ⓒ ৮৯০ টাকা Ⓓ ৭২০ টাকা

Ⓒ Solve

মাল খরচ	২,০০০ টাকা
(+) শ্রম খরচ	৬০০ টাকা
মুখ্য ব্যয়	২,৬০০ টাকা
(+) উপরি খরচ (২৬০০ × ১০%)	২৬০ টাকা
উৎপাদন ব্যয়	২,৮৬০ টাকা
(+)প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ (৫০০ + ২০০)	৭০০ টাকা
মোট ব্যয়	৩,৫৬০ টাকা

মুনাফা বিক্রয় মূল্যের উপর ২০% হলে এখানে,

$$\text{মুনাফা} = \text{মোট ব্যয়} \times \frac{\text{মুনাফার হার}}{১০০ - \text{মুনাফার হার}}$$

$$= ৩,৫৬০ \times \frac{২০}{১০০ - ২০} = ৮৯০ \text{ টাকা।}$$

CamScanner

...ফরমায়েশ অনুসারে পণ্য প্রস্তুত করা হলে উক্ত হিসাবকে বলে: [RU : 09-10]
Ⓐ ...ব্যয় হিসাব Ⓑ প্রক্রিয়া ব্যয় হিসাব
Ⓒ ...ব্যয় হিসাব Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve ক্রেতার ফরমায়েশ অনুসারে যদি বিক্রেতা পণ্য প্রস্তুত করে ...উক্ত হিসাবকে বলা হয় (job costing) জব ব্যয় হিসাব।

...কাঁচামাল ২০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ১০,০০০ টাকা, পরোক্ষ ...৫,০০০ টাকা এবং প্রত্যক্ষ খরচ ৫,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কত? [RU ... MBSTU : 13-14; CU : 13-14; BRUR : 12-13]
Ⓐ ৩৫,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪০,০০০ টাকা Ⓓ ২৫,০০০ টাকা

Ⓐ Solve মুখ্য ব্যয় হলো যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচের সমষ্টি।
মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ)
= (২০,০০০ + ১০,০০০ + ৫,০০০) = ৩৫,০০০ টাকা।

...ব্যয় বিবরণীতে সাধারণত কোনটি অন্তর্ভুক্ত হয় না? [RU : 08-09; IU : ...; BRUR : 13-14]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ প্রত্যক্ষ শ্রম
Ⓒ আরোপিত উপরি ব্যয় Ⓓ প্রকৃত উপরি ব্যয়

Ⓒ Solve প্রশ্নটিতে প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে আরোপিত উপরি ব্যয় ...ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

...কোনটি কারখানা ব্যয়? [RU : 08-09]
Ⓐ মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি খরচ + প্রশাসনিক উপরি ব্যয়
Ⓑ মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি খরচ + / - চলতিকার্য
Ⓒ মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি ব্যয়
Ⓓ পরোক্ষ মাল + পরোক্ষ শ্রম + পরোক্ষ খরচ

Ⓒ Solve মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরি ব্যয় যোগ করলে কারখানা ...ব্যয় পাওয়া যায়।

...দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে ...- [RU : 08-09]
Ⓐ উৎপাদন ব্যয় Ⓑ অতিরিক্ত ব্যয় Ⓒ প্রান্তিক ব্যয় Ⓓ মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়

Ⓒ Solve কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

...উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট পরিমাণ ...পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয়- [RU : 07-08]
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ আধা স্থায়ী ব্যয়

Ⓑ Solve যে ব্যয়গুলো উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে একক প্রতি পরিবর্তনশীল কিন্তু মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, তাদের বলা হয় স্থায়ী ব্যয়।

...কোনটি রূপান্তর খরচের অংশ নয়? [RU : 07-08; CU : 12-13; HSTU : 11-12]
Ⓐ মজুরি Ⓑ কারখানার বিদ্যুৎ ব্যয়
Ⓒ যন্ত্রপাতির অবচয় Ⓓ আন্তঃপরিবহন

Ⓓ Solve প্রশ্নটিতে উত্তরের জন্য প্রদত্ত Option গুলোর মধ্যে আন্তঃপরিবহন ...আন্তঃপরিবহন ছাড়া সবকটিই রূপান্তর খরচের অন্তর্গত।

...প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৭০০ টাকা, কারখানার উপরি ...ব্যয় ৫০০ টাকা, নকশা তৈরি খরচ ৩০০ টাকা, বিজ্ঞাপন খরচ ২০০ টাকা ...হলে মুখ্য ব্যয় ও রূপান্তর ব্যয় কত টাকা? [RU : 07-08]
Ⓐ ২,০০০ ও ১,২০০ Ⓑ ১,৭০০ ও ১,২০০
Ⓒ ২,০০০ ও ১,০০০ Ⓓ ২,৫০০ ও ১,০০০

Ⓔ Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণী অনুসারে, মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ ...বা ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ খরচ + নকশা খরচ)
= (১,০০০ + ৭০০ + ৩০০) = ২,০০০ টাকা। নকশা খরচ এক ধরনের প্রত্যক্ষ ব্যয়।
...রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + উৎপাদন ...উপরিব্যয়/কারখানা উপরিব্যয় = (৭০০ + ৩০০ + ৫০০) = ১,৫০০ টাকা।
... নকশা তৈরি খরচকে অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ...রূপান্তর ব্যয় নির্ণয়ে নকশা তৈরি খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অপশনে ...রূপান্তর ব্যয়ের উত্তর দেওয়া নেই।

23. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : [RU : 07-08; JKKNIU : 12-13]
Ⓐ ব্যয় ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও ব্যয় নির্ণয় Ⓑ ব্যয় নির্ণয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ণয়
Ⓒ ব্যয় নির্ণয় ও মুনাফা নির্ণয় Ⓓ ব্যয় নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

Ⓓ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য উদ্দেশ্য দুটি হলো (১) ব্যয়-নির্ণয় ও (২) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।

24. আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত পেরেক ও মসৃণকারী বালু কাগজ বাবদ খরচ কোন ধরনের খরচ হিসাবে গণ্য হয়? [RU : 05-06]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ বিক্রয় খরচ
Ⓒ পরোক্ষ কাঁচামাল Ⓓ মুখ্য ব্যয়

Ⓒ Solve আসবাবপত্র তৈরিতে একমাত্র কাঠই হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। কিন্তু আসবাবপত্র তৈরিতে সহায়ক হিসেবে পেরেক ও মসৃণকারী বালু কাগজ ব্যবহৃত হয় যা পরোক্ষ কাঁচামাল হিসাবে গণ্য হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে একক প্রতি মোট উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার কারণ —। [CU : 22-23]
Ⓐ মোট পরিবর্তনশীল খরচ হ্রাস পায়
Ⓑ একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ হ্রাস পায়
Ⓒ মোট স্থায়ী খরচ হ্রাস পায়
Ⓓ একক প্রতি স্থায়ী খরচ হ্রাস পায়
Ⓔ একক প্রতি স্থায়ী খরচ এবং পরিবর্তনশীল খরচ উভয়ই হ্রাস পায়

Ⓓ Solve উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে → একক প্রতি মোট উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় → মোট স্থায়ী ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে → একক প্রতি স্থায়ী খরচ হ্রাস পায়।

02. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়? [CU : 22-23]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ ব্যবস্থাপকের বেতন Ⓒ মজুরি
Ⓓ A ও B উভয়ই Ⓔ A ও C উভয়ই

Ⓔ Solve প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও মজুরি পরিবর্তনশীল ব্যয় কিন্তু ব্যবস্থাপকের বেতন স্থায়ী ব্যয়।

03. নিচের কোনটি উৎপাদন-ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য? [CU : 22-23]
Ⓐ ব্যয় হ্রাস Ⓑ ব্যয় সমন্বয় Ⓒ ব্যয় নির্বাহ
Ⓓ ব্যয় সংরক্ষণ Ⓔ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

Ⓔ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য/প্রধান উদ্দেশ্য হল উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ বা ব্যয় নিরুপণ। এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো- ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় পরিচালনা ইত্যাদি।

04. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ? [CU-C : 21-22]
Ⓐ কারখানার জন্যে কাঁচামাল ক্রয় Ⓑ দোকানের জন্যে পণ্য ক্রয়
Ⓒ পণ্য ক্রয়ের জন্যে পরিবহন ব্যয় Ⓓ ওপরের সবকয়টি
Ⓔ ওপরের কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve যে সকল ব্যয় পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়ের সাথে সরাসরি জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। এখানে কারখানার জন্যে কাঁচামাল ক্রয়, দোকানের জন্যে পণ্য ক্রয়, পণ্য ক্রয়ের জন্যে পরিবহন ব্যয় প্রত্যেকটি খরচ প্রত্যক্ষ খরচের অন্তর্ভুক্ত।

05. উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে- [CU-C : 21-22]
Ⓐ একক প্রতি স্থায়ী খরচ বৃদ্ধি পায়
Ⓑ একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ বৃদ্ধি পায়
Ⓒ একক প্রতি স্থায়ী খরচ কমে যায়
Ⓓ একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ কমে যায়
Ⓔ একক প্রতি স্থায়ী খরচ অপরিবর্তিত থাকে

Ⓒ Solve উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট পরিমাণ পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয় স্থির বা স্থায়ী ব্যয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে– একক প্রতি স্থায়ী খরচ কমে যায় কিন্তু মোট ব্যয় স্থির থাকে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

06. নিচের কোনটি উৎপাদন উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়? [CU-C : 21-22]
Ⓐ বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন Ⓑ কারখানা মেরামতকারীর মজুরি
Ⓒ প্লান্ট ব্যবস্থাপকের বেতন Ⓓ পণ্য পরিদর্শকের বেতন
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ উপরি খরচ এবং কারখানা মেরামতকারীর মজুরি, প্লান্ট ব্যবস্থাপকের বেতন, পণ্য পরিদর্শকের বেতন উৎপাদন/কারখানা উপরিখরচ।

07. যদি উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত ৬,০০০ একক সমাপনী মজুত ১০,০০০ একক বিক্রয় ১৬,০০০ একক এবং উৎপাদন ব্যয় $ ৩,২০,০০০ হয় তাহলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত হবে? [CU-C : 21-22]
Ⓐ $ ১৬ Ⓑ $ ১২.৩১ Ⓒ $ ২০
Ⓓ $ ১৪.৫৫ Ⓔ $ ৩২

Ⓐ Solve
মোট উৎপাদন একক = (সমাপনি মজুত + বিক্রয় – প্রারম্ভিক মজুত)
= (১০,০০০ + ১৬,০০০ – ৬,০০০) একক
= ২০,০০০ একক

একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = $\frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন একক}} = \frac{৩,২০,০০০}{২০,০০০} = \$১৬$।

08. নিচের কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্যে উৎপাদন ব্যয় হিসাব অপরিহার্য? [CU-C : 21-22]
Ⓐ শুধু পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে
Ⓑ শুধু পণ্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে
Ⓒ শুধু সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে
Ⓓ প্রাপ্য উৎপাদনকারী ও সেবা উৎপাদনকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে Ⓔ সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্যে

Ⓐ Solve শুধু পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে উৎপাদন ব্যয় হিসাব অপরিহার্য কারণ উৎপাদন ব্যয় কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ব্যয় বিশ্লেষণ এবং ব্যয় সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়নসহ অভ্যন্তরীন ব্যবহারকারীদের (ব্যবস্থাপক, পরিচালক) প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

9. জ্বালানি খরচকে বলা হয়- [CU-C : 21-22]
Ⓐ Factory Overhead Ⓑ Production Overhead
Ⓒ Manufacturing Overhead Ⓓ Works Overhead
Ⓔ ওপরের সব কয়টি

Ⓔ Solve জ্বালানি খরচকে উৎপাদন বা কারখানা উপরিব্যয় মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরের সবগুলো অপশন Factory Overhead, Production Overhead, Manufacturing Overhead, Works Overhead একই অর্থবোধক।

নিচের কোনটি কারখানা উপরিব্যয় ব্যয় নয়? [CU-C : 20-21]
Ⓐ বিদ্যুৎ খরচ Ⓑ মজুরি Ⓒ কারখানা ম্যানেজারের বেতন
Ⓓ কারখানার দারোয়ানের বেতন Ⓔ মেশিনের মেরামত খরচ

Ⓑ Solve প্রত্যক্ষ শ্রম বা মজুরি, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মুখ্য ব্যয়ের উপাদান। পরোক্ষ শ্রম, অন্যান্য পরোক্ষ খরচ যেমন- বিদ্যুৎ খরচ, কারখানার ম্যানেজারের বেতন, কারখানার দারোয়ানের বেতন, মেশিন মেরামত ব্যয়, বিমা খরচ, অবচয় ইত্যাদি কারখানার উপরিব্যয়। তাই মজুরি কারখানার উপরিব্যয় নয়।

কোনটি উৎপাদন-ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য? [CU-C : 20-21]
Ⓐ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ Ⓑ ব্যয় সংরক্ষণ Ⓒ ব্যয় সমন্বয়
Ⓓ ব্যয় হ্রাস Ⓔ ব্যয় নির্বাহ

Ⓐ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost control)। অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো মূল্য নির্ধারণ, ব্যয় নিরূপণ, মুনাফা নির্ণয়, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, উপযুক্ত ও বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা বিভাগকে তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি।

12. উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের 'মজুত' বলতে নিম্নের কোনটিকে নির্দেশ করে? [CU : 19-20]
Ⓐ কাঁচামালের মজুত Ⓑ অসম্পূর্ণ কাজের মজুত
Ⓒ উৎপাদিত পণ্যের মজুত Ⓓ সবকটি Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মজুত ৩ ধরনের। যথা : ১. কাঁচামালের মজুত, ২. অসম্পূর্ণ কাজের মজুত, ৩. উৎপাদিত পণ্যের মজুত।

13. নিম্নের কোন পরিবহন খরচটি প্রত্যক্ষ খরচ? [CU : 19-20]
Ⓐ ক্রয় পরিবহন Ⓑ বিক্রয় পরিবহন Ⓒ কর্মচারী পরিবহন
Ⓓ সবকটি Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓐ Solve ক্রয় পরিবহন ব্যবসায়ের কাঁচামাল বা পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত। এজন্য এটি প্রত্যক্ষ খরচ।

14. শোরুমের ভাড়া কোন ধরনের উপরিব্যয়? [CU : 19-20]
Ⓐ কারখানার উপরিব্যয় Ⓑ অফিস উপরিব্যয় Ⓒ বিক্রয় উপরিব্যয়
Ⓓ পরিবর্তনশীল উপরিব্যয় Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve শোরুম যেহেতু পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় তাই শোরুমের ভাড়া বিক্রয় উপরিব্যয়।

15. বিক্রয় কমিশন কোন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত? [CU : 17-18]
Ⓐ মুখ্য ব্যয় Ⓑ রূপান্তর ব্যয় Ⓒ কারখানা উপরি ব্যয়
Ⓓ কাঁচামাল ব্যয় Ⓔ বিপণন উপরি ব্যয় **Ans Ⓔ**

16. নিম্নের কোনটি পরোক্ষ খরচ নয়? [CU : 17-18]
Ⓐ কর্মচারীর বেতন Ⓑ অনাদায়ী দেনা Ⓒ বিক্রয় পরিবহন
Ⓓ গ্যাস ও জ্বালানি খরচ Ⓔ সমাপনী মজুত পণ্য **Ans Ⓓ**

17. একটি চানাচুর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫০,০০০ টাকা, পরোক্ষ মজুরি ৫০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ খরচ ১,০০,০০০ টাকা ও মেশিনের অবচয় ২০,০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ব্যয় হবে- [CU : 17-18]
Ⓐ ২,০০,০০০ টাকা Ⓑ ২,৫০,০০০ টাকা Ⓒ ৩,০০,০০০ টাকা
Ⓓ ৩,২০,০০০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve মুখ্য ব্যয় = (কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ)
= (১,০০,০০০ + ৫০,০০০ + ১,০০,০০০) = ২,৫০,০০০ টাকা।

18. যদি ১০০ ইউনিটের ইলেকট্রিসিটি বিল ১০০০ টাকা এবং ২০০ ইউনিটের ইলেকট্রিসিটি বিল ১৫০০ টাকা হয় তবে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ইলেকট্রিসিটি খরচ হবে- [CU : 17-18; CU : 19-20]
Ⓐ ১০ টাকা Ⓑ ৭.৫০ টাকা Ⓒ ৫.৫০ টাকা
Ⓓ ৫ টাকা Ⓔ ৮.৩৩ টাকা

Ⓓ Solve ব্যয়ের পরিবর্তন = (১,৫০০ – ১,০০০) = ৫০০ টাকা।
∴ ইউনিটের পরিবর্তন = (২০০ – ১০০) = ১০০ একক।
∴ একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ = $\frac{৫০০}{১০০}$ = ৫ টাকা।

19. নিচের কোনটি কারখানার উপরি ব্যয়? [CU : 17-18]
Ⓐ পরোক্ষ কাঁচামাল Ⓑ পরোক্ষ মজুরি Ⓒ জ্বালানি
Ⓓ কারখানার ভাড়া Ⓔ উল্লিখিত প্রত্যেকটি **Ans Ⓔ**

20. নিম্নোক্তগুলোর মধ্যে কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়? [CU : 16-17]
Ⓐ ব্যয় নির্ণয় Ⓑ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ Ⓒ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয়হ্রাস
Ⓓ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শেয়ার হোল্ডারগণকে সহায়তা Ⓔ C ও D

Ⓓ Solve উৎপাদন ব্যয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে শেয়ারহোল্ডারদের উপর কোনো ভূমিকা রাখে না। এটি তার কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...কাঁচামাল ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যবহৃত ৯০,০০০ ..., প্রত্যক্ষ মজুরি ৬০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ খরচ ২০,০০০ টাকা এবং উৎপাদন উপরি ব্যয় ৩০,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কোনটি হবে? [CU : 16-17]

Ⓐ ১,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ২,০০,০০০ টাকা Ⓒ ১,৭০,০০০ টাকা
Ⓓ ২,১০,০০০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়

C Solve মুখ্য ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ) = (৯০,০০০ + ৬০,০০০ + ২০,০০০) = ১,৭০,০০০ টাকা।

...কোন ব্যয়টি কারখানার উপরি ব্যয় বলে গণ্য হয় না? [CU : 15-16]

Ⓐ প্রত্যক্ষ মজুরি Ⓑ কারখানা ম্যানেজারের বেতন
Ⓒ কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ব্যয় Ⓓ কারখানার যন্ত্রপাতির অবচয়
Ⓔ কারখানার স্টেশনারি ব্যয়

A Solve প্রত্যক্ষ মজুরি একটি মুখ্য ব্যয়। এটি উৎপাদন বিবরণীতে মুখ্য ব্যয়ের ভিতর চার্জ করা হয়। এছাড়া কারখানা ম্যানেজারের বেতন, কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ব্যয়, কারখানার যন্ত্রপাতির অবচয়, কারখানার স্টেশনারি ব্যয় সবগুলোই কারখানা উপরি ব্যয়।

...ব্যয়ের উপাদানসমূহ কয়টি? [CU : 13-14; JKKNIU : 18-19]

Ⓐ ...টি Ⓑ তিনটি Ⓒ পাঁচটি Ⓓ দুইটি Ⓔ কোনোটিই নয়

B Solve ব্যয়ের মোট উপাদানসমূহকে তিনটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা ... যথা- (১) কাঁচামাল (২) শ্রম বা মজুরি ও (৩) উপরি ব্যয় বা অন্যান্য ... অর্থাৎ ব্যয়ের উপাদানসমূহ হলো তিনটি।

...টি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা উপরি খরচ ১,৫০০ টাকা হলে কারখানা ব্যয়ের পরিমাণ কত? [CU : 12-13]

Ⓐ ১,৫০০ টাকা Ⓑ ৩৭৫ টাকা Ⓒ ৭,৫০০ টাকা
Ⓓ ৯,০০০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নহে

C Solve মনে করি, প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য ব্যয় = x টাকা

প্রতিষ্ঠানটির কারখানা উপরি খরচ = $\frac{x}{8}$ টাকা।

প্রশ্নমতে, $\frac{x}{8}$ = ১,৫০০ ∴ x = ৬,০০০ ; অর্থাৎ মুখ্য ব্যয় = ৬,০০০ টাকা।

অতএব, কারখানা ব্যয় = (মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি খরচ) = (৬,০০০ + ১,৫০০) টাকা = ৭৫০০ টাকা।

...কোন খরচটি প্রত্যক্ষ খরচ? [CU : 10-11; SUST : 09-10]

Ⓐ মেশিনের অবচয় Ⓑ মেশিনের জ্বালানি Ⓒ মেশিনের মেরামত
Ⓓ মেশিনের ভাড়া Ⓔ সব কয়টি

D Solve কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মেশিনের ... খরচই প্রত্যক্ষ খরচ।

...টি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক খরচ প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ৩ গুণ। কাঁচামালের ব্যয় ১,১০০ টাকা হলে প্রত্যক্ষ মজুরির পরিমাণ- [CU : 10-11]

Ⓐ ৩,০০০ টাকা Ⓑ ২,০০০ টাকা Ⓒ ১,০০০ টাকা
Ⓓ ৩,৩০০ টাকা Ⓔ ২,২০০ টাকা

E Solve এখানে, প্রত্যক্ষ মজুরির পরিমাণ
= (প্রাথমিক খরচ – কাঁচামাল খরচ) = (১,১০০ × ৩) – ১,১০০
= (৩,৩০০ – ১,১০০) = ২,২০০ টাকা।

...কোনটি সঠিক? [CU : 10-11]

Ⓐ All expenditures are expenses
Ⓑ All expenses are not expenditure
Ⓒ Expenses and expenditures are same
Ⓓ All expenses are expenditure
Ⓔ Capital expenditures are expenses

B Solve কারবার পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহলো খরচ বা Expenses আর সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জন বা উন্নয়নের জন্য বা ব্যবসায় গঠন ... জন্য যে ব্যয় হয় তাহলো Expenditure. সুতরাং All expenses are not Expenditure.

28. পূর্ব নির্ধারিত বাজেটের সাথে তুলনা করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয় কোথায়? [CU : 09-10]

Ⓐ প্রভেদ ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয় Ⓒ প্রান্তিক ব্যয়
Ⓓ প্রমাণ ব্যয় Ⓔ সুযোগ ব্যয়

D Solve প্রতিটি ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সম্পদ সর্বাধিককরণ। আর এজন্য প্রয়োজন হয় বাজেট অনুসারে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। তাই পূর্ব নির্ধারিত বাজেটের সাথে তুলনা করা হয় প্রমাণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে।

29. কোন খরচটি উপরি খরচ নহে? [CU : 08-09]

Ⓐ কারখানা শ্রমিকের মজুরি Ⓑ কারখানার বৈদ্যুতিক খরচ
Ⓒ কারখানার ভাড়া Ⓓ কারখানার অগ্নিবিমা সেলামি
Ⓔ কারখানার ঝাড়ুদারের বেতন

A Solve কারখানা শ্রমিকের মজুরি বাদে বাকি সবগুলো উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কারখানা শ্রমিকের মজুরি উপরি খরচ নহে। অতএব, প্রশ্নটির জন্য সঠিক উত্তরের Option টি হলো A।

30. উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত ৬০০ একক। সমাপনী মজুত ১২০০ একক। উৎপাদন ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা। মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ৩০,০০০ একক। একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত টাকা? [CU : 08-09]

Ⓐ ৯.৮০ Ⓑ ১০.২০ Ⓒ ৯.৬১
Ⓓ ১০ Ⓔ ১১

D Solve উৎপাদন ব্যয়কে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে একক প্রতি উৎপাদন পাওয়া যাবে।

∴ একক প্রতি ব্যয় = $\frac{৩,০০,০০০}{৩০,০০০}$ = ১০ টাকা।

[বি.দ্র. এখানে মনে রাখতে হবে, প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুত বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়ে প্রভাব ফেলবে না]

31. উৎপাদিত দ্রব্যের বিবরণীতে নিচের কোন দ্রব্যের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি মজুত দেখানো হয় [CU : 02-03]

Ⓐ কেবল কাঁচামাল চলতি কার্য Ⓑ কেবল চলতি কার্য
Ⓒ কেবল কাঁচামাল Ⓓ কেবল কাঁচামাল চলতি কার্য ও চূড়ান্ত দ্রব্য

A Solve উৎপাদিত দ্রব্যের বিবরণীতে উৎপাদন দ্রব্যের কাঁচামাল চলতি কার্য দ্রব্যের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি মজুত দেখানো হয়ে থাকে।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় ৭২৫০ টাকা এবং মুখ্যব্যয় ব্যবহৃত কাঁচামাল ২.৫ গুণ হলে প্রত্যক্ষ মজুরির পরিমাণ কত টাকা? [GST : 22-23]

Ⓐ ১০৮৭৫ Ⓑ ১৪৫০০ Ⓒ ১৮১২৫ Ⓓ ২৫৩৭৫

A Solve মুখ্য ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় × ২.৫)
= (৭,২৫০ × ২.৫) টাকা।
= ১৮,১২৫ টাকা।

আমরা জানি,
মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্যয়
∴ প্রত্যক্ষ মজুরি = মুখ্য ব্যয় – প্রত্যক্ষ কাঁচামাল – প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্যয়
= (১৮,১২৫ – ৭,২৫০ – ০) = ১০,৮৭৫ টাকা।

02. —— হলো পরিবহন শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি। [GST : 22-23]

Ⓐ পরিচালন ব্যয় Ⓑ প্রক্রিয়া ব্যয়
Ⓒ সেবা প্রদান ব্যয় Ⓓ জব ব্যয়

C Solve সেবা প্রদান ব্যয় হলো পরিবহন শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি। পরিচালন ব্যয়, প্রক্রিয়া ব্যয় এবং জব ব্যয় উৎপাদনমুখী শিল্পের (Manufacturing Industry) জন্য প্রযোজ্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

03. ১০ ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় ২০০ টাকা। প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য কত টাকা হলে বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফা হবে? [GST-C: 21-22]

Ⓐ ২০ Ⓑ ২৫ Ⓒ ২৪ Ⓓ ১৫

Ⓑ Solve একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = $\frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন একক}}$

$= \frac{২০০}{১০}$ টাকা = ২০ টাকা।

বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফায় একক প্রতি মুনাফা = $\frac{২০ \times ২০}{১০০ - ২০}$ টাকা = ৫ টাকা।

∴ প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য = (২০ + ৫) টাকা = ২৫ টাকা।

সুতরাং প্রতি ইউনিট ২৫ টাকায় বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% মুনাফা হবে।

04. কোনটি স্থায়ী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য? [GST-C: 21-22]

Ⓐ একক প্রতি ব্যয় স্থির
Ⓑ একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল
Ⓒ মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল
Ⓓ মোট ব্যয় সীমাহীন

Ⓑ Solve স্থায়ী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য হবে, এটি মোট অংকে স্থির এবং উৎপাদনের এককের পরিবর্তনের ফলে একক প্রতি ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় পরিবর্তনশীল।

05. প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + সরাসরি ব্যয় – সমাপনী মজুত সমান =? [SUST: 19-20]

Ⓐ প্রশাসনিক ব্যয় Ⓑ নিট মুনাফা Ⓒ পরিচালন পুঁজি
Ⓓ মুখ্য ব্যয় Ⓔ প্রত্যাশিত বিক্রয় ব্যয়

Ⓓ Solve প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + সরাসরি ব্যয় – সমাপনী মজুত = মুখ্য ব্যয়।

06. কোন ব্যয়টি রূপান্তর খরচের অংশ নয়? [IU: 19-20]

Ⓐ মজুরি
Ⓑ কারখানার বিদ্যুৎ খরচ
Ⓒ যন্ত্রপাতি অবচয়
Ⓓ আন্তঃপরিবহণ

Ⓓ Solve রূপান্তর ব্যয় – প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয়.
∴ আন্তঃপরিবহন ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়।

07. কোনটি উৎপাদনের ব্যয়ের উপাদান নয়? [IU: 19-20]

Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি
Ⓒ ডেলিভারি ভ্যানের অবচয়
Ⓓ পরোক্ষ কাঁচামাল

Ⓒ Solve ডেলিভারি ভ্যানের অবচয় হলো বিক্রয় উপরিব্যয়। এটি পরিচালন ব্যয়ের অংশ, উৎপাদন ব্যয়ের নয়। A,B,D উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান।

08. কাঁচামাল ৩৫,০০০ টাকা, কারখানার মজুরি ৬০,০০০ টাকা, কারখানা উপরি ব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ২০%, অফিস ও বিক্রয় উপরি ব্যয় কারখানা উপরি ব্যয়ের ৮০%। ২০% লাভে পণ্য বিক্রয় করা হলে মোট উৎপাদন ব্যয় কত? [CoU: 19-20]

Ⓐ ১,০৬,০০০ টাকা
Ⓑ ১,০৭,০০০ টাকা
Ⓒ ১,১৬,০০০ টাকা
Ⓓ ১,১৭,০০০ টাকা

Ⓑ Solve কারখানা উপরিব্যয় = (৬০,০০০ × ২০%) = ১২,০০০ টাকা।
∴ মোট উৎপাদন ব্যয় = (কাঁচামাল + মজুরি + কারখান উপরি ব্যয়)
= (৩৫,০০০ + ৬০,০০০ + ১২,০০০) = ১,০৭,০০০ টাকা।

09. কাঠ ক্রয় ৫০,০০০ টাকা প্রত্যক্ষ মজুরি ৩০,০০০ টাকা, গাম ও আইকা ক্রয় ১,২০০ টাকা, সিরিষ কাগজ ক্রয় ৫০০ টাকা, কারখানা সুপারভাইজারের বেতন ৩,০০০ টাকা, মেশিনের অবচয় ২,০০০ টাকা, তারকাটা ক্রয় ১,০০০ টাকা, শো-রুমের ভাড়া প্রদান ৪,০০০ টাকা। কারখানা উপরি ব্যয়ের পরিমাণ কত হবে? [CoU: 19-20]

Ⓐ ২,০০০ টাকা
Ⓑ ৩,০০০ টাকা
Ⓒ ৬,৫০০ টাকা
Ⓓ ৭,৭০০ টাকা

Ⓓ Solve কারখানা উপরি ব্যয় = (গাম ও আইকা + সিরিষ কাগজ + কারখানা সুপারভাইজারের বেতন + মেশিনের অবচয় + তারকাটা)
= (১,২০০ + ৫০০ + ৩,০০০ + ২,০০০ + ১,০০০) = ৭,৭০০ টাকা।

10. কাঁচামাল ক্রয় ৬৬,০০০ টাকা, মজুরি ৫২,৫০০ টাকা এবং কারখানার উপরি ব্যয় ৫,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কত টাকা? [CoU: 19-20]

Ⓐ ৬৬,০০০ টাকা
Ⓑ ১,২৩,৫০০ টাকা
Ⓒ ৫৭,৫০০ টাকা
Ⓓ ১,১৮,৫০০ টাকা

Ⓓ Solve মুখ্য ব্যয় = (কাঁচামাল + মজুরি) = (৬৬,০০০ + ৫২,৫০০) = ১,১৮,৫০০ টাকা।

11. কাঁচামাল ব্যয় ১৫,০০০ টাকা, অলস সময়ের ব্যয় ৩,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ৮,০০০ টাকা, কারখানা ভাড়া প্রদান ৫,০০০ টাকা, শো-রুম ব্যবস্থাপকের বেতন প্রদান ১০,০০০ টাকা। মোট নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ কত? [CoU: 19-20]

Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ১৮,০০০ টাকা Ⓒ ২৩,০০০ টাকা Ⓓ ২৬,০০০ টাকা

Ⓓ Solve নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় = পরিবর্তনশীল ব্যয়
∴ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় = (কাঁচামাল + অলস সময়ের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি)
= (১৫,০০০ + ৩,০০০ + ৮,০০০) = ২৬,০০০ টাকা

12. ব্যবহৃত কাঁচামাল ৯০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৮০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরির উপর ৬০% কারখানার উপরি খরচ, প্রত্যক্ষ মজুরির ৪০% বণ্টন উপরি ব্যয় এবং কারখানার ব্যয়ের ১০% প্রশাসনিক উপরি ব্যয়। মোট ব্যয় কত টাকা হবে? [CoU: 19-20]

Ⓐ ২,০২,০০০ টাকা
Ⓑ ২,১৮,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৫০,০০০ টাকা
Ⓓ ২,৭১,৮০০ টাকা

Ⓓ Solve কারখানা উপরি ব্যয় = (৮০,০০০ × ৬০%) = ৪৮,০০০ টাকা
∴ কারখানা ব্যয় = (৯০,০০০ + ৮০,০০০ + ৪৮,০০০) = ২,১৮,০০০ টাকা
∴ বণ্টন ব্যয় = (৮০,০০০ × ৪০%) = ৩২,০০০ টাকা।
∴ প্রশাসনিক ব্যয় = (২,১৮,০০০ × ১০%) = ২১,৮০০ টাকা।
অতএব, মোট ব্যয় = (কারখানা ব্যয় + বণ্টন ব্যয় + প্রশাসনিক ব্যয়)
= (২,১৮,০০০ + ৩২,০০০ + ২১,৮০০) = ২,৭১,৮০০ টাকা

13. একজন প্রস্তুতকারক ২০১৮ সালে ১৫,৬০০ একক পণ্য উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত খাতে ব্যয় করে। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১০,৫০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ২১,০০০ টাকা, উৎপাদন উপরিব্যয় ১৫,৩০০ টাকা, প্রশাসনিক উপরিব্যয় ১৫,৬০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ৩১,২০০ টাকা। একক প্রতি মোট ব্যয় কত? [KU: 19-20]

Ⓐ ৪.০০ টাকা Ⓑ ৩.০২ টাকা Ⓒ ৫.০০ টাকা Ⓓ ৬.০০ টাকা

Ⓓ Solve মোট ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + উৎপাদন উপরিব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয় + বিক্রয় উপরিব্যয়)
= (১০,৫০০ + ২১,০০০ + ১৫,৩০০ + ১৫,৬০০ + ৩১,২০০) = ৯৩,৬০০ টাকা

∴ একক প্রতি মোট ব্যয় = $\frac{৯৩,৬০০}{১৫,৬০০}$ = ৬ টাকা।

14. আয়েশা বুটিকস এর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩,০০০ একক এবং চলতি হিসাবকালে তা উৎপাদনের পাশাপাশি সম্পূর্ণই বিক্রি হয়। হিসাব তথ্য অনুযায়ী একক প্রতি বিক্রয়মূল্য ৫০ টাকা, পরিবর্তনশীল ব্যয় ২৫ টাকা এবং স্থায়ী ব্যয় ১৫ টাকা। ব্যবসায়ের নিরাপত্তা প্রান্ত কত? [CoU-C: 18-19]

Ⓐ ৬০,০০০ টাকা Ⓑ ৬৫,০০০ টাকা Ⓒ ৭০,০০০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা

Ⓐ Solve সমচ্ছেদ বিন্দুতে একক

$= \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য} - \text{একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$

$= \frac{৪৫,০০০}{৫০ - ২৫}$ = ১,৮০০ একক

∴ নিরাপত্তা প্রান্ত = (৩,০০০ – ১,৮০০) × ৫০ = ৬০,০০০ টাকা।
অতএব, স্থায়ী ব্যয় = ১৫ × ৩,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত নয়? [CoU-C : 18-19]

... ক্রয় বাট্টা — Ⓑ আয়কর

... ক্রয় পরিবহন — Ⓓ ক্রয় পরিবহন

Ⓑ Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো ক্রয় বাট্টা, ... পরিবহন, ক্রয় পরিবহন। আয়কর উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

...কোনটি বা কোনগুলো মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত? [BSMRSTU : 18-19]

1. প্রত্যক্ষ মজুরি — 2. কারখানা উপরি ব্যয়

3. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল — 4. প্রত্যক্ষ খরচ

Ⓐ 1, 2, 3 — Ⓑ 2, 3, 4

Ⓒ 1, 3, 4 — Ⓓ 1, 2, 4

Ⓒ Solve মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হলো- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ।

...মুখ্য ব্যয় ৬,৮০,০০০ টাকা, কারখানার উপরি ব্যয় ১,৭০,০০০ টাকা, বিক্রয় উপরি ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা এবং প্রশাসনিক উপরি ব্যয় ৯০,০০০ টাকা। বিক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার ২৫% হলে বিক্রয়মূল্য কত টাকা? [CoU-C : 18-19]

Ⓐ ১২,৪০,০০০ টাকা — Ⓑ ১২,৩৭,৫০০ টাকা

Ⓒ ১২,০০,০০০ টাকা — Ⓓ ১৩,১৯,৯৬৭ টাকা

Ⓓ Solve মোট ব্যয় = (মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি ব্যয় + বিক্রয় উপরি ব্যয় + প্রশাসনিক উপরি ব্যয়)

= (৬,৮০,০০০ + ১,৭০,০০০ + ১,০০,০০০ + ৯০,০০০) = ৯,৯০,০০০ টাকা।

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ৩৩.৩৩%। মুনাফা = ৯,৯০,০০০ × ৩৩.৩৩% = ৩,২৯,৯৬৭ টাকা।

বিক্রয়মূল্য = (মোট ব্যয় + মুনাফা) = (৯,৯০,০০০ + ৩,২৯,৯৬৭)

= ১৩,১৯,৯৬৭ টাকা।

...মুখ্য ব্যয় = ? [JKKNIU-C : 18-19]

Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ কাঁচামাল

Ⓑ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি

Ⓒ প্রত্যক্ষ মজুরি + পরোক্ষ মজুরি

Ⓓ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + কারখানা উপরি ব্যয়

Ⓑ Solve গাণিতিক সমস্যার জন্য প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

→ মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ

→ উৎপাদন ব্যয় (কারখানা ব্যয়) = মুখ্য ব্যয় + উৎপাদন উপরি ব্যয়

→ বিক্রয়মূল্য = মোট ব্যয় (বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়) + মোট লাভ

→ রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + উৎপাদন (কারখানা) উপরি ব্যয়।

...কাঁচামাল ক্রয় ১,৩২,০০০ টাকা, মজুরি ১,০৫,০০০ টাকা, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ৭,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কত টাকা? [JKKNIU-C : 16-17]

Ⓐ ২,৩৭,০০০ টাকা — Ⓑ ১,৩৯,০০০ টাকা

Ⓒ ২,৪৪,০০০ টাকা — Ⓓ ১,১২,০০০ টাকা

Ⓒ Solve মুখ্য ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ) = (১,৩২,০০০ + ১,০৫,০০০ + ৭,০০০)

= ২,৪৪,০০০ টাকা।

...প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ২,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ মজুরি ১,০০০ টাকা পরোক্ষ খরচ ২,০০০ টাকা; বিজ্ঞাপন খরচ ১,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কত? [CoU : 16-17]

Ⓐ ২,০০০ টাকা — Ⓑ ৩,০০০ টাকা

Ⓒ ৫,০০০ টাকা — Ⓓ ৬,০০০ টাকা

Ⓑ Solve মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ) = (২,০০০ + ১,০০০ + ০০০) = ৩,০০০ টাকা।

21. একটি কোম্পানির মোট ব্যয় স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয় নিয়ে গঠিত। ২০১৫ সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৬০০ একক ও ৫,৬০,০০০ টাকা। ২০১৬ সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১০০০ একক ও ৬,০০,০০০ টাকা হলো। কোম্পানির স্থায়ী ব্যয়ের পরিমাণ কত? [SUST : 16-17]

Ⓐ ৩,০০,০০০ — Ⓑ ৪,০০,০০০ — Ⓒ ৫,০০,০০০

Ⓓ ৬,০০,০০০ — Ⓔ ৫,৮০,০০০

Ⓒ Solve ২০১৫ থেকে ২০১৬ তে অতিরিক্ত উৎপাদন = (১,০০০ − ৬০০) = ৪০০ একক।

অতিরিক্ত ব্যয় = (৬,০০,০০০ − ৫,৬০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

যেহেতু স্থায়ী ব্যয় পরিবর্তিত হয় না, তাই অতিরিক্ত ব্যয়কে অতিরিক্ত একক দ্বারা ভাগ করলে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় পাওয়া যাবে।

∴ একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় = $\frac{৪০,০০০}{৪০০}$ = ১০০ টাকা।

আমরা জানি, স্থায়ী ব্যয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় = মোট ব্যয়

অর্থাৎ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় = (১০০ × ৬০০) = ৬০,০০০ টাকা।

∴ স্থায়ী ব্যয় = ৫,৬০,০০০ − ৬০,০০০ = ৫,০০,০০০ টাকা।

22. উৎপাদন ব্যয়ের প্রধান ও মৌলিক উপাদান কোনটি? [IU : 15-16]

Ⓐ প্রত্যক্ষ শ্রম — Ⓑ প্রত্যক্ষ মাল — Ⓒ প্রত্যক্ষ খরচ — Ⓓ সবগুলো

Ⓓ Solve উৎপাদন ব্যয়ের প্রধান বা মৌলিক উপাদান ৩টি। ১. প্রত্যক্ষ মাল ২. প্রত্যক্ষ শ্রম ও ৩. প্রত্যক্ষ খরচ

23. কাঁচামাল ১,০০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ শ্রম ৮০,০০০ টাকা, কারখানা ভাড়া ২০,০০০ টাকা, অফিস দালানকোঠার অবচয় ২০,০০০ টাকা। পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ কত? [CoU : 15-16]

Ⓐ ১,০০,০০০ টাকা — Ⓑ ১,৮০,০০০ টাকা

Ⓒ ২,০০,০০০ টাকা — Ⓓ ২,২০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve পরিবর্তনশীল ব্যয় = কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম

= (১,০০,০০০ + ৮০,০০০) = ১,৮০,০০০ টাকা।

24. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ব্যয় প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ৩ গুণ, কাঁচামালের ব্যয় ১১০০ টাকা হলে প্রত্যক্ষ মজুরি কত? [PUST : 15-16]

Ⓐ ২,০০০ টাকা — Ⓑ ২,২০০ টাকা — Ⓒ ১,০০০ টাকা — Ⓓ ৩,০০০ টাকা

Ⓑ Solve মুখ্য ব্যয় = ১,১০০ × ৩ = ৩,৩০০ টাকা।

∴ প্রত্যক্ষ মজুরি = (মুখ্য ব্যয় − কাঁচামালের ব্যয়)

= (৩,৩০০ − ১,১০০) টাকা = ২,২০০ টাকা।

25. কাঁচামাল ৩০,০০০ টাকা, শ্রম ব্যয় ২০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ ব্যয় ১০,০০০ টাকা, কারখানা উপরি খরচ ২০,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কত? [MBSTU : 15-16]

Ⓐ ৫০,০০০ টাকা — Ⓑ ৬০,০০০ টাকা

Ⓒ ৮০,০০০ টাকা — Ⓓ কোনোটাই নহে

Ⓑ Solve মুখ্য ব্যয় = (কাঁচামাল + শ্রম ব্যয় + প্রত্যক্ষ ব্যয়)

= (৩০,০০০ + ২০,০০০ + ১০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

26. মেশিনের জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল কোনটির উদাহরণ? [IU : 13-14]

Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল — Ⓑ পরোক্ষ কাঁচামাল

Ⓒ উৎপাদন খরচ — Ⓓ প্রত্যক্ষ শ্রম

Ⓑ Solve মেশিনের জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল পরোক্ষ কাঁচামাল হিসেবে গণ্য হয়।

27. কোনটি স্থায়ী ব্যয়ের উদাহরণ? [IU : 13-14]

Ⓐ নিরীক্ষা খরচ — Ⓑ মোড়কের খরচ

Ⓒ শ্রমিকের মজুরি — Ⓓ কারখানা বিল্ডিং ভাড়া ও অবচয়

Ⓓ Solve কারখানা বিল্ডিং ও অবচয় সাধারণত স্থায়ী ব্যয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

28. নিচের কোনটি লাভ-ক্ষতি হিসাবে চার্জ করতে হবে? [IU : 13-14]

Ⓐ অফিসের ভাড়া   Ⓑ দলিল খরচ
Ⓒ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল   Ⓓ কাঁচামালের পরিবহন ব্যয়

Ⓐ Solve অফিসের ভাড়া যা অফিস ও প্রশাসনিক উপরি ব্যয়। এটি লাভ-ক্ষতি হিসাবে চার্জ করা হয়।

29. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ২০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৪০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ খরচ ৬,০০০ টাকা, কারখানার উপরি ব্যয় ১০,০০০ টাকা। মুখ্য ব্যয় ও রূপান্তরিত ব্যয় কত? [CoU : 12-13]

Ⓐ ৮৬,০০০ টাকা ও ৭৬,০০০ টাকা   Ⓑ ৮৪,০০০ টাকা ও ৮০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫৬,০০০ টাকা ও ৬৬,০০০ টাকা   Ⓓ ৬৬,০০০ টাকা ও ৫৬,০০০ টাকা

Ⓓ Solve এখানে, মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ) = (২০,০০০ + ৪০,০০০ + ৬,০০০) = ৬৬,০০০ টাকা।
রূপান্তরিত ব্যয় = (প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানা উপরিব্যয়) = (৪০,০০০ + ৬,০০০ + ১০,০০০) = ৫৬,০০০ টাকা।

30. প্রত্যক্ষ মজুরি ৬,০০০ টাকা, কাঁচামাল ২৫,০০০ টাকা, অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ৩,০০০ টাকা, কারখানা উপরি ব্যয় ৩,০০০ টাকা হলে, রূপান্তর ব্যয় কত? [CoU : 12-13]

Ⓐ ১২,০০০ টাকা Ⓑ ৩,০০০ টাকা Ⓒ ৩৭,০০০ টাকা Ⓓ ৬,০০০ টাকা

Ⓐ Solve রূপান্তর ব্যয় = (প্রত্যক্ষ শ্রম + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানা উপরিব্যয়) = (৬,০০০ + ৩,০০০ + ৩,০০০) = ১২,০০০ টাকা।

31. একটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক কাঁচামালের মূল্য ২,০০০ টাকা, ক্রয়কৃত কাঁচামালের মূল্য ১৪,০০০ টাকা এবং সমাপনী কাঁচামালের মূল্য ২,৭০০ টাকা। তাহলে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য কত? [PUST : 12-13]

Ⓐ ১১,৩০০ টাকা Ⓑ ১৩,৩০০ টাকা Ⓒ ১৬,০০০ টাকা Ⓓ ১২,০০০ টাকা

Ⓑ Solve ব্যবহৃত কাঁচামাল = (প্রারম্ভিক কাঁচামাল + কাঁচামাল ক্রয় – সমাপনী কাঁচামাল) = (২,০০০ + ১৪,০০০ – ২,৭০০) = ১৩,৩০০ টাকা।

32. কোন্ উক্তিটি সঠিক নয়? [SUST : 12-13]

Ⓐ বিমা একটি স্থায়ী ব্যয়
Ⓑ সুপারভাইজারের বেতন অর্ধস্থায়ী ব্যয়
Ⓒ টেন্ডার পাওয়ার জন্য উপহার প্রদান আরোপণযোগ্য খরচ
Ⓓ বিক্রয়োত্তর সেবার ব্যয় উৎপাদন ব্যয়
Ⓔ মজুরি পরিবর্তনশীল ব্যয়

Ⓓ Solve এখানে বিক্রয়োত্তর সেবার ব্যয় উৎপাদন ব্যয় নয়। এটি বিক্রয় ও বন্টন উপরি ব্যয়ের অন্তর্গত।

33. একজন ব্যবসায়ী ৫০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো করেছে; কাঁচামাল ৩০,০০০ টাকা; মজুরি ১০,০০০ টাকা; কারখানা উপরি ব্যয় কাঁচামালের ২০%; বিক্রয় খরচ কারখানা উপরি ব্যয়ের ২৫%। প্রতি একক কত টাকায় বিক্রয় করলে মোট ব্যয়ের ২০% লাভ হবে? [MBSTU : 12-13]

Ⓐ ১০৪ টাকা Ⓑ ১১৪ টাকা Ⓒ ১২৪ টাকা Ⓓ ১৩৪ টাকা

Ⓑ Solve

এখানে, কাঁচামাল ব্যয়	=	৩০,০০০ টাকা
(+) মজুরি	=	১০,০০০ টাকা
মুখ্য ব্যয়	=	৪০,০০০ টাকা
(+) কারখানা উপরি ব্যয় (৩০,০০০ × ২০%)	=	৬,০০০ টাকা
উৎপাদন ব্যয়	=	৪৬,০০০ টাকা
(+) বিক্রয় উপরি ব্যয় (৬,০০০ × ২৫%)	=	১,৫০০ টাকা
মোট ব্যয়	=	৪৭,৫০০ টাকা

এখন, ৫০০ এককের মোট ব্যয় = ৪৭,৫০০ টাকা।
সুতরাং একক প্রতি মোট ব্যয় = (৪৭,৫০০ ÷ ৫০০) = ৯৫ টাকা।
একক প্রতি বিক্রয়মূল্য = মোট ব্যয় + লাভ = ৯৫ + (৯৫ × ২০%) = ১১৪ টাকা।

34. উৎপাদন ব্যয় হিসাবে রূপান্তর ব্যয় হলো- [JKKNIU-C : 12-13]

Ⓐ কাঁচামাল + শ্রম ব্যয়   Ⓑ উপরি ব্যয় + শ্রম ব্যয়
Ⓒ কাঁচামাল + উপরি ব্যয়   Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সকল প্রকার উপরি ব্যয় ও শ্রম ব্যয়কে সম্মিলিতভাবে রূপান্তর ব্যয় ধরা হয়।

35. ২০১০ সালে মল্লিক কোং এর বিক্রয় ৩,৭৬০০০ টাকা, মোট লাভ ১,৭৬০০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৬৬,০০০ টাকা, নগদ লভ্যাংশ প্রদান ৩০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ ২০,০০০ টাকা। করের হার ৩০% হলে আয়করের পরিমাণ কত? [JnU : 11-12]

Ⓐ ১৮,০০০ টাকা   Ⓑ ৫১,৮০০ টাকা
Ⓒ ১,১২,৮০০ টাকা   Ⓓ ২৭,০০০ টাকা

Ⓓ Solve এখানে, আয়করের পরিমাণ = (মোট লাভ – পরিচালন ব্যয় – অন্যান্য খরচ) × ৩০% = (১,৭৬,০০০ – ৬৬,০০০ – ২০,০০০) × ৩০%
= ৯০,০০০ × ৩০% = ২৭,০০০ টাকা।
[এখানে, নগদ লভ্যাংশ প্রদান প্রভাবিত হবে না কারণ, আয়কর হিসাবের পরবর্তী লাভের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।]

36. কোন বাজেট প্রথম প্রস্তুত করা হয়? [IU : 11-12]

Ⓐ বিক্রয় বাজেট   Ⓑ উৎপাদন বাজেট
Ⓒ কাঁচামাল বাজেট   Ⓓ নগদ বাজেট

Ⓐ Solve বাজেট বিভিন্ন শ্রেণির হয়ে থাকে। যথা: উৎপাদন বাজেট, বিক্রয় বাজেট, মূলধন বাজেট, নগদ বাজেট ইত্যাদি। এসকল বাজেটের মধ্যে বিক্রয় বাজেট প্রথম প্রস্তুত করা হয়।

37. কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত ৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৩,০০০ টাকা, ক্রয় ৫০০ টাকা ও প্রত্যক্ষ কারখানা মজুরি ৫০০ টাকা। মুখ্য ব্যয় কত? [BRUR : 11-12]

Ⓐ ২,৫০০ টাকা   Ⓑ ৩,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,০০০ টাকা   Ⓓ ৩,৫০০ টাকা

Ⓑ Solve মুখ্য ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম)
= ২,৫০০ + ৫০০ = ৩,০০০ টাকা।
ব্যবহৃত কাঁচামাল = (প্রারম্ভিক মজুত কাঁচামাল + ক্রয় – সমাপনী কাঁচামাল)
= (৫,০০০ + ৫০০ – ৩,০০০) = ২,৫০০ টাকা।

38. নিচের কোনটি প্রশাসনিক উপরি ব্যয় নয়? [BRUR : 11-12]

Ⓐ অফিস ভাড়া   Ⓑ কাঁচামাল ক্রয়
Ⓒ বিমা সেলামি   Ⓓ বেতন

Ⓑ Solve এখানে, কাঁচামাল বাদে বাকি সবই প্রশাসনিক উপরি ব্যয়ের উদাহরণ।

39. কোন ধরনের মজুতে মজুরি খরচ অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়? [JnU : 09-10]

Ⓐ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত পণ্য   Ⓑ কাঁচামাল মজুত
Ⓒ প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মজুতে   Ⓓ A ও C তে

Ⓓ Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মজুতে মজুরি খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

40. যদি বিক্রয় রাজস্ব ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ২,৫০,০০০ টাকা এবং কার্যকর ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হয় তবে মোট মুনাফা কত? [JnU : 08-09; PUST : 11-12]

Ⓐ টা. ৯০,০০০   Ⓑ টা. ১,৫০,০০০
Ⓒ টা. ৩,৪০,০০০   Ⓓ টা. ৪,০০,০০০

Ⓑ Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণী অনুসারে, বিক্রয় রাজস্ব হতে বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।
অতএব, মুনাফা = (৪,০০,০০০ – ২,৫০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা।

CamScanner

... কোনটি প্রশাসনিক উপরি খরচ? [Ctg.U: 07-08]
Ⓐ অফিস ভাড়া Ⓑ বিজ্ঞাপন
Ⓒ বিক্রয় খরচ Ⓓ বিমা

Ⓐ Solve অফিস ভাড়া প্রশাসনিক উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে বিজ্ঞাপন, বিক্রয় খরচ ও বিমা প্রশাসনিক উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবল মাত্র অফিস ভাড়া প্রশাসনিক উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত।

... বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় পেতে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয় থেকে [Jn.U: 07-08]
Ⓐ প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াধীন মজুদ বাদ সমাপনী প্রক্রিয়াধীন মজুদ
Ⓑ সমাপনী প্রক্রিয়াধীন মজুদ বাদ প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াধীন মজুদ
Ⓒ প্রারম্ভিক সম্পন্ন দ্রব্যের মজুদ বাদ সমাপনী সম্পন্ন দ্রব্যের মজুদ
Ⓓ সমাপনী সম্পন্ন দ্রব্যের মজুদ বাদ প্রারম্ভিক সম্পন্ন দ্রব্যের মজুদ

Ⓒ Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী, উৎপাদনকারীর বিক্রীত পণ্যের ব্যয় পেতে প্রারম্ভিক সম্পন্ন দ্রব্যের মজুদ যোগ এবং সমাপনী সম্পন্ন দ্রব্যের মজুদ বিয়োগ করতে হবে।

... ফসলের ক্রয়মূল্য নির্ণয়ে জটিলতা থাকায় সর্বদা উহার বাজারমূল্য দেখানো হয় কারণ [Ctg.U: 07-08]
Ⓐ ... নীতি Ⓑ বাস্তব ধীকৃত নীতি
Ⓒ ... সীমাবদ্ধতা Ⓓ শিল্পে প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা

Ⓓ Solve বিচক্ষণনীতি অনুসারে আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় করা হয়। ... নীতি অনুসারে আয় বা ব্যয় যে হিসাবকালে সংঘটিত হয় সে হিসাবকালেই লিপিবদ্ধ করা হয়। বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা অনুসারে লেনদেনসমূহ ... গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়। এজন্য পিনের মেশিন, ... দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার করা গেলেও এদেরকে সম্পত্তি হিসেবে না দেখিয়ে ... ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়। সুতরাং শিল্পে প্রয়োগের ... কারণে, কৃষিজাত ফসলের ক্রয়মূল্য নির্ণয়ে জটিলতা থাকায় সর্বদা ... বাজারমূল্য দেখানো হয়।

44. নিচের কোনটি মুখ্য ব্যয়ের অংশ নয়? [Ctg.U: 07-08]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি
Ⓒ বিজ্ঞাপন খরচ Ⓓ উৎপাদন সংক্রান্ত সরাসরি ব্যয়

Ⓒ Solve উৎপাদন ব্যতীত সকল প্রত্যক্ষ ব্যয়ই মুখ্য ব্যয়ের অংশ।

45. একটি পণ্য সম্পাদন করতে নিম্নের ব্যয়গুলো সংঘটিত হয়। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল টা. ৫০,০০০, প্রত্যক্ষ মজুরি টা. ৪০,০০০, প্রত্যক্ষ খরচ টাকা ৩০,০০০ এবং কারখানা উপরি খরচ ৩০,০০০ টাকা। পণ্য সম্পাদনের মুখ্য ব্যয় কত? [Jn.U: 06-07]
Ⓐ ৯০,০০০ টাকা Ⓑ ১,২০,০০০ টাকা
Ⓒ ৭০,০০০ টাকা Ⓓ ১,৫০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve আমরা জানি যে, মুখ্য ব্যয় নির্ণয়ের সূত্রটি হলো,
মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ)
= (৫০,০০০ + ৪০,০০০ + ৩০,০০০) = ১,২০,০০০ টাকা।

46. বাংলাদেশ লি. ২০০৬ সালে টা. ৫,০০,০০০ বিক্রয় করে। কোম্পানি বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে মুনাফার্জন করে। ২০০৬ সালে কোম্পানির বিক্রয়ের উৎপাদন ব্যয় কত? [Jn.U: 06-07]
Ⓐ ১০,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ১৬,৬৬,৬৬৭ টাকা Ⓓ ৬,০০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে মুনাফা হলে,
মোট মুনাফা = (৫,০০,০০০ × ২০%) = ১,০০,০০০ টাকা।
আমরা জানি যে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মুনাফা
অতএব, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৫,০০,০০০ – ১,০০,০০০) টাকা।
= ৪,০০,০০০ টাকা।

47. নিম্নের কোন দফাটি উৎপাদন উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত নয়? [Jn.U: 05-06]
Ⓐ বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বেতন Ⓑ কারখানা ব্যবস্থাপকের বেতন
Ⓒ কারখানা মেরামতকারীর মজুরি Ⓓ দ্রব্য পরিদর্শকের বেতন

Ⓐ Solve উৎপাদনের জন্য কারখানার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ উৎপাদন উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং Option (A) ই উৎপাদন উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

Step 4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

... ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র নিচের কোনটি? [DHA-22; CHI-19]
Ⓐ মুখ্য ব্যয় + উৎপাদন উপরিব্যয়
Ⓑ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম
Ⓒ মুখ্য ব্যয় + প্রত্যক্ষ ব্যয় + প্রত্যক্ষ কাঁচামাল
Ⓓ মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরিব্যয় Ans Ⓐ

... একক পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ৪০০ টাকা। কোম্পানি বিক্রয়মূল্যের উপর ...% মুনাফা করে। প্রতি একক পণ্যের বিক্রয়মূল্য কত? [DHA-22]
Ⓐ ... টাকা Ⓑ ২০ টাকা
Ⓒ ... টাকা Ⓓ ৩০ টাকা Ans Ⓒ

... কারখানার উপরি ব্যয়? [MYM-22]
Ⓐ প্রত্যক্ষ মজুরি Ⓑ অফিস ভাড়া
Ⓒ ... Ⓓ আসবাবপত্রের অবচয় Ans Ⓒ

... কাঁচামাল ২০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫,০০০ টাকা, কারখানা ... প্রত্যক্ষ মজুরির ৪০% হলে কারখানা ব্যয় কত? [RAJ-22]
Ⓐ ... টাকা Ⓑ ২২,০০০ টাকা
Ⓒ ... টাকা Ⓓ ২৭,০০০ টাকা Ans Ⓓ

... ২০,০০০ টাকা, মজুরি ১২,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ৮,০০০ টাকা, প্রশাসনিক খরচ ২,০০০ টাকা। উৎপাদন একক ২,০০০ হলে একক ... উৎপাদন ব্যয় কত? [RAJ-22]
Ⓐ ... টাকা Ⓑ ২২ টাকা
Ⓒ ... টাকা Ⓓ ২৬ টাকা Ans Ⓒ

06. মোট ব্যয়ের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার কত হবে? [DIN-22]
Ⓐ ২০% Ⓑ ২৫%
Ⓒ ৩৩.৩৩% Ⓓ ৩০% Ans Ⓐ

07. প্রারম্ভিক কাঁচামাল ৫,০০০ টাকা, সমাপনী কাঁচামাল ১৩,০০০ টাকা, কাঁচামাল ক্রয় ১৫,০০০ টাকা ও প্রত্যক্ষ মজুরি ৫,০০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় কত টাকা? [DIN-22]
Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ১১,০০০ টাকা
Ⓒ ১২,০০০ টাকা Ⓓ ১৩,০০০ টাকা Ans Ⓒ

08. একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় ২০,০০০ টাকা, কারখানা ভাড়া ২,০০০ টাকা, মুখ্য ব্যয় ৪৩,০০০ টাকা, কারখানা ম্যানেজারের বেতন ৩,০০০ টাকা, বিজ্ঞাপন খরচ ২০০০ টাকা হলে কারখানার উৎপাদন ব্যয় কত? [COM-22]
Ⓐ ৭০,০০০ টাকা Ⓑ ৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৮,০০০ টাকা Ⓓ ২৭,০০০ টাকা Ans Ⓒ

09. উৎপাদন ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় হয় কোন খাতে? [COM-22]
Ⓐ মজুরি বা শ্রম ব্যয় Ⓑ কারখানা ব্যয়
Ⓒ কাঁচামাল ক্রয় Ⓓ প্রশাসনিক ব্যয় Ans Ⓒ

10. যে সকল খরচ কারখানার সাথে জড়িত কিন্তু এক একটা পণ্যের জন্য আলাদাভাবে না হয়ে সকল পণ্যের জন্য একত্রে হয়ে থাকে তাকে– [COM-22]
Ⓐ কারখানার পরোক্ষ খরচ বলে Ⓑ কারখানার প্রত্যক্ষ খরচ বলে
Ⓒ বিক্রয় উপরিব্যয় বলে Ⓓ প্রশাসনিক উপরিব্যয় বলে Ans Ⓐ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

11. উৎপাদন ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী? [CHI-22, BAR-19, DIN-19]
Ⓐ ব্যয় নির্ধারণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
Ⓑ উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় ও তথ্য সরবরাহ
Ⓒ তথ্য সরবরাহ ও মুনাফা বৃদ্ধিকরণ
Ⓓ লাভ ক্ষতি নির্ণয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
Ans Ⓐ

12. ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + প্রত্যক্ষ খরচ = ? [SYL-22]
Ⓐ উৎপাদন ব্যয় Ⓑ মোট ব্যয়
Ⓒ মুখ্য ব্যয় Ⓓ কারখানা ব্যয়
Ans Ⓒ

13. কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ ২৬,০০০ টাকা, কাঁচামাল ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা, কাঁচামালের পরিবহন ব্যয় ৪,০০০ টাকা এবং কাঁচামালের সমাপনী মজুদ ৬,০০০ টাকা হলে কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য কত? [JES-22]
Ⓐ ১,৫০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৪৪,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৪০,০০০ টাকা Ⓓ ১,২৪,০০০ টাকা
Ans Ⓑ

14. উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতিতে কোনটি উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়ের অংশ নয়? [BAR-22]
Ⓐ অফিসের বেতন Ⓑ কারখানা ভাড়া
Ⓒ কাঁচামাল Ⓓ মজুরি
Ans Ⓐ

15. দরপত্র ব্যয় বিবরণীতে অতীতের খরচের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কোন ব্যয়কে অনুমান করা যায়? [BAR-22]
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ কারখানা উপরিব্যয়
Ⓒ প্রত্যক্ষ মজুরি Ⓓ বিশেষ ডিজাইন ব্যয়
Ans Ⓑ

16. বিক্রয় খরচ ও প্রশাসনিক খরচের সংমিশ্রণকে কী বলা হয়? [BAR-21]
Ⓐ সাধারণ খরচ Ⓑ অন্যান্য খরচ
Ⓒ পরিচালন খরচ Ⓓ মোট খরচ
Ans Ⓒ

17. একটি পণ্যের কাঁচামালের ব্যয় ৪০,০০০টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৩২,০০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ১২,০০০ টাকা এবং রূপান্তর ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। পণ্যটির উৎপাদন উপরিব্যয় কত? [JES-19]
Ⓐ ৪৪,০০০ টাকা Ⓑ ৪৮,০০০ টাকা
Ⓒ ৫২,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা
Ans Ⓑ

18. পণ্যের নকশা ব্যয় কী ধরনের ব্যয়? [JES-19]
Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ কারখানা উপরিব্যয়
Ⓒ প্রশাসনিক উপরিব্যয় Ⓓ বিক্রয় উপরিব্যয়
Ans Ⓐ

19. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের সকল প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমষ্টিকে কী বোঝায়? [JES-19]
Ⓐ উৎপাদন উপরিব্যয় Ⓑ কারখানা ব্যয়
Ⓒ মুখ্য ব্যয় Ⓓ উৎপাদন ব্যয়
Ans Ⓒ

20. নিচের কোনটি পরোক্ষ খরচ ? [DHA-19]
Ⓐ আন্তঃপরিবহন Ⓑ নিরীক্ষা খরচ
Ⓒ ডক চার্জ Ⓓ আমদানি শুল্ক
Ans Ⓑ

21. কোনটি অপরিচালন ব্যয়? [JES-19]
Ⓐ অবচয় খরচ Ⓑ ঋণের সুদ
Ⓒ অনাদায়ী পাওনা খরচ Ⓓ বিজ্ঞাপন খরচ
Ans Ⓑ

22. টেলিফোন বিল হলো- [COM-17]
Ⓐ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ স্থির ব্যয় Ⓓ কাঁচামালের ব্যয়
Ans Ⓐ

23. সরবরাহ যানের অবচয় কোন ধরনের ব্যয়? [CHI-17]
Ⓐ প্রশাসনিক উপরি ব্যয় Ⓑ কারখানা উপরি ব্যয়
Ⓒ বিক্রয় উপরি ব্যয় Ⓓ প্রত্যক্ষ ব্যয়
Ans Ⓒ

24. 'পণ্যের নমুনা বিতরণ' কোন ধরনের উপরি ব্যয়? [DHA-17]
Ⓐ কারখানা উপরি ব্যয় Ⓑ প্রশাসনিক উপরি ব্যয়
Ⓒ বিক্রয় উপরি ব্যয় Ⓓ পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয়
Ans Ⓒ

25. ভ্রমণ খরচ ২,০০০ টাকা, আইন খরচ ১,০০০ টাকা, আসবাবপত্রের অবচয় ২,০০০ টাকা, বিজ্ঞাপন ২,০০০ টাকা, অনাদায়ী পাওনা ১,০০০ টাকা ও ডাক এবং মনিহারি ৫০০ টাকা হলে বিক্রয় ও বিতরণ উপরি ব্যয় কত? [DHA-16]
Ⓐ ৩,৫০০ Ⓑ ৫,০০০
Ⓒ ৬,০০০ Ⓓ ৬,৫০০
Ans Ⓑ

26. উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যয় আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়? [DHA-16]
Ⓐ স্থায়ী ব্যয় Ⓑ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ পরিচালন ব্যয়
Ans Ⓒ

27. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারীকে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে কোনটি? [CHI-16]
Ⓐ আর্থিক হিসাববিজ্ঞান Ⓑ মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান
Ⓒ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান Ⓓ উৎপাদন ব্যয় হিসাব
Ans Ⓓ

28. কোনটি কারখানা উপরি ব্যয়? [RAJ-16]
Ⓐ ভাড়া Ⓑ আসবাবপত্রের অবচয়
Ⓒ যন্ত্রপাতির অবচয় Ⓓ ডাক খরচ
Ans Ⓒ

Step 5 NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. উৎপাদন ব্যয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কী?
Ⓐ কাঁচামাল Ⓑ শ্রম
Ⓒ উপরি ব্যয় Ⓓ প্রশাসনিক ব্যয়
Ans Ⓑ

02. নিচের কোনটি পরোক্ষ খরচ?
Ⓐ কুলির মজুরি Ⓑ পরিবহন
Ⓒ শুল্ক Ⓓ কমিশন
Ans Ⓓ

03. কোন ব্যয় রূপান্তর খরচের অংশ নয়?
Ⓐ মজুরি Ⓑ কারখানার বিদ্যুৎ খরচ
Ⓒ যন্ত্রপাতির অবচয় Ⓓ আন্তঃপরিবহন
Ans Ⓓ

04. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫,০০০ টাকা, কারখানা উপরি ব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ৫০% হলে কারখানা ব্যয় কত?
Ⓐ ১২,৫০০ টাকা Ⓑ ১৫,০০০ টাকা
Ⓒ ১৭,৫০০ টাকা Ⓓ ২০,০০০ টাকা
Ans Ⓒ

05. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ২৫০ একক, সমাপনী মজুত পণ্য ১৫০ একক এবং সারা বছরে উৎপাদিত পণ্য ৪০০ একক। পণ্য বিতরণের মাধ্যমে সারা বছরের মোট মুনাফা ১০,০০০ টাকা হলে একক প্রতি মোট মুনাফা কত?
Ⓐ ৪০ Ⓑ ২০০
Ⓒ ২৫ Ⓓ ২০
Ans Ⓓ

06. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ একক, ৮০০ একক ও ২০০০ একক হলে উৎপাদনের পরিমাণ কত হবে?
Ⓐ ৮০০ Ⓑ ১৬০০ Ⓒ ২৪০০ Ⓓ ৩২০০
Ans Ⓒ

07. উৎপাদন ব্যয় হিসাব নির্দেশ করে-
Ⓐ মোট লাভ Ⓑ নিট লাভ
Ⓒ মোট আয় Ⓓ মোট উৎপাদন খরচ
Ans Ⓓ

08. উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে কোনটি যোগ করলে মোট ব্যয় পাওয়া যাবে?
Ⓐ প্রশাসনিক উপরিব্যয় ও বিক্রয়বন্টন উপরিব্যয়
Ⓑ প্রত্যক্ষ ব্যয়
Ⓒ প্রশাসনিক উপরিব্যয় ও কারখানার উপরিব্যয়
Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans Ⓐ

09. মান ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ের পার্থক্যকে কী বলে?
Ⓐ Profit Ⓑ Variance Ⓒ Discrepency Ⓓ Mark
Ans Ⓑ

10. উৎপাদন বন্ধ থাকলেও যে ব্যয় পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না তাকে কী বলে?
Ⓐ পরোক্ষ ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় Ⓓ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ans Ⓑ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 2 মজুরি ও বেতন (Wages and Salaries)

Step 1 BASIC INFORMATION

বেতন (Salary) : কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাদের মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (মাসিক) নিয়োগ কর্তা কর্তৃক যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাই বেতন। এটি উৎপাদনের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত।

মজুরি (Wages) : কারখানার শ্রমিকদের শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে প্রত্যহ বা সাপ্তাহিক যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাই মজুরি। এটি উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত।

বেতন ও মজুরির উপাদান সমূহ :

বেতন ও মজুরি হতে উপার্জনসমূহ :

i. মূলবেতন/মজুরি ii. মহার্ঘ ভাতা iii. অতিরিক্ত সময়ের মজুরি iv. বোনাস

v. অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা :

a. বাড়িভাড়া ভাতা b. যানবাহন ভাতা c. চিকিৎসা ভাতা d. আপ্যায়ন ভাতা e. শিক্ষা ভাতা f. বিশেষ ভাতা ইত্যাদি

বেতন ও মজুরি হতে কর্তনসমূহ :

i. প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা ii. আয়কর iii. গ্রুপবিমার প্রিমিয়াম iv. অগ্রিম বেতন

v. গৃহনির্মাণ/অন্যকোনো ঋণ vi. শ্রমিক সংঘের প্রাপ্য vii. কল্যাণ তহবিলের প্রাপ্য।

ভবিষ্যৎ তহবিল/ প্রভিডেন্ড ফান্ডে কর্মীর দান (Contribution to Provident Fund) : প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী মূল বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ যা শতকরা হারে প্রতি মাসে বেতন থেকে কর্তন করে কর্মচারীর নামে ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা রাখা হয়। ভবিষ্যৎ তহবিল অনুমোদিত ও অননুমোদিত এই দুই প্রকার হতে পারে।। প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিল চালু থাকলে নিয়োগকর্তাও সম-পরিমাণ অর্থ কর্মীর নামে জমা রাখে।

Step 2 At a Glance : Most Important Information

- শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে পরিশোধ্য অর্থকে বলা হয়- **মজুরি।**
- মোট উপার্জনের প্রধান অংশ হলো- **মূল বেতন মজুরি।**
- সাধারণত মজুরি প্রদান করা হয়- **দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে।**
- আর্থিক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত- **বেতন, মজুরি, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা ইত্যাদি।**
- কর্মীদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টি করা হয়- **প্রভিডেন্ট ফান্ড।**
- পরিপূরক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত- **বাসস্থান সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রভৃতি।**
- প্রত্যক্ষ মজুরি- **মুখ্য ব্যয়ের অংশ।**
- পরোক্ষ মজুরি- **কারখানা ব্যয়ের অংশ।**
- বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী সাপ্তাহিক কার্য সময়- **৪৮ ঘন্টা।**
- নিয়োগকর্তা নগদ অর্থ প্রদান করলে গণ্য হবে- **আর্থিক সুবিধা।**
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার জন্য প্রদান করা হয়- **মহার্ঘ ভাতা।**

Step 3 বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. কর্মচারীর বেতন সম্পর্কিত নিচের কোন বাক্যটি ভুল? [CU-C : 21-22]

Ⓐ এটি একটি পরিচালন খরচ Ⓑ এটি একটি স্থায়ী খরচ

Ⓒ এটি একটি উপরি-ব্যয় Ⓓ এটি একটি প্রশাসনিক উপরি-ব্যয়

Ⓔ উপরের কোনোটিই নয়

E Solve কর্মকর্তা কর্মচারীকে তাদের মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (মাসিক) নিয়োগ কর্তা কর্তৃক যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাই বেতন। বেতন ব্যয়কে একটি পরিচালন খরচ, স্থায়ী খরচ, প্রশাসনিক উপরিব্যয় এবং উপরি-ব্যয় হিসাবে গন্য করা হয়।

GST গুচ্ছ ও GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. মূল মজুরি ১২০০০ টাকা, ওভারটাইম স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ ও স্বাভাবিক কর্মঘন্টা হলো ২০০ ঘন্টা। ওভারটাইম মজুরির হার কত? [GST : 22-23; 20-21]

Ⓐ ৬০ Ⓑ ৭২ Ⓒ ১২০ Ⓓ ১০০

C Solve ঘন্টা প্রতি স্বাভাবিক মজুরির হার $= \frac{\text{মূল মজুরি}}{\text{স্বাভাবিক কর্মঘন্টা}}$

$= \frac{১২,০০০}{২০০} =$ ৬০ টাকা।

∴ ওভারটাইম মজুরির হার = (স্বাভাবিক মজুরির হার × ২)

= (৬০ × ২) টাকা = ১২০ টাকা।

02. ঘন্টা প্রতি স্বাভাবিক মজুরি ১০ টাকা। ওভারটাইম মজুরি স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ। শ্রমিকদের স্বাভাবিক কর্মঘন্টা ৪৮ ঘন্টা। কারখানাটি ৬৩ ঘন্টা চালু হলে। ওভারটাইম মজুরি হবে। [CoU : 19-20]

Ⓐ ৩০০ টাকা Ⓑ ৩৭০ টাকা Ⓒ ৪৫০ টাকা Ⓓ ৬০০ টাকা।

A Solve ওভারটাইম মজুরি ঘন্টা প্রতি = (১০ × ২) = ২০ টাকা

∴ ওভারটাইম ঘন্টা = (৬৩ − ৪৮) = ১৫ ঘন্টা।

∴ ওভারটাইম মজুরি = (১৫ × ২০) = ৩০০ টাকা।

03. একটি কারখানার ৪৬ জন শ্রমিক ৪৪ ঘন্টায় সপ্তাহে ঘন্টা প্রতি ৪.৫০ টাকা স্বাভাবিক হারে মজুরি পায়। কোন এক সপ্তাহে কারখানা ৬৪ ঘন্টা চালু থাকে। অতিরিক্ত সময়ের মজুরির হার স্বাভাবিক হারের ১.৫ গুণ। উক্ত কারখানা ম্যানেজারকে মোট কত টাকা মজুরি পরিশোধ করতে হবে? [BSMRSTU : 18-19]

Ⓐ ১৩,২৪৮ Ⓑ ১৫,৩১৮ Ⓒ ১৯,৮৭২ Ⓓ ১৫,৮১৩

B Solve মূল পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদত্ত = ৪৬ × ৪৪ × ৪.৫০ = ৯,১০৮ টাকা।

অতিরিক্ত সময়ের মজুরি = (৪৬ × ২০ × ৬.৭৫) = ৬,২১০ টাকা।

মোট প্রদত্ত মজুরি = (৯,১০৮ + ৬,২১০) = ১৫,৩১৮ টাকা।

04. কর্মচারীর পারিশ্রমিককে কী বলে? [IU : 13-14]

Ⓐ কমিশন Ⓑ মজুরি Ⓒ বেতন Ⓓ মহার্ঘ ভাতা

B Solve কর্মচারীর পারিশ্রমিককে মজুরি এবং কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিককে বেতন বলা হয়।

05. মজুরি প্রদানের মাধ্যমে কী ক্রয় করা হয়? [IU : 13-14]

Ⓐ পারিশ্রমিক Ⓑ শ্রম

Ⓒ সেবা Ⓓ কর্ম প্রচেষ্টা

B Solve মজুরি প্রদানেব বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করা হয়।

06. একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক সাপ্তাহিক ৪৫ ঘন্টা কাজ করে। ঘন্টা প্রতি স্বাভাবিক মজুরির হার ১০ টাকা। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কারখানা ৬৫ ঘন্টা চালু থাকে। ওভার টাইম মজুরির হার স্বাভাবিক হারের দ্বিগুণ হলে ঐ কারখানায় প্রথম সপ্তাহের মোট ওভার টাইম মজুরির পরিমাণ কত? [CoU : 13-14]

Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৩৫,০০০ টাকা

Ⓒ ৩৮,০০০ টাকা Ⓓ ৩৯,০০০ টাকা

A Solve এখানে, ওভার টাইম = ৬৫ − ৪৫ = ২০ ঘন্টা।

ওভারটাইম ঘন্টা প্রতি মজুরি = স্বাভাবিক মজুরি × ২ = ১০ × ২ = ২০ টাকা।

সুতরাং ওভারটাইম মজুরি = ওভারটাইম × মজুরির হার × শ্রমিক সংখ্যা

= ২০ × ২০ × ১০০ = ৪০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

07. একজন শ্রমিক ৪০ ঘণ্টার সপ্তাহে ঘণ্টা প্রতি ১৪ টাকা মজুরি পায় এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য ঘণ্টা প্রতি ২১ টাকা মজুরি পায়। এক সপ্তাহে উক্ত শ্রমিক ৪৫ ঘণ্টা কাজ করলে মোট মজুরি পাবে- [MBSTU : 13-14]
Ⓐ ৳ ৫৬০ Ⓑ ৳ ৬৬০ Ⓒ ৳ ৬৫০ Ⓓ ৳ ৬৬৫
D Solve মোট মজুরি = (নির্দিষ্ট মজুরি + অতিরিক্ত মজুরি)
= (৪০ × ১৪) + (৫ × ২১) = ৫৬০ + ১০৫ = ৬৬৫ টাকা।

08. পড় মূল্য পদ্ধতি কত প্রকার? [RU : 11-12]
Ⓐ ২ Ⓑ ৩
Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
A Solve যে পদ্ধতিতে বিনিক্রয় মালের মূল্য পড় হারে নির্ধারণ করা হয় তাকে পড় মূল্য পদ্ধতি বলে। পড় মূল্য পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা- (১) সরল পড় মূল্য পদ্ধতি ও (২) ভারযুক্ত পড় মূল্য পদ্ধতি।

Step 4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. একজন কর্মচারীর এপ্রিল মাসের মূল বেতন ৪৫,০০০ টাকা। তিনি বিনা বেতনে ছুটি ভোগ করেন ৫ দিন। ছুটি ভোগ বাবদ তার বেতন থেকে কত টাকা কর্তন করা হবে? [MYM-22]
Ⓐ ৭,৫০০ টাকা Ⓑ ৬,৪৫২ টাকা
Ⓒ ৬,২৫০ টাকা Ⓓ ৬,২১৭ টাকা **Ans A**

02. শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিকের দৈনিক স্বাভাবিক কাজের সময় কত ঘণ্টা? [DHA-22]
Ⓐ ৭ ঘণ্টা Ⓑ ৮ ঘণ্টা Ⓒ ৯ ঘণ্টা Ⓓ ১০ ঘণ্টা **Ans B**

03. দ্রব্যমূল্য বা জীবনযাত্রার ব্যয়ের সংগতি বিধানের নিমিত্তে কর্মীদের প্রদত্ত সুবিধাকে কী বলে? [DHA-22]
Ⓐ দুর্মূল্য ভাতা Ⓑ মুদ্রাস্ফীতি ভাতা
Ⓒ দৈনিক ভাতা Ⓓ বার্ষিক বেতন ভাতা **Ans B**

04. শ্রমিকদের প্রদান করা হয় -[COM-19]
Ⓐ বেতন Ⓑ মজুরি
Ⓒ কমিশন Ⓓ সম্মানি ভাতা **Ans B**

05. দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করলে একজন শ্রমিক ওভারটাইম মজুরি পাবে? [RAJ-19]
Ⓐ ৫ ঘণ্টা Ⓑ ৭ ঘণ্টা Ⓒ ৮ ঘণ্টা Ⓓ ৯ ঘণ্টা **Ans D**

06. শ্রমিক- কর্মচারীদের অনার্থিক সুবিধা কোনটি? [RAJ-19]
Ⓐ বিনোদনের ব্যবস্থা Ⓑ মহার্ঘভাতা
Ⓒ টিফিন ভাতা Ⓓ উৎসব ভাতা **Ans [illegible]**

07. প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মীর দান মূল বেতনের ১০%, নিয়োগকর্তার দান ৫% হলে কর্তনের দিকে মূল বেতনের শতকরা কত টাকা লিখতে হবে। [DHA-16]
Ⓐ ১৫% Ⓑ ১০% Ⓒ ৮% Ⓓ ৫% **Ans [illegible]**

08. মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য রাখার জন্য কর্মচারীদের নিচের কোনটি প্রদান করা হয়? [DIN-16]
Ⓐ বোনাস Ⓑ মহার্ঘ ভাতা
Ⓒ যাতায়াত ভাতা Ⓓ অনুমোদিত সুবিধা **Ans [illegible]**

09. একজন কর্মচারীর এপ্রিল মাসের মূল বেতন ৯,০০০ টাকা। বিনা বেতনে ছুটি ভোগ করেন ১০ দিন। ছুটি ভোগ বাবদ কত টাকা কর্তন করতে হবে? [DHA-16]
Ⓐ ১,৫০০ টাকা Ⓑ ২,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৫০০ টাকা Ⓓ ৩,০০০ টাকা **Ans [illegible]**

10. নিচের কোনটি আর্থিক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত নয়? [CHI-16]
Ⓐ বোনাস Ⓑ মহার্ঘ ভাতা
Ⓒ চিকিৎসা সুবিধা Ⓓ বাড়ি ভাড়া ভাতা **Ans [illegible]**

Step 5 : NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. শ্রমিক তার কায়িক, শারীরিক ও দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদনভিত্তিক বা কার্যভিত্তিক কাজ করার জন্য যে প্রতিদান পায় তাকে কী বলে?
Ⓐ বেতন Ⓑ মজুরি Ⓒ বেতন ও মজুরি Ⓓ সম্মানি **Ans B**

02. শারীরিকের তুলনায় মানসিক শ্রম বেশি বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়োগকর্তা কর্তৃক যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ বেতন Ⓑ মজুরি Ⓒ বেতন ও মজুরি Ⓓ সম্মানি **Ans A**

03. মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য যে ভাতা দেওয়া হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ মহার্ঘ ভাতা Ⓑ দুর্মূল্য ভাতা
Ⓒ টিফিন ভাতা Ⓓ চিকিৎসা ভাতা **Ans A**

04. শুধু সময়কে বিবেচনা করে যে মজুরি প্রদান করা হয় তাকে কোন পদ্ধতি বলে?
Ⓐ সময়ভিত্তিক Ⓑ কার্যহারভিত্তিক
Ⓒ প্রিমিয়ামভিত্তিক Ⓓ ফুরন **Ans A**

05. সময় একদম আরোপ না করে উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে যে মজুরি হয় তাকে কোন পদ্ধতি বলে?
Ⓐ কার্যহার/ফুরন Ⓑ সময়ভিত্তিক Ⓒ প্রিমিয়াম Ⓓ সাধারণ হার **Ans A**

06. যে কার্ডে শ্রমিকের কাজের সময়ের হিসাব রাখা হয় তাকে কী কার্ড বলে?
Ⓐ জব কার্ড Ⓑ সময় কার্ড
Ⓒ আই ডি কার্ড Ⓓ বিল কার্ড **Ans B**

07. নিচের কোনটি অনার্থিক সুবিধা?
Ⓐ বেতন Ⓑ মজুরি Ⓒ বাসস্থান সুবিধা Ⓓ চিকিৎসা ভাতা **Ans C**

08. নিট বেতন নির্ণয়ে সঠিক সমীকরণ কোনটি?
Ⓐ নিট বেতন = মোট বেতন + মোট কর্তন
Ⓑ নিট বেতন = মোট বেতন + ভাতাদি
Ⓒ নিট বেতন = মূল বেতন – মোট কর্তন
Ⓓ নিট বেতন = মোট বেতন – মোট কর্তন **Ans D**

09. ভবিষ্যৎ তহবিল কেন তৈরি করা হয়?
Ⓐ শ্রমিক ও কর্মচারীদের ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য
Ⓑ শ্রমিক ও মালিক সংঘ তৈরির জন্য
Ⓒ শ্রমিক ও মালিক মিলে পরবর্তীতে ব্যবসায় করার জন্য
Ⓓ শ্রমিক ও মালিকের দূরত্ব কমানোর জন্য **Ans [illegible]**

10. সাধারণ স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাকে কী বলে?
Ⓐ অতিরিক্ত মজুরি Ⓑ ওভারটাইম/অতিরিক্ত সময়ের মজুরি
Ⓒ সময়ের মজুরি Ⓓ অনির্ধারিত মজুরি **Ans B**

11. নিচের কোন দফাটি অর্জন ও কর্তন উভয়েই-
Ⓐ প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মীর দান Ⓑ প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার দান
Ⓒ প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর দান
Ⓓ প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে অগ্রিম গ্রহণ **Ans B**

12. নিচের কোনটি শ্রমিক/কর্মচারি/কর্মকর্তার মোট মজুরি বা বেতনের থেকে কর্তনযোগ্য নয়?
Ⓐ প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মীর দান Ⓑ কল্যাণ তহবিলে কর্মীর দান
Ⓒ অনুমোদিত ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান Ⓓ মহার্ঘ ভাতা **Ans D**

13. জনাব কামালের মূল মজুরি ১,০০০ টাকা; মহার্ঘ ভাতা মূল মজুরির ৮% অন্যান্য ভাতা মূল মজুরির ১০% হলে মোট উপার্জন কত?
Ⓐ ১,০০০ টাকা Ⓑ ১,১৮০ টাকা Ⓒ ১,৮০০ টাকা Ⓓ ১,১০০ টাকা **Ans B**

14. শ্রমিক কর্মচারি এবং কর্মকর্তাদের মোট মজুরি বা বেতন থেকে বিভিন্ন ধরনের কর্তন বাদ দিলে যা থাকে তাকে কী বলে?
Ⓐ মোট মজুরি বা বেতন Ⓑ নিট মজুরি বা নিট বেতন
Ⓒ প্রাপ্ত মজুরি বা বেতন Ⓓ প্রদেয় মজুরি বা বেতন **Ans B**

15. একটি প্রতিষ্ঠানে ঘণ্টা প্রতি প্রমাণ উৎপাদন ৫০ একক এবং ঘণ্টা প্রতি নির্দিষ্ট মজুরি ১০০ টাকা। সাপ্তাহিক প্রমাণ সময় ৪৮ ঘণ্টা। একক প্রতি মজুরি কত টাকা?
Ⓐ ০.৫০ Ⓑ ২.০০ Ⓒ ৫০.০০ Ⓓ ১০০.০০ **Ans B**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Type 3 — লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 — এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- পরিবর্তনশীল ব্যয় - উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি-হ্রাসের সাথে সাথে যে-সব ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তন হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।
- স্থির স্থায়ী ব্যয় - উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট পরিমাণ পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয় স্থির বা স্থায়ী ব্যয়।
- মিশ্র ব্যয় - যে সকল ব্যয় একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন বা কার্যাবলি বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে, তাকে মিশ্র ব্যয় বলে।
- উৎপাদন ব্যয় হিসাব নির্ণয় করে - **নির্দিষ্ট হিসাবকালে উৎপাদিত/সম্পূর্ণ পণ্যের ব্যয়।**
- উৎপাদন উপরিব্যয় - **উৎপাদনের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কারখানার ব্যয়সমূহ।**
- প্রতিটি উৎপাদিত এককের জন্য প্রদত্ত রয়্যাল্টি হলো - **প্রত্যক্ষ খরচ।**
- উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তনশীল ব্যয় - **মোট পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়বে।**
- একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল এবং মোট ব্যয় স্থির কোন ব্যয়ের ক্ষেত্রে - **স্থায়ী ব্যয়।**
- দরপত্রকারী দরপত্রে ব্যয় বিশ্লেষণ করে থাকে - **অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে।**
- সকল খাতের পরোক্ষ ব্যয়ের সমষ্টি - **উপরিব্যয়।**
- রূপান্তর ব্যয়ের অংশ নয় - **আন্তঃপরিবহন।**
- দরপত্র সাধারণত - **৪ কপি প্রস্তুত করা হয়।**
- দরপত্র সাধারণত-চারপ্রকার ১. একক দরপত্র, ২. উন্মুক্ত দরপত্র, ৩. সীমিত দরপত্র, ৪. আন্তর্জাতিক দরপত্র।
- দরপত্র - ক্রেতা অথবা গ্রাহক অন্যের মাধ্যমে কোন পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ বা কোন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যয়ের পরিমাণ জানতে চেয়ে সম্ভাব্য পণ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের নিকট প্রচার মাধ্যমে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে তাকে-দরপত্র বলে।

Step 2 — গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: ব্যয় একক কী?

উত্তর: ব্যয় একক হচ্ছে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার ব্যয় নির্ণয়ের জন্য পণ্য ও সেবার সুবিধাজনক ক্ষুদ্রতম বিভক্তিকরণ বা সংখ্যাত্মক প্রকাশ। যেমন : ব্যয় নির্ধারণে উৎপাদনকে বস্তুগত পরিমাণ সংখ্যা, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ব্যয় কেন্দ্র বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ব্যয় কেন্দ্র হলো একটি স্থান, ব্যক্তি বা যন্ত্র (বা এদের দল) যাদের সঙ্গে জড়িত ব্যয়গুলো নিরূপণ করা হয় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন: মুনাফা কেন্দ্র কী?

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের যে কেন্দ্রে আয় ও ব্যয় নির্ণয় করে থাকে তাকে মুনাফা কেন্দ্র বলা হয়। মুনাফা কেন্দ্রে একাধিক ব্যয় কেন্দ্র থাকে।

প্রশ্ন: বিনিয়োগ কেন্দ্র বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: যে বিভাগে বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে নিরূপণ করা হয় তাকে বিনিয়োগ কেন্দ্র বলে। বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনিয়োগের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং বিনিয়োগের উপর মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

Type 3 — গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1 — প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় সংক্রান্ত :

i. ব্যবহৃত কাঁচামাল = প্রারম্ভিক কাঁচামাল (+) ক্রয় (+) আন্তঃপরিবহন (+) শুল্ক (-) সমাপনী কাঁচামাল

ii. মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম (+) প্রত্যক্ষ খরচ।

iii. কারখানা বা উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় (+) উৎপাদন ও উপরিব্যয় (কারখানা উপরিব্যয়)

অথবা, উৎপাদন ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + উৎপাদন উপরিব্যয়।

iv. উৎপাদিত বা সমাপ্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় = উৎপাদন/কারখানা ব্যয় (+) প্রারম্ভিক চলতি কার্য (-) সমাপনী চলতি কার্য

অথবা, উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক চলতি কার্যের মজুদ + উৎপাদন ব্যয় – সমাপনী চলতি কার্যের মজুদ।

v. মোট ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় + প্রশাসনিক ব্যয় + বণ্টন ও বিক্রয় ব্যয়।

vi. রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম (+) অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (+) উৎপাদন/কারখানা উপরিব্যয়

রূপান্তর ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় – ব্যবহৃত কাঁচামাল

vii. নিট বিক্রয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা

viii. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয় – মোট মুনাফা

অথবা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক উৎপাদিত পণ্যের মজুদ + উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী উৎপাদিত পণ্যের মজুদ

ix. মোট লাভ/মুনাফা = নিট বিক্রয় (-) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

x. বিক্রয় মূল্য = "বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা" অথবা, "মোট ব্যয় + নিট মুনাফা"

একক নির্ণয় সংক্রান্ত :

i. সমাপনী একক = প্রারম্ভিক একক + উৎপাদন একক – বিক্রয় একক

ii. উৎপাদন একক = বিক্রয় একক + সমাপনি একক – প্রারম্ভিক একক।

iii. বিক্রয় একক = উৎপাদন একক + প্রারম্ভিক একক – সমাপনি একক।

iv. প্রারম্ভিক একক + উৎপাদন একক = বিক্রয় একক + সমাপনী একক

v. একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = $\frac{\text{কারখানা ব্যয়/উৎপাদন ব্যয়}}{\text{উৎপাদন একক}}$

vi. একক প্রতি বিক্রয় = $\frac{\text{বিক্রয় মূল্য}}{\text{বিক্রয় একক}}$

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 2 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৮৫,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ শ্রম ৪০,০০০ টাকা; অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ১৫,০০০ টাকা এবং উৎপাদন উপরিব্যয় ২২,৫০০ টাকা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ব্যয় কত?

সমাধান: মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ = ৮৫,০০০ + ৪০,০০০ + ১৫,০০০ = ১,৪০,০০০ টাকা।

02. নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে মুখ্য ব্যয় টাকায় নির্ণয় কর: কাঁচামাল ক্রয় ৬৬,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫২,০০০ টাকা, অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় ৩,০০০ টাকা, বহিঃপরিবহণ ৫,০০০ টাকা ও সুপারভাইজারের বেতন ৭,০০০ টাকা।

সমাধান: মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ = ৬৬,০০০ + ৫২,০০০ + ৩,০০০ = ১,২১,০০০ টাকা।
এখানে, বহিঃপরিবহণ হল বিক্রয় পরিব্যয়ের অন্তর্গত। সুপারভাইজারের বেতন কারখানা ব্যয়ের অন্তর্গত যেগুলো মুখ্য ব্যয় নির্ণয়ের উপাদান নয়।

03. নিম্নোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেডের কারখানা ব্যয়/উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় কর: প্রত্যক্ষ মজুরি ২০,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬৫,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ খরচ ১৫,০০০ টাকা; কারখানা উপরিব্যয় মুখ্য ব্যয়ের ২৫%।

সমাধান: মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ = ৬৫,০০০ + ২০,০০০ + ১৫,০০০ = ১,০০,০০০ টাকা।
উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + উৎপাদন উপরিব্যয় = ১,০০,০০০+ (১,০০,০০০ × ২৫%) = ১,০০,০০০ + ২৫,০০০ = ১,২৫,০০০ টাকা।

04. নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে রেডিয়েন্ট ফার্মা লিমিটেডের রূপান্তর ব্যয় (Conversion Cost) নির্ণয় কর: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৯,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ মজুরি ১০,০০০ টাকা; অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ৩,০০০ টাকা; কারখানা উপরিব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ৪০%।

সমাধান: রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + উৎপাদন উপরিব্যয়।
= ১০,০০০ + ৩,০০০ + (১০,০০০ × ৪০%) = ১৩,০০০ + ৪,০০০ = ১৭,০০০ টাকা।

05. প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে JTI Bangladesh -এর রূপান্তর ব্যয় (Conversion Cost) নির্ণয় কর: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১২,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ মজুরি ৫,০০০ টাকা; অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ ৩,০০০ টাকা; কারখানা উপরিব্যয় মুখ্য ব্যয়ের ৪০%।

সমাধান: মুখ্য ব্যয় = (১২,০০০ + ৫,০০০ + ৩,০০০) = ২০,০০০ টাকা
কারখানা উপরিব্যয় = (২০,০০০ × ৪০%) = ৮,০০০ টাকা।
রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানা উপরিব্যয় = (৫,০০০ + ৩,০০০ + ৮,০০০) = ১৬,০০০ টাকা।

06. ইগলু সুগার লিমিটেড ২,৫০০ ইউনিট দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যয় নির্বাহ করে: কাঁচামাল ৪৫,০০০ টাকা; শ্রম ১৫,০০০ টাকা; কারখানা উপরিব্যয় মুখ্য ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ; চলতি কার্যের প্রারম্ভিক মজুদ ৩০,০০০ টাকা; সমাপনী চলতি কার্য ১০,০০০ টাকা; প্রশাসনিক ব্যয় কারখানা ব্যয় ২৫% এবং বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের ২০%। বিক্রয়ের উপর মার্জিন ২০%। উপরিউক্ত তথ্য হতে ইগলু সুগার লিমিটেডের ৫০০ ইউনিট দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় কর।

সমাধান: প্রশ্নে ২,৫০০ ইউনিট উৎপাদনের জন্য তথ্য দেওয়া রয়েছে কিন্তু ৫০০ ইউনিটের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। তাই প্রথমে ২,৫০০ ইউনিটের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করে ৫০০ ইউনিটের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করতে হবে।
এখানে, মূখ্য ব্যয় = ৪৫,০০০ + ১৫,০০০ = ৬০,০০০ টাকা;
কারখানা ব্যয় = ৬০,০০০ + (৬০,০০০ × ১/৩) = ৮০,০০০ টাকা।
উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় = ৮০,০০০ + ৩০,০০০ – ১০,০০০ = ১,০০,০০০ টাকা।
মোট ব্যয় = উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় + প্রশাসনিক ব্যয় + বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়
= ১,০০,০০০ + (৮০,০০০ × ২৫%) + (১,০০,০০০ × ২০%) টাকা = ১,০০,০০০ + ২০,০০০ + ২০,০০০ টাকা = ১,৪০,০০০ টাকা।
বিক্রয়মূল্য = মোট ব্যয় + মুনাফা = ১,৪০,০০০ + (১,৪০,০০০ × ২৫%) [বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০% হলে ব্যয়ের উপর ২৫% হবে]
= ১,৪০,০০০ + ৩৫,০০০ টাকা = ১,৭৫,০০০ টাকা।

সুতরাং ৫০০ ইউনিটের বিক্রয়মূল্য = $\frac{১,৭৫,০০০}{২,৫০০}$ × ৫০০ = ৩৫,০০০ টাকা।

07. ১৫,০০০ একক পণ্যের বিক্রয়মূল্য ৩,০০,০০০ টাকা। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,১০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫০,০০০ টাকা; কারখানা উপরিব্যয় মজুরির ১০%, প্রশাসনিক খরচ বিক্রয়ের ৫% এবং বিক্রয় খরচ বিক্রয়ের ১০% হলে, একক প্রতি মুনাফা কত টাকা?

সমাধান: মোট মুনাফা = বিক্রয়মূল্য - মোট ব্যয়
= ৩,০০,০০০ – {১,১০,০০০ + ৫০,০০০ + ৫,০০০ + (৩,০০,০০০ × ৫%) + (৩,০০,০০০ × ১০%)} টাকা।
= ৩,০০,০০০ – (১,১০,০০০ + ৫০,০০০ + ৫,০০০ + ১৫,০০০ + ৩০,০০০) টাকা = ৩,০০,০০০ – ২,১০,০০০ = ৯০,০০০ টাকা।

সুতরাং একক প্রতি মুনাফার = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{মোট বিক্রয় একক}} = \frac{৯০,০০০}{১৫,০০০}$ = ৬ টাকা।

08. উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ ১,২০০ একক। হিসাবকাল শেষে সমাপনী মজুদ ৪০০ একক। সম্পূর্ণ হিসাবকালে মোট বিক্রয় ২,৮০০ একক এবং উৎপাদন ব্যয় হলো ৫০,০০০ টাকা। একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত টাকা?

সমাধান: এখানে উৎপাদন একক = সমাপনী একক + বিক্রয় একক – প্রারম্ভিক একক = ৪০০ + ২৮০০ – ১২০০ = ২০০০ একক

একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = $\frac{\text{মোট উৎপাদন ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন একক}} = \frac{৫০,০০০}{২,০০০}$ = ২৫ টাকা।

09. একটি পণ্যের বিনিময় (বিক্রয়) মূল্য ৮৮০ টাকা। মুখ্য ব্যয় হলো মোট ব্যয়ের ৮০%। কাঁচামাল খরচ হলো মুখ্য বয়ের ৮০%। লাভের হার মোট ব্যয়ের ১০% হলে কাঁচামালের খরচ কত?

সমাধান: কাঁচামাল খরচ = মুখ্য ব্যয় × ৮০%

এখানে মুখ্য ব্যয় জানার জন্য মোট ব্যয় নির্ণয় করতে হবে এবং শর্টকার্ট নিয়মে মোট ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র হলো: মোট ব্যয় = $\frac{৮৮০}{১১০}$ × ১০০ = ৮০০ টাকা।

এখানে, মুখ্য ব্যয় = মোট ব্যয় × ৮০% = ৮০০ × ৮০% = ৬৪০ টাকা। সুতরাং কাঁচামাল ব্যয় = মুখ্য ব্যয় × ৮০% = ৬৪০ × ৮০% = ৫১২ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...তথ্যের ভিত্তিতে BBS Cable Ltd. এর কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করো : প্রত্যক্ষ মজুরি ২০,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬৫,০০০ টাকা; ...খরচ ১৫,০০০ টাকা; কারখানা উপরি ব্যয় মুখ্য ব্যয়ের ২৫%।

...: মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ) = (৬৫,০০০ + ২০,০০০ + ১৫,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

...উপরি ব্যয় = (মুখ্য ব্যয় × ২৫%) = (১,০০,০০০ × ২৫%) = ২৫,০০০ টাকা।

...ব্যয় (উৎপাদন ব্যয়) = (মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি ব্যয়) = (১,০০,০০০ + ২৫,০০০) = **১,২৫,০০০ টাকা।**

...পাওয়ার লিমিটেড ২০০২ সালে ২,৬০০ একক পণ্য উৎপাদনের নিমিত্তে নিম্নলিখিত খাতে ব্যয়সমূহ সম্পাদন করেছে: (ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৩,৫০০ টাকা (খ) প্রত্যক্ষ মজুরি ৭,০০০ টাকা (গ) উৎপাদন উপরি ব্যয় ৫,১০০ টাকা (ঘ) প্রশাসনিক উপরি ব্যয় ৫,২০০ টাকা (ঙ) বিক্রয় উপরি ব্যয় ১০,৪০০ টাকা। ...একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত?

...: উৎপাদন ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + উৎপাদন উপরি ব্যয়) = (৩,৫০০ + ৭,০০০ + ৫,১০০) = ১৫,৬০০ টাকা।

...প্রতি উৎপাদন ব্যয় = (উৎপাদন ব্যয় ÷ উৎপাদন একক) = (১৫,৬০০ ÷ ২,৬০০) = **৬ টাকা।**

...প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি ২,০০০ টাকা; উৎপাদন উপরি ব্যয় মুখ্য ব্যয়ের ২৫% এবং পরিচালন খরচ উৎপাদন ব্যয়ের ১০%। এসব ...মাধ্যমে ২৫ ইউনিট দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মোট ব্যয়ের উপর ২৫% লাভ হলে প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য কত হবে?

...: মুখ্য ব্যয় = (৬,০০০ + ২,০০০) = ৮,০০০ টাকা। উৎপাদন উপরি ব্যয় = (৮,০০০ × ২৫%) = ২,০০০ টাকা।

...ব্যয় = (মুখ্য ব্যয় + উৎপাদন উপরি ব্যয়) = (৮,০০০ + ২,০০০) = ১০,০০০ টাকা।

...খরচ = (উৎপাদন ব্যয় × ১০%) = (১০,০০০ × ১০%) = ১,০০০ টাকা।

...ব্যয় = (উৎপাদন ব্যয় + পরিচালন খরচ) = (১০,০০০ + ১,০০০) = ১১,০০০ টাকা।

...= (মোট ব্যয় × ২৫%) = (১১,০০০ × ২৫%) = ২,৭৫০ টাকা।

...বিক্রয়মূল্য = (মোট ব্যয় + লাভ) = (১১,০০০ + ২,৭৫০) = ১৩,৭৫০ টাকা।

...ইউনিটের বিক্রয়মূল্য = (বিক্রয়মূল্য ÷ বিক্রয় একক) = (১৩,৭৫০ ÷ ২৫) = **৫৫০ টাকা।**

...ব্যবসায়ী ৭৫ ইউনিট উৎপাদন করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো করেছে: কাঁচামাল, ৩,০০০ টাকা, মজুরি ১,০৫০ টাকা। কারখানা উপরি ব্যয় কাঁচামালের ২০% ...বিক্রয় খরচ কারখানা উপরি ব্যয় এর ২৫%। প্রতিটি ইউনিট কত টাকায় বিক্রয় করলে বিক্রয়ের ২০% লাভ হবে?

...: কারখানা উপরি ব্যয় = (কাঁচামাল × ২০%) = (৩,০০০ × ২০%) = ৬০০ টাকা।

...খরচ = (কারখানা উপরি ব্যয় × ২৫%) = (৬০০ × ২৫%) = ১৫০ টাকা।

...ব্যয় = (কাঁচামাল + মজুরি + কারখানা উপরি ব্যয় + বিক্রয় খরচ) = (৩,০০০ + ১,০৫০ + ৬০০ + ১৫০) = ৪,৮০০ টাকা।

...প্রশ্নানুসারে, মোট ব্যয় (ক্রয়মূল্য) = ৪,৮০০ টাকা এবং বিক্রয় হার = ২০% = ০.২০

$$\text{...মূল্য} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{১} - \text{বিক্রয়হার}} = \frac{\text{৪,৮০০}}{\text{১} - .\text{২০}} = \frac{\text{৪,৮০০}}{\text{০.৮০}} = \frac{\text{৪৮০০} \times \text{১০০}}{\text{৮০}} = \text{৬০০০ টাকা।}$$

...ইউনিটের বিক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য ÷ বিক্রয় একক = (৬,০০০ ÷ ৭৫) = **৮০ টাকা।**

...একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ হলো: ব্যবহৃত কাঁচামাল ৭০,০০০ টাকা, তৈরি পণ্য (প্রারম্ভিক) ২০০ একক মূল্য ১৬,০০০ টাকা, ...রূপান্তর ব্যয় ৬০,০০০ টাকা (৬০% প্রত্যক্ষ মজুরি), বিক্রয় ১,৬০০ একক, সমাপনী মজুদ ১০০ একক, প্রশাসনিক খরচ কারখানার উপরি খরচের ২৫%, মোট ...মুনাফা বিক্রয়ের ২৫%। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্ণয় কর: ক. উৎপাদন একক কত? খ. মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ কত? গ. উৎপাদন ব্যয় কত? ঘ. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত? এবং ঙ. একক প্রতি মুনাফার পরিমাণ কত?

...: ক. উৎপাদন একক = সমাপনী মজুদ একক – প্রারম্ভিক মজুদ একক + বিক্রয় একক = (১০০ – ২০০ + ১,৬০০) = ১,৫০০ একক।

খ. মুখ্য ব্যয় = ব্যবহৃত কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি = (৭০,০০০ + ৩৬,০০০) = ১,০৬,০০০ টাকা।

...প্রত্যক্ষ মজুরি = রূপান্তর ব্যয় × ৬০% = (৬০,০০০ × ৬০%) = ৩৬,০০০ টাকা।

উৎপাদন (কারখানা) উপরি খরচ = রূপান্তর ব্যয় – প্রত্যক্ষ মজুরি = (৬০,০০০ – ৩৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

গ. উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + উৎপাদন (কারখানা) উপরিখরচ = (১,০৬,০০০ + ২৪,০০০) = ১,৩০,০০০ টাকা।

ঘ. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য = সমাপনী মজুদের একক × একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = (১০০ × ৮৬.৬৭) = ৮,৬৬৭ টাকা।

একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় ÷ উৎপাদন একক = (১,৩০,০০০ ÷ ১,৫০০) = ৮৬.৬৭ টাকা।

ঙ. প্রশাসনিক খরচ = উৎপাদন (কারখানা) উপরি খরচ × ২৫% = (২৪,০০০ × ২৫%) = ৬,০০০ টাকা

বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় + প্রারম্ভিক মজুদ – সমাপনী মজুদ + প্রশাসনিক খরচ

= (১,৩০,০০০ + ১৬,০০০ – ৮,৬৬৭ + ৬,০০০) = ১,৪৩,৩৩৩ টাকা।

...প্রশ্নানুসারে, বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় (ক্রয়মূল্য) = ১,৪৩,৩৩৩ টাকা এবং বিক্রয়হার = ২৫% = ০.২৫

$$\text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{১} - \text{বিক্রয়হার}} = \frac{\text{১,৪৩,৩৩৩}}{\text{১} - \text{০.২৫}} = \frac{\text{১,৪৩,৩৩৩}}{\text{০.৭৫}} = \text{১,৯১,১১১ টাকা।}$$

মোট মুনাফার পরিমাণ = বিক্রয়মূল্য – বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় = (১,৯১,১১১ – ১,৪৩,৩৩৩) = ৪৭,৭৭৮ টাকা।

∴ একক প্রতি মুনাফা = মোট মুনাফা ÷ বিক্রয় একক = (৪৭,৭৭৮ ÷ ১,৬০০) = ২৯.৮৬ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step (3) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্নোত্তর

01. একজন উৎপাদনকারী একটি পণ্যের ১৫,৬০০ ইউনিট প্রস্তুত করতে প্রত্যক্ষ কাঁচামালে ১০,৫০০ টাকা, প্রত্যক্ষ শ্রমে ২১,০০০ টাকা, উৎপাদনের উপরি-ব্যয়ে ১৫,৩০০ টাকা, প্রশাসনিক উপরি-ব্যয়ে ১৫,৬০০ টাকা এবং বিক্রয় উপরি-ব্যয়ে ৩১,২০০ টাকা খরচ করেন। প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় কত হবে? [DU: Written Part: 22-23]

উত্তর : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল = ১০,৫০০ টাকা

(+) প্রত্যক্ষ শ্রম = ২১,০০০ টাকা

মুখ্য ব্যয় = ৩১,৫০০ টাকা

(+) উৎপাদন উপরি ব্যয় = ১৫,৩০০ টাকা

উৎপাদন ব্যয় = ৪৬,৮০০ টাকা

∴ একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় = (৪৬,৮০০ ÷ ১৫,৬০০) = ৩ টাকা।

02. রহিম ট্রেডার্স-এর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি হলো: মোট উৎপাদন ৭০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ১২,০০০ টাকা, অগ্রিম প্রত্যক্ষ মজুরি ২,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ২০,০০০ টাকা। (ক) নিট প্রত্যক্ষ মজুরির পরিমাণ কত টাকা? (খ) ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের পরিমাণ কত টাকা? [জবি শিফট : ১৯-২০]

সমাধান : ক. নিট প্রত্যক্ষ মজুরির পরিমাণ।

বিবরণ	টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	১২,০০০
(−) অগ্রিম	২,০০০
নিট প্রত্যক্ষ মজুরি	১০,০০০

সমাধান : খ. এখানে প্রত্যক্ষ মজুরি = ১০,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় = ২০,০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় = ৭০,০০০ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় = ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরিব্যয়

⇒ ৭০,০০০ = ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + ১০,০০০ + ২০,০০০

⇒ ৭০,০০০ = ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + ৩০,০০০

⇒ ৭০,০০০ − ৩০,০০০ = ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়

⇒ ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় = ৪০,০০০ টাকা।

03. তাহিরা বিল্ডার্স কোম্পানির উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ :

বিবরণ	টাকা
ব্যবহৃত কাঁচামাল খরচ	১৪,০০০
উৎপাদন মজুরি খরচ	১০,৮০০

যদি কারখানা উপরিব্যয় মুখ্যব্যয়ের ৩০%, প্রশাসনিক উপরিব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের ১০% এবং বিক্রয়মূল্যের ওপর ২০% হারে মুনাফা ধরা হয় তাহলে দরপত্রের মূল্য নির্ণয় কর। [শাবিপ্রবি : ১৯-২০]

সমাধান : দরপত্র ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়		১৪,০০০
(+) প্রত্যক্ষ মজুরি মুখ্য ব্যয়		১০,৮০০
		২৪,৮০০
(+) কারখানা উপরিব্যয় (২৪,৮০০ × ৩০%) উৎপাদন ব্যয়		৭,৪৪০
		৩২,২৪০
(+) প্রশাসনিক ব্যয় : (৩২,২৪০ × ১০%) মোট ব্যয়		৩,২২৪
		৩৫,৪৬৪
(+) মুনাফা (বিক্রয়ের ২০% বা ক্রয়মূল্যের ২৫%) (৩৫,৪৬৪ × ২৫%) দরপত্র মূল্য		৮,৮৬৬
		৪৪,৩৩০

04. একটি ঠিকা ফার্মে কাঁচামালের ব্যয় ৪০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৬০,০০০ টাকা ও উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের ৬০% হলে, উৎপাদন ব্যয় কত হবে? [কুবি : ১২-১৩]

সমাধান : এখানে, মুখ্য ব্যয় = (কাঁচামাল ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি) = (৪০,০০০ + ৬০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় = (মুখ্যব্যয় + উপরি খরচ) = ১,০০,০০০ + (১,০০,০০০ × ৬০%) = (১,০০,০০০ + ৬,০০০০) = ১,৬০,০০০ টাকা।

05. বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,৫০,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ মজুরি ৫০,০০০ টাকা; কারখানা উপরি ব্যয় প্রত্যক্ষ মজুরির ১০%; প্রশাসনিক খরচ বিক্রয়ের ৫% এবং বিক্রয় খরচ বিক্রয়ের ১০% হলে মোট ব্যয় কত? [জবি : ১০-১১]

সমাধান : এখানে, মোট ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা খরচ + প্রশাসনিক খরচ + বিক্রয় খরচ)

= ১,৫০,০০০ + ৫০,০০০ + (৫০,০০০ × ১০%) + (৫,০০,০০০ × ৫%) + (৫,০০,০০০ × ১০%)

= (১,৫০,০০০ + ৫০,০০০ + ৫,০০০ + ২৫,০০০ + ৫০,০০০) = ২,৮০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 ▶ MCQ

...এর জন্য কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে নিচের কোন ...টি তুল হবে?
Ⓐ Debit work in process inventory
Ⓑ Debit finished goods inventory
Ⓒ Debit manufacturing overhead
Ⓓ Credit raw materials inventory

...টি উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রত্যক্ষ সুবিধা নয়?
Ⓐ ...লাভজনক পণ্য চিহ্নিতকরণ Ⓑ সমাপনী মজুদ মূল্যায়ন
Ⓒ ...বিবর পরিকল্পনা Ⓓ কর্মচারীদের প্রণোদিতকরণ

...ব্যয় বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ মাল + প্রত্যক্ষ শ্রম
Ⓑ প্রত্যক্ষ মাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + প্রত্যক্ষ খরচ
Ⓒ প্রত্যক্ষ শ্রম + কারখানা উপরি খরচ Ⓓ মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরি খরচ

...টি পরোক্ষ খরচ?
Ⓐ ...আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ Ⓑ দালান তৈরিতে ইট
Ⓒ ...কাপড় তৈরিতে সুতা Ⓓ মেশিনে ব্যবহৃত মবিল

... LTD. এর নীট আয় ২০১২ সনে ছিল ৩,৫৪,০০০ টাকা এবং ...সনে ছিল ১,৫৯,৩০০ টাকা। ২০১৩ সনের নীট আয়ের হ্রাসকে পূরণ ...এল.এল. লিমিটেডকে নীট আয় ২০১৪ সনের শতকরা কি হারে করাতে হবে?
Ⓐ ...৫% Ⓑ ১২২%
Ⓒ ...১০% Ⓓ ১০০%

...টি বিবরণের মাধ্যমে মোট ব্যয় ও টেন্ডার মূল্য নির্ধারণ করা হয়?
Ⓐ ...বাটিত ব্যয় Ⓑ সম্ভাব্য ব্যয়
Ⓒ ...ব্যয় Ⓓ কারখানা ব্যয়

...প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৪০,০০০ টাকা প্রত্যক্ষ মজুরি ৩২,০০০ টাকা, বিক্রয় ...উপরিব্যয় ১২,০০০ টাকা, রুপান্তর ব্যয় ৮০,০০০ টাকা হলে কারখানার ...উপরিব্যয় কত?
Ⓐ ...৪৪,০০০ টাকা Ⓑ ৪৮,০০০ টাকা
Ⓒ ...,০০০ টাকা Ⓓ ৫২,০০০ টাকা

...সকল ব্যয় উপাদান উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত হয় সে সকল ব্যয় ...কে বলা হয়-
Ⓐ ...ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ ...ব্যয় Ⓓ পরিবর্তনশীল ব্যয়

...৩,০০,০০০ টাকা। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,১০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ...,০০০ টাকা; কারখানা উপরিব্যয় মজুরির ১০%; প্রশাসনিক খরচ বিক্রয়ের ...% এবং বিক্রয় খরচ বিক্রয়ের ১০% হলে মোট ব্যয় কত?
Ⓐ ২,০০,০০০ টাকা Ⓑ ২,১০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ১,৬৫,০০০ টাকা

...একক পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রদত্ত রয়্যাল্টি (Royalty) হলো:
Ⓐ পরোক্ষ ব্যয় Ⓑ বিক্রয় উপরিখরচ
Ⓒ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓓ উৎপাদন উপরিব্যয়

...উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট পমিাণ ...পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয়:
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ আধা স্থায়ী ব্যয়

...ক্রেতার ফরমায়েশ অনুসারে পণ্য প্রস্তুত করা হলে উক্ত হিসাবকে বলে:
Ⓐ প্রক্রিয়া ব্যয় Ⓑ জব অর্ডার হিসাব
Ⓒ পরিচালন ব্যয় হিসাব Ⓓ সবগুলোই সঠিক

OMR			
01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer					
12.B	11.B	10.C	09.B	08.C	07.B
06.A	05.B	04.D	03.C	02.D	01.B

Part-2 ▶ Written

01. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য কী কী?

02. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৭০০ টাকা, কারখানার উপরি খরচ ৫০০ টাকা, নকশা তৈরি খরচ ৩০০ টাকা, বিজ্ঞাপন খরচ ২০০ টাকা হলে মুখ্য ব্যয় ও রূপান্তর ব্যয় কত টাকা?

03. প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আশিক লিমিটেডের কারখানা ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করো : প্রত্যক্ষ মজুরি ২০,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬৫,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ খরচ ১৫,০০০ টাকা; কারখানা উপরি ব্যয় মুখ্য ব্যয়ের ২৫%।

04. গোল্ডমার্ক ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড ২০০২ সালে ২,৬০০ একক পণ্য উৎপাদনের নিমিত্তে নিম্নলিখিত খাতে ব্যয়সমূহ সম্পাদন করেছে: (ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৩,৫০০ টাকা (খ) প্রত্যক্ষ মজুরি ৭,০০০ টাকা (গ) উৎপাদন উপরি ব্যয় ৫,১০০ টাকা (ঘ) প্রশাসনিক উপরি ব্যয় ৫,২০০ টাকা (ঙ) বিক্রয় উপরি ব্যয় ১০,৪০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানটির একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কত?

05. ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৬,০০০ টাকা; প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরি ২,০০০ টাকা; উৎপাদন উপরি ব্যয় মুখ্য ব্যয়ের ২৫% এবং পরিচালন খরচ উৎপাদন ব্যয়ের ১০%। এসব ব্যয়ের মাধ্যমে ২৫ ইউনিট দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মোট ব্যয়ের উপর ২৫% লাভ হলে প্রতি ইউনিটের বিক্রয়মূল্য কত হবে?

06. একজন ব্যবসায়ী ৭৫ ইউনিট উৎপাদন করতে নিম্নোক্ত খরচগুলো করেছে: কাঁচামাল, ৩,০০০ টাকা, মজুরি ১,০৫০ টাকা। কারখানা উপরি ব্যয় কাঁচামালের ২০% এবং বিক্রয় খরচ কারখানা উপরি ব্যয় এর ২৫%। প্রতিটি ইউনিট কত টাকায় বিক্রয় করলে বিক্রয়ের ২০% লাভ হবে?

07. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ২৫০ একক, সমাপনী মজুত পণ্য ১৫০ একক এবং সারা বছরে উৎপাদিত পণ্য ৪০০ একক। পণ্য বিতরণের মাধ্যমে সারা বছরের মোট মুনাফা ১০,০০০ টাকা হলে একক প্রতি মুনাফা কত?

ANSWER

01. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান ২টি উদ্দেশ্য হলো:
(i) ব্যয় নির্ধারণ (ii) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

02. মুখ্য ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + নকশা তৈরি খরচ)
= ১,০০০ + ৭০০ + ৩০০ = ২,০০০ টাকা।
∴ রূপান্তর ব্যয় = (প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরি ব্যয় + নকশা খরচ)
= (৭০০ + ৫০০ + ৩০০) = ১,৫০০ টাকা।

03. ১,২৫,০০০ টাকা।

04. ৬ টাকা।

05. ৫৫০ টাকা।

06. ৮০ টাকা।

07. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য = ২৫০ একক
(+) সারা বছরে উৎপাদিত পণ্য = ৪০০ একক
(−) সমাপনী মজুদ পণ্য = ১৫০ একক
বিক্রয়কৃত পণ্য = ৫০০ একক

∴ একক প্রতি মোট মুনাফা = $\frac{১০,০০০}{৫০০}$ টাকা = ২০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

দ্বিতীয় পত্র অধ্যায় ৮

মজুত পণ্যের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
[Accounting for Inventory]

Chapter-8 প্রথম খণ্ড মজুত পণ্যের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

Chapter Outlook Map

মজুত পণ্যের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

- **Type-1 :** মজুত পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন
- **Type-2 :** মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ
- **Type-3:** লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
  - Step-3 : বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- **Type-4:** গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- **Self Test** (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

- **Step-1 : Basic Information**
- **Step-2 : At a Glance :** Most Important Information
- **Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর**
- **Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর**
- **Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর**

JOYKOLY

অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ মজুত পণ্য লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি (অবিরত মজুদ ও কালীন মজুদ পদ্ধতি) ■ অবিরত মজুদ পদ্ধতির লেনদেনের হিসাব সমীকরণে প্রভাব	■ মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ (FIFO, LIFO) সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা ■ মূল্যস্ফীতি ও মূল্য সংকোচন পরিস্থিতিতে মজুত পণ্য বেশি-কম দেখানোর প্রভাব	■ পণ্যের মালিকানা নির্ধারণ	■ কালীন মজুদ এবং নিত্য মজুদ পদ্ধতি সুবিধা-অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর

Type 1 মজুত পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন (Accounting for Inventory)

Step 1 BASIC INFORMATION

মজুতপণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ : আধুনিক আমেরিকান হিসাববিজ্ঞানীগণ মজুতপণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য দুটি পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। যথা : (১) অবিরত/নিত্য মজুত পদ্ধতি (Perpetual Inventory System) এবং (২) কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতি (Periodic Inventory System)।

কালীন বা কালান্তিক মজুত পদ্ধতি : কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হিসাবকাল যাবত ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ না করে শুধু হিসাবকাল শেষে (প্রতি হিসাবকালে একবার) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ক্রয়, পরিবহন ব্যয়, ক্রয় ফেরত ও বাট্টার জন্য আলাদা আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে মজুদ পণ্য পরিবর্তনের চলমান বা ধারাবাহিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না; বরং হিসাবকালে শেষে বাস্তব/বাহ্যিক/দৃশ্যমান মজুদ (Physical Inventory) গণনা (Count) করে হাতে থেকে যাওয়া বা অবিক্রীত পণ্যের ব্যয় বা মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।

নিত্য বা অবিরত মজুত পদ্ধতি : নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। এই রেকর্ডগুলোর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে (অবিরতভাবে) প্রতিটি দফার হাতে মজুদের পরিমাণ প্রদর্শন করা হয়। এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন ধরণের লেনদেনসমূহ (যেমন : ক্রয়, পরিবহন ব্যয়/আন্তঃপরিবহন, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা)- কে "মজুদ পণ্য (Merchandise Inventory)" হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রতি একক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, পণ্যের বিক্রয়মূল্য দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও বিক্রয় রাজস্ব বৃদ্ধি এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করে মজুদ পণ্যের হ্রাস ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য দুইটি জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতি প্রতিনিয়ত হাতে রক্ষিত মজুত পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করে। অর্থাৎ কোনো পণ্য ক্রয় করা হলে তা খরচ হিসাবে না দেখিয়ে হাতে মজুত হিসাবে দেখানো হয়। হিসাবকালে একাধিকবার বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সমন্বয় ঘটতে পারে।

কালান্তিক মজুদ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantage of Periodic Inventory System) :

কালান্তিক মজুদ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম তথাপি এর বেশ কিছু সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে কালান্তিক মজুদ পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা উপস্থাপন করা হলো

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ করার জন্য অতিরিক্ত কোনো কর্মচারি নিয়োগ দিতে হয় না বিধায় কম ব্যয়বহুল।
- এই পদ্ধতিতে মজুদ মালের পরিমাণের নির্ভরযোগ্যতা বেশি, কেননা এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দিনে সকল প্রকার মজুদ মালের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।
- কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে মজুদ মালের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করা হয় বলে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কাজকর্মের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।
- ছোটখাটো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় করে সে সকল প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করা হয়।

কালান্তিক মজুদ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Periodic Inventory System) :

কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি বেশ কিছু সুবিধা থাকা স্বত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে কালান্তিক মজুদ পদ্ধতির অসুবিধাগুলো তুলে ধরা হলো :

- কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বছর শেষে/বছরের শেষ দিনে মজুদ মূল্যায়ন করা হয় বিধায় অন্য যে কোনো সময় মজুদের পরিমাণ জানা সম্ভব নয়।
- এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বছর শেষে মজুদ গণনা করা হয় বলে এ কাজে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এতে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য কাজে ব্যাঘাত ঘটে।
- এ পদ্ধতিতে বছরে শেষ দিনে মজুদের গরমিল ধরা পড়ে। এ জন্য ঐ গরমিল খুঁজে বের করাও কষ্টসাধ্য বিষয়।
- এ পদ্ধতিতে বছর শেষে একবার মজুদ মূল্যায়ন করা হয়, সেহেতু সময়ের স্বল্পতার কারণে মূল্যায়নে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- বৃহদাকার কারবারি প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব।

নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Perpetual Inventory System) :

নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতির যথেষ্ট পরিমাণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। এ দিক বিবেচনায় নিত্য মজুদ পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। নিম্নে এসব সুবিধাগুলো উপস্থাপন করা হলো :

- প্রতিটি লেনদেনের সাথে সাথে মজুদের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব রাখা হয়। তাই যে কোনো সময় মজুদের পরিমাণ জানা যায়।
- মজুদের পরিমাণ পূর্বে থেকেই অনুমান করা যায় বলে মজুদের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না।
- এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি লেনদেনের সাথে সাথে মজুদের হিসাব রাখা হয় বলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় অতি সহজেই পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন মজুদ মূল্যায়ন করা হয় বলে এর জন্য অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় করতে হয় না।
- প্রতিদিন মজুদ মূল্যায়ন করা হয় বলে মজুদ মূল্যায়নের কারণে অন্য কাজের ব্যাঘাত ঘটে না।
- মজুদ মালের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়।
- সহজে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা যায়।
- যে কোনো সময় মজুদ মূল্যায়ন করলে মজুদ পণ্যের পরিমাণ জানা যায় বলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মজুদ বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারে।

নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Perpetual Inventory System) :

নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা স্বত্ত্বেও এর বেশি কিছু অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নরূপ :

- সারা বছর ধরে মজুদ মূল্যায়ন করা হয় বলে নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নের ফলে কর্মীর সংখ্যা বেশি প্রয়োজন হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- অধিক আইটেম ও ক্ষুদ্র মূল্যের পণ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এ পদ্ধতি অনুপযোগী।
- ছোটখাটো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুবিধাজনক নয়।
- এ পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ সময়সাপেক্ষ।

নিত্য মজুদ ও কালীন মজুদের পার্থক্যসমূহ :

নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতি (Perpetual Inventory Method)	কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি (Periodic Inventory Method)
অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। এই রেকর্ড গুলোর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে (অবিরতভাবে) প্রতিটি দফা হতে মজুদের পরিমাণ প্রদর্শন করা হয়।	কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে সারা হিসাবকাল যাবত ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ না করে কেবলমাত্র হিসাবকাল শেষে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।
এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের লেনদেনসমূহ- ক্রয়, ক্রয় পরিবহণ, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা- মজুদ পণ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রতিটি বিক্রয়ের সময় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করে মজুদ পণ্য হ্রাস ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য দাখিলা দেয়া হয়।	এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ক্রয়, ক্রয় পরিবহণ, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টার জন্য পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে মজুদ পরিবর্তনের চলমান হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না, বরং হিসাবকাল শেষে বাস্তব/দৃশ্যমান মজুদ (Physical Inventory) গণনা (Count) করে হাতে থেকে যাওয়া পণ্যের ব্যয় বা মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।
রেওয়ামিলে বিক্রয়, বিক্রয় ফেরত ও বিক্রয় বাট্টা দেখানো হয়।	রেওয়ামিলে বিক্রয়, বিক্রয় ফেরত ও বিক্রয় বাট্টা দেখানো হয়।
রেওয়ামিলে ক্রয়, ক্রয় পরিবহণ, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা দেখানো হয় না।	রেওয়ামিলে ক্রয়, ক্রয় পরিবহণ, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা দেখানো হয়।
যতবার পণ্য বিক্রয় করা হয় ততবারই বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হয়; তাই রেওয়ামিলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় দেখানো হয়।	পণ্য বিক্রয় করার সময় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হয় না; তাই রেওয়ামিলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় দেখানো হয় না।
রেওয়ামিলে প্রারম্ভিক মজুদ দেখানো হয় না, সমাপনী মজুদ দেখানো হয়।	রেওয়ামিলে প্রারম্ভিক মজুদ দেখানো হয়, সমাপনী মজুদ দেখানো হয় না।

হিসাব সমীকরণে নিত্য/অবিরত ও কালীন/অবিরত মজুত সংক্রান্ত লেনদেনের প্রভাব :

কালীন বা কালান্তিক মজুত পদ্ধতি	নিত্য বা অবিরত মজুত পদ্ধতি
(১) নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা। **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** ক্রয় হিসাব ডেবিট ১,০০০ টাকা (OE-) নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০ টাকা (A-) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (-)১,০০০ = ০ + (-) ১,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।	(১) নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা। **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ১,০০০ টাকা (A+) নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০ টাকা (A-) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+)১,০০০ = ০ + ০ (−)১,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** গুণগত বা কাঠামোগত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কালীন বা কালান্তিক মজুত পদ্ধতি	নিত্য বা অবিরত মজুত পদ্ধতি
(২) ধারে বা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা। **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** ক্রয় হিসাব ডেবিট ২৫,০০০ টাকা (OE-) পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট ২৫,০০০ টাকা (L+) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব ০ = (+) ২৫,০০০ + (–) ২৫,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** গুণগত বা কাঠামোগত।	**(২) ধারে বা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।** **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ২৫,০০০ টাকা (A+) পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট ২৫,০০০ টাকা (L+) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+) ২৫,০০০ = (+) ২৫,০০০ + ০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন:** পরিমাণগত বা নিট।
(৩) ক্রীত পণ্যের জন্য পরিবহন/ক্রয় পরিবহন প্রদান ১,০০০ টাকা। **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** আন্তঃপরিবহন হিসাব ডেবিট ১,০০০ টাকা (OE-) নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০ টাকা (A-) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (–) ১,০০০ = ০ + (–) ১,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।	**(৩) ক্রীত পণ্যের জন্য পরিবহন/ক্রয় পরিবহন প্রদান ১,০০০ টাকা।** **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ১,০০০ টাকা (A+) নগদান হিসাব ক্রেডিট ১,০০০ টাকা (A–) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+) ১,০০০ = ০ + ০ (–) ১,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** গুণগত বা কাঠামোগত।
(৪) ধারে ক্রীত পণ্য ফেরত/ক্রয়ফেরত/বহিঃফেরত দেওয়া হলো ২,০০০ টাকা। **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** পাওনাদার হিসাব ডেবিট ২,০০০ টাকা (L-) ক্রয়ফেরত হিসাব ক্রেডিট ২,০০০ টাকা (OE+) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব ০ = (–) ২,০০০ (+) ২,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** গুণগত বা কাঠামোগত।	**(৪) ধারে ক্রীত পণ্য ফেরত/ক্রয় ফেরত/বহিঃফেরত দেওয়া হলো ২০০০ টাকা।** **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** পাওনাদার হিসাব ডেবিট ২,০০০ টাকা (L-) মজুত পণ্য হিসাব ক্রেডিট ২,০০০ টাকা (A-) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (–)২,০০০ = (–) ২,০০০ + ০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।
(৫) ধারে ক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ২৫,০০০ টাকার পাওনাদারকে ১০% নগদ বাট্টায় সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হলো। **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** পাওনাদার হিসাব ডেবিট ২৫,০০০ টাকা (L-) নগদান হিসাব ক্রেডিট ২২,৫০০ টাকা (A-) ক্রয় বাট্টা হিসাব ক্রেডিট ২,৫০০ টাকা (OE+) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (–) ২২,৫০০ = (–) ২৫,০০০ + (+) ২,৫০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।	**(৫) ধারে ক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ২৫,০০০ টাকার পাওনাদারকে ১০% নগদ বাট্টায় সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হলো।** **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** পাওনাদার হিসাব ডেবিট ২৫,০০০ টাকা (L-) নগদান হিসাব ক্রেডিট ২২,৫০০ টাকা (A-) মজুত পণ্য হিসাব ক্রেডিট ২,৫০০ টাকা (A-) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (–) ২২,৫০০ = (–) ২৫,০০০ + ০ (–) ২,৫০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।
(৬) নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৩০,০০০ টাকা (কালীন মজুত পদ্ধতিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের প্রয়োজন হয় না) **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** নগদান হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা (A+) বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা (OE+) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+) ৩০,০০০ = ০ + (+) ৩০,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।	**(৬) নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৩০,০০০ টাকা যার ক্রয়মূল্য ছিল ২০,০০০ টাকা।** **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** (১) নগদান হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা (A+) বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা (OE+) (২) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব ডেবিট ২০,০০০ টাকা (OE-) মজুত পণ্য হিসাব ক্রেডিট ২০,০০০ টাকা (A-) **সমীকরণ বিশ্লেষণ :** সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+) ৩০,০০০ = ০ + (+) ৩০,০০০ (–) ২০,০০০ = (–) ২০,০০০ **আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :** পরিমাণগত বা নিট।
(৭) ধারে বা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৩০,০০০ টাকা (কালীন মজুত পদ্ধতিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের প্রয়োজন হয় না) **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** দেনাদার হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা (A+) বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা (OE+)	**(৭) ধারে বা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৩০,০০০ টাকা যার ক্রয়মূল্য ছিল ২০,০০০ টাকা।** **ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ :** (১) দেনাদার হিসাব ডেবিট ৩০,০০০ টাকা (A+) বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা (OE+) (২) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব ডেবিট ২০,০০০ টাকা (OE-) মজুত পণ্য হিসাব ক্রেডিট ২০,০০০ টাকা (A-)

LY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

পর্যাবৃত্ত বা সাময়িক মজুদ পদ্ধতি	নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি
সমীকরণ বিশ্লেষণ : সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব [illegible] = ০ + (+) ৩০,০০০ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন : পরিমাণগত বা স্থিতি	সমীকরণ বিশ্লেষণ : সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+) ৩০,০০০ = ০ + (+) ৩০,০০০ (−) ২০,০০০ = (−) ২০,০০০ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন : পরিমাণগত বা স্থিতি।
(২) [illegible] বিক্রয়ফেরত ২,০০০ টাকা। [illegible] মজুদ পদ্ধতিতে [illegible] হয় না ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ : [illegible] হিসাব ডেবিট ২,০০০ টাকা (OE−) [illegible] হিসাব ক্রেডিট ২,০০০ টাকা (A−)	(২) বিক্রয়ফেরত/ধারে বিক্রীত পণ্যের মধ্যে ২,০০০ টাকার পণ্য ফেরত আসলো, যার ক্রয়মূল্য ছিল ১,০০০ টাকা। ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ : (১) বিক্রয়ফেরত হিসাব ডেবিট ২,০০০ টাকা (OE−) দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ২,০০০ টাকা (A−) (২) মজুদ পণ্য হিসাব ডেবিট ১,০০০ টাকা (A+) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব ক্রেডিট ১,০০০ টাকা (OE+)
সমীকরণ বিশ্লেষণ : সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব [illegible] ২,০০০ = ০ + (−) ২,০০০ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন : পরিমাণগত বা স্থিতি	সমীকরণ বিশ্লেষণ : সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (−) ২,০০০ = ০ + (−) ২,০০০ (+) ১,০০০ = (+) ১,০০০ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন : পরিমাণগত বা স্থিতি।
(৩) [illegible] মাধ্যমে মূল্য [illegible] টাকার দেনাদারের নিকট থেকে [illegible] বাট্টায় সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করা হলো। ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ : [illegible] হিসাব ডেবিট [illegible] টাকা (A+) [illegible] হিসাব ডেবিট [illegible] টাকা (OE−) [illegible] হিসাব ক্রেডিট [illegible] টাকা (A−) সমীকরণ বিশ্লেষণ : সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব [illegible] = ০ + (−) [illegible] [illegible] আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন : পরিমাণগত বা স্থিতি	(৩) ধারে বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ৩০,০০০ টাকার দেনাদারের নিকট থেকে ১০% বাট্টায় সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করা হলো। ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ : নগদান হিসাব ডেবিট ২৭,০০০ টাকা (A+) বিক্রয় বাট্টা হিসাব ডেবিট ৩,০০০ টাকা (OE−) দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ৩০,০০০ টাকা (A+) সমীকরণ বিশ্লেষণ : সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব (+) ২৭,০০০ = ০ + (−) ৩,০০০ (−) ৩০,০০০ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন : পরিমাণগত বা স্থিতি।

[illegible] নির্ধারণ :

[illegible] পণ্যের মালিকানা নির্ধারণে [illegible] না হলেও পরিবহনাধীন পণ্য এবং চালানি পণ্যের মালিকানা নির্ধারণে অনেক সময় [illegible] হয়। নিচে বিষয় দুটি [illegible] করা হলো :

পরিবহনাধীন পণ্য : [illegible] ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার গুদাম থেকে ক্রেতার গুদামে পণ্য পৌঁছাতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যেতে [illegible] পরিবহন [illegible] এবং পরিবহনাধীন পণ্যের মালিকানা নির্ধারণের জন্য FOB shipping point অথবা FOB destination শর্ত ব্যবহৃত হয়।

FOB (Free on Board) Shipping point : এক্ষেত্রে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট তখনই হস্তান্তরিত হয় যখন পরিবহন কোম্পানি বিক্রেতার নিকট হতে পণ্য গ্রহণ করে।

FOB destination : এক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত পণ্যের মালিকানা বিক্রেতার অধীনে থাকে।

FOB shipping point এবং FOB destination এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ :

FOB shipping point	FOB destination
[illegible] মালিকানা ক্রেতার নিকট তখনই হস্তান্তরিত হয় যখন বিক্রেতা [illegible] পরিবহন সংস্থার নিকট পণ্য হস্তান্তর করা হয়।	পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট তখনই হস্তান্তরিত হয় যখন পরিবহন সংস্থা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছানো হয়।
[illegible] বিক্রেতা কর্তৃক পরিবহন সংস্থার নিকট পণ্য হস্তান্তর করা হয়, [illegible] তারিখে ক্রয়-বিক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।	যে তারিখে ক্রেতার নিকট (ক্রেতার গুদামে) পণ্য পৌঁছানো হয়, সেই তারিখে ক্রয়-বিক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।
[illegible] খরচ ও বীমা খরচ বহন করে-ক্রেতা	পরিবহন খরচ ও বীমা খরচ বহন করে-বিক্রেতা।
[illegible] পণ্যের মালিক-ক্রেতা। তাই, হিসাবকাল শেষে [illegible] পণ্য ক্রেতার সমাপনী মজুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	পরিবহনাধীন পণ্যের মালিক-বিক্রেতা। তাই, হিসাবকাল শেষে পরিবহনাধীন পণ্য বিক্রেতার সমাপনী মজুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[illegible] পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্য-গ্রহণকারীর কাছে রক্ষিত পণ্যের মালিকানা পণ্য-প্রেরণকারীর অধীনে থাকে। চালানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন না [illegible] বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার চুক্তিতে পণ্য-প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য- গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে পণ্য প্রেরণ করা হয়। ভবিষ্যতে পণ্য-গ্রহণকারী যদি [illegible] সক্ষম হয় তাহলে পণ্য প্রেরণকারীকে জানায় এবং কমিশন কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা পণ্য প্রেরণকারীকে প্রদান করে। যতদিন বিক্রয় করা সম্ভব [illegible] পণ্য-গ্রহণকারীর গুদামে বা বিক্রয় কেন্দ্রে রক্ষিত মজুদ পণ্যের মালিকানা পণ্য-প্রেরণকারীর অধীনে থাকে। গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বেশি লক্ষ করা যায়। [illegible] টাটা কোম্পানি যদি কমিশনের বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার চুক্তিতে নিটল কোম্পানির বিক্রয় কেন্দ্রে (শো-রুমে) একটি গাড়ি প্রেরণ করে তাহলে বিক্রয় না [illegible] পর্যন্ত উক্ত গাড়িটি টাটা কোম্পানির মজুদ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

CS CamScanner

পুনঃক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রীত পণ্য :

ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে পুনঃক্রয় করে নেওয়া হবে এই চুক্তিকে পণ্য বিক্রয় করা হলে বিক্রয়ের সময়ই ক্রেতাকে আইনগত মালিকানা হস্তান্তর করা হয় কিন্তু উক্ত পণ্যকে বিক্রেতার মজুত পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ; কারণ, এক্ষেত্রে আইনগতভাবে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট চলে যায় কিন্তু উক্ত পণ্য বিক্রেতার আর্থিক বিবরণীতে মজুত পণ্য হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য :

বাজারে নতুন এসেছে এমন ধরনের পণ্যের পরিচিত বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে পণ্য প্রেরণ করা হতে পারে। প্রেরিত পণ্য ক্রেতা গ্রহণ করবে কি-না এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার আগ-পর্যন্ত এ ঘটনাটিকে বিক্রয়-লেনদেন হিসেবে লিপিবদ্ধ করা যায় না। তাই বিক্রয় অথবা ফেরত শর্তে প্রেরিত পণ্য বিক্রেতার বা প্রেরকের মজুতের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়; প্রাপকের নয়।

Freight Prepaid (পরিবহণ খরচ অগ্রপ্রদত্ত) ও Freight Collect (পরিবহণ খরচ সংগ্রহ)-এর পার্থক্য

শর্তের নাম	প্রথমত পরিবহণ খরচ প্রদান করে	চূড়ান্তভাবে পরিবহণ খরচ বহন করে
FOB Shipping Point - Freight Prepaid	বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক	ক্রেতা বা আমদানিকারক
FOB Shipping Point - Freight Collect	ক্রেতা বা আমদানিকারক	ক্রেতা বা আমদানিকারক
FOB Destination - Freight Prepaid	বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক	বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক
FOB Destination - Freight Collect	ক্রেতা বা আমদানিকারক	বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক

Step 2 At a Glance : Most Important Information

- হিসাবকালের শেষ তারিখে গুদামে ও দোকানে যে পণ্য থাকে তা গণনার মাধ্যমে – **মজুতপণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।**
- অবিরত/নিত্য মজুত পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে– **মজুতকৃত পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়।**
- আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য– **দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথা : ১. নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতি ২. কালীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি।**
- ক্রয়, পরিবহন, ফেরত, ক্রয় বাট্টার জন্য আলাদা আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করা হয়– **কালীন মজুদ পদ্ধতি**
- ক্রয়, পরিবহন, ফেরত, ক্রয় বাট্টা ইত্যাদি সমূহকে মজুদ পণ্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়– **নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি**
- ক্রয় হিসাব পাওয়া যায় না– **নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে**
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যায়– **নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে**
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যায় না– **কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে**
- পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে– **নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি**
- হিসাবকাল শেষে মজুদ পণ্যের হিসাব করে– **কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি**
- পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য আলাদা আলাদা হিসাব রাখা হয়– **কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে**
- মজুদপণ্য পরিবর্তনের চলমান বা ধারাবাহিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না– **কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে**
- সমাপনী মজুদ দেখানো হয় না– **কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে**
- রেওয়ামিলে প্রারম্ভিক মজুদ থাকে না– **নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে**
- পণ্যের পরিবহন শর্ত FOB Destination Point দ্বারা বুঝায়– **পরিবহন খরচ বিক্রেতার**
- পণ্যের পরিবহন খরচ ক্রেতা বহন করে– **FOB Shipping Point**
- নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে খতিয়ানে প্রতিদিনের মজুদ লেনদেন লিপিবদ্ধ করে মজুদ হিসাব (Inventory Account) এবং হিসাব শেষে মজুদ গণনা করা হয়।
- নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় Cost of Goods Sold (COGS) প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়ের সময় নির্ণয় করা হয়।
- নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের লেনদেনসমূহ (ক্রয়, পরিবহন ব্যয়, ফেরত ও বাট্টা) মজুদ পণ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে প্রতিটি পণ্যের বিস্তারিত হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব রাখা হয়। ফলে হিসাব কালের যেকোনো সময়ই মজুত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য জানা যায়।
- নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে প্রতিটি বিক্রয়ের সময় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করে মজুদ পণ্যে হ্রাস বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয়।
- কালীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে হিসাবকালের যাবতীয় ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ না করে শুধুমাত্র– **হিসাব কাল শেষে একবার বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।**
- কালীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ঘাটতি, বিনষ্ট বা চুরি ইত্যাদি পণ্যের কোনো হিসাব রাখা হয় না।
- কালীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে (ক্রয়, পরিবহন ব্যয়, ফেরত ও বাট্টা) পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।
- কালান্তিক/কালীন মজুদ পদ্ধতি (Periodic Inventory System) ব্যবহার করেন এমন পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিলে খুঁজে পাওয়া যাবে না- **বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হিসাব, সমাপনী মজুদ পণ্য।**
- নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে (Perpetual Inventory System) রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না- **প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, ক্রয় হিসাব, ক্রয় ফেরত হিসাব, ক্রয় বাট্টা হিসাব, আন্তঃপরিবহন হিসাব।**

CamScanner

Step 3

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবিরাম মজুদপণ্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এমন একটি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে নিচের কোন হিসাব থাকবে না? [DU : 22-23]

Ⓐ সমাপনী মজুদমাল Ⓑ ক্রয় ফেরত
Ⓒ বিক্রয় ফেরত Ⓓ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

B Solve অবিরাম মজুদপণ্য পদ্ধতিতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন লেনদেনসমূহ – ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা হিসাবকে "মজুদ পণ্য" – হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং অবিরাম মজুদ পণ্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এমন পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা এবং প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য হিসাব থাকে না।

কালান্তিক মজুদ রক্ষণ পদ্ধতিতে একটি বিক্রয়কারী কোম্পানির খতিয়ানে নিচের কোন হিসাবটি থাকবে না? [DU-C : 20-21]

Ⓐ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓑ ক্রয় Ⓒ ক্রয় পরিবহণ Ⓓ ক্রয় বাট্টা

A Solve কালান্তিক মজুদ রক্ষণ পদ্ধতিতে ক্রয়, ক্রয় পরিবহণ, ক্রয় বাট্টা, বিক্রয়, বিক্রয় পরিবহণ ইত্যাদি হিসাবের খতিয়ান সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবের খতিয়ান অবিরত মজুত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় বিধায় এটি কালান্তিক পদ্ধতিতে হিসাবের খতিয়ানে থাকে না।

অবিরত মজুতপণ্য পদ্ধতিতে একটি বিক্রয়কারী কোম্পানিতে নিচের কোন হিসাব থাকে? [DU : 15-16; DU 7 College : 21-22]

Ⓐ ক্রয় Ⓑ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓒ ক্রয় পরিবহন
Ⓓ ক্রয় বাট্টা Ⓔ প্রারম্ভিক মজুত মাল

B Solve অবিরাম মজুতপণ্য পদ্ধতিতে ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, এবং প্রারম্ভিক মজুদ হিসাবকে "মজুত পণ্য" নামক সম্পদ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং অবিরাম মজুতপণ্য পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয়কারী একটি কোম্পানির খতিয়ানে এবং রেওয়ামিলে ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, এবং প্রারম্ভিক মজুত হিসাবের জের থাকে না কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রতি একক পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়কে ডেবিট এবং মজুত পণ্য হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। অতএব অবিরাম মজুতপণ্য পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয়কারী একটি কোম্পানির খতিয়ানে এবং রেওয়ামিলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের জের থাকে।

কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিলে কোন হিসাবটি পাওয়া যাবে না? [DU : 11-12; CoU : 19-20; BU : 15-16; BRUR : 13-14]

Ⓐ বিক্রয় বাট্টা Ⓑ ক্রয় হিসাব Ⓒ আন্তঃপরিবহন খরচ হিসাব
Ⓓ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হিসাব Ⓔ প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য

D Solve কালীন বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে, পণ্য বিক্রয় করার সময় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হয় না; কারন কালীন মজুদ পদ্ধতিতে হিসাবকাল শেষে শুধুমাত্র একবার বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ও সমাপনী মজুদ নির্ণয় করা হয়। তাই রেওয়ামিলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় দেখানো হয় না। কিন্তু নিত্য মজুদ/অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে, বিক্রয় হিসাবভুক্তকরণের যতবার পণ্য বিক্রয় করা হয় ততবারই বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবভুক্ত করা হয়; তাই রেওয়ামিলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় দেখানো হয়।

অবিরত মজুত পদ্ধতিতে একটি ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিলে নিম্নের কোন হিসাবের জের থাকবে না? [DU : 10-11]

Ⓐ প্রারম্ভিক মজুত Ⓑ বিক্রয় ফেরত Ⓒ বিক্রয় রেয়াত
Ⓓ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓔ বিক্রয়

A Solve কোম্পানির মজুত পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। (ক) অবিরত/নিত্য মজুত পদ্ধতি ও (খ) কালান্তিক/কালীন মজুত পদ্ধতি। অবিরত মজুত পদ্ধতিতে একটি ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিলে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য হিসাবের কোনো জের থাকে না।

06. **কালান্তে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় করার জন্য আমরা?** [DU : 04-05]

Ⓐ মজুদ পণ্যের হিসাব করি
Ⓑ মজুদ পণ্যের হিসাব পরীক্ষা করি
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হতে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মূল্য বাদ দেই
Ⓓ বিক্রয় হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দেই

A Solve কালান্তিক বা কালীন মজুদ পদ্ধতিতে, হিসাবকাল শেষে প্রতি হিসাবকালে একবার মজুদ পণ্য গণনা করে (Physically Count) করে মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয় এবং বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

01. **মজুতপণ্য নিঃশেষিত হলে তা —— হয়ে যায়।**

Ⓐ বিক্রয় ব্যয় Ⓑ পরিচালন ব্যয়
Ⓒ আর্থিক ব্যয় Ⓓ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

D Solve মজুতপণ্য নিঃশেষিত হলে তা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হয় এবং মজুতপণ্য অনিঃশেষিত হলে তাকে সমাপনী মজুত বলে। সমাপনী মজুতপণ্য একটি চলতি সম্পদ। তাই আর্থিক অবস্থা বিবরণীর সম্পত্তি পাশে যাবে।

02. **নিত্য মজুত ব্যবস্থায় কখন সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়?** [19-20]

Ⓐ ১ মাস পরপর Ⓑ ৬ মাস পরপর
Ⓒ যে কোনো সময় Ⓓ হিসাব কাল শেষে

C Solve নিত্য মজুত পণ্য পদ্ধতিতে যেকোনো সময় মজুত পণ্যের পরিমাণ জানা যায়। কালান্তিক মজুত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর জানা যায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. **অবিরত মজুত পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিলে নিম্নের কোন হিসাবটি ক্রেডিট করতে হয়?** [RU-B : 18-19]

Ⓐ প্রদেয় হিসাব Ⓑ মজুত পণ্য
Ⓒ ক্রয় ফেরত Ⓓ পণ্য ক্রয়

B Solve অবিরত মজুত পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিলে মজুত পণ্যের পরিমাণ ক্রেডিট দ্বারা কমিয়ে ফেলা হয়।

02. **অবিরত মজুত পদ্ধতিতে ধারে পণ্য বিক্রয় লিপিবদ্ধকরণে যে হিসাব প্রভাবিত হয় -** [RU : 12-13]

Ⓐ বিক্রয় Ⓑ দেনাদার
Ⓒ মজুত পণ্য Ⓓ সবগুলো

D Solve অবিরত বা নিত্য মজুত পদ্ধতিতে বিক্রয় লিপিবদ্ধকরণের জাবেদা হলো, (i) দেনাদার / নগদান হিসাব ডেঃ ও বিক্রয় হিসাব ক্রেঃ (বিক্রয় মূল্য দ্বারা) (ii) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ডেঃ ও মজুতপণ্য ক্রেঃ। সুতরাং এখানে বিক্রয়, দেনাদার ও মজুত পণ্য সকল হিসাবগুলোই প্রভাবিত হবে।

03. **মজুত পণ্য হিসাবের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিক্রয়ের সময় যে পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়, তাকে বলা হয়-** [RU : 05-06]

Ⓐ পণ্যমজুত হিসাব পদ্ধতি Ⓑ পারপিচুয়াল মজুত পদ্ধতি
Ⓒ সময়ান্তিক মজুত পদ্ধতি Ⓓ প্রধান মজুত পদ্ধতি

B Solve মজুত পণ্য হিসাবের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিক্রয়ের সময় যে পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাবে মজুত পণ্যকে দেখানো হয় তাকে বলা হয় পারপিচুয়াল/নিত্য/অবিরত মজুত পদ্ধতি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. **FOB - এর অর্থ হলো-** [CU-C : 20-21]

Ⓐ Free of Board Ⓑ Fare of Board Ⓒ Free of Berth
Ⓓ Fare on Board Ⓔ Free on Board

E Solve FOB এর পূর্ণরূপ হলো- Free on Board যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইনে উল্লিখিত একটি পরিভাষা, যেখানে পণ্য বিক্রেতার পরিবর্তে ক্রেতা নিজ দায়িত্বে, খরচ এবং পণ্য পরিবহণের সময়কালীন ঝুঁকি গ্রহণ করে।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিলে কোন হিসাবটি ক্রেডিট করতে হয়? [GST : 22-23]
Ⓐ ক্রয় ফেরত Ⓑ পণ্য ক্রয় Ⓒ মজুদ পণ্য Ⓓ প্রদেয় হিসাব
C Solve অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন হিসাব যেমন : ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা ইত্যাদি "মজুদ পণ্য" হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিলে "মজুদ পণ্য" হিসাবটি ক্রেডিট করতে হয়। এর ফলে "মজুদ পণ্য" নামক সম্পদ হ্রাস পায়।

02. মজুদ বলতে বুঝায় [SUST : 19-20]
Ⓐ দ্রব্যাদি সংরক্ষণ Ⓑ বিচ্ছিন্নভাবে মালামাল সংরক্ষণ
Ⓒ দ্রব্য ও সেবার সংরক্ষণ Ⓓ সংরক্ষণ
A Solve মজুদ বলতে অবিক্রীত পণ্যের বা দ্রব্যের সংরক্ষণকে বোঝায়। সেবা সংরক্ষণ করা যায় না।

03. কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিলে কোন হিসাবটি পাওয়া যাবে না? [GAT : 19-20; BU : 15-16; BRUR : 13-14]
Ⓐ বিক্রয় বাট্টা হিসাব Ⓑ ক্রয় হিসাব
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব Ⓓ প্রারম্ভিক মজুদ হিসাব
C Solve কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রাথমিকভাবে লেখা হয় না কারণ পণ্য বিক্রয় করার সময় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়পূর্বক লেখা হয় না।

04. নিচের কোনটি মুনাফা জাতীয় আয়ের উদাহরণ নয়? [SHTU : 18-19]
Ⓐ কারবার গঠন হবার আগের আয়
Ⓑ যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে আয়
Ⓒ শেয়ার বাজেয়াপ্ত হতে আয়
Ⓓ পরিত্যক্ত/নষ্ট জিনিস পত্র বিক্রয় হতে আয়
D Solve এখানে, পরিত্যক্ত বা নষ্ট জিনিসপত্র বিক্রয় হতে আয় মূলধন মুনাফা জাতীয় আয়।

Step 4 সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কালান্তিক মজুদ ব্যবস্থায় কখন সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য জানা যায়? [MYM-22]
Ⓐ বিক্রয়ের পরে Ⓑ ক্রয়ের পরে
Ⓒ হিসাবকাল শেষে Ⓓ যে কোনো সময়ে **Ans C**

02. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মূল্য কম ধরা হলে কোনটি হ্রাস পাবে? [CHI-22]
Ⓐ সম্পদের পরিমাণ Ⓑ নিট মুনাফার পরিমাণ
Ⓒ মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ Ⓓ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ **Ans D**

03. হিসাবকাল শেষে মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হয় কোন পদ্ধতিতে? [SYL-22]
Ⓐ অবিরত মজুদ পদ্ধতি Ⓑ কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি
Ⓒ প্রক্রিয়াধীন মজুদ পদ্ধতি Ⓓ সমাপ্ত মজুদ পদ্ধতি **Ans B**

04. নিচের কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তুমি নিত্য মজুদ পণ্য পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের সুপারিশ করবে? [DHA-21]
Ⓐ মুদির ব্যবসায় Ⓑ মুদি দ্রব্যাদির ব্যবসায়
Ⓒ মোটর সাইকেল ব্যবসায় Ⓓ প্রসাধনীর ব্যবসায় **Ans C**

05. কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে কখন সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়? [MYM-21]
Ⓐ হিসাবকালের শুরুতে Ⓑ হিসাবকালের শেষে
Ⓒ হিসাবকালের মাঝামাঝি Ⓓ প্রত্যেক লেনদেনের পর **Ans B**

06. পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত শর্ত হচ্ছে- [RAJ-21]
i. ২/১০, net/৩০ ii. FOB destination
iii. FOB shipping point
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii **Ans C**

07. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য পণ্য একটি নির্দিষ্ট তারিখে অবিক্রীত অবস্থায় থাকে তাকে কী বলে? [DIN-21]
Ⓐ ক্রয়কৃত পণ্য Ⓑ সংরক্ষিত পণ্য Ⓒ মজুদ পণ্য Ⓓ বিক্রয়যোগ্য পণ্য **Ans C**

08. মজুদ মূল্যায়নে নিম্নের কোনটি বিবেচনা করা হয়? [DIN-21]
Ⓐ ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম
Ⓑ ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি বেশি
Ⓒ ক্রয়মূল্য Ⓓ বাজারমূল্য **Ans A**

09. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মজুদ পণ্যকে কয়ভাগে বিভক্ত করা হয়? [DIN-21]
Ⓐ ২ ভাগে Ⓑ ৩ ভাগে Ⓒ ৪ ভাগে Ⓓ ৫ ভাগে **Ans B**

10. নিত্য মজুদ পদ্ধতিতে 'ক্রয় ফেরত'-এর জাবেদা কোনটি? [BAR-21]
Ⓐ পাওনাদার হিসাব ডেবিট, ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট
Ⓑ পাওনাদার হিসাব ডেবিট, মজুদ পণ্য হিসাব ক্রেডিট
Ⓒ ক্রয় হিসাব ডেবিট, ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট
Ⓓ ক্রয় হিসাব ডেবিট, মজুদ পণ্য হিসাব ক্রেডিট **Ans B**

11. তাৎক্ষণিক মজুদ পণ্যের পরিমাণ জানার পদ্ধতি হলো- [JES-21]
Ⓐ নিত্য মজুদ পদ্ধতি Ⓑ কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি
Ⓒ তৈরি মজুদ পদ্ধতি Ⓓ সরেজমিন গণনা পদ্ধতি **Ans A**

12. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেকোনো দিন বা সময়ে মজুত পণ্যের পরিমাণ জানা যায় কোন মজুত পদ্ধতিতে? [BAR-17]
Ⓐ কালান্তিক মজুত পদ্ধতিতে Ⓑ বাৎসরিক হিসাব পদ্ধতিতে
Ⓒ নিত্য মজুত পদ্ধতিতে Ⓓ মজুত পণ্য নির্ণয় পদ্ধতিতে **Ans C**

13. রুপালী লিমিটেড এর কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ১৩,০০০ টাকা, কাঁচামাল ক্রয় ৬০,০০০ টাকা এবং সমাপনী কাঁচামালের মজুত পণ্য ৩,০০০ টাকা হলে কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য কত? [BAR-17]
Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫৬,০০০ টাকা Ⓓ ৭০,০০০ টাকা **Ans D**

14. নিত্য মজুত ব্যবস্থায় কখন সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়? [SYL-17]
Ⓐ এক মাস পর পর Ⓑ ছয় মাস পর পর
Ⓒ যেকোনো সময় Ⓓ হিসাবকাল শেষে **Ans C**

15. এবিসি লি. এর পণ্য ক্রয় ২৬,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ৩,০০০ টাকা, ক্রয় পরিবহন ১,৫০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৫০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত পণ্য ৫,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত? [SYL-16]
Ⓐ ৩১,০০০ টাকা Ⓑ ২৮,৫০০ টাকা
Ⓒ ২৫,০০০ টাকা Ⓓ ২৪,৫০০ টাকা **Ans C**

Step 5 NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নির্দিষ্ট সময় শেষে সব মজুতের পরিমাণ গণনা করে পণ্যের অস্তিত্ব যাচাই ও মূল্য নিরূপণ করাকে কী বলে?
Ⓐ কালান্তিক মজুত পদ্ধতি Ⓑ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি
Ⓒ অবিরত মজুত পদ্ধতি Ⓓ পরোক্ষ পদ্ধতি **Ans A**

02. যে পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিনিয়ত মজুত পণ্যের মূল্য বা নিয়মিত মজুত হিসাব নির্ধারণ করা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ কালান্তিক মজুত পদ্ধতি Ⓑ পরোক্ষ পদ্ধতি
Ⓒ অবিরত মজুত পদ্ধতি Ⓓ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি **Ans C**

03. হিসাবকাল শেষে গুদামে বা দোকানে কী পরিমাণ মজুত আছে তা নির্ণয় করতে কোন পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ পরের কাঁচামাল আগে ছাড় পদ্ধতি (LIFO)
Ⓑ কালান্তিক মজুত পদ্ধতি Ⓒ আগের কাঁচামাল আগে ছাড় পদ্ধতি (FIFO)
Ⓓ নিত্য মজুত পদ্ধতি **Ans B**

04. প্রত্যক্ষ গণনার ওপর নির্ভরশীল কোন পদ্ধতিটি?
Ⓐ পরের কাঁচামাল আগে ছাড় পদ্ধতি (LIFO)
Ⓑ কালান্তিক মজুত পদ্ধতি Ⓒ আগের কাঁচামাল আগে ছাড় পদ্ধতি (FIFO)
Ⓓ নিত্য মজুত পদ্ধতি **Ans B**

CamScanner

Type 2

মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ (Inventory Costing)

Step 1

BASIC INFORMATION

মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ (Inventory Costing) :

মজুদ পণ্যের একক প্রতি ক্রয়মূল্য সমান না হওয়ার কারণে মোট একককে একক প্রতি ব্যয় দিয়ে গুণ করে মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণ (Specific Identification) :

সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্যে হিসাব রাখা হয়। বর্তমানে এ পদ্ধতিটির ব্যবহার খুবই কম।

মূল্য (ব্যয়) প্রবাহ পদ্ধতি (Cost Flow Methods) :

অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না বলে মজুদের আনুমানিক মূল্য নির্ধারণের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে 'মূল্য (ব্যয়) প্রবাহ' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা : (১) First In First Out (FIFO) (২) Last In First Out (LIFO) এবং (৩) Average-Cost.

মজুদ পণ্য মূল্যায়নের কতিপয় পদ্ধতি (Some Method of Inventory Evaluation):

১. আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (First in First out -FIFO)
২. পরের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (Last in First out- LIFO)
৩. মৌলিক মজুদ পদ্ধতি (Base Stock Method)
৪. সহজ গড় পদ্ধতি (Simple Average Method)
৫. ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি (Weighted Average Method)
৬. পর্যাবৃত্ত সহজ গড় পদ্ধতি (Periodic Simple Average Method)
৭. আদর্শ ব্যয় পদ্ধতি (Standard Cost Method)
৮. পর্যাবৃত্ত ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি (Periodic weighted Average Method)
৯. বাজার মূল্য পদ্ধতি (Market price Method)
১০. বর্ধিতমূল্য পদ্ধতি (Inflated price Method)
১১. স্থির মূল্য পদ্ধতি (Fixed price Method)

আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (First In First Out (FIFO) :

এ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম গ্রহণকৃত মাল সবার আগে ইস্যু বা সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ বলা যায়, যে পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম যে মূল্যে মাল সংগ্রহ করা হয়েছে সে মূল্যে প্রথমে সরবরাহ করা হয়। প্রথম ক্রয়কৃত মূল্যের মাল শেষ হবার পর পরবর্তী মূল্যের মাল সরবরাহ করা হয়। প্রথম মূল্যের মাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী মূল্যের মাল সরবরাহ করা হবে না। মালের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আগের মূল্যের মাল পর্যায়ক্রমে সরবরাহ হয় এবং সবার শেষের মাল সমাপনী মজুদ হিসাবে থেকে যায়। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে মজুদ সামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না।

FIFO পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :

সুবিধাসমূহ	অসুবিধাসমূহ
ক) এ পদ্ধতি সহজে বোধগম্য এবং কার্যকর করা সহজ। খ) যখন মালের দাম নিম্নমুখী হয় তখন এ পদ্ধতি অধিকতর সুবিধাজনক। গ) সঠিক উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে সহায়তা করে। ঘ) এ পদ্ধতিতে মজুদ মালের মূল্যায়ন চলতি বাজার মূল্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ঙ) মালের মূল্যায়ন ক্রয়মূল্যে করার ফলে মালের প্রকৃত প্রবাহের সাথে ব্যয় প্রবাহের মিল থাকে বেশি।	ক) মালের ঊর্ধ্বমুখী বাজার মূল্যের সময় এ পদ্ধতি প্রয়োগ সমীচীন নহে। খ) পরিবর্তনশীল মূল্যস্তরে এটি ঝুঁকিপূর্ণ। গ) মালের লেনদেনের পরিমাণ বেশি হলে ইস্যুকৃত মালের মূল্য নির্ধারণ খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

উপযোগিতা : ক্রয়মালের মূল্য যখন ক্রমাগত কমতে থাকে কিংবা নিম্নমুখী হয় তখন এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

পরের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি [Last In First Out (LIFO)] :

এ পদ্ধতি FIFO পদ্ধতির ঠিক উল্টো। ইস্যু বা সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দরের মাল শেষে ক্রয় বা সংগ্রহ করা হয় সে দরের মাল আগে ইস্যু বা সরবরাহ করা হয়। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে ব্যয় মূল্য বাজার দরের কাছাকাছি থাকে এবং ঊর্ধ্বমুখী বাজারের মজুত মালের মূল্য রক্ষণশীল নীতিতে কম দরে মূল্যায়িত হয়ে রক্ষণশীল নীতি অনুসরণে সহায়ক হয়।

LIFO পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :

সুবিধাসমূহ	অসুবিধাসমূহ
ক) এ পদ্ধতি সহজ ও সরল। তাই সকলেই অনুধাবন করতে পারে এবং যেকোনো প্রতিষ্ঠানে চালু করতে কোনো অসুবিধা হয় না। খ) এ পদ্ধতিতে উৎপাদনে ব্যবহৃত মালের মূল্যায়নে বাজার দর ও বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়। গ) এতে মজুত মালের মূল্য কম দেখানো হয় বলে মুনাফাও কম দেখানো হয়। ফলে কর সুবিধা পাওয়া যায়। ঘ) পরিবর্তনশীল ও ঊর্ধ্বমুখী বাজারে এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সঠিক ফলাফল লাভ করা যায়।	ক) কালান্তিক মজুত মালের মূল্য বাজার দরের প্রতিনিধিত্ব করে না। খ) এ পদ্ধতিতে আগে ক্রীত মাল গুদামে থেকে যায় বিধায় নষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গ) অধিক মাল লেনদেনের ক্ষেত্রে গণনার কাজ জটিল হয় এবং করণিক ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ঘ) সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এ পদ্ধতির প্রয়োগ সন্তোষজনক ও কাম্য হিসেবে বিবেচিত হয় না।

উপযোগিতা : মালের মূল্য ক্রমাগত বাড়লে কিংবা ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

Super Tips:

• হিসাববিজ্ঞানের আমেরিকান নীতিমালা "GAAP" অনুযায়ী (১) First-In, First-Out (FIFO), (2) Last-In, First-Out (LIFO) এবং (3) Average-Cost এই তিনটি পদ্ধতির যেকোনো পদ্ধতি মজুদ পণ্য মূল্যায়নে ব্যবহার করা যায় কিন্তু হিসাববিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক নিতিমালা IFRS অনুযায়ী Last-In, First-Out (LIFO) পদ্ধতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

CamScanner

সহজ গড় পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে কাঁচামাল বিলি করার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রয়মূল্যের গড় নির্ণয় করে অর্থাৎ মজুত কাঁচামালের বিভিন্ন ক্রয়মূল্যকে যতবার কাঁচামাল কেনা হয়েছে সেই সংখ্যা দিয়ে (কোনো ক্রয়ের কাঁচামাল সম্পূর্ণ বিলি করা হলে সেই ক্রয় বাদে) ভাগ করে যে গড়মূল্য পাওয়া যায়, সেই মূল্যে কাঁচামাল বিলি করা হয়।

$$\text{কাঁচামালের বিলিমূল্য} = \frac{\text{স্টোরে মজুত কাঁচামালের একক মূল্যসমূহ}}{\text{ক্রয়ের সংখ্যা}}$$

সহজ গড় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :

সুবিধাসমূহ	অসুবিধাসমূহ
ক) যে মূল্যে কাঁচামাল বিলি করা হবে তা গণনা করা খুবই সহজ।	ক) বার বার মাল ক্রয় করা হলে বার বার ইস্যু হার নির্ধারণ করতে হয় বলে করণিক ভুলের সম্ভাবনা বেশি।
খ) এ পদ্ধতি বাজার দরের হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাব এড়াতে অনেকটা সাহায্য করে।	খ) সামগ্রীর মূল্য যখন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় তখন এ পদ্ধতি অচল।
গ) যখন ক্রয়ের বিভিন্ন দফা একসঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোনো রকম নির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয় না তখন এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।	গ) সমাপনী মজুত মালের মূল্য পরীক্ষা করা খুবই কঠিন।

Super Tips:

- সরল গড় পদ্ধতিতে যথাযথ সমাপনী মজুত ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা যায় না বিধায় এ পদ্ধতির পরিবর্তে ভার আরোপিত গড় পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়।

ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি (Weighted Average Method) :

ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে একটি আর্থিক বছরে গুদামে গৃহীত মোট পণ্যের পরিমাণ ও মোট মূল্য নির্ণয় করতে হয়। তারপর, মোট মূল্যকে মোট পণ্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে ভারযুক্ত গড় নির্ণয় করা হয়। পণ্যের ভার বা পরিমাণ দ্বারা একক প্রতি ব্যয় নির্ণয় করা হয় বলে এ পদ্ধতিকে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি বলে। যখনই নতুন করে কাঁচামাল কেনা হবে, তখনই এ গড়মূল্য নতুন করে নির্ণয় করতে হবে। মালের মূল্য যখন খুব বেশি উঠানামা করে তখন এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত।

$$\text{ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে একক প্রতি মূল্য} = \frac{\text{মোট পণ্যের মূল্য}}{\text{মোট পণ্যের পরিমাণ}}$$

ভারযুক্ত গড় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :

সুবিধাসমূহ	অসুবিধাসমূহ
ক) যে পর্যন্ত নতুন মাল ক্রয় করা হয় না সে পর্যন্ত পূর্বেকার হারেই মাল ইস্যু করা হয়।	ক) যখন বার বার মাল ক্রয় করা হয় তখন ইস্যু হার নির্ণয় করা খুবই জটিল।
খ) মালের মূল্য যখন খুব বেশি উঠানামা করে তখন এ পদ্ধতিতে উঠানামার সমতা রক্ষা সম্ভব।	খ) কাঁচামালের প্রদর্শিত মূল্য প্রকৃত মূল্যের পরিচায়ক হয় না।
	গ) এ পদ্ধতিতে কাঁচামালের বিলি মূল্য স্থির করলে এবং সেই মূল্যে কাঁচামাল বিলি করলে লাভ বা ক্ষতি দেখা দিতে পারে।

বর্ধিতমূল্য পদ্ধতি : ক্রয়কৃত পণ্যের পরিবহন নাড়াচাড়া, গুদামজাতকরণ, ওজন হ্রাস বা নষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে বেশ ক্ষতি হতে পারে। মালের এ স্বাভাবিক ঘাটতি উৎপাদন ব্যয়ে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করতে হলে ইস্যুকৃত মালের মূল্য বর্ধিত হারে নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে মালের ক্রয়মূল্যের হার ঘাটতির অনুপাতে বৃদ্ধি করে ইস্যুকৃত মালের মূল্য হার নির্ণয় করা হয়। ইহাই বর্ধিত হার (Inflated Rate)।

Inflated Rate সাধারণত FIFO অথবা LIFO পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষে যদি মালের প্রকৃত মূল্য ও Stores Ledger এ উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য দেখা এবং উহা যদি স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকে তবে এরূপ পার্থক্যকে কারখানা উপরি খরচের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু যদি এ পার্থক্য অস্বাভাবিক ধরনের হয় তাহলে উহা লাভ-ক্ষতির হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়। এক্ষেত্রে সমাপনী মজুত ক্রয়মূল্যেই মূল্যায়ন করা হয়।

ক্ষতির মূল্য = প্রাপ্ত মালের মোট মূল্য ইস্যুকৃত মালের মোট মূল্য − সমাপনী মজুতের মূল্য।

মজুত পণ্য বেশি-কম দেখানোর প্রভাব :

হাতে মজুতের পরিমাণ নির্ণয়ের সময় মজুত পণ্যের মূল্য বেশি বা কম দেখানো হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা, আয়কর, নিট মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ে প্রভাব পড়ে। নিম্নে "মজুত পণ্য বেশি-কম দেখানোর প্রভাব" ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

বেশি বা কম দেখানোর বিষয়	সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে প্রভাব	পরবর্তী হিসাবকালে প্রভাব
সমাপনী মজুত বেশি দেখানো হলে	* বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা বেশি দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব বেশি দেখানো হবে * সম্পদ কম দেখানো হবে	* প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব ঠিক দেখানো হবে। * সমাপনী মজুতে প্রভাব পড়বে না।
সমাপনী মজুত কম দেখানো হলে	* বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা কম দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব কম দেখানো হবে * সম্পদ বেশি দেখনো হবে	* প্রারম্ভিক মজুত কম দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব ঠিক দেখানো হবে * সমাপনী মজুতে প্রভাব পড়বে না
প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখানো হলে	* বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে * বিক্রীত পণ্যের বেশি দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা কম দেখানো হবে	পরবর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়বে না [পূর্ববর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়েছিল]
প্রারম্ভিক মজুত কম দেখানো হলে	* বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে * বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা বেশি দেখানো হবে	পরবর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়বে না [পূর্ববর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়েছিল]

CamScanner

...ক্তি বা মূল্য বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে :

IFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	কম দেখাবে

IFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	বেশী দেখাবে

...সংকোচন বা মূল্য হ্রাসের পরিস্থিতিতে :

IFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	বেশী দেখাবে

IFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	কম দেখাবে

...: আমরা জানি, রক্ষণশীলতা নীতির মূল বক্তব্য হলো ব্যয়কে বেশী এবং মুনাফাকে কম দেখানো। এই নীতি অনুযায়ী মূল্যস্ফীতির সময় মজুদ মূল্যায়নে LIFO পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ উক্ত পরিস্থিতিতে LIFO পদ্ধতি বেশী ব্যয় দেখাবে এবং কম মুনাফা দেখাবে।

Step 2 : At a Glance : Most Important Information

...উৎপাদন ব্যবসায়ের মজুতকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : **১. সমাপ্ত পণ্যের মজুত, ২. চলতি কার্যের মজুত, এবং ৩. কাঁচামালের মজুত।**

...মজুদ মূল্যায়নের FIFO পদ্ধতিতে যে দরের মাল আগে আসে সেই দরে– **মাল আগে ইস্যু করে।**

...মজুদ মূল্যায়নের FIFO পদ্ধতিতে যেসব মাল তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয় সেসব ক্ষেত্রে উপযোগী।

...কাম্য মজুত স্তরের তুলনায় মজুত পণ্য হ্রাস পেলে ক্রেতা বা খরিদ্দার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে মুনাফাও হ্রাস পেতে পারে। কাম্য মজুত স্তরের তুলনায় মজুত পণ্য অতিরিক্ত হলে প্রতিষ্ঠানের মূলধন অলস হয়ে পড়ে থাকবে। যাতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কার্যাবলিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

...প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা প্রকাশের জন্য– **মজুত পণ্য মূল্যায়ন করা হয়।**

...সমাপনী মজুত পণ্য : মূল্যায়ন বেশি হলে মুনাফা ও সম্পদ বেশি দেখাবে যাতে মালিকানাস্বত্বও বেশি দেখাবে। কিন্তু বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখাবে। আর কম হলে মুনাফা ও সম্পদ কম ও মালিকানাস্বত্বও কম দেখাবে। কিন্তু বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখাবে।

...প্রারম্ভিক মজুত পণ্য : বেশি দেখালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখাবে। যাতে মুনাফা কম ও মালিকানাস্বত্ব কম দেখাবে। আর কম দেখালে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম হবে কিন্তু মুনাফা ও মালিকানাস্বত্ব বেশি দেখাবে।

...মূল্য বৃদ্ধির সময়/মুদ্রাস্ফীতির সময়/ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির সময়- LIFO পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় কারণ এই পদ্ধতিতে FIFO পদ্ধতির চেয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি এবং সমাপনী মজুদ পণ্য কম দেখানো হয় যা হিসাববিজ্ঞানের রক্ষণশীলতার নীতিকে সমর্থন করে।

...মূল্য হ্রাসের সময়/মুদ্রাসংকোচনের সময়/ক্রমবর্ধমান মূল্য হ্রাসের সময়- FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় কারণ এই পদ্ধতিতে LIFO পদ্ধতির চেয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি এবং সমাপনী মজুদ পণ্য কম দেখানো হয় যা হিসাববিজ্ঞানের রক্ষণশীলতার নীতিকে সমর্থন করে।

...প্রারম্ভিক মজুদ কম দেখানো হলে- **মোট লাভ ও নিট আয় বেশি দেখানো হবে।**

...সমাপনী মজুদ কম দেখানো হলে - **সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের মোট লাভ কম দেখানো হবে।**

...সমাপনী মজুদ বেশি দেখালে বেশি দেখানো হবে - **সম্পত্তি, মোট লাভ, নিট আয়, আয়কর।**

...প্রারম্ভিক মজুদ বেশি দেখালে বেশি দেখানো হবে - **বিক্রীত পণ্যের ব্যয়।**

...মূল্যস্ফীতির সময় ব্যবহার করা হয়- **LIFO পদ্ধতি**

...পণ্যের মূল্য হ্রাস পেলে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়- **FIFO**

...সমাপনী মজুদ বেশি দেখালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়- **কম হবে**

CamScanner

Step ③ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. ABC লিমিটেড প্রতিটি ১০ টাকা করে ১০,০০০ একক প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। উক্ত কোম্পানি জানুয়ারির ১৫ তারিখে প্রতিটি ১১ টাকা করে ৫,০০০ একক এবং জানুয়ারির ২৫ তারিখে প্রতিটি ১২ টাকা করে ৩,০০০ একক পণ্য ক্রয় করে। জানুয়ারির ২৯ তারিখে কোম্পানি প্রতিটি ২৫ টাকা করে ১২,০০০ একক পণ্য বিক্রয় করে। FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত হবে যদি কোম্পানি অবিরাম মজুদ পণ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে? [DU-C : 21-22]

Ⓐ ৮২,০০০ টাকা　　Ⓑ ৬৯,০০০ টাকা
Ⓒ ৮২,৯৯৭ টাকা　　Ⓓ ৯২,০০০ টাকা

Ⓑ Solve

তারিখ	বিবরণ		টাকা	টাকা
জানু-১	প্রারম্ভিক মজুদ	(১০,০০০ × ১০)		১,০০,০০০
জানু-১৫	ক্রয়	(৫,০০০ × ১১)	৫৫,০০০	
জানু-২৫	ক্রয়	(৩,০০০ × ১২)	৩৬,০০০	৯১,০০০
	বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়			১,৯১,০০০
জানু-২৯	বিক্রয়	(১০,০০০ × ১০)	১,০০,০০০	
		(২,০০০ × ১১)	২২,০০০	(১,২২,০০০)
জানু-৩১	সমাপনী মজুদ			৬৯,০০০

অথবা,
FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ একক নির্ণয়:
= (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় − বিক্রয়) একক
= (১০,০০০ + ৫,০০০ + ৩,০০০ − ১২,০০০) = ৬,০০০ একক।
∴ FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের মূল্য = (৩,০০০ × ১১) + (৩,০০০ × ১২)
= (৩৩,০০০ + ৩৬,০০০) = ৬৯,০০০ টাকা।

02. একটি মজুদপণ্যের ক্রয়মূল্য ১৫,৫০০ টাকা ও বাজার মূল্য ১২,৫০০ টাকা, যা বছর শেষে মজুদ পণ্যের গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই মজুত পণ্যটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ব্যবসার মুনাফার ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে? [DU-C : 20-21]

Ⓐ মুনাফা ১৫,৫০০ টাকা কমবে
Ⓑ মুনাফা ৩,০০০ টাকা কমবে
Ⓒ মুনাফা ৩,০০০ টাকা বাড়বে
Ⓓ মুনাফা ১২,৫০০ টাকা বাড়বে

Ⓓ Solve সমাপনী মজুত একটি সম্পদ যা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হতে বাদ দেওয়া হয়। এটি বাদ না দেওয়ার ফলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি এবং মুনাফা কম দেখানো হয়েছে। সুতরাং এটি বাদ দিলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম এবং মুনাফা ১২,৫০০ টাকা বেশি দেখানো হবে।

03. মূল্যস্ফীতির সময় কোন মজুত পদ্ধতি অধিক কার্যকর? [DU : 19-20; GST : 20-21]

Ⓐ FIFO　　Ⓑ LIFO
Ⓒ HIFO　　Ⓓ Average Cost

Ⓑ Solve মূল্যস্ফীতি বা বাজার মূল্য ওঠা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানে "শেষে আসলে আগে যায় (LIFO)" পদ্ধতি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসংগত। কারণ এই পদ্ধতি নিট আয়কে অধিক দেখানো হতে বিরত রাখে এবং সমাপনী মজুত পণ্যকে কম মূল্য প্রদর্শন করে।

04. মালের নিম্নগামী বাজার মূল্যের সময় মাল নির্ণয়ে কোন পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত? [DU : 17-18]

Ⓐ FIFO　　Ⓑ LIFO
Ⓒ ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি　　Ⓓ সাধারণ গড় পদ্ধতি

Ⓐ Solve মালের নিম্নগামী বাজারে FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম। কারণ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি এবং সমাপনী মজুত কম দেখানো হয়।

05. একটি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হিসাবকালে একের বেশিবার ক্রয় করা সাপেক্ষে দাম বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে মজুত পণ্য মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে মজুত পণ্যের মূল্য বেশি দেখাবে? [DU : 11-12]

Ⓐ লিফো (LIFO)　　Ⓑ ফিফো (FIFO)　　Ⓒ সাধারণ গড়
Ⓓ ভারযুক্ত গড়　　Ⓔ চলমান গড়

Ⓑ Solve FIFO বা First In First Out পদ্ধতিতে, আগে কেনা পণ্য আগে বিক্রি হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বা শেষে ক্রয় করা পণ্যগুলো অবিক্রীত অবস্থায় মজুত হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে বিক্রীত পণ্যের ক্রয় মূল্য (Cost of goods sold) মূল্যায়িত হবে পুরাতন মূল্য দ্বারা এবং সমাপনী মজুত পণ্য মূল্যায়িত হবে নতুন মূল্য দ্বারা। যার ফলে সমাপনী মজুতের মূল্য বেশি দেখাবে।

06. একটি কোম্পানি কালীন মজুত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনো ফেরত বা বাট্টা দেয় না অথবা তাতে জড়িত নয়। কোন পরিস্থিতিতে ক্রয় বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সমান হয়? [DU : 11-12]

Ⓐ প্রারম্ভিক মজুত পণ্য শূন্য　　Ⓑ সমাপনী মজুত পণ্য শূন্য
Ⓒ প্রারম্ভিক মজুত পণ্য সমান সমাপনী মজুত পণ্য
Ⓓ বিক্রয় প্রত্যাশার চেয়ে কম
Ⓔ সমাপনী মজুত পণ্য প্রারম্ভিক মজুত পণ্য থেকে বেশি

Ⓒ Solve পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক সূত্র হলো:

প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয়	=	বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	=	সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক সূত্রটির বাম পাশের একটি বিষয় 'ক্রয় (ক্রীত পণ্যের ব্যয়)' এবং ডান পাশের একটি বিষয় 'বিক্রীত পণ্যের ব্যয়' সমান হতে হলে বাম পাশের অপর বিষয় 'প্রারম্ভিক মজুদ' এবং ডান পাশের অপর বিষয় 'সমাপনী মজুত' পরস্পর সমান হতে হবে। তাই সঠিক উত্তর হবে C।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিচের কোনটি মজুতের শ্রেণিবিভাগে পড়ে না? [JU-E : 20-21]

Ⓐ মজুত পণ্য　　Ⓑ কাঁচামাল　　Ⓒ চলতি কার্য　　Ⓓ স্টার

Ⓓ Solve প্রতিষ্ঠানে মজুতপণ্যের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে রয়েছে-
(i) কাঁচামালের গুদামে– কাঁচামাল ক্রয়, কাঁচামাল মজুত।
(ii) কারখানায়– কাঁচামাল গ্রহণ ও ব্যবহার তৈরি দ্রব্য, চলতি কার্যের মজুত।
(iii) তৈরি দ্রব্যের গুদামে– তৈরি দ্রব্য গ্রহণ ও বিক্রয়, তৈরি দ্রব্যের মজুত।
(iv) পণ্য ব্যবসায়ীর গুদামে– পণ্য মজুত, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়।
সুতরাং স্টার মজুতের কোনো শ্রেণি নয়।

02. প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখানো হলে, বেশি দেখানো হবে– [JU-E : 20-21; SUST : 12-13]

Ⓐ সম্পত্তি　　Ⓑ মোট মুনাফা
Ⓒ মালিকানাস্বত্ব　　Ⓓ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

Ⓓ Solve প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি হবে এবং মোট মুনাফা কম হবে বা মোট ক্ষতি দেখাবে। প্রারম্ভিক মজুত ক্রয়ের সাথে যোগ করে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

01. নিচের কোন বিবৃতিটি সত্য? [DU 7 College : 22-23]

Ⓐ যখন দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন LIFO অপেক্ষা FIFO কম পরিমাণ আয় দেখায়।
Ⓑ যখন দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন FIFO অপেক্ষা LIFO বেশি পরিমাণ আয় দেখায়।
Ⓒ যখন দাম হ্রাস পেতে থাকে তখন FIFO অপেক্ষা LIFO বেশি পরিমাণ আয় দেখায়।
Ⓓ যখন দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন FIFO এর মতো LIFO একই পরিমাণ আয় দেখায়।

Ⓒ Solve যখন দাম হ্রাস পেতে থাকে তখন LIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের মূল্য → বেশি দেখাবে, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় → কম দেখাবে; নিট আয় → বেশি দেখাবে; আয়কর → বেশি দেখাবে

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...আগে যায় পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সুবিধা কোনটি? [...: 22-23]
Ⓐ ...করের নির্ধারণ
Ⓑ ...বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
Ⓒ ...উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা যায়
Ⓓ ...মুনাফা প্রদর্শিত হয়

(Ans C)

...FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নোক্ত তথ্য হতে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য এবং সমাপনী ...মূল্য নির্ণয় কর : জুন ০১ : প্রতি একক ১০ টাকা হারে ১০ একক ক্রয়; ...: প্রতি একক ১১ টাকা হারে ১০ একক ক্রয়; জুন ২৫ : প্রতি একক ১২ ...হারে ১০ একক ক্রয়; জুন ৩০ : ২০ একক বিক্রয়। [DU 7 College : 21-22]

Ⓐ ২০০ টাকা : ১০০ টাকা
Ⓑ ২১০ টাকা : ১২০ টাকা
Ⓒ ২২০ টাকা : ২১০ টাকা
Ⓓ ২২০ টাকা : ১১০ টাকা

B Solve FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুতের একক নির্ণয়:
...ক্রয় – বিক্রয় = (১০ + ১০ + ১০ – ২০) একক = ১০ একক।
FIFO পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = {(১০ × ১০) + (১১ × ১০)} টাকা।
= (১০০ + ১১০) টাকা = ২১০ টাকা।
FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুতের মূল্য নির্ণয় = (১২ × ১০) টাকা।

...স্ফীতির সময় মজুতপণ্য মূল্যায়নের কোন পদ্ধতিতে কর এড়ানোর সুযোগ ...থাকে? [DU 7 College : 20-21]
Ⓐ ফিফো Ⓑ লিফো Ⓒ ভার আরোপিত গড় Ⓓ সুনির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণ

B Solve মূল্যস্ফীতির সময় মজুতপণ্য মূল্যায়নের LIFO পদ্ধতিতে কর ...এর সুযোগ বেশি থাকে। কারণ এই পদ্ধতিতে নিট আয়কে অধিক ...দেখানো হতে বিরত রাখে এবং সমাপনী মজুত পণ্যকে কম মূল্যে প্রদর্শন করে। LIFO = Last In First Out.

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

...বৃদ্ধির সময়, LIFO প্রকাশ করে– [RU-B : 20-21]
Ⓐ FIFO এর থেকে অধিক নিট মুনাফা
Ⓑ FIFO এর মতো একই মুনাফা
Ⓒ FIFO এর থেকে কম মুনাফা
Ⓓ গড় ব্যয়ের থেকে অধিক মুনাফা

C Solve মূল্য বৃদ্ধির সময় LIFO প্রকাশ করে FIFO এর থেকে কম ...। মূল্যস্ফীতি বা বাজার মূল্য ওঠা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানে LIFO পদ্ধতি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসংগত। কারণ এই পদ্ধতি নিট আয়কে অধিক দেখানো হতে বিরত রাখে এবং সমাপনী মজুত পণ্যকে কম মূল্যে প্রদর্শন করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

...নিচের কোন হিসাবটি সাধারণত স্থায়ী মজুত পদ্ধতি ব্যবহারকারী একটি মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির খতিয়ানে দেখা যাবে? [CU-C : 21-22]
Ⓐ ক্রয় হিসাব
Ⓑ আন্তঃপরিবহন হিসাব
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
Ⓓ ক্রয় বাট্টা হিসাব
Ⓔ কোনোটিই নয়

C Solve স্থায়ী মজুত/অবিরাম মজুতপণ্য পদ্ধতিতে ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, এবং প্রারম্ভিক মজুত হিসাবকে "মজুত পণ্য" নামক সম্পদ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং অবিরাম মজুতপণ্য পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয়কারী একটি কোম্পানির খতিয়ানে এবং রেওয়ামিলে ক্রয়, ক্রয় পরিবহন, এবং প্রারম্ভিক মজুত হিসাবের জের থাকে না কিন্তু স্থায়ী মজুত পদ্ধতিতে প্রতি একক পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়কে ডেবিট এবং মজুত পণ্য হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। সুতরাং স্থায়ী মজুত/অবিরাম মজুতপণ্য পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয়কারী একটি কোম্পানির খতিয়ানে এবং রেওয়ামিলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের জের থাকে।

...যদি প্রারম্ভিক মজুত ভুলে কম মূল্যায়িত হয় তাহলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয়ের ওপর এটির কি প্রভাব পড়বে? [CU-C : 21-22]
Ⓐ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয় উভয় কম মূল্যায়িত হবে
Ⓑ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম এবং নিট আয় অতি মূল্যায়িত হবে
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয় অতি মূল্যায়িত হবে
Ⓓ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় অতি-মূল্যায়িত এবং নিট আয় কম মূল্যায়িত হবে
Ⓔ উপরের কোনোটিই নয়

B Solve

মজুত পণ্যের ভুল	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট আয়/লাভ	আয়কর
প্রারম্ভিক মজুত কম মূল্যায়িত হলে	কম দেখানো হবে	বেশি দেখানো হবে/ অতি মূল্যায়িত হবে	বেশি দেখানো হবে

03. একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বছরের শুরুতে ৫,০০,০০০/টাকার পণ্যের সাথে ৪ বছর মেয়াদি একটি পানির ফিল্টার ক্রয় করে মোট ৫,২০,০০০/টাকা পরিশোধ করলো। বৎসরান্তে যাবতীয় পণ্য ৫,২০,০০০/-টাকায় বিক্রয় হলে তার লাভের পরিমাণ দাঁড়ায়—[CU-C : 21-22]
Ⓐ ০/-টাকা Ⓑ ৫,০০০/- টাকা Ⓒ ১০,০০০/- টাকা
Ⓓ ১৫,০০০/- টাকা Ⓔ ২০,০০০/- টাকা

D Solve সম্পত্তির বার্ষিক অবচয় = (২০,০০০ ÷ ৪) = ৫,০০০ টাকা।
∴ পণ্যের বিক্রয় বাবদ লাভ = বিক্রয় মূল্য – ক্রয় মূল্য
= (৫,২০,০০০ – ৫,০০,০০০) টাকা।
= ২০,০০০ টাকা।
∴ নিট লাভ = মোট লাভ – অবচয় = (২০,০০০ – ৫,০০০) = ১৫,০০০ টাকা।

04. বাজার মূল্য হ্রাস অবস্থায় কোন পদ্ধতি অধিক কার্যকরী? [CU : 11-12, JnU : 09-10; CoU : 12-13; JKKNIU : 16-17]
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO Ⓒ HIFO
Ⓓ Average price Ⓔ Cost price

A Solve সাধারণত দাম কমে গেলে বা বাজার মূল্য হ্রাস অবস্থায় FIFO বা First In First Out পদ্ধতি প্রয়োগ অধিক লাভজনক।

05. বাজার মূল্য উঠা অবস্থায় কোন্ পদ্ধতি অধিক কার্যকরী? [CU 09-10, 13-14]
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO Ⓒ HIFO
Ⓓ Average Price Ⓔ Cost Price

B Solve বাজার মূল্য উঠা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানে "শেষে আসলে আগে যায় (LIFO)" পদ্ধতি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসংগত। কারণ এই পদ্ধতি নিট আয়কে অধিক দেখানো হতে বিরত রাখে এবং সমাপনী মজুত পণ্যকে কম মূল্যে প্রদর্শন করে।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. বছর শেষে দেশ কর্পোরেশনের LIFO মজুদ ছিলো ২৫০০০ টাকা। প্রারম্ভিক LIFO মজুদ ছিল ২০০০০ টাকা। LIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের মূল্য ১৯৭৫০০ টাকা হলে, FIFO পদ্ধতিতে পণ্যের বিক্রয়মূল্য–[GST : 22-23]
Ⓐ ১৯২৫০০ টাকা Ⓑ ১৯৭৫০০ টাকা Ⓒ ২০২৫০০ টাকা Ⓓ ২২২৫০০ টাকা

C Solve
FIFO পদ্ধতিতে পণ্যের বিক্রয়মূল্য = (২৫,০০০ + ১,৯৭,৫০০ – ২০,০০০)
= ২,০২,৫০০ টাকা।

02. মূল্যবৃদ্ধির সময় কোন পদ্ধতি নিট আয় বেশি প্রদর্শন করবে? [IU : 19-20]
Ⓐ LIFO Ⓑ FIFO
Ⓒ গড়মূল্য পদ্ধতি Ⓓ ভরারোপিত গড়মূল্য পদ্ধতি

B Solve মূল্যবৃদ্ধির সময় FIFO পদ্ধতি বেশি নিট আয় প্রদর্শন করবে এবং সমাপনী মজুত বেশি দেখাবে। এবং LIFO কম নিট আয় প্রদর্শন করবে এবং সমাপনী মজুত কম দেখাবে।

03. জনাব জেমিন ২০১৯ সালের জানুয়ারি ১ তারিখ ২০০ একক পণ্য ২০ টাকা দরে জানুয়ারি ৭ তারিখ ৩০০ একক পণ্য ৩০ টাকা দরে ক্রয় করে এবং জানুয়ারি ৩১ তারিখে ২৫০ একক পণ্য ইস্যু করে। সরল গড় পদ্ধতিতে একক প্রতি পণ্যের মূল্য কত? [CoU : 19-20]
Ⓐ ২৫ টাকা Ⓑ ২৬ টাকা Ⓒ ৩০ টাকা Ⓓ ২০ টাকা

A Solve জানুয়ারি ১ তারিখ ২০ টাকা দরে এবং ৭ তারিখ ৩০ টাকা দরে পণ্য ক্রয় করা হয়।

∴ সরল গড় পদ্ধতিতে একক প্রতি মূল্য = $\frac{২০ + ৩০}{২}$ = ২৫ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

04. বিন কার্ড রক্ষণের দায়িত্ব কার? [CoU : 19-20]
Ⓐ ব্যবস্থাপকের Ⓑ ফোরম্যানের
Ⓒ গুদাম রক্ষকের Ⓓ হিসাব রক্ষকের

C Solve বিন কার্ড গুদামরক্ষকের নিকট সংরক্ষিত থাকে। এতে মূলত মালের উদ্বৃত্ত, আগমন, নির্গমন ইত্যাদি বিষয় লেখা থাকে।

05. মুদ্রাস্ফীতি চলমান অবস্থায়, যদি কোন ফার্ম LIFO পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে তার চলতি অনুপাত FIFO পদ্ধতি অনুসরণকারী ফার্মের তুলনায় ... হবে এবং সময় অতিক্রান্ত হলে ব্যবধান .... [SUST : 19-20]
Ⓐ কম, হ্রাস পায় Ⓑ বেশি, বৃদ্ধি পায় Ⓒ কম, বৃদ্ধি পায়
Ⓓ বেশি, হ্রাস পায় Ⓔ একই রকম, অপরিবর্তিত

A Solve মুদ্রাস্ফীতি চলমান অবস্থায়, যদি কোনো ফার্ম LIFO পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে তার চলতি অনুপাত FIFO পদ্ধতি অনুসরণকারী ফার্মের তুলনায় কম হবে এবং সময় অতিক্রান্ত হলে ব্যবধান হ্রাস পায়। চলিত অনুপাত কম হয় কারণ LIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুত কম দেখানো হয়।

06. প্রারম্ভিক মজুত প্রতি একক ১,৫০০ টাকা দরে ২০০ একক। প্রতি একক ১,৬০০ টাকা দরে ২৫০ একক ক্রয় করা হয়েছে। ২১৫ একক পণ্য বিক্রয় হয়েছে। FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য কত? [JUST : 19-20]
Ⓐ ৩,২২,৫০০ Ⓑ ৩,৭৬,০০০ Ⓒ ৩,৭৭,৫০০ Ⓓ ৩,৫৬,০০০

B Solve

প্রারম্ভিক মজুত	= ২০০ একক
যোগ : নূতন ক্রয়	= ২৫০ একক
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	= ৪৫০ একক
বাদ : বিক্রয়	= ২১৫ একক
সমাপনী মজুত	= ২৩৫ একক

আমরা জানি, FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুত শেষের দিকের ক্রয়কৃত পণ্যের মধ্যে থাকে।

তাই সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য হবে = (২৩৫ × ১,৬০০) = ৩,৭৬,০০০ টাকা।

07. কানন কোম্পানির সমাপনী মজুতে ৪০০০ টাকা অবনমিত (understated) দেখানো আছে। এই ভুলের কারণে চলতি বছরের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট মুনাফা হবে যথাক্রমে- [PUST : 19-20]
Ⓐ অবনমিত, অতিরঞ্জিত Ⓑ অতিরঞ্জিত, অবনমিত
Ⓒ অতিরঞ্জিত, অতিরঞ্জিত Ⓓ অবনমিত, অবনমিত

B Solve সমাপনী মজুত হলো সম্পদ। সম্পদের সাথে ব্যয়ের বিপরীত এবং আয়ের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাপনী মজুত কম দেখালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় অতিরঞ্জিত এবং আয় অবনমিত দেখানো হবে।

08. মজুত মূল্যায়নের সহজ পদ্ধতি কোনটি? [CoU : 18-19]
Ⓐ আগে আসে আগে ছাড় পদ্ধতি Ⓑ পরে আসে আগে ছাড় পদ্ধতি
Ⓒ ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি Ⓓ সাধারণ গড় পদ্ধতি

A Solve মজুত মূল্যায়নের সহজ পদ্ধতিসমূহ হলো- ১. আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (First in First out -FIFO), ২. পরের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (Last in First out- LIFO), ৩. ন্যূনতম মজুত পদ্ধতি, ৪. সহজ গড় পদ্ধতি, ৫. ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি, ৬. পর্যায়বৃত্ত সহজ গড় পদ্ধতি ইত্যাদি। উক্ত পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো- আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (First in first out -FIFO) পদ্ধতি।

09. নিচের কোনটি বিনকার্ডে লেখা হয় না? [IU : 15-16]
Ⓐ মাল আগমনের তারিখ Ⓑ মোট মজুত
Ⓒ মাল নির্গমনের তারিখ Ⓓ মূল্য

D Solve বিন কার্ডে মালের পরিমাণ ইস্যুর তারিখ, আগমনের তারিখ লেখা থাকে। কিন্তু বিনকার্ডে মালের মূল্য লেখা থাকে না।

10. IAS-2 অনুযায়ী মজুতপণ্যের মূল্য নির্ধারণে কোন পদ্ধতিটি নিষিদ্ধ? [MBSTU : 15-16]
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO
Ⓒ Weighted Average Ⓓ FIFO এবং Weighted Average

B Solve International Accounting Standards বা IAS-2 অনুযায়ী মজুত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে LIFO পদ্ধতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

11. সমাপনী মজুত কম দেখালে বেশি দেখানো হবে- [PUST : 15-16]
Ⓐ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓑ সম্পত্তি
Ⓒ নিট আয় Ⓓ মালিকানাস্বত্ব

A Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় থেকে সমাপনী মজুতপণ্য বাদ দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়। কিন্তু সমাপনী মজুত পণ্য যখন কম দেখানো হয় তখন কম বিয়োগ করা হয়। ফলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হয়।

12. ইস্যুকৃত মালের মূল্যায়ন পদ্ধতি কোনটি? [PUST : 15-16]
Ⓐ APM & FIFO Ⓑ LIFO & FIFO
Ⓒ HIFP & SAM Ⓓ সবগুলোই

B Solve কোম্পানি যখন মাল ইস্যু করে তখন ইস্যুকৃত মালের মূল্য নিরূপণ করে। যেমন: FIFO, LIFO, Weight Average ইত্যাদি।

13. যদি শেষ মজুত বেশি দেখানো হয়, তাহলে নিচের কোনটি সত্য? [JnU : 10-11]
Ⓐ সম্পত্তি বেশি ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব বেশি
Ⓑ সম্পত্তি বেশি ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি
Ⓒ সম্পত্তি বেশি ও নিট আয় কম
Ⓓ শুধু সম্পত্তি কম

A Solve যদি সমাপনী মজুত বেশি দেখানো হয় তাহলে সম্পত্তি বেশি হবে, নিট আয় বেশি হবে, মালিকানাস্বত্ব বেশি হবে।

14. কোনটি মজুত পণ্য মূল্যায়নের পদ্ধতি নহে? [MBSTU : 10-11]
Ⓐ FIFA Ⓑ LIFO Ⓒ চলমান গড় Ⓓ মজুতপণ্য টার্নওভার

D Solve মজুতপণ্য টার্নওভার মজুতপণ্য মূল্যায়ন পদ্ধতি নহে।

Step 4 সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন পদ্ধতিতে মজুদ মালের মোট মূল্যকে মোট পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে একক প্রতি মূল্য নির্ণয় করা হয়? [RAJ-22]
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO
Ⓒ সরল গড় Ⓓ ভারযুক্ত গড় **Ans D**

02. প্রগতি লি. এর মজুদ পণ্য-সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে :

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	একক ব্যয়
২০২১		(একক)	(টাকায়)
জানু. ১	প্রারম্ভিক মজুদ	২৫০	৫.৫০
" ৫	ক্রয়	২০০	৬.৫০
" ১০	ক্রয়	১৫০	৬.০০
" ২০	ক্রয়	৩০০	৫.০০

অন্যান্য তথ্য : ৩১ জানুয়ারি সমাপনী মজুদ পণ্য ২০০ একক।

FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত টাকা? [COM-22]
Ⓐ ১,৩০০ Ⓑ ১,২০০ Ⓒ ১,১০০ Ⓓ ১,০০০ **Ans D**

03. কীভাবে একক প্রতি কাঁচামালের ভারযুক্ত গড় হার নির্ণয় করা হয়? [COM-22]
Ⓐ মজুদ কাঁচামালের পরিমাণকে মোট বিক্রয় মূল্য দ্বারা ভাগ করে
Ⓑ মজুদ কাঁচামালের মোট মূল্যকে মোট হাতে মজুদ একক দ্বারা ভাগ করে
Ⓒ মজুদ কাঁচামালের পরিমাণকে মোট ক্রয়মূল্য দ্বারা গুণ করে
Ⓓ মজুদ কাঁচামালের পরিমাণকে মোট বিক্রয়মূল্য দ্বারা গুণ করে **Ans B**

04. বিন কার্ডে কী উল্লেখ থাকে? [MYM-22 ; JES-21]
Ⓐ মালের প্রাপ্তি Ⓑ মালের প্রাপ্তি ও ইস্যু
Ⓒ মূল্যসহ মালের প্রাপ্তি ও ইস্যু Ⓓ মালের প্রাপ্তি, ইস্যু ও উদ্বৃত্ত **Ans D**

05. মাল খতিয়ান হতে জানা যায়- [DHA-21]
i. প্রাপ্ত মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য
ii. উদ্বৃত্ত মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য
iii. ইস্যুকৃত মালের পরিমাণ, দর ও মূল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii **Ans D**

CamScanner

... থেকে কী জানা যায় না? [DHA-21]

... মালের মূল্য
Ⓑ মজুদ মালের পরিমাণ
... মালের প্রাপ্তি
Ⓓ মজুদ মালের নির্গমন
Ans Ⓐ

... দরে ইস্যুকৃত মালের মূল্য নির্ধারণ করা হয় কোন পদ্ধতিতে? [MYM-21]
... গড় পদ্ধতি
... গড় পদ্ধতি
... আসলে আগে যায় পদ্ধতি
... আসলে আগে যায় পদ্ধতি
Ans Ⓒ

... আগে ক্রয়কৃত মাল আগে ছাড়া হয় তাকে কী বলে? [MYM-21]
... LIFO পদ্ধতি
... FIFO পদ্ধতি
... Weighted Average পদ্ধতি
... Simple Average পদ্ধতি
Ans Ⓑ

... নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী হাতিয়ার হলো- [MYM-21]
... ii. মাল খতিয়ান iii. অবিরত মজুত তালিকা
... কোনটি সঠিক?
... ও ii
Ⓑ i ও iii
... ও iii
Ⓓ i, ii ও iii
Ans Ⓐ

10. প্রারম্ভিক মজুদ ৪ টাকা দরে ৬০০ একক, চলতি মাসে ৬ টাকা দরে ৪০০ একক ক্রয় করা হয়। বিক্রয় ৮ টাকা দরে ৮০০ একক হলে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের মূল্য কত টাকা? [COM-21]
Ⓐ ৬৬০ টাকা
Ⓑ ৮৬০ টাকা
Ⓒ ৯৬০ টাকা
Ⓓ ১,০৬০ টাকা
Ans Ⓒ

11. বাজার মূল্য নিম্নগামী হলে কোন পদ্ধতি অধিক কার্যকরী? [CHI-21; DIN-21, BAR-21,16]
Ⓐ FIFO
Ⓑ LIFO
Ⓒ Simple Average
Ⓓ Weighted Average
Ans Ⓐ

12. $\frac{২}{১০}$ নিট ৩০ বলতে বোঝায়- [JES-21]
i. ১০ দিনের মধ্যে দেনা পরিশোধে ২% বাট্টা
ii. ৩০ দিনের মধ্যে দেনা পরিশোধে ২% বাট্টা
iii. ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই দেনা পরিশোধ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii
Ⓑ i ও iii
Ⓒ ii ও iii
Ⓓ i, ii ও iii
Ans Ⓑ

13. FOB এর পূর্ণরূপ কোনটি? [DIN-19]
Ⓐ Free on Bill
Ⓑ Free on Board
Ⓒ Free on Boat
Ⓓ Fees on Board
Ans Ⓑ

Step 5 NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

... মজুদ সংরক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাল খতিয়ান রাখার প্রয়োজন হয় না?
... মজুদ তালিকা পদ্ধতি
Ⓑ কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি
... গড় পদ্ধতি
Ⓓ সময় গড় পদ্ধতি
Ans Ⓑ

... মজুদ পদ্ধতি নিচের কোন হিসাব থাকে?
...
Ⓑ ক্রয় ফেরত ও বাট্টা
... ফেরত ও বাট্টা
Ⓓ সবগুলো হিসাবই থাকে
Ans Ⓒ

... অনুসারে মজুদ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি বর্তমানে নিষিদ্ধ?
... FIFO
Ⓑ গড় ব্যয়
... LIFO
Ⓓ গড় ব্যয় ও FIFO
Ans Ⓒ

... পণ্যের ক্রয়মূল্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
... ভাগে
Ⓑ ৩ ভাগে
... ভাগে
Ⓓ ৫ ভাগে
Ans Ⓐ

... জন্য গুদামে মাল কমে যাওয়ার ফলে এটি কোন ঘরে দেখানো হয়?
... ঘরে
Ⓑ প্রাপ্তির ঘরে
... ঘরে
Ⓓ উদ্বৃত্তের ঘরে
Ans Ⓒ

... অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সূত্র কোনটি?
... মজুদ + চুরিজনিত বা অগ্নিবিনষ্ট পণ্য) × একক প্রতি মূল্য
... মজুদ একক × একক প্রতি ক্রয়মূল্য
... মজুদ + পণ্য ক্রয়) – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
... মজুদ + পণ্য ক্রয়) – বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়
Ans Ⓑ

... একক গড় ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
... পণ্যের ব্যয় ÷ সমাপনী মজুদের একক
... পণ্যের ব্যয় ÷ ক্রয়কৃত পণ্যের একক
... পণ্যের ব্যয় ÷ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের একক
... পণ্যের ব্যয় ÷ বিক্রীত পণ্যের একক
Ans Ⓒ

08. মালের মূল্য যখন উঠানামা করে, তখন মাল নির্গমনের কোন পদ্ধতি অধিক যুক্তিযুক্ত?
Ⓐ FIFO
Ⓑ সরল গড়
Ⓒ LIFO
Ⓓ ভারযুক্ত গড়
Ans Ⓓ

09. ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ২০০ একক পণ্য ২৫ টাকা দরে, ১০ জানুয়ারি তারিখে ৩৫০ একক পণ্য ৩৫ টাকা দরে ক্রয় করে এবং ২৫ জানুয়ারি তারিখে ২৫০ একক পণ্য ইস্যু করে। ভরযুক্ত গড় পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্য কত?
Ⓐ ৮৭৫০ টাকা
Ⓑ ৭৮৪১ টাকা
Ⓒ ৭৫০০০ টাকা
Ⓓ ৬২৫০ টাকা
Ans Ⓑ

10. ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত '২/EOM' অর্থ কী?
Ⓐ চালান তৈরির মাসে মূল্য পরিশোধ করলে ২% বাট্টা মঞ্জুর করা হবে
Ⓑ চালান তৈরির পরবর্তী মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে ২% বাট্টা মঞ্জুর করা হবে
Ⓒ চালান তৈরির মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী ০২ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধে ২% বাট্টা পাওয়া যাবে
Ⓓ চালান তৈরির ২ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধে ২% বাট্টা পাওয়া যাবে
Ans Ⓐ

11. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রতিবার বিক্রয়ের সাথে হিসাবভুক্ত করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
Ⓐ কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি
Ⓑ অবিরত মজুদ পদ্ধতি
Ⓒ সরল গড় পদ্ধতি
Ⓓ ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি
Ans Ⓑ

12. FOB Shipping point বলতে বুঝি-
Ⓐ আন্তঃবহন ব্যয় ক্রেতা বহন করবে
Ⓑ আন্তঃবহন ব্যয় বিক্রেতা বহন করবে
Ⓒ বহির্বহন ব্যয় বিক্রেতা বহন করবে
Ⓓ বহির্বহন ব্যয় ক্রেতা বহন করবে
Ans Ⓐ

13. F.O.B destination বলতে কি বুঝায়?
Ⓐ পণ্যের বহন খরচ বিক্রেতা বহন করবে
Ⓑ পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা বহন করবে
Ⓒ পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা বা বিক্রেতা বহন করবে
Ⓓ পণ্যের বহন খরচ বীমা কোম্পানি বহন করবে
Ans Ⓐ

CS CamScanner

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- **মজুত পণ্য :** মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেসব স্পর্শযোগ্য বস্তু বা সামগ্রী পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে ভাণ্ডারে বা গুদামে সংরক্ষণ করে রাখে– **তাকে মজুত পণ্য বলে।**
- **সমাপনী মজুত পণ্য :** বছরের শেষে যে পরিমাণ পণ্য অবিক্রীত থেকে যায় তাই সমাপনী মজুত পণ্য। বিগত বছরের সমাপনী মজুত পণ্য চলতি বছরের প্রারম্ভিক মজুত পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।
- **সমাপ্ত পণ্যের মজুত :** উৎপাদিত বিষয়সমূহ যেগুলোর উৎপাদন সমাপ্ত হয়ে 'বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত' অবস্থায় আছে।
- **চলতি কার্যের মজুত :** আংশিক উৎপাদিত বিষয়সমূহ যেগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন আছে কিন্তু এখনো সমাপ্ত হয়নি।
- **কাঁচামালের মজুত :** মূল বিষয়/উপাদানসমূহ যেগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে কিন্তু এখনো প্রয়োগ করা হয়নি।
- কালান্তে সমাপনী মজুদ পন্যের মূল্য নির্ণয় করার জন্য আমরা– **মজুদ পণ্য হিসাব করি।**
- ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অধিকতর প্রযোজ্য– **LIFO পদ্ধতি।**
- পণ্যের দাম কমে গেলে কোন মজুদ পদ্ধতি সর্বাধিক বিবেচ্য– **FIFO পদ্ধতি।**
- স্থিতিশীল ও ক্রমহ্রাসমান মূল্যের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়– **FIFO পদ্ধতিতে।**
- উর্ধ্বমুখী বাজারে প্রতিষ্ঠানকে অধিক আয়কর দিতে হয়– **FIFO পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নে।**
- পণ্য ইস্যুর সময় সর্বশেষ ক্রয়ের দরে ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়– **LIFO পদ্ধতিতে।**
- উর্ধ্বমুখী বা অস্থিতিশীল বাজারে অধিক কার্যকর হয়– **LIFO পদ্ধতি।**
- FIFO পদ্ধতিতে নিট মুনাফা বেশি হয়– **পণ্যের মূল্য উর্ধ্বগতি হলে।**
- রক্ষণশীলতার নীতি অনুসরণ না করে হিসাবে সমাপনী মজুদ বেশি দেখালে– **মুনাফা বেশি দেখানো হবে** ।
- সমাপনী মজুদ বেশি দেখানো হলে– **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে।**
- পরিবহনাধীন পণ্য ক্রেতার মজুদের অর্ন্তভুক্ত করা উচিত, যখন– **বিক্রয়ের শর্ত FOB shipping point হয়** ।
- FOB এর পূর্ণরূপ হলো– **Free on Board.**
- FOB Shipping Point বলতে বোঝায়– **ক্রেতা পরিবহন খরচ প্রদান করবে।**
- FOB Destination বলতে বোঝায়– **বিক্রেতা পরিবহন খরচ প্রদান করে।**
- FOB Shipping Point-এর ক্ষেত্রে পণ্যগুলো পরিবহনে ওঠার সাথে সাথে তার মালিকানা– **ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়।**
- FOB Destination-এর ক্ষেত্রে পণ্যগুলো ক্রেতার ঠিকানায় পৌঁছানোর পর– **পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়।**
- প্রারম্ভিক মজুদ বেশি দেখালে বেশি দেখানো হবে–**বিক্রীত পণ্যের ব্যয়।**
- অবিরাম মজুদ পদ্ধতিতে একটি বিক্রয়কারী কোম্পানিতে কোন হিসাব থাকে - **বিক্রিত পণ্যের ব্যয়।**
- মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়– **রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী।**
- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মজুদ পণ্য ৩ প্রকার– **যথা : কাঁচামালের মজুদ; চলতি কার্যের মজুদ; সমাপ্ত পণ্যের মজুদ।**
- মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় – **হিসাবকাল শেষে।**
- মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণের মৌলিক পদ্ধতি ২টি– **যথা : ক. কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি খ. নিত্য মজুদ পদ্ধতি বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি।**
- মজুদ পণ্য মূল্যায়নের আধুনিক ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো- **নিত্য মজুদ পদ্ধতি।**
- মজুদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো- **মজুদের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখা।**
- কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়- **হিসাবকাল শেষে।**
- মজুদ পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ তারিখে প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন যেসকল পণ্য পরিবহন কোম্পানির নিকট থাকে তাকে- **পরিবহনাধীন পণ্য বলে।**
- পণ্যের মালিকানা গ্রহণ না করে কেবল কমিশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অন্য কোম্পানির পণ্য বিক্রীর দায়িত্ব গ্রহণকৃত পণ্যকে বলে- **চালানি পণ্য।**
- দ্রুত পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগী- **FIFO পদ্ধতি।**

Step 2 গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

01. বাজার মূল্য পদ্ধতি কী?

উত্তর : এ পদ্ধতিতে গুদাম হতে মাল ইস্যু করার সময় উক্ত মালের ক্রয়মূল্য বিবেচনা না করে ঐ তারিখের বাজার মূল্যে ইস্যুকৃত মালের মূল্যায়ন করা হয়। বাজার মূল্যে ইস্যুকৃত মালের মূল্য দুভাবে নির্ধারণ করা হয়।

02. প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement price Method) কাকে বলে?

উত্তর : মাল ইস্যু করার সময় বাজার হতে ঐ মাল ক্রয় করতে যে মূল্যের প্রয়োজন হবে, সে মূল্যকে প্রতিস্থাপন মূল্য বলা হয়।

03. আদায়যোগ্য মূল্য (Realisable price Method) পদ্ধতি কী?

উত্তর : এ পদ্ধতিতে মালগুলো বর্তমানে যে মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যাবে সেই মূল্যে ইস্যু করা হয়।

04. বিনকার্ড (Bincard) কী?

উত্তর : গুদামে মাল রাখার প্রতিটি স্থানে বা শেলফে তালিকাসহ যে কার্ড লাগানো থাকে, তাকে বিনকার্ড বলে। গুদামজাতকৃত মালের পরিমাণ, ব্যবহারের জন্য ইস্যুকৃত মালের পরিমাণ ও উদ্বৃত্ত এই বিনকার্ডে উল্লেখ থাকে। বিনকার্ডে মালের মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয় না।

CamScanner

... বলতে কী বোঝায়?

...আগমন, নির্গমন ও মজুত পরিমাণের মূল্যসহ তাদের অবিরত ও প্রাত্যহিক বিবরণ যে হিসাবে রাখা হয় তাকে মাল খতিয়ান বলে। মাল খতিয়ানে মালের ...করা হয়। মাল খতিয়ানের মালের বর্ণনা, কোড নম্বর, বিন নম্বর, মজুতমালের সর্বোচ্চ মাত্রা, সর্বনিম্ন মাত্রা, পুনঃফরমায়েশ মাত্রা ইত্যাদি ছাড়াও মালের ...মোট মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

...ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মজুতের শ্রেণিবিন্যাস উপস্থাপন কর।

...ব্যবসায়ের মজুতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যা ছক আকারে উপস্থাপনা করা হলো :

সমাপ্ত পণ্যের মজুত	চলতি কার্যের মজুত	কাঁচামালের মজুত
...বিষয়সমূহ যেগুলোর উৎপাদন সমাপ্ত হয়ে ...জন্য প্রস্তুত অবস্থায় আছে।	আংশিক উৎপাদিত বিষয়সমূহ যেগুলোর উৎপাদন বিষয়সমূহ যেগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন আছে কিন্তু এখনো সমাপ্ত হয়নি।	মূল বিষয়সমূহ/উপাদানসমূহ যেগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে কিন্তু এখনো প্রয়োগ করা হয়নি।
...ধরনের মজুতের মধ্যে এর তারল্য সবচেয়ে ...	তিন ধরনের মজুতের মধ্যে এর তারল্য মধ্যম বা মাঝামাঝি।	তিন ধরনের মজুতের মধ্যে কাঁচামালের মজুতের তারল্য সবচেয়ে কম।

...ক্ষেত্রে শেষে আসলে আগে যায় পদ্ধতিতে কীভাবে সমাপনী মজুদের মূল্য কম দেখানো হয়?

...মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতি বা ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর পরিস্থিতিতে ক্রীত পণ্যের মূল্য বেশি থাকে এবং মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে ক্রীত পণ্যের মূল্য কম থাকে। এক্ষেত্রে 'শেষে ...আগে যায়' বা লিফো পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে সমাপনী মজুদ পণ্য কম দেখানো হয়; কারণ ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর পরিস্থিতিতে অধিক মূল্যে ক্রীত পণ্যগুলো ...বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফলে পূর্বে স্বল্পমূল্যে ক্রীত পণ্য [যার দাম অপেক্ষাকৃত কম থাকে] মজুদ হিসেবে থেকে যায় যাকে সমাপনী মজুদ নামে অভিহিত করা হয়। ...সমাপনী মজুদ পণ্যে কম দামে ক্রীত পণ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়।

...বলা যায় মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে লিফো পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কম দেখানো হয়।

...ও FIFO পদ্ধতির পার্থক্য লিখ।

LIFO	FIFO
...পদ্ধতিতে তারিখ ক্রমে যে মাল সবার শেষে এসেছে ইস্যু করার সময় তা ...মূল্যের ভিত্তিতে প্রথম ইস্যু করা হয়।	১. এ পদ্ধতিতে তারিখ ক্রমে যে মাল সর্বপ্রথম এসেছে ইস্যু করার সময় তা ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রথম ইস্যু করা হয়।
...স্ফীতির সময় এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য।	২. মুদ্রা সংকোচনের সময় এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য।
...পদ্ধতিতে আগে ক্রীত মাল গুদামে থেকে যায়। যার ফলে নষ্ট হবার ...সম্ভাবনা থাকে।	৩. এ পদ্ধতিতে মাল গুদামে বেশিদিন থাকে না। যার ফলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
...শীল ও উঠতি বাজারে এ পদ্ধতিতে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়।	৪. পরিবর্তনশীল মূল্যস্তরে এটি ঝুঁকিপূর্ণ।
...মজুদ মালের মূল্য বাজার দরের প্রতিনিধিত্ব করে না।	৫. এ পদ্ধতিতে চলতি মজুদ মালের মূল্য বাজার মূল্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

...এবং LIFO পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নের নিয়মাবলি বর্ণনা কর।

FIFO পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নের নিয়ম : FIFO (আগে আসলে আগে যায়) পদ্ধতিতে, আগে ক্রীতপণ্য আগে বিক্রি হয়েছে মনে করা হয়। তাই পূর্বে ক্রীত ...মূল্য দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয় এবং শেষে ক্রীত পণ্যের মূল্য দিয়ে সমাপনী মজুদের মূল্য নির্ণয় করা হয়। মুদ্রা সংকোচন বা মূল্য হ্রাস ...এই পদ্ধতি উপযোগী।

...পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নের নিয়ম : LIFO (শেষে আসলে আগে যায়) পদ্ধতিতে, শেষে ক্রীতপণ্য আগে বিক্রি হয়েছে মনে করে পণ্যের হিসাব করা হয়। তাই ...পণ্যের মূল্য দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয় এবং প্রথমে ক্রীত পণ্যের মূল্য দিয়ে সমাপনী মজুদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্য ...বৃদ্ধিতে এই পদ্ধতি উপযোগী।

...ep 3 সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

...পদ্ধতি (Perpetual Inventory System)-এর ৪টি সুবিধা ও ৪টি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর। [৪ নম্বর] (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় লিখিত ২০১৮-১৯)

...সকল প্রতিষ্ঠান অধিক মূল্যসম্পন্ন পণ্য ও সীমিত রকমভেদের এবং যে সকল পণ্য একক প্রতি সহজে হিসাব রাখা যায় এমন ধরনের পণ্য নিয়ে ব্যবসায় করে ...প্রতিষ্ঠান নিত্য মজুদ বা অবিরত মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

...অবিরত মজুদ পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Perpetual Inventory System) :

...লেনদেনের সাথে সাথে মজুদের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব রাখা হয়। তাই যে কোনো সময় মজুদের পরিমাণ জানা যায়।
...সময় মজুদ মূল্যায়ন করলে মজুদ পণ্যের পরিমাণ জানা যায় বলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মজুদ বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারে।
...তে প্রত্যেকটি লেনদেনের সাথে সাথে মজুদের হিসাব রাখা হয় বলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় অতি সহজেই পাওয়া যায়।
...তে মজুদ মূল্যায়ন করলে মজুদ পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়।

...অবিরত মজুদ পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Perpetual Inventory System) :

...ধরে মজুদ মূল্যায়ন করা হয় বলে নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নের ফলে কর্মীর সংখ্যা বেশি প্রয়োজন হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
...তিতে হিসাবরক্ষণ কর্মীদের ব্যাপকতর প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হয়।
...তিতে মজুদ পণ্যের হিসাব রক্ষণের জন্য তদারকির দরকার হয়।
...ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুবিধাজনক নয়।

CamScanner

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 MCQ

01. মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে কোন ব্যয় প্রবাহ সর্বোচ্চ নিট আয় সৃষ্টি করবে?
Ⓐ আগে আসলে আগে যায় পদ্ধতি Ⓑ মোট মুনাফা পদ্ধতি
Ⓒ গড় ব্যয় পদ্ধতি Ⓓ শেষে আসলে আগে যায় পদ্ধতি

02. SpaceX কোম্পানির হাতে শেষ মজুদ পণ্য ৪,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। এর ফলে বর্তমান বছরের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয় প্রভাবিত হবে, যথাক্রমে :
Ⓐ কম, বেশি Ⓑ বেশি, কম Ⓒ বেশি, বেশি Ⓓ কম, কম

03. মুদ্রাস্ফীতির কালে কোন ব্যয় প্রবাহ (মূল্য প্রবাহ) পদ্ধতি (Cost flow method) সর্বনিম্ন আয়কর সৃষ্টি করবে?
Ⓐ আগে আসলে আগে যায় (FIFO) পদ্ধতি
Ⓑ মোট মুনাফা (Gross profit) পদ্ধতি
Ⓒ গড় ব্যয় (Average-cost) পদ্ধতি
Ⓓ শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতি

04. নিত্য মজুত ব্যবস্থায় কখন সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ জানা যায়?
Ⓐ এক মাস পর পর Ⓑ ছয় মাস পর পর
Ⓒ হিসাবকাল শেষে Ⓓ যেকোনো সময়

05. মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে কোন ব্যয় প্রবাহ সর্বনিম্ন নিট আয় সৃষ্টি করবে?
Ⓐ আগে আসলে আগে যায় পদ্ধতি Ⓑ মোট মুনাফা পদ্ধতি
Ⓒ গড় ব্যয় পদ্ধতি Ⓓ শেষে আসলে আগে যায় পদ্ধতি

06. ২০১৫ সালের মার্চ মাসের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যগুলো Gulf কোম্পানি লিমিটেড এর হিসাব বহি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে :

মজুদ, মার্চ ১	৮,০০০ একক	১০ টাকা দরে	ক্রয়, মার্চ ১৬	৫,০০০ একক	১২ টাকা দরে
ক্রয়, মার্চ ৭	৭,০০০ একক	১১ টাকা দরে	ক্রয়, মার্চ ২৯	৫,০০০ একক	১৩ টাকা দরে

Ⓐ ১,৩৫,০০০ টাকা। Ⓑ ১,৮২,০০০ টাকা।
Ⓒ ২,৮২,০০০ টাকা Ⓓ ১,৪৭,০০০ টাকা।

07. অবিরত বা নিত্য মজুদ পণ্য পদ্ধতিতে, যখন কোন প্রতিষ্ঠান পুনঃ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে তখন?
Ⓐ ধারে পণ্য ক্রয়, মজুদ পণ্য হিসাবে ডেবিট করা হয়
Ⓑ ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, ক্রয় ফেরত হিসাবে ডেবিট করা হয়
Ⓒ ধারে পণ্য ক্রয়, ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়
Ⓓ পরিবহন ব্যয়, বহিঃপরিবহন হিসাবে ডেবিট করা হয়

08. কোনটি কালীন ব্যয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি Ⓒ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓓ বিক্রয়কর্মীর বেতন

09. পরিবহনাধীন পণ্য ক্রেতার মজুদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যখন :
Ⓐ পরিবহণকারী বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য গ্রহণ করে
Ⓑ ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছে
Ⓒ বিক্রয়ের শর্ত FOB destination হয়
Ⓓ বিক্রয়ের শর্ত FOB shipping point হয়

10. ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যগুলো Epyllion কোম্পানি লিমিটেড এর হিসাব বহি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মজুদ, জানু -১	৮,০০০ একক	১০ টাকা দরে	ক্রয়, জানু-১৪	৫,০০০ একক	১২ টাকা দরে
ক্রয়, জানু-৪	৭,০০০ একক	১১ টাকা দরে	ক্রয়, জানু-২৫	৫,০০০ একক	১৩ টাকা দরে

জানুয়ারি ৩১ তারিখে সমাপনী মজুদের পরিমাণ ১২,০০০ একক। উক্ত তথ্যের আলোকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ কত?
Ⓐ ১,৮২,০০০ টাকা Ⓑ ১,৩৫,০০০ টাকা।
Ⓒ ২,৮২,০০০ টাকা Ⓓ ১,৪৭,০০০ টাকা।

11. মূল্য বৃদ্ধির সময়কালে শেষে আসলে আগে যায় পদ্ধতির ফলে-?
Ⓐ FIFO পদ্ধতির চেয়ে অধিক নিট আয় হবে
Ⓑ FIFO পদ্ধতির সমান নিট আয় হবে
Ⓒ FIFO পদ্ধতির চেয়ে কম নিট আয় হবে
Ⓓ গড় ব্যয় পদ্ধতির চেয়ে বেশি নিট আয় হবে

12. মালের উর্ধ্বগামী বাজার মূল্যের সময় মাল নির্গমনে কোন পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত?
Ⓐ LIFO Ⓑ ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি
Ⓒ সাধারণ গড় পদ্ধতি Ⓓ FIFO

OMR

01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

12.A	11.C	10.C	09.D	08. D	07.A
06. A	05.D	04. D	03.D	02. B	01.A

Part-2 Written

01. মুদ্রাস্ফীতির কালে কোন ব্যয় প্রবাহ (মূল্য প্রবাহ) পদ্ধতি (Cash flow method) সর্বনিম্ন আয়কর সৃষ্টি করবে?
02. মূল্য বৃদ্ধির সময়কালে শেষে আসলে আগে যায় পদ্ধতির ফলে-
03. মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে কোন ব্যয় প্রবাহ পদ্ধতি সর্বোচ্চ নিট আয় সৃষ্টি করবে?

স্কয়ার লিমিটেড - এর ২০১৫ সালের পণ্য সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য দিয়ে (04-07) নম্বর সমস্যা সমাধান কর।

	একক	একক প্রতি ব্যয়
মজুদ, ১ জানুয়ারি ২০২২	৮,০০০	১১ টাকা
ক্রয়, ১৯ মার্চ ২০২২	১৩,০০০	১২ টাকা
ক্রয়, ৮ মে ২০২২	৫,০০০	১৩ টাকা
ক্রয়, ২৫ নভেম্বর ২০২২	৭,০০০	১৪ টাকা

ডিসেম্বর ৩১ হতে মজুদের পরিমাণ ১৪,০০০ একক।

04. FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের ক্রয়মূল্য কত?
05. LIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের ক্রয়মূল্য কত?
06. LIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?
07. FIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

ANSWER

01. শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতি।
02. FIFO পদ্ধতির চেয়ে কম নিট আয় হবে।
03. আগে আসলে আগে যায় পদ্ধতি।
04. FIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের ক্রয়মূল্য
= (৭,০০০ × ১৪) + (৫,০০০ × ১৩) + (২,০০০ × ১২)
= (৯৮,০০০ + ৬৫,০০০ + ২৪,০০০) টাকা।
= ১,৮৭,০০০ টাকা।
05. LIFO পদ্ধতিতে সমাপনী মজুদের ক্রয়মূল্য
= (৮,০০০ × ১১) + (৬,০০০ × ১২)
= ৮৮,০০০ + ৭২,০০০ = ১,৬০,০০০ টাকা।
06. LIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= (৭,০০০ × ১৪) + (৫,০০০ × ১৩) + (৭,০০০ × ১২)
= ৯৮,০০০ + ৬৫,০০০ + ৮৪,০০০ = ২,৪৭,০০০ টাকা।
07. FIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= (৮,০০০ × ১১) + (১১,০০০ × ১২)
= ৮৮,০০০ + ১,৩২,০০০ = ২,২০,০০০ টাকা।

CamScanner

Chapter-8

দ্বিতীয় খণ্ড পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ

Chapter Outlook Map

- Type-1 : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ
- Type-2 : কর ও কমিশন সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ
- Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
  - Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
  - Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
  - Step-3 : বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
  - Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
  - Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
  - Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর
- Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে

- Step-1 : Basic Information
- Step-2 : At a Glance : Most Important Information
- Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
- Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা	■ কর ও কমিশন সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা		

Type 1 বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ

Step 1 BASIC INFORMATION

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ (Accounting for Merchandising Operations) :

যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় (রাজস্ব) অর্জন করে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলে। পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রাথমিক উৎস হলো পণ্য বিক্রয়, যাকে বিক্রয় বা বিক্রয় আয় (Sales Revenue) নামে অভিহিত করা হয়। পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বা খরচ প্রধানত দুই ধরণের। যথা : (১) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold) এবং (২) পরিচালন খরচসমূহ (Operating Expenses)। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হলো সম্পূর্ণ হিসাবকালে বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়। এই ব্যয় পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে, পরিচালন খরচ হলো বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ এবং প্রশাসনিক খরচের সমষ্টি।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ (Ascertainment of Cost of Goods Sold) :

যতটুকু পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে ততটুকু পণ্যের অর্জনমূল্যকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলে। অর্থাৎ বিক্রীত পণ্য ক্রয় করতে মোট যত টাকা ব্যয় হয়েছে তাকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold) বলা হয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়কে কেউ কেউ **সমন্বিত ক্রয়মূল্য** বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন।

নিত্য বা অবিরত মজুদ পদ্ধতিতে ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। এই রেকর্ডগুলোর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে (অবিরতভাবে) প্রতিটি দফার হাতে মজুদের পরিমাণ প্রদর্শন করা হয়। এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মজুদ পণ্যকে প্রভাবিত করে এমন ধরণের লেনদেনসমূহ (ক্রয়, ক্রয় পরিবহণ ব্যয়/আন্তঃপরিবহণ, ক্রয় ফেরত ও ক্রয় বাট্টা)-কে "মজুদ পণ্য (Merchandise Inventory)" হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রতি একক বিক্রয়ের সময় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করে মজুদ পণ্যের হ্রাস ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য জাবেদা দাখিলা দেয়া হয়।

সাময়িক বা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হিসাবকালে ক্রীত ও বিক্রীত প্রতিটি মজুদের ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ না করে সাধারণত শুধু হিসাবকাল শেষে (প্রতি হিসাবকালে একবার) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়, আন্তঃপরিবহন (ক্রয় পরিবহন), ক্রয় ফেরত এবং ক্রয় বাট্টার জন্য পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে মজুদ পণ্য পরিবর্তনের চলমান হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মূল্য এবং ক্রীত পণ্যের ব্যয় যোগ করে বিক্রয়যোগ্য (মজুদযোগ্য) পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। হিসাবকাল শেষে বাস্তব/বাহ্যিক/দৃশ্যমান মজুদ গণনা করে (Counting of physical inventory) সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়। তারপর, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় হতে সমাপনী মজুদের মূল্য বাদ দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

CamScanner

উদাহরণ :

ক্রীত পণ্যের ব্যয়	বিক্রয়	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	মোট মুনাফা
১,০০০ ইউনিট ১০০ টাকা করে ক্রয় করা হলো। ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (১,০০০ × ১০০) = ১,০০,০০০ টাকা।	৫০০ ইউনিট ১২০ টাকা করে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয় = (৫০০ × ১২০) = ৬০,০০০ টাকা।	৫০০ ইউনিট ১০০ টাকা করে ক্রয় করে ১২০ টাকায় বিক্রয়। বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (৫০০ × ১০০) = ৫০,০০০ টাকা।	মোট মুনাফা = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (৬০,০০০ – ৫০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।

Super Tips:

- বিক্রয়মূল্য থেকে মোট ক্রয়মূল্য বাদ না দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দেয়া হয় মিলকরণ বা ব্যয় স্বীকৃতির নীতি অনুযায়ী।

কালীন মজুদ পদ্ধতিতে পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয় নিম্নরূপে :

প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য			***
যোগ : ক্রীত পণ্যের ব্যয়		***	
ক্রয় (নগদে + ধারে)	***		
বাদ: ক্রয় ফেরত	***	***	
ক্রয় বাট্টা		***	
		***	
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ (আন্তঃপরিবহণ, মজুরি, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি)			***
			***
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়			***
বাদঃ সমাপনী মজুদ পণ্য			***
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			***

সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় :

প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য			***
যোগ: ক্রীত পণ্যের ব্যয়		***	
ক্রয় (নগদে + ধারে)	***		
বাদ: ক্রয় ফেরত	***	***	
ক্রয় বাট্টা		***	
		***	
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ (আন্তঃপরিবহণ, মজুরি, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি)			***
			***
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়			***
বাদঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			***
সমাপনী মজুদ পণ্য			***

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী (Income Statement of Merchandise Business) :

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করার জন্য সাধারণত শ্রেণিবিন্যাসিত উদ্বৃত্তপত্র (Classified Balance Sheet) ব্যবহার করে থাকে। আর, আর্থিক ফলাফল বা লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য সাধারণত দুইভাবে আয় বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। যথা : (১) একধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী এবং (২) বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী। নিম্নে দুই ধরনের আয় বিবরণীর নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

একধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী (Single-step Income Statement)

আয়সমূহ বা রাজস্বসমূহ (Revenues) :	
নিট বিক্রয়	৳ ৩০,০০,০০০
সুদ আয়	১৫,০০০
সরঞ্জাম বিক্রয় হতে মুনাফা	৫,০০০
মোট আয়	৳ ৩০,২০,০০০
ব্যয়সমূহ বা খরচসমূহ (Expenses) :	
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	৳ ১৫,০০,০০০
বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়সমূহ	৩,৮০,০০০
প্রশাসনিক ব্যয়সমূহ	১,৯০,০০০
সুদ ব্যয়	৯,০০০
পণ্য পরিবহন জনিত ক্ষতি	১,০০০
আয়কর ব্যয় [করপূর্ব মুনাফার ২৫% (কাল্পনিক হার ব্যবহার করে)]	২,৩৫,০০০
মোট ব্যয় (মোট খরচ)	(২৩,১৫,০০০)
নিট আয় (নিট মুনাফা/নিট লাভ)	৳ ৭,০৫,০০০

CS CamScanner

বহুধাপ বিশিষ্ট বা বিশদ আয় বিবরণী (Multi-step Income Statement)

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় রাজস্ব (Sales Revenue)			
বিক্রয় (মোট) (নগদে + বাকিতে)			২৫,০০,০০০
বাদ : বিক্রয় ফেরত		৬০,০০০	
বিক্রয় বাট্টা		৪০,০০০	(১,০০,০০০)
নিট বিক্রয়			২৪,০০,০০০
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold)			(১৫,০০,০০০)
মোট মুনাফা/মোট লাভ (Gross Profit)			৯,০০,০০০
পরিচালন খরচসমূহ (Operating Expenses)			
বিক্রয় খরচসমূহ (Selling Expenses)			
কর্মকর্তাদের বেতন	২,২৫,০০০		
বিজ্ঞাপন ব্যয়	৮০,০০০		
অবচয় খরচ - অফিস সরঞ্জাম	৪০,০০০		
বহিঃপরিবহন	৩৫,০০০		
মোট বিক্রয় ব্যয়		৩,৮০,০০০	
প্রশাসনিক খরচসমূহ (Administrative Expenses)			
বেতন ব্যয়	৯৫,০০০		
পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ খরচ	৮৫,০০০		
বিমা ব্যয়	১০,০০০		
মোট প্রশাসনিক ব্যয়		১,৯০,০০০	
মোট পরিচালন ব্যয়			(৫,৭০,০০০)
পরিচালন মুনাফা (Income from operations)			৩,৩০,০০০
অন্যান্য/অপরিচালন আয় (Other revenues and gains)			
সুদ আয়	১৫,০০০		
সরঞ্জাম বিক্রয় হতে মুনাফা	৫,০০০	২০,০০০	
অন্যান্য/অপরিচালন ব্যয় ও ক্ষতি (Other expenses and losses)			
সুদ ব্যয়	৯,০০০		
পণ্য পরিবহন জনিত ক্ষতি	১,০০০	(১০,০০০)	
অপরিচালন মুনাফা(Income from non-operations)			১০,০০০
করপূর্ব মুনাফা			৩,৪০,০০০
আয়কর ব্যয় [করপূর্ব মুনাফার ২৫% (কাল্পনিক হার ব্যবহার করে)]			(৮৫,০০০)
নিট মুনাফা/নিট লাভ/নিট আয়			২,৫৫,০০০

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার হার সংক্রান্ত সূত্রাবলী :

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক সূত্র :

প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

নোট : বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়-কে মজুতযোগ্য পণ্যের ব্যয় নামেও অভিহিত করা হয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়-এর সনাতন নাম 'সমন্বিত ক্রয়'।

ক্রীত পণ্যের ব্যয়ের মৌলিক সূত্র হলো :

ক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট ক্রয় + অন্তঃপরিবহণ। [নিট ক্রয় = ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা]

[অন্তঃ পরিবহণ হলো : পণ্য আনয়ন খরচ (জাহাজ/গাড়ি ভাড়া, কুলির মজুরি, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি)-এর সমষ্টি।]

মৌলিক ছকের মাধ্যমে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় নির্ণয়:

প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রীত পণ্যের ব্যয়	সমাপনী মজুদ পণ্য + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	বাম পাশের দুটি বিষয়ের যোগফল বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়; আবার, ডান পাশের দুটি বিষয়ের যোগফলও বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়।
= বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	= বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	

বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের ছক থেকে প্রাপ্ত সূত্রসমূহ :

প্রারম্ভিক মজুদ = "[সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়] বা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়]" – "ক্রীত পণ্যের ব্যয়"

ক্রীত পণ্যের ব্যয় = "[সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়] বা [বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়]" – "প্রারম্ভিক মজুদ"

সমাপনী মজুদ = "[প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীত পণ্যের ব্যয়] বা [বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়]" – "বিক্রীত পণ্যের ব্যয়"

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = "[প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীত পণ্যের ব্যয়] বা [বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়]" – "সমাপনী মজুদ"

Super Tips:

- পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সূত্রগুলো মুখস্থ না করে মৌলিক ছক থেকে বের করার উপায় হলো:

১. যদি বাম পাশের দুটি বিষয়ের যোগফল থেকে ডান পাশের একটি বিষয় বাদ দিতে হয়, তাহলে "সমাপনী মজুদ পণ্য" বা "বিক্রীত পণ্যের ব্যয়" নির্ণয় করা যায় (নোট : সমাপনী মজুদ পণ্য নির্ণয় করতে চাইলে বাম পাশের যোগফল হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিতে হয় আবার, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে চাইলে বাম পাশের যোগফল হতে সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ দিতে হয়)।

২. যদি ডান পাশের দুটি বিষয়ের যোগফল থেকে বাম পাশের একটি বিষয় বাদ দিতে হয় তাহলে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য বা ক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা যায়। (নোট : ক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে চাইলে ডান পাশের যোগফল হতে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য বাদ দিতে হয় আবার, প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য নির্ণয় করতে চাইলে ডান পাশের যোগফল হতে ক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিতে হয়)।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় সংক্রান্ত সূত্র :

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের জন্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক সূত্রটি থেকে ২টি এবং মোট মুনাফা সংক্রান্ত ১টি, সর্বমোট ৩টি সূত্র পাওয়া যায়। **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ** হওয়ায় বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র তিনটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। সূত্র তিনটি হলো :

১. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত

২. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত

৩. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয় – মোট মুনাফা

Super Tips:

- যেহেতু বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের তিনটি সূত্র রয়েছে তাই প্রশ্নে প্রদত্ত তথ্য দেখে বুঝে নিতে হবে কোন সূত্র ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্নে যদি 'বিক্রয়' ও 'মুনাফা বা মুনাফার হার' দেওয়া থাকে তাহলে মোট মুনাফা সংক্রান্ত সূত্র ব্যবহার করতে হবে। আর যদি "[প্রারম্ভিক মজুদ ও ক্রীত পণ্যের ব্যয়] বা [বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়]" এবং "সমাপনী মজুদ" দেওয়া থাকে তাহলে 'বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের ছক' থেকে প্রাপ্ত সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

মোট মুনাফা সংক্রান্ত সূত্র :

মোট মুনাফা = নিট বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

নিট বিক্রয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয় – মোট মুনাফা

পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সাথে মোট লাভ (Gross Profit) যোগ করে যে মূল্য পাওয়া যায়, তাকে পণ্যের বিক্রয়মূল্য বলে যদি কখনও ক্ষতিতে পণ্য বিক্রয় করা হয় সেই ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয়মূল্য হতে মোট ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিলে পণ্যের বিক্রয়মূল্য পাওয়া যাবে।

মুনাফার হার সংক্রান্ত সূত্র :

- $\text{মোট মুনাফার হার নির্ণয়} = \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$

- $\text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার (Mark up)} = \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/ক্রয়মূল্য}} \times ১০০$

- $\text{বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার(Margin)} = \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়মূল্য}} \times ১০০$

- অনেক সময় মুনাফার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মুনাফার হার পরিবর্তনের বা রূপান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। এই ক্ষেত্রে দুই ধরনের রূপান্তরের ধরণ পরিলক্ষিত হয়। যথা :

১. ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার থেকে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারে রূপান্তর এবং

$$\text{ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার থেকে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার} = \frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০$$

২. বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার থেকে ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারে রূপান্তর।

$$\text{বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার থেকে ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার} = \frac{\text{বিক্রয় হার}}{১০০ - \text{বিক্রয় হার}} \times ১০০$$

Super Tips:

- বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = মোট মুনাফার হার(Gross/Profit Margin)/প্রান্তিক মুনাফার হার/মার্জিন/বিক্রয় হার
- ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = ক্রয়মূল্য/বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার/ক্রয়হার/মার্ক-আপ (Mark-up)
- মনে রাখবে ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার সবসময় বেশি এবং বিক্রয় মূল্যের মুনাফার হার কম হয় অর্থাৎ ক্রয়ের উপর মুনাফার হার > বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবল মুনাফা হয়েছে এমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

CamScanner

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মূল্য ও মুনাফার হার একই এককে দেয়া থাকলে গুণ (×) করতে হয়	মূল্য ও মুনাফার হার ভিন্ন এককে দেয়া থাকলে ভাগ (÷) করতে হয়।
১. ক্রয়মূল্য = ৫,০০০ টাকা এবং ক্রয়হার = ২৫%। ∴ বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য × (১ + ক্রয়হার) = ৫,০০০ × (১ + ০.২৫) = ৬,২৫০ টাকা	৩. ক্রয়মূল্য = ৫,০০০ টাকা এবং বিক্রয়হার = ২০%। ∴ বিক্রয়মূল্য = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য}}{\text{১ − বিক্রয়হার}} = \frac{\text{৫,০০০}}{\text{১ − ০.২০}}$ = ৬,২৫০ টাকা
২. বিক্রয়মূল্য = ৬,২৫০ টাকা এবং বিক্রয়হার = ২০%। ∴ ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য × (১ − বিক্রয়হার) = ৬,২৫০ × (১ − ০.২০) = ৫,০০০ টাকা	৪. বিক্রয়মূল্য = ৬,২৫০ টাকা এবং ক্রয়হার = ২৫%। ∴ ক্রয়মূল্য = $\frac{\text{বিক্রয়মূল্য}}{\text{১ + ক্রয়হার}} = \frac{\text{৬,২৫০}}{\text{১ + ০.২৫}}$ = ৫,০০০ টাকা

শতকরা মুনাফার হার নির্ণয় সূত্রবলী :

- ক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার দিয়ে মুনাফা নির্ণয়– মুনাফা = ক্রয়মূল্য × মুনাফার হার [ক্ষতির হার দিয়ে ক্ষতি নির্ণয় একই]
- ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার দিয়ে মুনাফা নির্ণয়– মুনাফা = ক্রয়মূল্য × $\frac{\text{বিক্রয় হার}}{\text{১০০ − বিক্রয় হার}}$
- বিক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার দিয়ে মুনাফা নির্ণয়– মুনাফা = বিক্রয়মূল্য × মুনাফার হার [ক্ষতির হার নির্ণয় একই রকম]
- বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার দিয়ে মুনাফা নির্ণয়– মুনাফা = বিক্রয় মূল্য × $\frac{\text{ক্রয় হার}}{\text{১০০ + ক্রয় হার}}$
- ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের উপর ক্ষতির হার দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়– ক্ষতি = ক্রয়মূল্য × $\frac{\text{ক্ষতির হার}}{\text{১০০ +. ক্ষতির হার}}$
- বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের উপর ক্ষতির হার দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়– ক্ষতি = বিক্রয়মূল্য × $\frac{\text{ক্ষতির হার}}{\text{১০০ − ক্ষতির হার}}$

শতকরা মুনাফার হার রূপান্তরের তালিকা :

- ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ১০০% হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৫০%;
- ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৫০% হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৩৩.৩৩%;
- ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৩৩.৩৩% হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২৫%;
- ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০%;
- ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০% হলে বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ১৬.৬৭%।
- বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ১৬.৬৭% হলে ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০%;
- বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০% হলে ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২৫%;
- বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৩৩.৩৩%;
- বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৩৩.৩৩% হলে ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৫০%;
- বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৫০% হলে ক্রয়ের উপর মুনাফার হার ১০০%।

Step 2 — At a Glance : Most Important Information

- ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার বলতে- **বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হারকে বুঝায়।**
- বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার বলতে- **নীট বিক্রয়ের উপর মুনাফার হারকে বুঝায়।**
- ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারের বিকল্প নাম- **মার্কআপ (Mark-up)/বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর হার/ক্রয় হার/ব্যয়ের উপর হার।**
- বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারের বিকল্প নাম- **প্রান্তিক মুনাফার হার/মার্জিন (Margin)/বিক্রয় হার/মোট মুনাফার হার।**
- মোট লাভের হার বলতে- **বিক্রয় মূল্যের উপর লাভের হারকে বুঝায়।**
- মোট লাভ ও নীট লাভের পার্থক্যই হলো- **কারবারের পরিচালন খরচ ও অন্যান্য খরচ।**
- নীট ক্রয়ের সাথে আন্তঃপরিবহণ যোগ করলে- **ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যায়।**
- কালান্তে সমাপনী মজুদের মূল্য নির্ধারণে- **মজুদ পণ্য গণনা (Physically Count) করা হয়।**
- আয় বিবরণীর একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে- **এতে অনেক অনুমান নির্ভর তথ্য থাকে। যেমন : কুঋণ সঞ্চিতি।**
- মুদ্রাস্ফীতির কালে শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতি- **সর্বনিম্ন নিট আয় ও সর্বনিম্ন আয়কর সৃষ্টি করবে।**
- মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে আগে আসলে আগে যায় (FIFO) পদ্ধতি- **সর্বোচ্চ নিট আয় ও সর্বোচ্চ আয়কর সৃষ্টি করবে।**
- মূল্য বৃদ্ধির সময়কালে শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতিতে আগে আসলে আগে যায় (FIFO) পদ্ধতির চেয়ে- **কম নিট আয় হবে।**
- যখন মজুদ পণ্যের মূল্য এটার ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন এটা লিপিবদ্ধ হয়েছে- **বাজার মূল্যে।**
- 'ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম' (LCM) পদ্ধতিতে বাজারমূল্য বলতে বুঝায়- **চলতি প্রতিস্থাপন ব্যয়।**

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 3 বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি হিসাবকালে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ ৭,৮০,০০০ টাকা, মোট লাভের হার ৪০%, নিট লাভের হার ২৫%। উক্ত হিসাবকালে ব্যবসায়ের পরিচালন খরচ কত? [DU : 22-23; 11-12; CU : 14-15; HEC : 22-23]

Ⓐ ৩,১২,০০০ টাকা Ⓑ ১,১৭,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,০৭,০০০ টাকা Ⓓ ৪,২৯,০০০ টাকা

Ⓑ Solve মোট লাভ ও নিট লাভের হারের পার্থক্যই হলো পরিচালন খরচের হার। এখানে মোট লাভ ও নিট লাভের পার্থক্য = (৪০% – ২৫%) = ১৫%। অর্থাৎ, নিট বিক্রয়ের ১৫% হবে পরিচালন খরচ।
∴ পরিচালন খরচ = (নিট বিক্রয় × পরিচালন খরচের হার)
= (৭,৮০,০০০ × .১৫) = ১,১৭,০০০ টাকা।

02. প্রারম্ভিক মজুতমাল ৭,৫০০ টাকা, ক্রয় ৫২,৫০০ টাকা, বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা এবং লাভের হার ২০% হলে সমাপনী মজুদমাল কত হবে? [DU-C : 21-22]

Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ২৩,৫০০ টাকা Ⓒ ১৭,৫০০ টাকা Ⓓ ১০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মোট মুনাফা
= ৫০,০০০ – ১০,০০০ = ৪০,০০০ টাকা।
এখানে,
মোট মুনাফা = বিক্রয় × মুনাফার হার = ৫০,০০০ × ২০% = ১০,০০০ টাকা।
∴ সমাপনী মজুত = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ৭,৫০০ + ৫২,৫০০ – ৪০,০০০ = ২০,০০০ টাকা।

03. রংধনু সু স্টোরের প্রারম্ভিক মজুতপণ্যের জের ২৫,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবকালে ক্রয় ৫০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,৫০০ টাকা ও আন্তঃপরিবহণ ব্যয় ১৫,০০০ টাকা ছিল। হিসাব শেষে গণনার পর দেখা যায় ২০,০০০ টাকার পণ্য এখনও হাতে আছে। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ——? [DU-C : 20-21]

Ⓐ ৪২,৫০০ টাকা Ⓑ ৫২,৫০০ টাকা Ⓒ ৬৭,৫০০ টাকা Ⓓ ৮৭,৫০০ টাকা

Ⓓ Solve আমরা জানি,
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (নিটক্রয় + আন্তঃপরিবহণ)
= (৫০,০০০ – ২,৫০০) + ১৫,০০০ = ৪৭,৫০০ + ১৫,০০০ = ৬২,৫০০ টাকা।
∴ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (২৫,০০০ + ৬২,৫০০) = ৮৭,৫০০ টাকা।

04. একটি মজুত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৫,৫০০ টাকা ও বাজারমূল্য ১২,৫০০ টাকা, যা বছর শেষে মজুত পণ্যের গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই মজুত পণ্যটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ব্যবসার মুনাফার ওপর কিরূপ প্রভাব পড়বে? [DU-C : 20-21]

Ⓐ মুনাফা ১৫,৫০০ টাকা কমবে Ⓑ মুনাফা ৩,০০০ টাকা কমবে
Ⓒ মুনাফা ৩,০০০ টাকা বাড়বে Ⓓ মুনাফা ১২,৫০০ টাকা বাড়বে

Ⓓ Solve রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুত দেখাতে হয় ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম সেই মূল্যে। সমাপনী মজুত সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত না হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রভাবিত হয়; কারণ, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয়- সমাপনী মজুত। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের এই সূত্রটি দেখলেই বোঝা যায়, সমাপনী মজুত গণনা থেকে বাদ পড়ে গেলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে, ফলে মুনাফা কম দেখানো হবে। অতএব, সমাপনী মজুত সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে মুনাফা বাড়বে। এক্ষেত্রে মুনাফা বাড়বে ১২,৫০০ টাকা।

05. প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত ও বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকা ও ৭০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত? [DU-C : 19-20]

Ⓐ ৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৯০,০০০ টাকা
Ⓒ ১০০,০০০ টাকা Ⓓ ৮০,০০০ টাকা

Ⓒ Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (৩০,০০০ + ৭০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

06. নাদিয়া স্টোর্সের বিক্রয় ২,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,২০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত পণ্য ২০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয় ৫৫,০০০ টাকা হলে নাদিয়া স্টোর্সের মোট মুনাফা নির্ণয় কর। [DU-C : 18-19]

Ⓐ ৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা Ⓒ ২৫,০০০ টাকা Ⓓ ১,০০,০০০ টাকা

Ⓓ Solve মোট মুনাফা = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (২,০০,০০০ – ১,০০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত)
= (১,২০,০০০ – ২০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

07. নিম্নলিখিত তথ্যাবলি হতে সমাপনী মজুতের পরিমাণ নির্ণয় কর- [DU-C : 18-19; 98-99]
প্রারম্ভিক মজুতপণ্য ১,৬০,০০০ টাকা, ক্রয় ৮৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৪০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের উপর মার্ক আপ এর হার হচ্ছে শতকরা ২৫ ভাগ।

Ⓐ ১,৩৭,০০০/- Ⓑ ১,৩০,০০০/- Ⓒ ১১২,০০০/- Ⓓ ২৫,০০০/-

Ⓑ Solve ক্রয়মূল্যের উপর মার্ক আপ ২৫% হলে, বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার/মার্জিন হবে $= \left(\frac{২৫}{১০০ + ২৫}\right) \times ১০০ = ২০\%$।
সুতরাং মোট মুনাফা হবে = (১,৪০,০০০ × ২০%) = ২৮,০০০ টাকা।
সমাপনী মজুত পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়)
= (২,৪২,০০০ – ১,১২,০০০) = ১,৩০,০০০ টাকা।
এখানে, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত পণ্য + ক্রয় – ক্রয় ফেরত) = (১,৬০,০০০ + ৮৬,০০০ – ৪,০০০) = ২,৪২,০০০ টাকা।
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়মূল্য – মুনাফা)
= {১,৪০,০০০ – (১,৪০,০০০ × ২০%)} = ১,১২,০০০ টাকা।

08. প্রারম্ভিক মজুত মাল ৩০,০০০ টাকা; ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা; বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% হলে সমাপনী মজুতের পরিমাণ কত? [DU-C : 17-18]

Ⓐ ২,৩০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৫৫,০০০ টাকা Ⓓ ২,০০,০০০ টাকা

Ⓒ Solve
সমাপনী মজুত পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৩০,০০০ + ২,০০,০০০ – ৭৫,০০০) = ১,৫৫,০০০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মুনাফা) = (১,০০,০০০ – ২৫,০০০)
= ৭৫,০০০ টাকা।
এখানে, মুনাফা = ১,০০,০০০ × ২৫% = ২৫,০০০ টাকা।

09. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণে: [DU-C : 17-18]

Ⓐ নিট ক্রয় থেকে ক্রয় বাট্টা বাদ দেওয়া হয়
Ⓑ নিট ক্রয়ের সাথে বহিঃপরিবহন খরচ যোগ করা হয়
Ⓒ নিট ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত বাদ দেওয়া হয়
Ⓓ নিট ক্রয়ের সাথে আন্তঃপরিবহন যোগ করা হয়

Ⓓ Solve নিট ক্রয় = মোট ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা অর্থাৎ নিট ক্রয়ের সাথে ক্রয় ফেরত বা ক্রয় বাট্টা সমন্বয় সম্ভব নয়। কারণ মোট ক্রয়ের সাথে ক্রয় ফেরত বা ক্রয় বাট্টা সমন্বয় করার পরই নিট ক্রয় বের হয়। নিট ক্রয়ের সাথে সকল প্রত্যক্ষ খরচ (যেমন: আন্তঃপরিবহন) যোগ করে পরবর্তীতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

10. যদি প্রারম্ভিক মজুত পণ্য, সমাপনী মজুত পণ্য এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ৪৮,০০০ টাকা, ৬২,০০০ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা হয় তাহলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত? [DU-C : 17-18]

Ⓐ ২,০২,০০০ টাকা Ⓑ ১,৫৪,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৮৮,০০০ টাকা Ⓓ ১,২৬,০০০ টাকা

Ⓐ Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৬২,০০০ + ১,৪০,০০০) = ২,০২,০০০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...রের স্টোরের প্রারম্ভিক মজুতপণ্যের জের ১৫,০০০ টাকা। উক্ত হিসাবকালে ক্রয় ৬০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা ও আন্তঃপরিবহন ৫,০০০ টাকা। হিসাবকাল শেষে গণনার পর দেখা যায় ১০,০০০ টাকার পণ্য এখনও হাতে আছে। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ হবে: [DU : 15-16]

Ⓐ ৭২,০০০ টাকা Ⓑ ৬৮,০০০ টাকা Ⓒ ৭৮,০০০ টাকা
Ⓓ ৮২,০০০ টাকা Ⓔ ৯০,০০০ টাকা

Ⓒ Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (১৫,০০০ + ৬৩,০০০) = ৭৮,০০০ টাকা।
এখানে, ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (ক্রয় – ক্রয়ফেরত + আন্তঃপরিবহন)
= (৬০,০০০ – ২,০০০ + ৫,০০০) = ৬৩,০০০ টাকা।

যদি প্রারম্ভিক মজুত ৬০,০০০ টাকা, সারা বছরের ক্রয় ৩,০০,০০০ টাকা, আন্তঃমুখী পরিবহন খরচ ৬,০০০ টাকা, বহির্মুখী পরিবহন ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত বাবদ ৮,০০০ টাকা, সরবরাহের সমাপনী মজুত ৫,০০০ টাকা এবং পণ্যের সমাপনী মজুত ৫০,০০০ টাকা হয় তবে বিক্রীত পণ্যের খরচ হবে- [DU : 14-15]

Ⓐ ২৯৮,০০০ টাকা Ⓑ ৩১৮,০০০ টাকা Ⓒ ৩১৩,০০০ টাকা
Ⓓ ৩০৮,০০০ টাকা Ⓔ ২৯৩,০০০ টাকা

Ⓓ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত) = (৬০,০০০ + ২,৯৮,০০০ – ৫০,০০০) = ৩,০৮,০০০ টাকা।
এখানে, ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (ক্রয় – ক্রয়ফেরত + আন্তঃপরিবহন)
= (৩,০০,০০০ – ৮,০০০ + ৬,০০০) = ২,৯৮,০০০ টাকা।

Note এখানে সরবরাহের জন্য সমাপনী মজুত আসবে না কারণ তা যেকোনো সময় ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা হবে।

নিট বিক্রয় ও মোট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০,০০০ টাকা ও ৬,০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত? [DU : 14-15]

Ⓐ ১৬.৬৭% Ⓑ ২০% Ⓒ ২৫%
Ⓓ ৩০% Ⓔ ৫০%

Ⓒ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/ক্রয়মূল্য = (নিট বিক্রয় – মোট মুনাফা)
= (৩০,০০০ – ৬,০০০)
= ২৪,০০০ টাকা।

$$∴ \text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার} = \left(\frac{৬,০০০}{২৪,০০০} \times ১০০\right)\% = ২৫\%$$

আগুনে বিনষ্ট মজুদ পণ্য ১০,০০০ টাকা, যা সমাপনী মজুদ পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিমা কোম্পানি ৬০% ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে। এ বাবদ আয় বিবরণীতে কত টাকা খরচ দেখাতে হবে? [DU : 14-15]

Ⓐ ৪,০০০ টাকা Ⓑ ১৪,০০০ টাকা Ⓒ ১০,০০০ টাকা
Ⓓ ৮,০০০ টাকা Ⓔ ৬,০০০ টাকা

Ⓐ Solve আগুনে বিনষ্ট পণ্য ১০,০০০ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে ৬০% অর্থাৎ ৬,০০০ টাকা। আয় বিবরণীতে শুধুমাত্র ক্ষতির অংশটুকু দেখানো যাবে। অর্থাৎ আয় বিবরণীতে দেখাতে হবে ৪,০০০ টাকা। অতএব এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো A।

বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৬,০০০ টাকা এবং বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে লাভ থাকলে পণ্যের বিক্রয়মূল্য কত? [DU : 13-14; RU : 12-13; CoU : 12-13]

Ⓐ ২০,১৬০ টাকা Ⓑ ১৩,৬০০ টাকা Ⓒ ২১,০০০ টাকা
Ⓓ ২১,১৬০ টাকা Ⓔ ২০,০০০ টাকা

Ⓔ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ও বিক্রয়মূল্যের মুনাফার হার দেওয়া থাকলে বিক্রয়মূল্য নির্ণয়ের সহজ সূত্রটি হল-

$$\text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{১ - \text{বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}$$

$$= \frac{১৬,০০০}{১ - ০.২০} = ২০,০০০ \text{ টাকা।}$$

16. টাইটান কোম্পানীর সমাপনী মজুত পণ্য ৪,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। বর্তমান হিসাব বছরের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয়ের উপর এই ভুলের প্রভাব হবে যথাক্রমে : [DU : 13-14, 09-10]

Ⓐ কম প্রদর্শিত হবে, বেশি প্রদর্শিত হবে Ⓑ কম প্রদর্শিত হবে, কম প্রদর্শিত হবে
Ⓒ বেশি প্রদর্শিত হবে, কম প্রদর্শিত হবে Ⓓ বেশি প্রদর্শিত হবে, শূন্য
Ⓔ বেশি প্রদর্শিত হবে, বেশি প্রদর্শিত হবে

Ⓒ Solve সমাপনী মজুদ পণ্য কম দেখানো হলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বেড়ে যায় এবং এর ফল স্বরূপ নিট আয় কমে যায়। অতএব এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো C।

17. একটি মজুত পণ্যের ক্রয় মূল্য ১,২৫০ টাকা ও বাজার মূল্য ১,০০০ টাকা যা বছর শেষে মজুত পণ্যে গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই মজুত পণ্যটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ঐ ব্যবসার মুনাফায় কী ধরনের প্রভাব পড়বে? [DU : 13-14]

Ⓐ মুনাফা ১,২৫০ টাকা বাড়বে Ⓑ মুনাফা ১,০০০ টাকা বাড়বে
Ⓒ মুনাফা ২৫০ টাকা বাড়বে Ⓓ মুনাফা ১,০০০ টাকা কমবে
Ⓔ মুনাফা ১,২৫০ টাকা কমবে

Ⓑ Solve সমাপনী মজুত পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের যেটি কম সেটি হিসাবভুক্ত করা হয়। সমাপনী মজুত পণ্য সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হলে মুনাফা ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, সমাপনী মজুত পণ্য হিসাবভুক্ত করা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হ্রাস পায়। আর বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম হলে মুনাফা বেশি দেখাবে।

18. একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুত ২৩,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ২৭,০০০ টাকা, বছরের বিক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% লাভ ধরে পণ্য বিক্রয় হয়। বছরের ক্রয় কত টাকা? [DU : 12-13]

Ⓐ ১,২০,০০০ Ⓑ ১,২৪,০০০ Ⓒ ১,২৮,০০০
Ⓓ ১,৩০,০০০ Ⓔ ১,৩২,০০০

Ⓔ Solve এখানে, $\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়} = \frac{\text{বিক্রয়মূল্য}}{১ + \text{ক্রয়হার}} = \frac{১,৬০,০০০}{১ + .২৫}$
$= ১,২৮,০০০$

∴ ক্রয়/ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুদ–প্রারম্ভিক মজুদ)
= (১,২৮,০০০ + ২৭,০০০ – ২৩,০০০) = ১,৩২,০০০ টাকা।

19. নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ হতে মোট বিক্রয় ও নিট মুনাফা কত টাকা হবে তা নির্ণয় কর: বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮৩,৯০০ টাকা, মোট মুনাফা ৭৯,৬০০ টাকা এবং পরিচালনা খরচ ৩৯,৫০০ টাকা। [DU : 12-13]

Ⓐ ৫৪,৩০০ ও ৪৩,৮০০ Ⓑ ১,২০,০০০ ও ৯০,০০০
Ⓒ ১,৩৬,৫০০ ও ১,৪২,০০০ Ⓓ ১,৬৩,৫০০ ও ৪০,১০০
Ⓔ ১,৬৩,৫০০ ও ১,২৪,০০০

Ⓓ Solve এখানে, মোট বিক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা)
= (৮৩,৯০০ + ৭৯,৬০০) = ১,৬৩,৫০০ টাকা।
∴ নিট মুনাফা = (মোট মুনাফা – পরিচালনা খরচ)
= (৭৯,৬০০ – ৩৯,৫০০) = ৪০,১০০ টাকা।

20. কোনটি মোট মুনাফার (gross profit) শতকরা হার বাড়ায়? [DU-C : 11-12]

Ⓐ ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি Ⓑ খরচের হ্রাস
Ⓒ গ্রাহকের দীর্ঘকালীন ধার প্রদান Ⓓ বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধিকরণ
Ⓔ পণ্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি

Ⓓ Solve সাধারণত, বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পেলে মোট মুনাফার হার বৃদ্ধি পায়। যেমন- ধরি, মোট মুনাফার হার ১০%।
অর্থাৎ, ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = {১০০ + (১০০ × ১০%)} = ১১০ টাকা।
∴ মুনাফা = (১১০ – ১০০) = ১০ টাকা।

$$\text{মোট মুনাফার হার} = \frac{১০}{১০০} \times ১০০ = ১০\%\text{।}$$

এবার, যদি বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করে ১২০ টাকা করা হয়।
তবে মুনাফা = (১২০ – ১০০) টাকা = ২০ টাকা।

$$\text{মোট মুনাফার হার} = \frac{২০}{১০০} \times ১০০ = ২০\%\text{।}$$

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

21. 'ক' কোম্পানির ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ বর্ষশেষের কার্যাবলির তথ্য নিচে দেওয়া হলো: বিক্রয় ১০,০০,০০০ টাকা, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ ১,২৫,০০০ টাকা, মোট মুনাফার হার ৩০%, প্রশাসনিক খরচ ৫০,০০০ টাকা, ২০০৬ সনের শেষে মজুত ৮০,০০০ টাকা এবং ২০০৬ সনের প্রারম্ভিক মজুত ৬০,০০০ টাকা। ২০০৬ সনের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় টাকায় কত? [DU-C : 07-08]

Ⓐ ৭,০০,০০০ Ⓑ ৬,৮০,০০০ Ⓒ ৫,৭৫,০০০
Ⓓ ৫,৫৫,০০০ Ⓔ ৮,৭৫,০০০

(A) Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী,
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মুনাফা = বিক্রয়
সুতরাং, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় − মুনাফা)
= (১০,০০,০০০ − ৩,০০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।
এখানে, মুনাফা = ১০,০০,০০০ × ৩০% = ৩,০০,০০০ টাকা।

22. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য, সমাপনী মজুত পণ্য এবং বিক্রীত পণ্যের খরচ যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা এবং ২৫,০০০ টাকা। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ টাকায় কত? [DU-C : 07-08; JU : 08-09]

Ⓐ ৩০,০০০ Ⓑ ৪০,০০০ Ⓒ ৫০,০০০
Ⓓ ৬০,০০০ Ⓔ ৭০,০০০

(B) Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ −সমাপনী মজুত পণ্য = বিক্রীত পণ্যের খরচ
সুতরাং, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ = (বিক্রীত পণ্যের খরচ + সমাপনী মজুত)
= (২৫,০০০ টাকা + ১৫,০০০ টাকা)
= ৪০,০০০ টাকা।

23. 'এক্স' কোম্পানি ১০০০ একক পণ্য ক্রয় করে এবং হাতে শেষ মজুত পণ্য ৯১ টাকা হারে ২০০ একক রয়েছে। এখন প্রতিস্থাপন ব্যয় একক প্রতি ৮০ টাকা। শেষ মজুত পণ্যের মূল্য উদ্বৃত্তপত্রে কত টাকা দেখানো হবে? [DU-C : 07-08]

Ⓐ ৯১,০০০ Ⓑ ৮০,০০০ Ⓒ ১৮,২০০
Ⓓ ১৭,১০০ Ⓔ ১৬,০০০

(E) Solve এ সমস্যাটি সমাধানে, হাতে শেষ মজুত পণ্যের মূল্য নির্ধারণে পরিমাণকে একক প্রতি প্রতিস্থাপন মূল্য দ্বারা গুণ করতে হবে। সুতরাং, শেষ মজুত পণ্যের মূল্য হবে (২০০ একক × ৮০ টাকা) = ১৬,০০০ টাকা।

24. ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% মুনাফা হলে বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার হবে : [DU-C : 05-06; 04-05; 02-03; JKKNIU; 18-19; BU : 14-15; CU : 04-05]

Ⓐ ২০% Ⓑ ৩৩.৩৩% Ⓒ ১৮.৭৫%
Ⓓ ১২.৫% Ⓔ ১৫%

(A) Solve $বিক্রয়হার = \frac{১০০ \times ক্রয়হার}{১০০ + ক্রয়হার}$

$$= \frac{১০০ \times ২৫}{১০০ + ২৫} = \frac{২,৫০০}{১২৫} = ২০\%$$

অর্থাৎ ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% মুনাফা করলে বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার হবে ২০%। অতএব সঠিক উত্তর হলো (A)।

25. x কোম্পানির ৬০,০০০ টাকার মজুত পণ্য নিয়ে হিসাবকাল শুরু করল এবং ২,৪০,০০০ টাকার মজুত পণ্য ক্রয় করল। হিসাবকাল শেষে ৭২,০০০ টাকার মজুত পণ্য অবিক্রীত থাকল। x কোম্পানির বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত হবে টাকায়- [DU-C : 05-06,12-13]

Ⓐ ৩,০০,০০০ টাকা Ⓑ ২,২৮,০০০ টাকা Ⓒ ২,৫২,০০০ টাকা
Ⓓ ১,৬৮,০০০ টাকা Ⓔ ১,৬০,০০০ টাকা

(B) Solve প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে x কোম্পানির,
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + নতুন ক্রয় − সমাপনী মজুত)
= (৬০,০০০ + ২,৪০,০০০ − ৭২,০০০)
= ২,২৮,০০০ টাকা।

26. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬,৮০০ টাকা হয় এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২% হয়, তবে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হবে : [DU-C : 03-04; RU : 17-18; CoU : 17-18; BRUR : 17-18]

Ⓐ ১৪,৭৮৪ টাকা Ⓑ ১৮,৮১৬ টাকা Ⓒ ১৫,০০০ টাকা
Ⓓ ১,৫০০ টাকা Ⓔ ১৪,৮৯৮ টাকা

(C) Solve প্রশ্নে দেয়া আছে,
বিক্রয় = ১৬,৮০০ টাকা এবং ক্রয়হার = ১২% = ০.১২

$$বিক্রীত\ পণ্যের\ ব্যয় = \frac{১৬,৮০০}{১ + ০.১২} = ১৫,০০০\ টাকা।$$

অতএব এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো (C)।

27. নিম্নলিখিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় টাকায় নির্ণয় কর: বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ১৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ১১,০০০ টাকা, ক্রয় ৬৬,০০০ টাকা, অন্তর্মুখী বহন খরচ ২,০০০ টাকা, ক্রয় বাট্টা ৪,০০০ টাকা। [DU-C : 03-04]

Ⓐ ৬২,০০০ টাকা Ⓑ ৬৮,০০০ টাকা Ⓒ ১৫,০০০ টাকা
Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা Ⓔ ৭০,০০০ টাকা

(B) Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় − সমাপনী মজুত) = (১৫,০০০ + ৬৪,০০০ − ১১,০০০) = ৬৮,০০০ টাকা।
এখানে, ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (ক্রয় − ক্রয় বাট্টা + আন্তঃপরিবহন)
= (৬৬,০০০ − ৪,০০০ + ২,০০০) = ৬৪,০০০ টাকা।

28. নিম্নলিখিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিক্রীত পণ্যের উপরি ব্যয় মূল্য নির্ণয় কর: বিক্রয় ৮২,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ১৩,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৯,০০০ টাকা, ক্রয় ৬৪,০০০ টাকা, অন্তর্মুখী পরিবহন ২,০০০ টাকা। [DU-C : 02-03; 95-96]

Ⓐ ৬৮,০০০ টাকা Ⓑ ৬২,০০০ টাকা Ⓒ ৭০,০০০ টাকা
Ⓓ ১২,০০০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়

(C) Solve বিক্রীত পণ্যের উপরি ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় − সমাপনী মজুত) = (১৩,০০০ + ৬৬,০০০ − ৯,০০০) = ৭০,০০০ টাকা।
ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (ক্রয় + অন্তর্মুখী পরিবহন) = (৬৪,০০০ + ২,০০০)
= ৬৬,০০০ টাকা।

29. নিম্নলিখিত তথ্যাদি হতে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর : প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২৫,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহণ ব্যয় ১৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত পণ্য ১,০০,০০০ টাকা। বিক্রয়মূল্যের উপর মোট মুনাফার হার ২০%। [DU-C : 00-01]

Ⓐ ৪,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৫,৮০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৬,০০,০০০ টাকা

(C) Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (১০,০০০ + ৪,৯০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা।
এখানে, ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (ক্রয় − ক্রয় ফেরত + আন্তঃ পরিবহন)
= (৫,০০,০০০ − ২৫,০০০ + ১৫,০০০) = ৪,৯০,০০০ টাকা।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় − সমাপনী মজুত পণ্য)
= (৫,০০,০০০ − ১,০০,০০০) = ৪,০০,০০০ টাকা।

$$এখন,\ বিক্রীত\ পণ্যের\ ব্যয়ের\ উপর\ মুনাফার\ হার = \left(\frac{বিক্রয়\ হার}{১০০ - বিক্রয়\ হার} \times ১০০\right)$$

$$= \left(\frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০\right) = ২৫\%$$

∴ মোট মুনাফা = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় × মোট মুনাফার হার)
= ৪,০০,০০০ × ২৫% = ১,০০,০০০ টাকা।
সুতরাং বিক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা)
= ৪,০০,০০০ + ১,০০,০০০ = ৫,০০,০০০ টাকা।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নিম্নলিখিত তথ্য হতে সমাপনী মজুদের পরিমাণ নির্ণয় কর : প্রারম্ভিক মজুদ ১,৬০,০০০ টাকা, ক্রয় ৮৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,৪০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের উপর মার্ক-আপ এর হার হলো শতকরা ২৫ [DU-C : 98-99]

Ⓐ ১,০৭,০০০ টাকা Ⓑ ১,৩০,০০০ টাকা Ⓒ ১,১২,০০০ টাকা Ⓓ ১,০২,০০০ টাকা

B Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + পণ্য ক্রয় – ক্রয় ফেরত

= (১,৬০,০০০ + ৮৬,০০০ – ৪,০০০) = ২,৪২,০০০ টাকা।

বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা হার = $\left(\frac{\text{ক্রয় হার}}{\text{১০০ + ক্রয় হার}} \times ১০০\right)$

$= \left(\frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০\right) = ২০\%$

মোট মুনাফা = বিক্রয়মূল্যে × মোট মুনাফার হার = ১,৪০,০০০ × ২০%

= ২৮,০০০ টাকা।

সুতরাং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ১,৪০,০০০ – ২৮,০০০ = ১,১২,০০০ টাকা।

সমাপনী মজুদ পণ্য = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= (২,৪২,০০০ – ১,১২,০০০) = ১,৩০,০০০ টাকা।

একটি পণ্য যার ক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা এবং যেটির বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে মোট মুনাফা ধরা হয়, সেটির বিক্রয়মূল্য কত হবে? [DU-C : 97-98; 94-95]

Ⓐ ৩৬,০০০ টাকা Ⓑ ৩৭,৫০০ টাকা Ⓒ ৩৮,৭৫০ টাকা Ⓓ ৩৯,৫০০

B Solve ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার

$= \left(\frac{\text{বিক্রয় হার}}{\text{১০০ – বিক্রয় হার}} \times ১০০\right) = \left(\frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০\right) = ২৫\%$

মোট মুনাফা = ক্রয়মূল্যে × ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার

= ৩০,০০০ × ২৫% = ৭,৫০০ টাকা।

সুতরাং বিক্রয় = ক্রয়মূল্যে + মোট মুনাফা = (৩০,০০০ + ৭,৫০০)

= ৩৭,৫০০ টাকা।

যদি প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত এবং বিক্রীত পণ্যের খরচ যথাক্রমে ৬০০ টাকা, ৮০০ টাকা এবং ৪,০০০ টাকা হয়, তাহলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ কত? [DU-C : 96-97]

Ⓐ ৩,০০০ টাকা Ⓑ ৩,৮০০ টাকা Ⓒ ৪,৮০০ Ⓓ ৫,০০০ টাকা

C Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= ৮০০ + ৪,০০০ = ৪,৮০০ টাকা।

নিম্নলিখিত তথ্য হতে সমাপনী মজুতের পরিমাণ নির্ণয় কর: প্রারম্ভিক মজুত ৯,০০,০০০ টাকা, ক্রয় ৩৪,০০,০০০ টাকা, অন্তর্মুখী পরিবহন ভাড়া ২,০০,০০০ টাকা, এবং বিক্রয় ৪৮,০০,০০০ টাকা, বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার শতকরা ২৫ ভাগ [DU-C : 96-97]

Ⓐ ৭,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৯,০০,০০০ টাকা

Ⓒ ১১,০০,০০০ টাকা Ⓓ ১২,০০,০০০ টাকা

B Solve মোট লাভ = ৪৮,০০,০০০ × ২৫% = ১২,০০,০০০ টাকা।

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)

= ৪৮,০০,০০০ – ১২,০০,০০০ = ৩৬,০০,০০০ টাকা।

∴ সমাপনী মজুত = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + আন্তঃখরচ – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)

= (৯,০০,০০০ + ৩৪,০০,০০০ + ২,০০,০০০ – ৩৬,০০,০০০)

= ৯,০০,০০০ টাকা।

নিম্নে প্রদত্ত বিষয়াদি থেকে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ কর : বিক্রয় ১৬,৪০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ২,৬০০ টাকা, ক্রয় ১২,৮০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ১,৮০০ টাকা এবং অন্তর্মুখী খরচ ৪০০ টাকা। [DU-C : 95-96]

Ⓐ ১৩,৬০০ টাকা Ⓑ ১৪,০০০ টাকা Ⓒ ১৪,৪০০ টাকা Ⓓ ১৪,১০০ টাকা

B Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + পণ্য ক্রয় + অন্তঃ পরিবহন = (২,৬০০ + ১২,৮০০ + ৪০০) = ১৫,৮০০ টাকা।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত পণ্য

= ১৫,৮০০ – ১,৮০০ টাকা = ১৪,০০০ টাকা।

35. বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে মুনাফা- [DU-C : 95-96; CU : 12-13; CoU 08-09; PUST : 13-14]

Ⓐ ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% Ⓑ ক্রয়মূল্যের ১৫%

Ⓒ ক্রয়মূল্যের ৩০% Ⓓ কোনোটিই নয়

A Solve বিক্রয় মূল্যের মুনাফার হার থাকলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার নির্ণয়ের সূত্রটি হল :

ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{R}{১০০ - R} \times ১০০$

$= \frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০ = ২৫\%$

এখানে, R = বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার

36. একটি পণ্যের ক্রয়মূল্য ১৫,০০০ টাকা, সেটির বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে মোট মুনাফা ধরা হয়, সেটির বিক্রয়মূল্য কত? [DU-C : 94-95]

Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ১৮,৭৫০ টাকা Ⓒ ১৯,২৫০ টাকা Ⓓ ১৯,৫৫০ টাকা

B Solve ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার

$= \left(\frac{\text{বিক্রয় হার}}{\text{১০০ – বিক্রয় হার}} \times ১০০\right) = \left(\frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০\right) = ২৫\%$

মোট মুনাফা = ক্রয়মূল্যে × ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার

= ১৫,০০০ × ২৫% = ৩,৭৫০ টাকা।

সুতরাং বিক্রয় = (ক্রয়মূল্যে + মোট মুনাফা) = (১৫,০০০ + ৩,৭৫০) টাকা।

= ১৮,৭৫০ টাকা।

37. করিম ১৯৯২ সনের ১৭ মার্চ তারিখে তার গুদামে রক্ষিত সম্পূর্ণ মজুদ পণ্য অগ্নিদুর্ঘটনায় হারায়। বিগত ১৯৯১ সনের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে তার মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ছিল ১,৯৫০ টাকা। তখন হতে ১৯৯২ সনের ১৭ মার্চ পর্যন্ত ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৬,৮৭০ টাকা এবং উক্ত সময়কালে বিক্রয়ের পরিমাণ ৯,৬০০ টাকা। শতকরা ২০ টাকা হারে মুনাফা কর হয় সকল বিক্রয়ের উপর। ক্রয়মূল্যে অগ্নিভস্মিভূত পণ্যের মূল্য কত? [DU-C : 93-94]

Ⓐ ১,২০০ টাকা Ⓑ ১,১৪০ টাকা Ⓒ ১,৩০০ টাকা Ⓓ ১,৫০০ টাকা

B Solve বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০ টাকা লাভ হলে,

মোট লাভ হয় = বিক্রয় × বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা হার

= (৯,৬০০ × ২০%) টাকা = ১,৯২০ টাকা।

অতএব, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (৯,৬০০ – ১,৯২০) টাকা = ৭,৬৮০ টাকা।

যেহেতু, আগুনে সকল পণ্যেই ভস্মিভূত হয়েছে সেহেতু সমাপনী মজুদ পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে। এখানে, প্রারম্ভিক মজুদ ১,৯৫০ টাকা, ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় ৬,৮৭০ টাকা।

সুতরাং, সমাপনী মজুদ = (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়)

= (১,৯৫০ + ৬,৮৭০ – ৭,৬৮০) = ১,১৪০ টাকা।

অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের অগ্নি ভস্মিভূত পণ্যের মূল্য ১,১৪০ টাকা।

38. প্রারম্ভিক মজুত, শেষ মজুত ও বিক্রয় করা পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪০০ টাকা, ৭০০ টাকা ও ৩,৪০০ টাকা হলে, নিট ক্রয় কত? [DU-C : 93-94; RU : 09-10]

Ⓐ ৩,৭০০ টাকা Ⓑ ৩,১০০ টাকা Ⓒ নির্ণয় করা যাবে না Ⓓ কোনোটিই নয়

A Solve প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে,

নিট ক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুত – প্রারম্ভিক মজুত)

= (৩,৪০০ + ৭০০ – ৪০০) = (৪,১০০ – ৪০০) = ৩,৭০০ টাকা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২০,০০০ টাকা এবং প্রান্তিক মুনাফা ২০% হয়, তবে বিক্রয়ের পরিমাণ কত হবে? [JU-E : 20-21]

Ⓐ ২৫,০০০ Ⓑ ২৪,০০০ Ⓒ ২৬,২৫০ Ⓓ ২৪,৮০০

A Solve বিক্রয়ের/প্রান্তিক মুনাফার হার ২০% হলে,

ক্রয়মূল্য/বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (১০০ – ২০) = ৮০ টাকা।

সুতরাং বিক্রয় $= \left(\frac{২০,০০০}{৮০} \times ১০০\right) = ২৫,০০০$ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

02. একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুত ২৩,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত ২৭,০০০ টাকা এবং বছরের বিক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের ওপর ২৫% লাভ ধরে পণ্য বিক্রয় হলে বছরের ক্রয় কত টাকা? [JU : 19-20]
Ⓐ ১,২০,০০০ Ⓑ ১,২৪,০০০ Ⓒ ১,২৮,০০০ Ⓓ ১,৩২,০০০

Ans D **Solve** বিক্রয়ের ওপর মুনাফার হার = $\frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০ = ২০\%$

∴ মুনাফা = (১,৬০,০০০ × ২০%) = ৩২,০০০ টাকা।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (১,৬০,০০০ − ৩২,০০০) = ১,২৮,০০০ টাকা।
∴ ক্রয় = (সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয় − প্রারম্ভিক মজুত) = (২৭,০০০ + ১,২৮,০০০ − ২৩,০০০) = ১,৩২,০০০ টাকা।

03. একটি পণ্যের প্রত্যক্ষ কাঁচামালের ব্যয় ১,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৫০০ টাকা, কারখানার উপরি খরচ প্রত্যক্ষ মজুরির ৪০%, বিক্রয় ও প্রশাসনিক উপরি খরচ মুখ্য ব্যয়ের ২০%। বিক্রয়ের উপর ২০% মুনাফা হলে মোট বিক্রয়মূল্য কত? [JU-E : 18-19]
Ⓐ ২,৪০০ টাকা Ⓑ ২,৫০০ টাকা Ⓒ ২,৬২৫ টাকা Ⓓ ২,০০০ টাকা

Ans B **Solve** মোট ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা উপরি খরচ + বিক্রয় ও প্রশাসনিক খরচ)
= (১,০০০ + ৫০০ + ২০০ + ৩০০) = ২,০০০ টাকা।
বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে মোট ব্যয়ের উপর মুনাফার হার ২৫%।
মুনাফা = মোট ব্যয় × মুনাফার হার = ২,০০০× ২৫% = ৫০০ টাকা।
বিক্রয়মূল্য = মোট ব্যয়+ মুনাফা = ২,০০০ + ৫০০ = ২,৫০০ টাকা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. প্রারম্ভিক মজুতপণ্য ৬০,০০০ টাকা; ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য ৪,০০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত ৭০,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের মূল্য কত টাকা? [RU-B : 20-21]
Ⓐ ৩,৭০,০০০ Ⓑ ৪,১০,০০০ Ⓒ ২,৭০,০০০ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ans D **Solve** বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় − সমাপনী মজুত)
= (৬০,০০০ + ৪,০০,০০০ − ৭০,০০০) = ৩,৯০,০০০ টাকা।

02. একটি পণ্যের ক্রয়মূল্য ৪৫,০০০ টাকা এবং যেটি বিক্রয়মূল্যের উপর ২৫% হারে মুনাফা ধরে বিক্রয় করা হয়। উক্ত পণ্যটির বিক্রয়মূল্য কত টাকা হবে? [RU-B : 20-21]
Ⓐ ৫৬,২৫০ Ⓑ ৫৪,০০০ Ⓒ ৬০,০০০ Ⓓ ৭৫,০০০

Ans C **Solve** ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = $\frac{২৫}{১০০ - ২৫} \times ১০০$
= ৩৩.৩৩%
∴ মুনাফা = (৪৫,০০০ × ৩৩.৩৩%) = ১৫,০০০ টাকা।
∴ বিক্রয়মূল্য = (ক্রয়মূল্য + মুনাফা) = (৪৫,০০০ + ১৫,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

03. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,৫০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা ও ৪০,০০০ টাকা। নিট মুনাফা বিক্রয়ের ২৫%। নিট মুনাফা কত টাকা? [RU : 19-20]
Ⓐ ৩০,০০০ Ⓑ ৫০,০০০ Ⓒ ৭০,০০০ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ans C **Solve** মোট ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার = $\frac{২৫}{১০০ - ২৫} \times ১০০$
= ৩৩.৩৩%
∴ মোট ব্যয় = (১,৫০,০০০ + ২০,০০০ + ৪০,০০০) = ২,১০,০০০ টাকা।
∴ মুনাফা = (২,১০,০০০ × ৩৩.৩৩%) = ৭০,০০০ টাকা।

04. প্রারম্ভিক মজুত ১০,০০০ টাকা; ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত ৩০,০০০ টাকা। বিক্রয় ২,২৫,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার কত? [RU : 18-19]
Ⓐ ২০% Ⓑ ৩৩% Ⓒ ২৫% Ⓓ ২২%

Ans C **Solve** বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় − সমাপনী মজুত) = (১০,০০০ + ২,০০,০০০ − ৩০,০০০) = ১,৮০,০০০ টাকা।
মুনাফা = (বিক্রয় − বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (২,২৫,০০০ − ১,৮০,০০০) = ৪৫,০০০ টাকা।
∴ মুনাফার হার = $\frac{৪৫,০০০}{১,৮০,০০০} \times ১০০ = ২৫\%$।

05. একটি কোম্পানির বিক্রয় ১,৫০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,৩৫,০০০ টাকা। যদি মোট মুনাফার হার বিক্রয়ের ৩০% হয় তবে হিসাবকৃত মজুত পণ্যের ব্যয়- [RU : 17-18]
Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা

Ans B **Solve** বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= ১,৫০,০০০ − (১,৫০,০০০ × ৩০%) = (১,৫০,০০০ − ৪৫,০০০)
= ১,০৫,০০০ টাকা।
মজুত পণ্য = ১,৩৫,০০০ − ১,০৫,০০০ = ৩০,০০০ টাকা।

06. সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য নিরূপণের সূত্র কোনটি? [RU : 17-18]
Ⓐ (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় − মোট লাভ) − বিক্রয়
Ⓑ (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় − মোট লাভ) + বিক্রয়
Ⓒ (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + মোট লাভ) − বিক্রয়
Ⓓ (প্রারম্ভিক মজুত + মোট লাভ − ক্রয়) − বিক্রয় Ans C

07. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২,৪০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৩৫,০০০ টাকা এবং প্রারম্ভিক মজুত ৩৪,০০০ টাকা হলে এ বছরে ক্রয়ের পরিমাণ কত? [RU : 17-18]
Ⓐ ২,৭৫,০০০ টাকা Ⓑ ২,৪১,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৩৯,০০০ টাকা Ⓓ ২,৪০,০০০ টাকা

Ans B **Solve** ক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুত − প্রারম্ভিক মজুত)
= (২,৪০,০০০ + ৩৫,০০০ − ৩৪,০০০) = ২,৪১,০০০ টাকা।

08. এম. এম. লিমিটেডের নিট আয় ২০১২ সনে ছিল ৩,৫৪,০০০ টাকা এবং ২০১৩ সনে ছিল ১,৫৯,৩০০ টাকা। ২০১৩ সনের নিট আয়ের হ্রাসকে পূরণ করতে এম. এম. লিমিটেডকে নিট আয় ২০১৪ সনে শতকরা কী হারে বাড়াতে হবে? [RU : 16-17]
Ⓐ ৬৫% Ⓑ ১২২% Ⓒ ১১০% Ⓓ ১০০%

Ans B **Solve** ২০১৩ সালে নিট আয় হ্রাস পেয়েছিল
= (৩,৫৪,০০০ − ১,৫৯,৩০০) = ১,৯৪,৭০০ টাকা।
∴ ২০১৪ সালে নিট লাভ হতে হবে = (১,৫৯,৩০০ + ১,৯৪,৭০০)
= ৩,৫৪,০০০ টাকা।

যা ২০১৩ সালের নিট লাভের $\left(\frac{৩,৫৪,০০০}{১,৫৯,৩০০}\right) = ২২২\%$

∴ নিট লাভ বাড়াতে হবে = (২২২% − ১০০%) = ১২২%

09. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩০,০০০ টাকা। মুনাফা বিক্রয়ের উপর ২০% হলে মুনাফার পরিমাণ কত? [RU : 16-17]
Ⓐ ৬,০০০ টাকা Ⓑ ৭,৫০০ টাকা
Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ৭,০০০ টাকা

Ans B **Solve** বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০%

∴ ক্রয়ের উপর মুনাফার হার = $\frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০ = ২৫\%$

∴ মুনাফার পরিমাণ = ৩০,০০০ × ২৫% = ৭,৫০০ টাকা।

10. বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৩,৫০০ টাকা, ক্রয় ১৫,০০০ টাকা এবং পরিবহন ১০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়- [RU : 15-16]
Ⓐ ২৫০০ টাকা Ⓑ ৫০০০ টাকা
Ⓒ ১৭,৫০০ টাকা Ⓓ ২৪,৫০০ টাকা

Ans C **Solve**
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + পরিবহন − সমাপনী মজুত)
= (৫,০০০ + ১৫,০০০ + ১,০০০ − ৩,৫০০) = ১৭,৫০০ টাকা।

11. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় একটি- [RU : 15-16]
Ⓐ সম্পদ হিসাব Ⓑ আয় হিসাব
Ⓒ খরচ হিসাব Ⓓ মালিকানাস্বত্ব হিসাব Ans C

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

... ৳ 8,০০০; প্রারম্ভিক মজুত ৳ ৬,০০০; বিক্রীত পণ্যের উপর মুনাফা ... বিক্রয় ৳ ১১,২৫০ হলে, সমাপনী মজুত হবে- [RU : 13-14, 05-06]
... ৳ ১,০০০ Ⓑ ৳ ১,০০০ Ⓒ ৳ ১,২৫০ Ⓓ ৳ ২,৩২৫

Ⓑ Solve বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার $= \frac{২৫ \times ১০০}{১০০ + ২৫}\%$

$= \frac{২,৫০০}{১২৫}\% = ২০\%$

... মুনাফা = (বিক্রয় × মুনাফা হার) = (১১,২৫০ × ২০%) = ২,২৫০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)
= (১১,২৫০ – ২,২৫০) = ৯,০০০ টাকা।
... সমাপনী মজুত পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৬,০০০ + 8,০০০ – ৯,০০০) = ১,০০০ টাকা।

... বিক্রীত পণ্যের ব্যয় $= \frac{বিক্রয়}{(১ + ০.২৫)} = \frac{১১,২৫০}{(১.২৫)} = ৯,০০০$ টাকা।
... মজুত পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৬,০০০ + 8,০০০ – ৯,০০০) = ১,০০০ টাকা।

... মজুত ৳ ২৮,০০০; ক্রয় ৳ ৮8,০০০; বিক্রয় ৳ ১,৩৬,০০০ এবং ... উপর মুনাফা ২৫% হলে সমাপনী মজুত হবে- [RU : 13-14, JU : 13-14]
... Ⓑ ৳ ৩,২০০ Ⓒ ৳ ১৩,২০০ Ⓓ ৳ ১৫,০০০

Solve সমাপনী মজুত = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
(...,০০০ + ৮8,০০০ – ১,০২,০০০) = ১০,০০০ টাকা।
... পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)
= ১,৩৬,০০০ – (১,৩৬,০০০ × ২৫%) = ১,০২,০০০ টাকা।

... ক্রয়ের জন্য অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাকে ... [RU : 13-14]
... Ⓑ খরচ Ⓒ ব্যয় Ⓓ দায়

Solve সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য যে ত্যাগ ... করা হয়, তাকে বলা হয় ব্যয়।

... মজুত মাল ২০,০০০ টাকা; ক্রয় ৬৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,০০,০০০ ... এবং বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২০% হলে সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ ... [RU : 10-11, 11-12]
... টাকা Ⓑ ৩৫,০০০ টাকা Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ১৫,০০০ টাকা

Solve এখানে, মুনাফা = (বিক্রয় × বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার)
= (১,০০,০০০ × ২০%) = ২০,০০০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মুনাফা) = (১,০০,০০০ – ২০,০০০)
= ৮০,০০০ টাকা।
সমাপনী মজুত পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (২০,০০০ + ৬৫,০০০ – ৮০,০০০) = ৫,০০০ টাকা।

... বিনকার্ড থেকে কী জানা যায় না? [RU : 09-10]
Ⓐ মজুত মালের মূল্য Ⓑ মজুত মালের পরিমাণ
Ⓒ ... মাল প্রাপ্তি Ⓓ মালের নির্গমন

Solve বিনকার্ডে সাধারণত প্রতিটি দ্রব্যের মজুত স্তরগুলোর সাধারণ ... পরিমাণ, মালের প্রাপ্তি, বিলি এবং জের সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ থাকে। ... বিনকার্ড হতে আমরা মজুত মালের মূল্য সম্পর্কে জানতে পারি না।

... উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৬,০০,০০০ টাকা, বিক্রয় ... উপর মোট লাভের হার ২০% হলে বিক্রয় মূল্য: [RU : 09-10]
Ⓐ ...,০০০ টাকা Ⓑ ৬,৭৫,০০০ টাকা
Ⓒ ...,০০০ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Solve বিক্রয়মূল্য $= \frac{বিক্রীত\ পণ্যের\ ব্যয়}{১ - বিক্রয়মূল্যের\ উপর\ মুনাফার\ হার} = \frac{৬,০০,০০০}{১ - .২০}$
= ৭,৫০,০০০ টাকা।

18. কোনো এক বছরে খান কোম্পানির মোট বিক্রয় ৫,০৬,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ১৫,০০০ টাকা, বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় ৩,৫০,০০০, বিক্রয় খরচ ৭০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক ব্যয় 8০,০০০ টাকা এবং ঋণের সুদ ২৫,০০০ টাকা ছিল। ঐ কোম্পানির পরিচালন মুনাফা হলো [RU : 09-10]
Ⓐ ৬,০০০ টাকা Ⓑ ৩১,০০০ টাকা Ⓒ ১,৫৬,০০০ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve মোট মুনাফা = (নিট বিক্রয় – বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয়)
= (8,৯১,০০০ – ৩,৫০,০০০) = ১,8১,০০০ টাকা।
এখানে, নিট বিক্রয় = (বিক্রয় – বিক্রয়ফেরত) = (৫,০৬,০০০ – ১৫,০০০)
= 8,৯১,০০০ টাকা।
∴ পরিচালন মুনাফা = (মোট মুনাফা – বিক্রয় খরচ – প্রশাসনিক ব্যয়)
= (১,8১,০০০ – ৭০,০০০ – 8০,০০০) = ৩১,০০০ টাকা।

19. মোট ব্যয় ৬০,০০০ টাকা। মুনাফা বিক্রয়ের ২০% হলে তা মোট ব্যয়ের- [RU : 09-10]
Ⓐ ২০% Ⓑ ৩০% Ⓒ ২৫% Ⓓ ১৫%

Ⓒ Solve আমরা জানি, মোট ব্যয় এবং বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার দেওয়া থাকলে মোট ব্যয়ের

উপর মুনাফার হার $= \frac{বিক্রয়ের\ উপর\ মুনাফার\ হার}{১ - মুনাফার\ হার} = \frac{.২ \times ১০০}{১ - .২} = ২৫\%$

20. মোট মুনাফা হলো- [RU : 08-09]
Ⓐ বিক্রয়মূল্য ও পরিচালন ব্যয়ের পার্থক্য
Ⓑ বিক্রয়মূল্য ও বিক্রীতদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য
Ⓒ বিক্রীত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও পরিচালন ব্যয়ের পার্থক্য
Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve বিক্রয়মূল্য হতে বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিয়োগ করে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

21. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ১৫,০০০ টাকা, পণ্য ক্রয় ৩৭,৫০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,৫০০ টাকা, আমদানি শুল্ক ৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা, মার্ক আপ এর হার ২৫% হলে সমাপনী মজুতের পরিমাণ কত? [RU : 08-09]
Ⓐ ৭,০০০ টাকা Ⓑ ১০,০০০ টাকা Ⓒ ২,৫০০ টাকা Ⓓ ৩,০০০ টাকা

Ⓐ Solve আমরা জানি, সমাপনী মজুত = {প্রারম্ভিক মজুত + (ক্রয় – ক্রয় ফেরত + আমদানি শুল্ক) – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}
= {১৫,০০০ + (৩৭,৫০০ – ২,৫০০ + ৫,০০০) – 8৮,০০০} = ৭,০০০ টাকা।

∴ মার্জিন $= \frac{২৫}{১০০ + ২৫} = ২০\%$ [বি.দ্র. মুনাফা নির্ণয় মার্ক আপ = ২৫%]

∴ মোট মুনাফা = (বিক্রয় × বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার)
= ৬০,০০০ × ২০% = ১২,০০০ টাকা।
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)
= (৬০,০০০ – ১২,০০০) = 8৮,০০০ টাকা।

22. নিচে প্রদত্ত তথ্য থেকে বিক্রীত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কর: বিক্রয় ১৬,8০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ২৬০০ টাকা, ক্রয় ১২,৮০০ টাকা, সমাপনী মজুত ১৮০০ টাকা এবং অন্তর্মুখী পরিবহন খরচ 8০০ টাকা- [RU : 08-09]
Ⓐ ১৩,৬০০ টাকা Ⓑ ১8,০০০ টাকা Ⓒ ১8,8০০ টাকা Ⓓ ১8,১০০ টাকা

Ⓑ Solve আমরা জানি যে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = {প্রারম্ভিক মজুত + (ক্রয় + আন্তঃপরিবহন) – সমাপনী মজুত}
= {২,৬০০ + (১২,৮০০ + 8০০) – ১,৮০০} = ১8,০০০ টাকা।

23. একটি ফার্মের বিক্রয় ৯,০০,০০০ টাকা। মাল ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ২,০০,০০০ টাকা। বৎসরান্তে মজুত ১,৫০,০০০ টাকা। বহিঃপরিবহন ২৫,০০০ টাকা, বিজ্ঞাপন খরচ ১০,০০০ টাকা। মোট মুনাফা কত? [RU : 08-09]
Ⓐ ৩,২৫,০০০ টাকা Ⓑ ৩,৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৩,১৫,০০০ টাকা Ⓓ ৩,8০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve জানা আছে,
মোট মুনাফা = (বিক্রয় + সমাপনী মজুত পণ্য) – (ক্রয় + প্রাঃ মুজত)
= (৯,০০,০০০ + ১,৫০,০০০) – (৫,০০,০০০ + ২,০০,০০০)
= (১০,৫০,০০০০ – ৭,০০,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

24. কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে বলে- [RU : 08-09]
Ⓐ উৎপাদন ব্যয় Ⓑ অতিরিক্ত ব্যয় Ⓒ প্রান্তিক ব্যয় Ⓓ মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়
C Solve কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

25. ব্যয়ের উপর মুনাফার হার ৩৫% হলে, মুনাফা ও বিক্রয়ের অনুপাত কোনটি? [RU : 08-09]
Ⓐ ১০০ : ৩৫ Ⓑ ৩৫ : ১০০ Ⓒ ১৩৫ : ৩৫ Ⓓ ৩৫ : ১৩৫
D Solve ব্যয়ের উপর মুনাফার হার ৩৫% অর্থাৎ ব্যয় ১০০ টাকা হলে মুনাফা ৩৫ টাকা।
জানা আছে, বিক্রয় = (ব্যয় + মুনাফা) = (১০০ + ৩৫) = ১৩৫, অর্থাৎ, মুনাফা ও বিক্রয়ের অনুপাত = ৩৫ : ১৩৫

26. মোট ব্যয়ের সঙ্গে কোনটি যোগ করলে বিক্রয়মূল্য পাওয়া যায়? [RU : 04-05]
Ⓐ প্রশাসনিক খরচ Ⓑ বিক্রয় খরচ
Ⓒ প্যাকেজিং ও পরিবহন খরচ Ⓓ মুনাফা
D Solve ব্যবসায়ী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের জন্যই ব্যয় করে থাকে। তাই কোনো দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যটি উৎপাদন/ক্রয়ের মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত মুনাফার যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. প্রারম্ভিক মজুদ, সমাপনী মজুদ ও বিক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২৫,০০০/- টাকা, ২০,০০০/- টাকা ও ৭৫,০০০/- টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত? [CU : 22-23]
Ⓐ ৪৫,০০০/- টাকা Ⓑ ৯৫,০০০/- টাকা Ⓒ ১,০০,০০০/- টাকা
Ⓓ ১,২০,০০০/- টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়
B Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (সমাপণী মজুদ পণ্য + বিক্রয়কৃত/বিক্রিত পণ্যের ব্যয়) = (২০,০০০ + ৭৫,০০০) টাকা।
= ৯৫,০০০ টাকা।

02. X কোম্পানির সমাপনী মজুদ পণ্য ২,০০০/- টাকা কম দেখানো হয়েছে। বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এবং নীট আয়ের উপর এই ভুলের প্রভাব ———। [CU : 22-23]
Ⓐ ব্যয় কম প্রদর্শিত হবে, মুনাফা বেশি হবে
Ⓑ ব্যয় বেশি হবে, মুনাফা কম হবে
Ⓒ ব্যয় কম, মুনাফা কম
Ⓓ ব্যয় বেশি, মুনাফা বেশি
Ⓔ ব্যয় বেশি, মুনাফা অপরিবর্তিত
B Solve সমাপনী মজুদ পণ্য কম দেখানো হলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বেড়ে যায় এবং এর ফল স্বরূপ নিট আয় কমে যায়। অতএব এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো B।

03. একটি মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ২১,২৫০/- টাকা ও বাজার মূল্য ১৫,০০০/- টাকা যা বছর শেষে মজুদ পণ্য গণনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এটি সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে ঐ ব্যবসায়ের মুনাফায় কি প্রভাব পড়বে? [CU : 22-23]
Ⓐ মুনাফা ২১,০০০/- টাকা কমবে Ⓑ মুনাফা ১৫,০০০/- টাকা বাড়বে
Ⓒ মুনাফা ৬,২৫০/- টাকা বাড়বে Ⓓ মুনাফা ১৫,০০০/- টাকা কমবে
Ⓔ মুনাফা ৬,২৫০/- টাকা কমবে
B Solve রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুত দেখাতে হয় ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম সেই মূল্যে। সমাপনী মজুত সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত না হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রভাবিত হয়; কারণ, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের এই সূত্রটি দেখলেই বোঝা যায়, সমাপনী মজুত গণনা থেকে বাদ পড়ে গেলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে, ফলে মুনাফা কম দেখানো হবে। অতএব, সমাপনী মজুত সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হলে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কমবে এবং মুনাফা বাড়বে ১৫,০০০ টাকা।

04. যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় \$৫,০০,০০০; বিক্রীত পণ্যের ব্যয় \$৪,১০,০০০; বিক্রয় পরিবহন ব্যয় \$৪,০০০ এবং বিজ্ঞাপন ব্যয় \$৫,০০০ হয়, তাহলে মোট মুনাফা কত হবে? [CU-C : 21-22]
Ⓐ \$৮৬,০০০ Ⓑ \$৮১,০০০ Ⓒ \$৯৫,০০০
Ⓓ \$৯৪,০০০ Ⓔ \$৯০,০০০
E Solve মোট মুনাফা = বিক্রয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়
= \$(৫,০০,০০০ – ৪,১০,০০০)
= \$৯০,০০০

05. বিক্রয়মূল্যের ওপর ২০% হারে লাভ করতে চাইলে ক্রয়মূল্যের ওপর কত হারে লাভ করতে হবে? [CU : 19-20]
Ⓐ ২০% Ⓑ ২৫% Ⓒ ৩৩.৩৩%
Ⓓ ৭৫% Ⓔ ১০০%
B Solve বিক্রয়মূল্যের ওপর লাভের হার ২০%
$$\therefore \text{ক্রয়মূল্যের ওপর লাভের হার} = \frac{\text{বিক্রয়মূল্যের ওপর হার}}{১০০ - \text{বিক্রয়মূল্যের ওপর হার}} \times ১০০$$
$$= \frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০ = ২৫\%$$

06. প্রদত্ত তথ্য থেকে সমাপনী মজুতের মূল্য বের কর। প্রারম্ভিক মজুত ২০,০০০ টাকা; বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৬০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মোট লাভের হার হচ্ছে ২০%। [CU : 16-17]
Ⓐ ১৬,০০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা Ⓒ ১২,০০০ টাকা
Ⓓ ১৫,০০০ টাকা Ⓔ ১০,০০০ টাকা
Blank Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর লাভের হার ২০% হলে,
$$\therefore \text{বিক্রয়ের উপর লাভের হার} \left(\frac{২০}{১০০ + ২০} \times ১০০\right) = ১৬.৬৭\%$$
∴ মোট মুনাফা = বিক্রয় × বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার
= ৮০,০০০ × ১৬.৬৭% = ১৩,৩৩৬ টাকা।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৮০,০০০ – ১৩,৩৩৬) = ৬৬,৬৬৪ টাকা।
∴ সমাপনী মজুত পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (২০,০০০ + ৬০,০০০ – ৬৬,৬৬৪) = (৮০,০০০ – ৬৬,৬৬৪)
= ১৩,৩৩৬ টাকা।

07. বিক্রীত পণ্যের উপর মোট লাভের হার ২০% এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা হলে মোট লাভ হবে: [CU : 16-17]
Ⓐ ৬০,০০০ টাকা Ⓑ ৭৫,০০০ টাকা Ⓒ ৫০,০০০ টাকা
Ⓓ ১,০০,০০০ টাকা Ⓔ ৯০,০০০ টাকা
C Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর লাভের হার ২০%
$$\therefore \text{বিক্রয়ের উপর লাভের হার} \left(\frac{২০}{১০০ + ২০} \times ১০০\right) = ১৬.৬৭\%$$
∴ মোট লাভ = (৩,০০,০০০ × ০.১৬৬৬৭) = ৫০,০০০ টাকা।

08. যদি বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮০,৭০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ৫,৮০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত ৬,০০০ টাকা হয়, তাহলে ক্রয়ের পরিমাণ হবে- [CU : 16-17]
Ⓐ ৮০,৫০০ টাকা Ⓑ ৭৪,৭০০ টাকা Ⓒ ৭৪,৯০০ টাকা
Ⓓ ৮০,৯০০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়
D Solve ক্রয়ের পরিমাণ = (সমাপনী মজুত + বিক্রীত পণ্যের ব্যয় – প্রারম্ভিক মজুত) = (৬,০০০ + ৮০,৭০০ – ৫,৮০০) = ৮০,৯০০ টাকা।

09. প্রারম্ভিক মজুত (৫০০ একক) ২,০০০ টাকা, উৎপাদন ব্যয় (১০,০০০ একক) ৫০,০০০ টাকা; সমাপ্তি মজুত (১,০০০ একক) হলে সমাপ্তি মজুতের মূল্য কত হবে? [CU : 16-17]
Ⓐ ৪,০০০ টাকা Ⓑ ৪,৫০০ টাকা Ⓒ ৫,০০০ টাকা
Ⓓ ৬,০০০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়
C Solve $\text{একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়} = \frac{৫০,০০০}{১০,০০০} = ৫$
∴ সমাপনী মজুত = ১,০০০ × ৫ = ৫,০০০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...মজুত যোগ নিট ক্রয় বাদ সমাপ্তি মজুতকে কী বলা হয়? [CU : 15-16]
...ক্রয় Ⓑ মোট বিক্রয় Ⓒ মোট লাভ
...বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve প্রারম্ভিক মজুতের সাথে নিট ক্রয় যোগ করলে বিক্রয়যোগ্য ...ব্যয় পাওয়া যায়। আর বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় থেকে সমাপ্তি মজুত বাদ ...বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় পাওয়া যায়।

...পণ্য ৮৬০ টাকায় বিক্রি করায় লাভ হয়েছে ২০%। বিক্রেতা ৩০% ...করতে চাইলে পণ্যটি কত টাকায় বিক্রি করতে হতো? [CU : 14-15]
Ⓐ ১,২৮৮ টাকা Ⓑ ১,০৪০ টাকা Ⓒ ৯৩২ টাকা
Ⓓ ১,১৫২ টাকা Ⓔ ১,২০০ টাকা

Ⓒ Solve ২০% লাভে বিক্রয়মূল্য ৮৬০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য
= ৮৬০ ÷ ১.২০ = ৭১৭।
...৩০% লাভ করতে হলে বিক্রয়মূল্য হবে = ৭১৭ × ১.৩০ = ৯৩২ টাকা।

...কোনটি নির্ভুল নয়? [CU : 11-12]
Ⓐ ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুত – প্রারম্ভিক মজুত
Ⓑ বিক্রয় যোগ্য পণ্যের ব্যয় – ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুত
Ⓒ নিট বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = মোট মুনাফা
Ⓓ বিক্রীত পণ্যের খরচ = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ + সমাপনী মজুত
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓓ Solve এখানে D নং এর তথ্য বাদে সবগুলোই নির্ভুল। কারণ, D নং ...বলা আছে, বিক্রীত পণ্যের খরচ = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ + সমাপনী মজুত যা সঠিক নয়। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ থেকে সমাপনী মজুত বিয়োগ করে বিক্রীত পণ্যের খরচ পাওয়া যায়।

...একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের ৩০০%। পণ্যটির ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা হলে ...লাভের পরিমাণ- [CU : 10-11]
Ⓐ ২১০ টাকা Ⓑ ২৭০ টাকা Ⓒ ২৮০ টাকা
Ⓓ ১৮০ টাকা Ⓔ ২৭ টাকা

Ⓓ Solve বিক্রয়মূল্য ক্রয় মূল্যের ৩০০%। ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = ৯০ × ৩০০% = ২৭০ টাকা। ∴ লাভ = ২৭০ – ৯০ = ১৮০ টাকা।

...নিচের কোনটি Merchandise inventory? [CU : 10-11]
Ⓐ Inventory of raw materials
Ⓑ Inventory of work-in-process
Ⓒ Inventory of finished goods in the factory of the business
Ⓓ Inventory of stationeries
Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve Merchandise Inventory বলতে সম্পন্ন পণ্যের মজুত ...কে বোঝায়। যা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত।

...কোনো সময় মালের মজুত বিনকার্ড ও মাল খতিয়ান হিসাবে বেশি হলে ...ক্ষেত্রে বাড়তি মজুত এর জন্য রাখা হয় কোন্‌টি? [CU : 09-10]
Ⓐ অতিরিক্ত ক্রয় Ⓑ ডেবিট নোট Ⓒ ক্রেডিট নোট
Ⓓ উদ্বৃত্ত Ⓔ অতিরিক্ত বিক্রয়

Ⓐ Solve যখন মালের মজুত বিনকার্ড ও মাল খতিয়ান হিসাবে বেশি হয় ...ক্ষেত্রে বাড়তি মজুতের জন্য অতিরিক্ত ক্রয় রাখা হয়।

...বিক্রয় ৩,৬৪,৩৭৫ টাকা, বিক্রয় ব্যয় ২,৯১,৫০০ টাকা, বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার কত? [CU : 08-09]
Ⓐ ৩৩.৩৩% Ⓑ ২৫% Ⓒ ২৭.৫০% Ⓓ ২০% Ⓔ ১৫%

Ⓓ Solve মুনাফা = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৩,৬৪,৩৭৫ – ২,৯১,৫০০) = ৭২,৮৭৫ টাকা।
...জানি, বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার
$= \frac{\text{মুনাফা}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৭২,৮৭৫}{৩,৬৪,৩৭৫} \times ১০০ = ২০\%$

17. কোনো কোম্পানির উৎপাদন ব্যয় ৬,০০,০০০ টাকা, বিক্রীত মালের মূল্য ৫,৫০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ২,৫০,০০০ টাকা। প্রারম্ভিক মজুত কত টাকা? [CU : 07-08]
Ⓐ ৩,০০,০০০ Ⓑ ১,৫০,০০০ Ⓒ ২,৫০,০০০
Ⓓ ৩,৫০,০০০ Ⓔ কোনোটিই নয়

Ⓔ Solve প্রারম্ভিক মজুত = (বিক্রীত মালের মূল্য + সমাপনী মজুত – উৎপাদন ব্যয়)
= (৫,৫০,০০০ + ২,৫০,০০০ – ৬,০০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

18. যদি ক্রয়, ক্রয় ফেরত, প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত এবং বহিঃপরিবহন খরচ যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা হয় তবে বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়- [CU : 06-07]
Ⓐ ৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা Ⓒ ২০,০০০ টাকা
Ⓓ ৪০,০০০ টাকা Ⓔ ৩০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়
= {প্রারম্ভিক মজুত + (ক্রয় – ক্রয় ফেরত) – সমাপনী মজুত}
= {১০,০০০ + (১,০০,০০০ – ১০,০০০) – ৫০,০০০}= ৫০,০০০ টাকা।

Note: বহিঃপরিবহন বা বিক্রয় পরিবহন বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ আসবে না, কারণ ইহা বিক্রয় উপরি ব্যয়ের অন্তর্গত। তাই ইহা মোট খরচ নির্ণয়ের উপাদান।

19. ১৫ টাকার ৩০০% হবে- [CU : 06-07]
Ⓐ ৫ টাকা Ⓑ ৪৫ টাকা Ⓒ ৩ টাকা Ⓓ ৩০ টাকা Ⓔ কোনোটিই নয়।

Ⓑ Solve সাধারণত কোনো টাকার ১০০% বলতে সম্পূর্ণ টাকাকে বোঝায়।
সুতরাং, ১৫ টাকার ১০০% = ১৫ টাকা
১৫ টাকার ১% = $\frac{১৫}{১০০}$ টাকা,
অতএব, ১৫ টাকার ৩০০% = $\frac{১৫ \times ৩০০}{১০০}$ = ৪৫ টাকা।

20. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ একক, ৮০০ একক ও ২,০০০ একক হলে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে- [CU : 05-06; JU : 13-14]
Ⓐ ৮০০ একক Ⓑ ১,৬০০ একক Ⓒ ২,৪০০ একক Ⓓ ২০০ একক

Ⓒ Solve উৎপাদনের পরিমাণ = (বিক্রয় + সমাপনী মজুত – প্রারম্ভিক মজুত) = (২,০০০ + ৮০০ – ৪০০) একক = ২,৪০০ একক।

21. বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রয় পরিবহন ব্যয় ১০,০০০ টাকা, মোট মুনাফা- [CU : 05-06]
Ⓐ ৯০,০০০ টাকা Ⓑ ১,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৪,০০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve মোট মুনাফা = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৫,০০,০০০ – ৪,০০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

22. পণ্যের প্রারম্ভিক মজুত ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৫,০০০ টাকা ও সমাপনী মজুত ৫,০০০ টাকা। বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য কত? [CU : 05-06; PUST : 11-12]
Ⓐ ১,৩০,০০০ টাকা Ⓑ ১,২০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,২৫, ০০০ টাকা Ⓓ ১,৪০,০০০ টাকা

Ⓑ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
= (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – ক্রয় ফেরত – সমাপনী মজুত)
= (১০,০০০ + ১,২০,০০০ – ৫,০০০ – ৫,০০০) = ১,২০,০০০ টাকা।

23. যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৪,১০,০০০ টাকা এবং পরিচালন ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হয়, তবে মোট মুনাফা হবে- [03-04, 05-06; JU : 11-12]
Ⓐ ৯০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৪০,০০০ টাকা Ⓓ ৫,০০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve মোট মুনাফা = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৫,০০,০০০ – ৪,১০,০০০) = ৯০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

24. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ মুনাফার ২৫০% হয় এবং মুনাফার পরিমাণ ২৫০ টাকা হয়, তবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত? [CU : 03-04]

Ⓐ ৬২৫ টাকা Ⓑ ৫০০ টাকা Ⓒ ৩৭৫ টাকা Ⓓ ২৫০ টাকা

Ⓒ Solve দেওয়া আছে, বিক্রয়ের পরিমাণ মুনাফার ২৫০% এবং মুনাফার পরিমাণ ২৫০ টাকা।

অতএব মুনাফা যদি ১০০ টাকা হয় বিক্রয় হবে = ২৫০ টাকা।

মুনাফা যদি ১ টাকা হয় বিক্রয় হবে = $\frac{২৫০}{১০০}$ টাকা।

মুনাফা যদি ২৫০ টাকা হয় বিক্রয় হবে = $\frac{২৫০ \times ২৫০}{১০০}$ টাকা = ৬২৫ টাকা।

আমরা জানি, মোট ব্যয় = (বিক্রয় – মুনাফা) = (৬২৫ – ২৫০) = ৩৭৫ টাকা।

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. যদি উৎপাদন খরচের চেয়ে ২৫% বেশি বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে মোট লাভের অনুপাত- [GST : 22-23]

Ⓐ ১৩% Ⓑ ২৮% Ⓒ ২৬% Ⓓ ২০%

Ⓓ Solve উৎপাদন খরচ/ক্রয়মূল্যের ওপর লাভের হার ২৫% হলে, মোট লাভের হার/বিক্রয়মূল্যের ওপর লাভের হার ২০%।

∴ মোট লাভের হার = $\frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০$

$= \frac{২৫}{১২৫} \times ১০০ = ২০\%$

02. নিট বিক্রয় ও নিট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০০০০ টাকা ও ৬০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত? [GST : 22-23; CoU : 19-20; JKKNIU-C : 16-17]

Ⓐ ২৫% Ⓑ ১৬.৬৭% Ⓒ ২০% Ⓓ ৩০%

Ⓐ Solve ক্রয়মূল্য = (বিক্রয় – নিট মুনাফা)

= (৩০,০০০ – ৬০,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

∴ ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার = $\frac{মোট\ মুনাফা}{ক্রয়মূল্য} \times ১০০ = \frac{৬,০০০}{২৪,০০০} \times ১০০ = ২৫\%$

03. বিক্রিত পণ্যের ব্যয়- [GST-C : 21-22]

Ⓐ প্রারম্ভিক মজুত – সমাপনী মজুত
Ⓑ প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – সমাপনী মজুত
Ⓒ প্রারম্ভিক মজুত – ক্রয় – সমাপনী মজুত
Ⓓ প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + সমাপনী মজুত

Ⓑ Solve বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের সূত্রাবলী:

১. বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – সমাপনী মজুত
২. বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত
৩. বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মোট মুনাফা

04. মুনাফার হার বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর কত? [GST-C : 21-22]

Ⓐ ৪০% Ⓑ ৩৩.৩৩% Ⓒ ২৫% Ⓓ ২০%

Ⓒ Solve বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার

$= \frac{বিক্রয়মূল্যের\ উপর\ মুনাফার\ হার}{১০০ – বিক্রয়মূল্যের\ উপর\ মুনাফার\ হার} \times ১০০\%$

$= \frac{২০}{১০০ – ২০} \times ১০০\% = ২৫\%$।

05. বিক্রয়মূল্য ৪০০ টাকা, বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ৩১০ টাকা এবং পরিচালন ব্যয় ৬০ টাকা হলে মোট লাভ কত টাকা হবে? [GST-C : 21-22]

Ⓐ ৩০ Ⓑ ৯০ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৪০

Ⓑ Solve মোট লাভ = বিক্রয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়

= (৪০০ – ৩১০) টাকা = ৯০ টাকা।

06. প্রারম্ভিক মজুত,৩০ টাকা, ক্রয় ২০০ টাকা, বিক্রয় ১০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% হলে সমাপনী মজুত কত টাকা? [GST-C : 21-22]

Ⓐ ২৩০ Ⓑ ২০০ Ⓒ ১৫৫ Ⓓ ১৩০

Ⓒ Solve মোট মুনাফা = বিক্রয় × বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার

= ১০০ × ২৫% = ২৫ টাকা।

∴ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মোট মুনাফা = (১০০ – ২৫) = ৭৫ টাকা।

∴ সমাপনী মজুত পণ্য = প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (৩০ + ২০০ – ৭৫) = ১৫৫ টাকা।

07. ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার ৬০% এবং মুনাফার পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য কত টাকা? [KU : 19-20]

Ⓐ ১,৬০,০০০ Ⓑ ৩,০০,০০০ Ⓒ ৩,৬০,০০০ Ⓓ ৪,২০,০০০

Ⓐ Solve ক্রয়ের ওপর মুনাফার হার ৬০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য = (১০০ + ৬০) = ১৬০ টাকা।

∴ বিক্রয়মূল্য = $\frac{৬০০০০}{৬০} \times ১৬০$ = ১,৬০,০০০ টাকা।

08. প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত এবং বিক্রীত পণ্যের খরচ যথাক্রমে ৫,০০০, ৫,৩০০ এবং ৭,০০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ কত? [JUST : 19-20]

Ⓐ ১২,৩০০ Ⓑ ১৩,০০০ Ⓒ ১২,০০০ Ⓓ ১০,৩০০

Ⓐ Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুদ) = (৫,৩০০ + ৭,০০০) = ১২,৩০০ টাকা।

09. যদি প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত এবং বিক্রীত পণ্যের খরচ যথাক্রমে ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা এবং ৪,২০০ টাকা হয়, তাহলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ কত? [JnU : 16-17]

Ⓐ ৩,৮০০ টাকা Ⓑ ৫,১০০ টাকা Ⓒ ২,৭০০ টাকা Ⓓ ৪,৫০০ টাকা

Ⓑ Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ = (বিক্রীত পণ্যের খরচ + সমাপনী মজুত) = (৪,২০০ + ৯০০) = ৫,১০০ টাকা।

10. নিচের কোনটি বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নিরূপণে বিবেচিত হয় না? [IU : 16-17]

Ⓐ প্রারম্ভিক মজুত পণ্য Ⓑ ক্রয় ফেরত
Ⓒ বিক্রয় ফেরত Ⓓ সমাপনী মজুত পণ্য

Ⓒ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ করা হয়, প্রারম্ভিক মজুদপণ্যের সাথে যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে সমাপনী মজুত পণ্য বাদ দিয়ে। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় বিক্রয় ফেরত বিবেচনা করা হয় না।

11. প্রারম্ভিক মজুত মাল ৩০,০০০ টাকা ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর ২০% লাভ হলে সমাপনী মজুতের পরিমাণ কত? [IU : 16-17]

Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০টাকা Ⓒ ৭০,০০০টাকা Ⓓ ৮০,০০০টাকা

Ⓒ Solve মোট মুনাফা = বিক্রয় × বিক্রয় মূল্যের উপর লাভের হার

= ১,০০,০০০ × ২০% = ২০,০০০ টাকা

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)

= ১,০০,০০০ – ২০,০০০ = ৮০,০০০ টাকা

∴ সমাপনী মজুত = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়)

= (৩০,০০০ + ১,২০,০০০ – ৮০,০০০) = ৭০,০০০ টাকা

12. মংবার্ড কোম্পানির বিক্রয় ১,৫০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্য ১,৩৫,০০০ টাকা। মোট মুনাফার হার ৩০% হলে সমাপনী মজুত পণ্যের ব্যয় কত? [CoU : 16-17; IU : 04-05]

Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা Ⓒ ৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা

Ⓑ Solve মোট মুনাফার হার = $\frac{মোট\ মুনাফা}{বিক্রয়}$

$\Rightarrow ০.৩০ = \frac{মোট\ মুনাফা}{১,৫০,০০০} \Rightarrow$ মোট মুনাফা = ৪৫,০০০ টাকা।

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)

= (১,৫০,০০০ – ৪৫,০০০) = ১,০৫,০০০ টাকা

∴ সমাপনী মজুত = বিক্রয়যোগ্য পণ্য – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

= (১,৩৫,০০০ – ১,০৫,০০০) = ৩০,০০০ টাকা

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬,৮০০ টাকা হয় এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২% হয় তবে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়- [JKKNIU-C : 16-17]
Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ১৩,৭৭৬ টাকা Ⓒ ২,৫২০ টাকা Ⓓ ১৪,২৮০ টাকা

Ⓐ Solve ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১২% হলে,

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{১২}{১০০ + ১২} \times ১০০ = ১০.৭১\%$।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় − মুনাফা = ১৬,৮০০ − ১৬,৮০০ × ১০.৭১%
= ১৫,০০০ টাকা।

... একটি কোম্পানি বিক্রয়ের উপরে ৫০% হারে মুনাফা করলে ব্যয়ের উপর মুনাফার শতকরা হার কোনটি? [SUST : 16-17]
Ⓐ ১০০ Ⓑ ৫০ Ⓒ ২৫ Ⓓ ৩৩.৩৩ Ⓔ ২০০

Ⓐ Solve বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ৫০% হলে, ক্রয়/বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার $= \frac{৫০}{১০০ - ৫০} \times ১০০ = ১০০\%$।

... প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ৬০,০০০ টাকা, ক্রয়কৃত পণ্যের খরচ ৩,৮০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত ৫০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের খরচ কত? [JnU : 15-16; RU : 08-09]
Ⓐ ৩,৯০,০০০ টাকা Ⓑ ৩,৭০,০০০ টাকা
Ⓒ ৩,৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৪,২০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত পণ্য + ক্রয়কৃত পণ্যের খরচ − সমাপনী মজুত পণ্য)
= (৬০,০০০ + ৩,৮০,০০০ − ৫০,০০০) = ৩,৯০,০০০ টাকা।

... মার্ক আপ ১০০% হলে মোট লভ্যাংশ কত? [IU : 15-16]
Ⓐ ৮০% Ⓑ ৫০% Ⓒ ১০০% Ⓓ ৭৫%

Ⓑ Solve মার্ক আপ ১০০%; ধরি, মূল্য ১০০ টাকা
∴ বিক্রয় (১০০ + ১০০) = ২০০ টাকা।
বিক্রয়মূল্য ২০০ টাকা হলে লভ্যাংশ ১০০ টাকা।
∴ বিক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে লভ্যাংশ $\frac{১০০}{২০০}$ টাকা।
∴ বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে লভ্যাংশ $\frac{১০০ \times ১০০}{২০০}$ টাকা = ৫০ টাকা বা ৫০%।

... একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুত ২৩,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ২৭,০০০ টাকা। বছরের বিক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর ২৫% লাভ ধরে পণ্য বিক্রয় করা হয়। বছরের ক্রয় কত টাকা? [BU : 15-16; DU : 12-13]
Ⓐ ১,৬৪,০০০ Ⓑ ১,৫৬,০০০ Ⓒ ১,২৪,০০০ Ⓓ ১,৩২,০০০

Ⓓ Solve আমরা জানি,
ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা ২৫% = বিক্রয়মূল্যের মুনাফা ২০%
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ১,৬০,০০০ − (১,৬০,০০০ × ২০%)
= ১,২৮,০০০ টাকা।
∴ বছরের ক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুত − প্রারম্ভিক মজুত)
= (১,২৮,০০০ + ২৭,০০০ − ২৩,০০০) = ১,৩২,০০০ টাকা।

... বিক্রয় ৫০০ টাকা এবং ক্রয়ের উপর মুনাফা ২৫% হলে মুনাফা কত টাকা? [JKKNIU-C : 15-16]
Ⓐ ৮০ Ⓑ ১২৫ Ⓒ ১০০ Ⓓ ১২০

Ⓒ Solve বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার
$= \frac{\text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}{১০০ + \text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}} \times ১০০$
$= \frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০ = ২০\%$।
∴ মুনাফা = ৫০০ × ২০% = ১০০ টাকা।

19. নিট বিক্রয়মূল্য ৮০,০০০ টাকা। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিক্রয়ের ৭৫% হলে মোট লাভের হার কত? [IU : 14-15; CoU : 12-13]
Ⓐ ২৫% Ⓑ ২০% Ⓒ ৭৫% Ⓓ ৩৩.৩৩%

Ⓐ Solve মোট লাভের হার $= \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$
$= \frac{২০,০০০}{৮০,০০০} \times ১০০ = ২৫\%$।
এখানে, মোট লাভ = {৮০,০০০ − (৮০,০০০ × .৭৫)} = ২০,০০০ টাকা।

20. নিট বিক্রয় ও মোট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৬০,০০০ টাকা এবং ১২,০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত? [BSMRSTU : 13-14; DU : 14-15]
Ⓐ ৩৫% Ⓑ ২৫% Ⓒ ২০% Ⓓ ১৬.৬৭%

Ⓑ Solve ক্রয়মূল্য = (বিক্রয়মূল্য − মুনাফা)
= (৬০,০০০ − ১২,০০০) = ৪৮,০০০ টাকা।
ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{মুনাফা}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times ১০০ = \frac{১২,০০০}{৪৮,০০০} \times ১০০\%$
= ২৫%।

21. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ২৪০০০ টাকা, মোট ক্রয় ৩,১৮,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহন ব্যয় ১৮,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ১০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ৩,২০,০০০ টাকা। যদি ক্রয়মূল্যের উপর ৬০% লাভে পণ্য বিক্রয় করা হয়ে থাকে, তবে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য কত? [MBSTU : 13-14]
Ⓐ ১,৫০,০০০ টাকা Ⓑ ১,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ১,০৮,০০০ টাকা Ⓓ ৩,৪০,০০০ টাকা

Ⓐ Solve সমাপনী মজুত
= (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রীত পণ্যের ব্যয় − বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (২৪,০০০ + ৩,২৬,০০০ − ২,০০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা।
এখানে ক্রীতপণ্যের ব্যয় = (ক্রয় + আন্তঃপরিবহন − ক্রয় ফেরত)
= (৩,১৮,০০০ + ১৮,০০০ − ১০,০০০) = ৩,২৬,০০০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় $= \frac{\text{বিক্রয়}}{১.৬} = \frac{৩,২০,০০০}{১.৬} = ২,০০,০০০$ টাকা।

22. উৎপাদন ব্যয় + প্রারম্ভিক দ্রব্য - সমাপনী উৎপাদিত দ্রব্য = কী? [MBSTU : 13-14]
Ⓐ মোট ব্যয় Ⓑ বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়
Ⓒ কারখানা ব্যয় Ⓓ বিক্রয় ব্যয়

Ⓑ Solve বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় + প্রারম্ভিক ব্যয় - সমাপনী উৎপাদিত দ্রব্য

23. মোট বিক্রয়ের ২৫% মোট মুনাফা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ ৭৫০ টাকা হলে মোট মুনাফার পরিমাণ কত? [HSTU : 13-14]
Ⓐ ১৮৭.৭ টাকা Ⓑ ২০০ টাকা Ⓒ ১৫০ টাকা Ⓓ ২৫০ টাকা

Ⓓ Solve বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় দেওয়া থাকলে,
মোট মুনাফা = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় × $\frac{\text{বিক্রয়ের মুনাফার হার}}{১০০ - \text{বিক্রয়ের মুনাফার হার}}$
$= ৭৫০ \times \frac{২৫}{১০০ - ২৫} = ২৫০$ টাকা।

24. মনে কর, নাভানা লি: এর প্রারম্ভিক মজুত ৮০,০০০ টাকা; ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা; ক্রয় পরিবহন ১৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৫,০০০ টাকা; বিক্রয় পরিবহন ৩,০০০ টাকা; ক্রয় বাট্টা ৫,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত পণ্য ৭০,০০০ টাকা। তাহলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত? [JnU : 12-13; BU : 11-12]
Ⓐ ৫,১৬,০০০ টাকা Ⓑ ৫,১৯,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,২১,০০০ টাকা Ⓓ ৫,২৪,০০০ টাকা

Ⓐ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + ক্রয় পরিবহন − ক্রয় ফেরত − ক্রয় বাট্টা − সমাপনী মজুতপণ্য)
= (৮০,০০০ + ৫,০০,০০০ + ১৬,০০০ − ৫,০০০ − ৫,০০০ − ৭০,০০০)
= ৫,১৬,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

25. মোট লাভ ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা ও ৪,০০,০০০ টাকা হলে, ক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার কত? [CoU : 12-13]
Ⓐ ২০% Ⓑ ৫০% Ⓒ ২৫% Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓒ Solve এখানে, ক্রয়মূল্য = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ৪,০০,০০০ টাকা

$$\text{ক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার} = \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{ক্রয়মূল্য}} \times ১০০ = \frac{১,০০,০০০}{৪,০০,০০০} \times ১০০ = ২৫\%$$

26. একটি পণ্য ২২৫০ টাকায় কিনে কত টাকায় বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্যের উপর ১২.৫০% ক্ষতি হবে? [CoU : 12-13]
Ⓐ ১৭০০ টাকা Ⓑ ২০০০ টাকা
Ⓒ ১৮০০ টাকা Ⓓ ১৭৫০ টাকা

Ⓑ Solve মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের উপর ক্ষতির হার দেওয়া থাকলে বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করার সূত্রটি হল- $\text{বিক্রয়মূল্য} = \frac{c}{1+r} = \frac{২২৫০}{১+০.১২৫}$
$= ২,০০০$ টাকা

এখানে, c = ক্রয়মূল্য = ২২৫০ টাকা ; r = ক্ষতির হার = ১২.৫% = ০.১২৫

27. যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা, বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ৪০,০০০ টাকা ও বহিঃপরিবহন ১০০০ টাকা হয়, তাহলে মোট লাভ কত? [JKKNIU-C : 12-13]
Ⓐ ৯,০০০ Ⓑ ১০,০০০
Ⓒ ১১,০০০ Ⓓ কোনোটিই নয়

Ⓑ Solve এখানে, মোট লাভ = (বিক্রয়মূল্য – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৫০,০০০ – ৪০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।

28. প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ২,০০,০০০ টাকা; ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ১০,০০০ টাকা; বিক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর মার্ক-আপ শতকরা ৪৫ ভাগ হলে সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ কত? [MBSTU : 12-13]
Ⓐ ১,৬২,৮৫৪ টাকা Ⓑ ১,৬৩,৮৫৪ টাকা
Ⓒ ১,৬৪,৮৫৪ টাকা Ⓓ ১,৬৫,৮৬২ টাকা

Ⓓ Solve নিট ক্রয় = (ক্রয় – ফেরত) = (১,০০,০০০ – ১০,০০০)
= ৯০,০০০ টাকা।

$\therefore$ মুনাফা = $\frac{১,৮০,০০০ \times ৪৫}{১৪৫}$ = ৫৫,৮৬২ টাকা।

$\therefore$ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মোট মুনাফা
= ১,৮০,০০০ – ৫৫,৮৬২ = ১,২৪,১৩৮ টাকা

$\therefore$ সমাপনী মজুত = (প্রারম্ভিক মজুত + নিট ক্রয় – বিক্রিত পণ্যের ব্যয়)
= (২,০০,০০০ + ৯০,০০০ – ১,২৪,১৩৮) = ১,৬৫,৮৬২ টাকা।

29. বিক্রয়মূল্য ১০০০০০ (যার মধ্যে মুনাফাবিহীন বিক্রয় ১০%), ক্রয়মূল্য ৬০% হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা হার কত? [PUST : 12-13]
Ⓐ ৬৬.৬৭% Ⓑ ৬০%
Ⓒ ১৬৬.৬৭% Ⓓ ৩৩.৩৩%

Ⓐ Solve মুনাফাহীন বিক্রয় = ১,০০,০০০ × ১০% = ১০,০০০ টাকা।
মুনাফাসহ বিক্রয় = ১,০০,০০০ – ১০,০০০ = ৯০,০০০ টাকা।
ক্রয়মূল্য = ৯০,০০০ × ৬০% = ৫৪,০০০ টাকা।
মুনাফা = ৯০,০০০ – ৫৪,০০০ = ৩৬,০০০ টাকা।
ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = (৩৬,০০০ ÷ ৫৪,০০০) × ১০০ = ৬৬.৬৭%।

30. একটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক কাঁচামালের মূল্য ২,০০০ টাকা, ক্রয়কৃত কাঁচামালের মূল্য ১৪,০০০ টাকা এবং সমাপনী কাঁচামালের মূল্য ২,৭০০ টাকা। তাহলে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য কত? [PUST : 12-13]
Ⓐ ১১,৩০০ টাকা Ⓑ ১৩,৩০০ টাকা
Ⓒ ১৬,০০০ টাকা Ⓓ ১২,০০০ টাকা

Ⓑ Solve ব্যবহৃত কাঁচামাল = (প্রারম্ভিক কাঁচামাল + কাঁচামাল ক্রয় – সমাপনী কাঁচামাল) = (২,০০০ + ১৪,০০০ – ২,৭০০) = ১৩,৩০০ টাকা।

31. বিক্রয়ের জন্য সহজলভ্যকৃত পণ্যের ব্যয় দুটি উপাদানের সমষ্টি। একটি প্রারম্ভিক মজুত এবং [PUST : 11-12]
Ⓐ সমাপনী মজুত Ⓑ ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয়
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓓ উপরের সবগুলোই

Ⓑ Solve বিক্রয়ের জন্য সহজলভ্যকৃত পণ্যের ব্যয় বা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের উপাদান প্রারম্ভিক মজুত ও ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয়।

32. ক্রয়মূল্যের উপর $\frac{১}{৪}$ ভাগ মুনাফা, বিক্রয় মূল্যের উপর তা কত ভাগ মুনাফার সমান? [PUST : 11-12]
Ⓐ $\frac{১}{৪}$ ভাগ Ⓑ $\frac{১}{৩}$ ভাগ
Ⓒ $\frac{১}{৫}$ ভাগ Ⓓ $\frac{১}{.২}$ ভাগ

Ⓒ Solve বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার

$$= \frac{\text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}{১০০ + \text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}} = \frac{১/৪}{১০০ + ১/৪} = \frac{১}{৫}$$

33. নিচের কোনটি মজুতের শ্রেণিবিভাগে পড়েনা- [PUST : 11-12]
Ⓐ মজুত পণ্য Ⓑ কাঁচামাল Ⓒ মজুর Ⓓ চলতি কর্ম

Ⓒ Solve এখানে, মজুর মজুত পণ্যের শ্রেণির মধ্যে পড়ে না।

34. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,০৫,০০০ টাকা, মোট লাভের হার বিক্রির ৩০%, পরিচালনা ব্যয় ৩৯,৫০০ টাকা হলে, নিট লাভ হবে- [BU : 11-12]
Ⓐ টাকা ৫,৫০০ Ⓑ টাকা ৭,০০০
Ⓒ টাকা ৭,৫০০ Ⓓ টাকা ৯,০০০

Ⓐ Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার দেওয়া থাকলে, মোট মুনাফা নির্ণয়ের সূত্র হল,

$$\text{মোট মুনাফা} = \text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়} \times \frac{\text{মুনাফার হার}}{১০০ - \text{মুনাফার হার}}$$

$$= \left(১,০৫,০০০ \times \frac{৩০}{১০০ - ৩০}\right) = ৪৫,০০০ \text{ টাকা।}$$

নিট মুনাফা = (মোট মুনাফা – পরিচালন ব্যয়) = (৪৫,০০০ – ৩৯,৫০০)
= ৫,৫০০ টাকা।

35. যদি বিক্রয় রাজস্ব ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩,১০,০০০ টাকা এবং পরিচালন ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হয়, তবে মোট মুনাফার (gross profit) হার হবে কত? [MBSTU : 11-12]
Ⓐ ২২.৫০% Ⓑ ৭.৫%
Ⓒ ৩৭.৫০% Ⓓ ২৯.০০%

Ⓐ Solve মোট মুনাফা = (বিক্রয় রাজস্ব – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (৪,০০,০০০ – ৩,১০,০০০) = ৯০,০০০ টাকা।

$$\text{মোট মুনাফার হার} = \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রয় রাজস্ব}} \times ১০০ = \frac{৯০,০০০}{৪,০০,০০০} \times ১০০ = ২২.৫০\%$$

36. যদি ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা হয় তবে নিচের কোনটি সঠিক? [SUST : 11-12]
Ⓐ মার্কআপ ২৫% Ⓑ মার্জিন ৩৩.৩৩%
Ⓒ মার্কআপ ৩৩.৩৩% Ⓓ মার্জিন ২৫%
Ⓔ C এবং D উভয় উত্তর সঠিক

Ⓔ Solve
বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য = মুনাফা বা, (১২০ – ৯০) টাকা = ৩০ টাকা।

$$\text{মার্কআপ} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{ক্রয়মূল্য}} = \frac{৩০}{৯০} \times ১০০ = ৩৩.৩৩\%$$

$$\text{মার্জিন} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{বিক্রয়মূল্য}} = \frac{৩০}{১২০} \times ১০০ = ২৫\%$$

CamScanner

নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর:
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ৫০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহন ১০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ১৮,০০০ টাকা এবং প্রান্তিক মুনাফার হার ২০%। [HSTU : 11-12]
Ⓐ ৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা Ⓒ ৬২,৫০০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা

C Solve এখানে, বিক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মুনাফা)
= (৫০,০০০ + ১২,৫০০) = ৬২,৫০০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় + আন্তঃপরিবহন – ক্রয় ফেরত – সমাপনী মজুত) = (১০,০০০ + ৫০,০০০ + ১০,০০০ – ২,০০০ – ১৮,০০০)
= ৫০,০০০ টাকা।

মুনাফা = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়} \times \text{প্রান্তিক মুনাফার হার}}{\text{১০০} - \text{প্রান্তিক মুনাফার হার}}$

= $\frac{\text{৫০,০০০} \times \text{২০}}{\text{১০০} - \text{২০}}$ = ১২,৫০০ টাকা।

অনুমান কর, ক্রয় ৩০,০০০ টাকা, বিক্রয় ৩৬,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত ৬,০০০ টাকা। প্রারম্ভিক মজুত কত? [MBSTU : 11-12]
Ⓐ টা: ১০,০০০ Ⓑ টা: ১৩,০০০ Ⓒ টা: ১২,০০০ Ⓓ টা: ১৮,০০০

C Solve প্রারম্ভিক মজুত = (বিক্রয় + সমাপনী মজুত – ক্রয়)
= (৩৬,০০০ + ৬,০০০ – ৩০,০০০) = ১২,০০০ টাকা।

প্রারম্ভিক মজুত ৩,৫০০ টাকা, ছোট যন্ত্রপাতির অবচয় ৪০ টাকা, ক্রয় ৯,০০০ টাকা, বহিঃফেরত ১০০ টাকা, মজুরি ৩,২০০ টাকা, অপ্রদত্ত মজুরি ১০০ টাকা, বিক্রয় ২০,২০০ টাকা হলে মোট লাভ কত? [BRUR : 11-12]
Ⓐ ৪৪৬০ টাকা Ⓑ ৪৫৬০ টাকা Ⓒ ৪৩৬০ টাকা Ⓓ ৪২৬০ টাকা

A Solve

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
বিক্রয়			২০,২০০
বাদ : বিক্রিত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ		৩,৫০০	
ক্রয়	৯,০০০		
বাদ : বহিঃফেরত	(১০০)	৮,৯০০	
মজুরি	৩,২০০		
যোগ : অপ্রদত্ত মজুরি	১০০	৩,১০০	
ছোট যন্ত্রপাতির অবচয়		৪০	(১৫,৫৪০)
			৪,৪৬০

অতএব, মোট লাভ = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
= (২০,২০০ – ১৫,৭৪০) = ৪,৪৬০ টাকা।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (ক্রয় + প্রারম্ভিক মজুত – বহিঃফেরত + মজুরি + অপ্রদত্ত মজুরি + অবচয়) = (৯,০০০ + ৩,৫০০ – ১০০ + ৩,২০০ + ১০০ + ৪০)
= ১৫,৭৪০ টাকা।

বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে- [BRUR : 11-12; SHTU : 11-12, JnU : 08-09]
Ⓐ ক্রয় বাট্টা নিট ক্রয় থেকে বাদ দেওয়া হয়
Ⓑ বহিঃপরিবহন নিট ক্রয়ের সাথে যোগ করা হয়
Ⓒ ক্রয় ফেরত নিট ক্রয় থেকে বাদ দেওয়া হয়
Ⓓ আন্তঃপরিবহন নিট ক্রয়ের সাথে যোগ করা হয়

D Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নিরূপণে নিট ক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষ খরচসমূহ যোগ করা হয়। এখানে, ক্রয় পরিবহন প্রত্যক্ষ খরচের অন্তর্ভুক্ত।

কোন ধরনের মজুতে মজুরি খরচ অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়? [JnU : 09-10]
Ⓐ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত পণ্য Ⓑ কাঁচামাল মজুত
Ⓒ প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মজুতে Ⓓ A ও C তে

D Solve উৎপাদন ব্যয় হিসাবের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মজুতে মজুরি খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

42. একটি ব্যবসায়ের হিসাবকালের নিম্নোক্ত তথ্যাবলি হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এর পরিমাণ কত হবে? বিক্রয় ৭৫,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ১০,০০০ টাকা, নিট ক্রয় ৩৫,০০০ টাকা, খরচ ৩০,০০০ টাকা, নিট আয় ১০,০০০ টাকা। [JnU : 09-10]
Ⓐ ৬৫,০০০ টাকা Ⓑ ৪৫,০০০ টাকা Ⓒ ৩৫,০০০ টাকা Ⓓ ৫০,০০০ টাকা

C Solve মোট মুনাফা = (নিট আয় + খরচ)
= (১০,০০০ + ৩০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।
∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – মোট মুনাফা)
= (৭৫,০০০ – ৪০,০০০) = ৩৫,০০০ টাকা।

43. লাভসহ বিক্রয় এর সমপরিমাণ হলো- [JnU : 09-10, 08-09]
Ⓐ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়-মোট মুনাফা Ⓑ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়+মোট মুনাফা
Ⓒ মোট মুনাফা-বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓓ মোট মুনাফা+নিট মুনাফা

B Solve বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত/মোট মুনাফা যোগকরা হলেই লাভসহ বিক্রয়ের সমপরিমাণের সমান হয়।

44. যদি বিক্রয় রাজস্ব ৪,০০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ২,৫০,০০০ টাকা এবং কার্যকর ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হয় তবে মোট মুনাফা কত? [JnU : 08-09; PUST : 11-12]
Ⓐ টা. ৯০,০০০ Ⓑ টা. ১,৫০,০০০ Ⓒ টা. ৩,৪০,০০০ Ⓓ টা. ৪,০০,০০০

B Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণী অনুসারে, বিক্রয় রাজস্ব হতে বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।
অতএব, মুনাফা = (৪,০০,০০০ – ২,৫০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা।

45. উৎপাদনকারীর বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় সমান উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয় যোগ- [JnU : 07-08]
Ⓐ প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াধীন মজুত বাদ সমাপনী প্রক্রিয়াধীন মজুত
Ⓑ সমাপনী প্রক্রিয়াধীন মজুত বাদ প্রারম্ভিক প্রক্রিয়াধীন মজুত
Ⓒ প্রারম্ভিক সম্পন্ন দ্রব্যের মজুত বাদ সমাপনী সম্পন্ন দ্রব্যের মজুত
Ⓓ সমাপনী সম্পন্ন দ্রব্যের মজুত বাদ প্রারম্ভিক সম্পন্ন দ্রব্যের মজুত

C Solve উৎপাদন ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী, উৎপাদনকারীর বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয়ের সাথে প্রারম্ভিক সম্পন্ন দ্রব্যের মজুত যোগ এবং সমাপনী সম্পন্ন দ্রব্যের মজুত বিয়োগ করতে হবে।

46. বাংলাদেশ লি. ২০০৬ সালে টা. ৫,০০,০০০ বিক্রয় করে। কোম্পানি বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে মুনাফার্জন করে। ২০০৬ সালে কোম্পানির বিক্রয়ের উৎপাদন ব্যয় কত? [JnU : 06-07]
Ⓐ ১০,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ১৬,৬৬,৬৬৭ টাকা Ⓓ ৬,০০,০০০ টাকা

B Solve বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে মুনাফা হলে- মোট মুনাফা = (৫,০০,০০০ × ২০%) = ১,০০,০০০ টাকা।
আমরা জানি যে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মুনাফা
অতএব, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৫,০০,০০০ – ১,০০,০০০) টাকা।
= ৪,০০,০০০ টাকা।

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ/গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

01. আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করার পর আবিষ্কৃত হয় যে, সমাপনী মজুতমালের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। মজুতমালের এরূপ ভুল আর্থিক বিবরণীতে কোন ভাবে প্রভাব ফেলবে? [DU 7 College : 22-23]
Ⓐ চলতি সম্পত্তির পরিমাণ অধিক এবং নিট আয়ের পরিমাণ কম হবে।
Ⓑ চলতি সম্পত্তি এবং নিট আয়ের পরিমাণ কম হবে।
Ⓒ চলতি সম্পত্তির পরিমাণ এবং নিট আয়ের পরিমাণ অধিক হবে।
Ⓓ চলতি সম্পত্তির পরিমাণ কম এবং নিট আয়ের পরিমাণ অধিক হবে।

C Solve সমাপনী মজুদ বেশি দেখানো হলে → বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে → নিট আয় বেশি দেখানো হবে → আয়কর বেশি দেখানো হবে, অপরপক্ষে চলতি সম্পদ বেশি দেখাবে।

02. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য, সমাপনী মজুদ পণ্য এবং বিক্রীত পণ্যের খরচ যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা এবং ২৫,০০০ টাকা। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের খরচ টাকায় কত? [HEC : 22-23]
Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা Ⓒ ৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা

A Solve বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = সমাপনী মজুদ + বিক্রিত পণ্যের ব্যয়
= (১৫,০০০ + ২৫,০০০) টাকা।
= ৪০,০০০ টাকা।

CS CamScanner

Step 4 সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. FOB Destination দ্বারা নিচের কোনটি বোঝায়? [DHA-22]
Ⓐ পণ্যের বহন খরচ বিক্রেতা বহন করে
Ⓑ পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা বহন করে
Ⓒ পণ্যের বহন খরচ বিমা কোম্পানি বহন করে
Ⓓ পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোনো জন বহন করে
Ans A

02. প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় + আন্তঃপরিবহন – সমাপনী মজুদ =? [DHA-22]
Ⓐ বিক্রয় Ⓑ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
Ⓒ ক্রয়মূল্য Ⓓ উৎপাদন ব্যয়
Ans B

03. সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কোনটির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়? [MYM-22]
Ⓐ প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – বিক্রিত পণ্য
Ⓑ বিক্রীত পণ্য – প্রারম্ভিক মজুদ
Ⓒ ক্রয়কৃত পণ্য – বিক্রীত পণ্য
Ⓓ ক্রয়কৃত পণ্য + বিক্রীত পণ্য – প্রারম্ভিক মজুদ
Ans A

04. বিক্রীত পণ্যে ব্যয় বিক্রয় অপেক্ষা বেশি হলে আয় বিবরণীতে কী ঘটে? [MYM-22]
Ⓐ মোট লাভ Ⓑ মোট ক্ষতি
Ⓒ নিট লাভ Ⓓ নিট ক্ষতি
Ans B

05. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ৫০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ কত টাকা? [DIN-22]
Ⓐ ৫০০ টাকা Ⓑ ১,৫০০ টাকা
Ⓒ ২,০০০ টাকা Ⓓ ২,৫০০ টাকা
Ans D

06. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩২,০০০ টাকা, বিক্রয় মূল্যের উপর ২০% মুনাফা এবং বিক্রয়ের উপর ১৫% পরিচালন খরচ হলে–মোট মুনাফার পরিমাণ কত? [SYL-22]
Ⓐ ৬,৪০০ টাকা Ⓑ ৮,০০০ টাকা
Ⓒ ২৫,৬০০ টাকা Ⓓ ৩৮,৪০০ টাকা
Ans B

07. পরিবহন-সংক্রান্ত শর্ত হলো– [JES-22]
i. FOB shipping point
ii. 2/EOM
iii. FOB destination
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓑ ii ও iii
Ⓒ i ও iii Ⓓ i, ii ও iii
Ans C

08. ABC কোম্পানি লি. এর বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৪০,০০০ টাকা। অপরিচালন আয় ২,০০০ টাকা এবং অপরিচালন ব্যয় ৪,০০০ টাকা হলে– করপূর্ব নিট মুনাফা কত? [JES-22]
Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ৪৬,০০০ টাকা
Ⓒ ২২,০০০ টাকা Ⓓ ১৮,০০০ টাকা
Ans D

09. পণ্যের বিক্রয় মূল্য হতে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলে- [DHA-21]
Ⓐ মোট লাভ Ⓑ নিট লাভ
Ⓒ মোট ব্যয় Ⓓ ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয়
Ans A

10. প্রারম্ভিক মজুদ ১৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। ক্রয়ের পরিমাণ কত? [RAJ-21]
Ⓐ ১,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৯৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৮৫,০০০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা
Ans C

11. নিট বিক্রয় ৪২,০০০ টাকা, মোট মুনাফা ১০,৫০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৪,১০০ টাকা, অপরিচালন আয় ২,০০০ টাকা হলে নিট লাভের হার কত? [RAJ-21]
Ⓐ ১৫% Ⓑ ২০%
Ⓒ ২৫% Ⓓ ৩০%
Ans B

12. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [DIN-21]
Ⓐ প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় + প্রত্যক্ষ খরচ – সমাপনী মজুদ
Ⓑ প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় – প্রত্যক্ষ খরচ – সমাপনী মজুদ
Ⓒ প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় – সমাপনী মজুদ
Ⓓ প্রারম্ভিক মজুদ – নিট ক্রয় – প্রত্যক্ষ খরচ + সমাপনী মজুদ
Ans A

13. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ১২,৫০০ টাকা, ক্রয় ৭৫,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮৭,৫০০ টাকা এবং মোট লাভ ১০,০০০ টাকা হলে বিক্রয়ের পরিমাণ কত? [DIN-21]
Ⓐ ১,০৫,০০০ টাকা Ⓑ ৯৭,৫০০ টাকা
Ⓒ ৯৫,০০০ টাকা Ⓓ ৮৭,৫০০ টাকা
Ans B

14. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সাথে মোট লাভ যোগ করলে কী পাওয়া যায়? [DIN-21]
Ⓐ ক্রয় Ⓑ বিক্রয়
Ⓒ পরিচালন ব্যয় Ⓓ পরিচালন আয়
Ans B

15. বিক্রয় ২০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ৩,৫০০ টাকা, ক্রয় ১৫,০০০ টাকা এবং ক্রয় পরিবহন ১,০০০ টাকা হলে মোট মুনাফা কত টাকা? [COM-21]
Ⓐ ২,৫০০ টাকা Ⓑ ৩,৫০০ টাকা
Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ৫,৫০০ টাকা
Ans A

16. নিট বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা এবং মোট মুনাফা বিক্রয়ের ২০% হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত টাকা? [COM-21]
Ⓐ ৪৪,০০০ টাকা Ⓑ ৫৪,০০০ টাকা
Ⓒ ৬৪,০০০ টাকা Ⓓ ৭৪,০০০ টাকা
Ans C

17. প্রারম্ভিক মজুদ মাল ১৫,০০০ টাকা, ক্রয় ৬০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের ওপর মুনাফা ২৫% হলে সমাপনী মজুদের পরিমাণ কত? [JES-21]
Ⓐ ৩৭,৫০০ টাকা Ⓑ ৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৬২,৫০০ টাকা Ⓓ ৭৫,০০০ টাকা
Ans A

18. বিক্রয়ের ওপর মুনাফার হার ২০% অংশ হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার কত হবে? [JES-21; RAJ-19; BAR-19; COM-17]
Ⓐ ৫০% Ⓑ ৩৩.৩৩%
Ⓒ ২৫% Ⓓ ১৬.৬৭%
Ans C

19. পম্পা কোম্পানির প্রারম্ভিক মজুত, সমাপনী মজুত ও বিক্রয়ের পরিমাণ যদি যথাক্রমে ৬,০০০ একক ১৪,০০০ একক ও ২৫,০০০ একক হয়, তবে উপাদানের পরিমাণ কত? [DHA-19]
Ⓐ ৫,০০০ একক Ⓑ ১৭,০০০ একক
Ⓒ ৩৩,০০০ একক Ⓓ ৪৫,০০০ একক
Ans C

20. সোনামনি লিমিটেড এর বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৬,০০,০০০ টাকা। যদি বিক্রয়ের ওপর মোট লাভের হার ২০% হয়, বিক্রয়মূল্য কত? [DHA-19]
Ⓐ ৯,৯৯,৯৬০ টাকা Ⓑ ৮,০০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৭,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৭,২০,০০০ টাকা
Ans C

21. যদি বিক্রয়ের ওপর মুনাফার হার ২০% হয়; উৎপাদন ব্যয় হয় ১,৬০,০০০ টাকা এবং মোট ব্যয় হয় ২,৪০,০০০ টাকা; তখন বিক্রয়ের পরিমাণ কত হবে? [COM-19]
Ⓐ ২,০০,০০০ টাকা Ⓑ ২,৭৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৩,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৩,২০,০০০ টাকা
Ans C

22. ক্রয় মূল্যের ওপর মুনাফার হার ১৩%। মুনাফার পরিমাণ ২৬,০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য কত? [CHI-19]
Ⓐ ১,৪৮,০০০ টাকা Ⓑ ১,৭৪,০০০ টাকা
Ⓒ ২,০০,০০০ টাকা Ⓓ ২,২৬,০০০ টাকা
Ans D

23. মোট ব্যয় নির্ণয়ের কারণ কী? [CHI-19]
Ⓐ মুনাফা বৃদ্ধি করা Ⓑ উৎপাদন বৃদ্ধি করা
Ⓒ ভবিষ্যৎ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা Ⓓ ভবিষ্যৎ ব্যয় হ্রাস করা
Ans C

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...নো পণ্যের ক্রয়মূল্য ৮০ টাকা। বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের ৩০০% হলে লাভের পরিমাণ কত?

Ⓐ ১৬০ টাকা Ⓑ ২২০ টাকা
Ⓒ ২৪০ টাকা Ⓓ ৩০০ টাকা Ans Ⓐ

...বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়ের ওপর মোট লাভের হার ২০% হলে বিক্রয়ের পরিমাণ কত ? [DIN-19]

Ⓐ ১,০০,০০০ টাকা Ⓑ ১,১৬,৬৬৭ টাকা
Ⓒ ১,২০,০০০ টাকা Ⓓ ১,২৫,০০০ টাকা Ans Ⓓ

...নি কারবারে প্রেরিত পণ্যের মূল্য ১৫,০০০ টাকা । উক্ত পণ্য ২০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয় । এজেন্টের কমিশন ৫% হলে কারবারের লাভ কত? [CHI-19]

Ⓐ ৪,০০০ টাকা Ⓑ ৪,২২৫ টাকা
Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ৩,০০০ টাকা Ans Ⓐ

...বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা; মোট মুনাফা ৪০,০০০ টাকা; বিক্রয় ফেরত ৮০০ টাকা; বিক্রয় বাট্টা ৪০০ টাকা; নিট মুনাফা ২৬,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় কত হবে? [COM-19]

Ⓐ ৯৮,৮০০ টাকা Ⓑ ১,০১,২০০ টাকা
Ⓒ ১,১৮,৮০০ টাকা Ⓓ ১,১৯,২০০ টাকা Ans Ⓒ

...শনারি প্রারম্ভিক মজুত ১,৫০০ টাকা, ক্রয় ৪,৫০০ টাকা। সমাপনী মজুত ...০০ টাকা হলে স্টেশনারি ব্যয়ের পরিমাণ কত? [RAJ-17]

Ⓐ ১,০০০ Ⓑ ৫,৫০০
Ⓒ ৬,০০০ Ⓓ ৬,৫০০ Ans Ⓑ

29. বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত ২,৫০০ টাকা, সমাপনী মজুত ১,৫০০ টাকা, ক্রয় ১২,০০০ টাকা এবং ক্রয় পরিবহন ১,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত? [DHA-16]

Ⓐ ১৪,০০০ টাকা Ⓑ ১৪,৫০০ টাকা
Ⓒ ১৫,৫০০ টাকা Ⓓ ১৭,০০০ টাকা Ans Ⓐ

30. ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা, অতিরিক্ত মূলধন ৫০,০০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ১৫,০০,০০০ টাকা এবং উত্তোলন ৩০,০০০ টাকা হলে নিট মুনাফা কত? [DHA-16]

Ⓐ ৪,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৫,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,২০,০০০ টাকা Ⓓ ৫,৫০,০০০ টাকা Ans Ⓐ

31. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১৬,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর ২০% মুনাফা হলে বিক্রয়ের পরিমাণ কত হবে? [COM-16]

Ⓐ ১২,৮০০ Ⓑ ১৮,৬৬৭
Ⓒ ১৯,২০০ Ⓓ ২০,০০০ Ans Ⓒ

32. ক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা, বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের ওপর ২০% হারে মুনাফা ধরা হয়। সমাপনী মজুত পণ্য ১০,০০০ টাকা হলে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য কত? [RAJ-16]

Ⓐ ২৫,০০০ টাকা Ⓑ ২৮,০০০ টাকা
Ⓒ ৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৩৩,০০০ টাকা Ans Ⓑ

Step 5 NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

...বিক্রয়যোগ্য (বিক্রয়যোগ্য) পণ্যের ব্যয় দুইটি উপাদান থেকে আসে; যথা: প্রারম্ভিক মজুত এবং?

Ⓐ সমাপনী মজুত Ⓑ ক্রীত পণ্যের ব্যয়
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ⓓ অন্তঃপরিবহণ Ans Ⓑ

...বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বের করা হয়- থেকে সমাপনী মজুত বিয়োগ করে।

Ⓐ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় Ⓑ ক্রীত পণ্যের ব্যয়
Ⓒ প্রারম্ভিক মজুত Ⓓ নিট ক্রয় Ans Ⓐ

...নিচের কোনটি সঠিক নয়?

Ⓐ নিট বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = মোট মুনাফা
Ⓑ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – ক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ
Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুদ
Ⓓ ক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুদ – প্রারম্ভিক মজুদ
Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓒ

...মোট ক্রয় – (ক্রয় ফেরত + ক্রয় বাট্টা) + আন্তঃপরিবহণ =?

Ⓐ মোট ক্রয় Ⓑ নিট ক্রয় Ⓒ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
Ⓓ বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓔ

...বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,৮০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ১,৫০০ টাকা এবং ক্রীত পণ্যের ব্যয় ২,৪০০ টাকা হলে, সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত?

Ⓐ ৩,৯০০ টাকা Ⓑ ৫,৭০০ টাকা Ⓒ ২,১০০ টাকা
Ⓓ ৪,২০০ টাকা Ⓔ ৩,৩০০ টাকা Ans Ⓒ

...নিম্নোক্ত তথ্যাবলি হতে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর: প্রারম্ভিক মজুদ ৪,০০০ টাকা; ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৮,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহণ ...০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা। প্রান্তিক মুনাফার হার ২০%।

Ⓐ ৪,৪০,০০০ টাকা Ⓑ ২,৩২,৫০০ টাকা
Ⓒ ২,১৬,০০০ টাকা Ⓓ ২,২৫,০০০ টাকা
Ⓔ কোনোটিই নয় Ans Ⓓ

07. নিচের তথ্যাবলি থেকে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তির পাশে সমাপনী মজুত পণ্য কত মূল্যে দেখাতে হবে নির্ণয় কর। প্রারম্ভিক মজুত ৮০,০০০ টাকা। পণ্য ক্রয় ২,৭০,০০০ টাকা, পণ্য বিক্রয় ২,৪৫,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ১০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ফেরত ৫,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের ওপর ২০% মার্ক-আপ বা লাভে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

Ⓐ ২৫,০০০ টাকা Ⓑ ১,৪০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,০৫,০০০ টাকা Ⓓ ২,১৫,০০০ টাকা Ans Ⓑ

08. প্রারম্ভিক মজুত ৩০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত ৪০,০০০ টাকা, বিক্রয় ২,৫০,০০০ টাকা, মোট লাভ ৭৫,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

Ⓐ ১,০৫,০০০ টাকা Ⓑ ১,১৫,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ১,৭৫,০০০ টাকা Ans Ⓓ

09. বিক্রয় উপযোগী পণ্য ১,০০,০০০ টাকা, নিট ক্রয় ৮০,০০০ টাকা হলে, সমাপনী মজুত পণ্য ৩০,০০০ টাকা হলে প্রারম্ভিক মজুত মালের মূল্য কত?

Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ১৫,০০০ টাকা
Ⓒ ২০,০০০ টাকা Ⓓ ৯০,০০০ টাকা Ans Ⓒ

10. প্রারম্ভিক মজুত ২০,০০০ টাকা; নিট ক্রয় ৮০,০০০ টাকা, বিক্রয় পরিবহন ১০,০০০ টাকা এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৬০,০০০ টাকা হলে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য কত?

Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৬০,০০০ টাকা
Ⓒ ৭০,০০০ টাকা Ⓓ ৮০,০০০ টাকা Ans Ⓐ

11. পণ্য ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৫,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুত ১৫,০০০ টাকা; ক্রয় পরিবহন ১০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুত ২০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের ওপর ২০% হারে মুনাফা অর্জন করে থাকলে, বিক্রয়ের পরিমাণ কত?

Ⓐ ৯৫,০০০ টাকা Ⓑ ১,২৫,০০০ টাকা
Ⓒ ১,৩০,০০০ টাকা Ⓓ ১,৪০,০০০ টাকা Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Type 2 কর ও কমিশন সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ

Step 1 BASIC INFORMATION

আয়কর (Income Tax) :
আয়কর এক ধরনের প্রত্যক্ষ কর। সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাজেট অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি করমুক্ত আয়ের সীমার চেয়ে বেশি পরিমাণ আয় (Income) করলে সেই আয় (Income)-এর উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে, যৌথমূলধনী কোম্পানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়ের (Income)-এর উপর নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান করতে হয়।
ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'আয় (Income)' দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মোট উপার্জনকে বোঝায়। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'আয় (Income)' দ্বারা উপার্জন (Revenue) থেকে উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ (Expense) বিয়োগ করার পর যতটুকু মুনাফা (Profit) হয় তাকে বুঝায়।

কমিশন (Commission) :
কমিশনের হার প্রয়োগের বিভিন্নতার কারণে মুনাফার উপর কমিশন হিসাব করা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে। কমিশন সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে কমিশন হার কিসের উপর দেওয়া আছে এবং কমিশন পূর্ব মুনাফা নাকি কমিশন পরবর্তী মুনাফা দেওয়া আছে। যার উপর কমিশনের শতকরা হার দেওয়া থাকবে তাকে ১০০ ধরে তার সাথে কমিশন "যোগ হবে নাকি বিয়োগ হবে" চিন্তা করলে খুব সহজেই বোঝা যাবে।

(১) যদি কমিশন পূর্ব মুনাফার উপর হার এবং কমিশন পরবর্তী মুনাফা দেওয়া থাকে, তাহলে সূত্রসমূহ :

- কমিশন পূর্ব মুনাফা = কমিশন পরবর্তী মুনাফা $\times \dfrac{১০০}{১০০ - \text{কমিশনপূর্ব হার}}$
- কমিশন = কমিশন পরবর্তী মুনাফা $\times \dfrac{\text{কমিশনপূর্ব হার}}{১০০ - \text{কমিশনপূর্ব হার}}$

(২) যদি কমিশন পরবর্তী হার এবং কমিশনপূর্ব মুনাফা দেওয়া থাকে, তাহলে,

- কমিশন পরবর্তী মুনাফা = কমিশনপূর্ব মুনাফা $\times \dfrac{১০০}{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}$
- কমিশন = কমিশন পূর্ব মুনাফা $\times \dfrac{\text{কমিশনপরবর্তী হার}}{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}$

(৩) যদি কমিশন পরবর্তী মুনাফা এবং কমিশনপরবর্তী হার দেওয়া থাকে, তাহলে,

- কমিশন = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × কমিশনপরবর্তী হার
- কমিশনপূর্ব মুনাফা = কমিশনপরবর্তী মুনাফা $\times \dfrac{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}{১০০}$

একনজরে কর ও কমিশন সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ:

১. কর-পূর্ব মুনাফা = $\dfrac{\text{নিট মুনাফা}}{(১ - \text{কর হার})}$

২. কর হার = $\dfrac{\text{প্রদত্ত কর}}{\text{কর-পূর্ব মুনাফা}} \times ১০০\%$

৩. কর-পরবর্তী মুনাফা = নিট লাভ × (১ – করহার)

৪. প্রদত্ত কর = (কর পূর্ব মুনাফা – কর পরবর্তী মুনাফা)

৫. কমিশন পূর্ববর্তী নিট লাভের উপর কমিশন = কমিশন পূর্ব নিট লাভ $\times \dfrac{\text{কমিশন হার}}{১০০}$ অথবা = কমিশন পরবর্তী নিট লাভ $\times \dfrac{\text{কমিশন হার}}{১০০ - \text{কমিশন হার}}$

৬. কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর কমিশন = কমিশন পরবর্তী নিট লাভ $\times \dfrac{\text{কমিশন হার}}{১০০}$ অথবা = কমিশন পূর্ব নিট লাভ $\times \dfrac{\text{কমিশন হার}}{১০০ + \text{হার}}$

Step 2 At a Glance : Most Important Information

- করহার বলতে- **কর-পূর্ব নীট মুনাফার উপর করের হারকে বুঝায়।**
- নীট মুনাফা বলতে কর- **পরবর্তী নীট মুনাফাকে বুঝায়।**
- কর হলো একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক চার্জ যা সরকারি সংস্থাদ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হয়।
- প্রত্যক্ষ কর হলো দেশের নাগরিকদের আয় ও সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে আদায়কৃত সরকারি রাজস্ব।
- পরোক্ষ কর যা পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিক্রয়, আমদানি ও রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর আরোপ করা হয়।
- প্রত্যক্ষ কর দুই প্রকার যথা: ১. আয়কর (Income Tax)
  ২. সম্পদ কর (Property Tax)।
- পরোক্ষ কর এর উদাহরণ হচ্ছে- মূল্য সংযোজন কর (VAT), আবগারি শুল্ক (Excise Duty), আমদানি শুল্ক (Customs Duties) এবং ট্যারিফ (Tariff)।

CamScanner

Step 3

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি ফার্মের নিট মুনাফা এ বছর ৫,০০০ টাকা হলে এবং কর হার ৪০% হলে করপূর্ব মুনাফা কত? [DU-C : 14-15, 04-05, 00-01; CoU : 3-14; MBSTU : 13-14; RU : 19-20]

Ⓐ ৯,০০০ টাকা Ⓑ ৭,৯৪২ টাকা
Ⓒ ৮,৩৩৩ টাকা Ⓓ কোনোটিই নয়

Ans Ⓒ Solve করপূর্ব মুনাফা নির্ণয়ের সহজ সূত্রটি হল–

$$\text{করপূর্ব মুনাফা} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}} = \frac{৫,০০০}{(১ - ০.৪)} = \frac{৫,০০০}{০.৬} = ৮,৩৩৩ \text{ টাকা।}$$

[নিট মুনাফা = ৫,০০০ টাকা, করহার = ৪০% = $\frac{৪০}{১০০}$ = ০.৪]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

01. কমিশন পরবর্তী নিট লাভের ওপর অংশীদার Y তার জন্য নির্ধারিত ৫% কমিশন বাবদ ১,০০০ টাকা পেলো। সে X এবং Z এর সাথে সম-অংশীদার। অংশীদারি কারবারের লাভের অংশ বাবদ Y কত টাকা পাবে? [JU : 19-20]

Ⓐ ৬,৬৬৭ Ⓑ ৭,০০০
Ⓒ ৭,৩৩৩ Ⓓ ৭,৬৬৭

Ans Ⓐ Solve কমিশন পরবর্তী নিট লাভের ওপর কমিশন ৫%।

∴ কমিশন পরবর্তী নিট লাভ = $\frac{১০০}{৫}$ × ১,০০০ = ২০,০০০ টাকা,

যেহেতু Y, X ও Z এর সাথে সমঅংশীদার তাই প্রত্যেকে পাবে নিট লাভের $\frac{১}{৩}$ অংশ

∴ Y লাভের অংশ বাবদ পাবে = ২০,০০০ × $\frac{১}{৩}$ = ৬,৬৬৭ টাকা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

01. একটি ফার্মের নিট মুনাফা ৬,০০০ টাকা এবং করের হার ৪০% হলে কর-পূর্ব মুনাফা হবে-[RU-B : 21-22]

Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ২,০০০ টাকা Ⓒ ৭,৯৪২ টাকা Ⓓ ৩,০০০ টাকা

Ans Ⓐ Solve $$\text{কর-পূর্ব মুনাফা} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}} = \frac{৬,০০০}{১ - ০.৪০} = \frac{৬,০০০}{০.৬০} = ১০,০০০ \text{ টাকা।}$$

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. ১০% হারে কর প্রদানের পর একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানটির প্রদত্ত করের পরিমাণ কত? [CU : 06-07]

Ⓐ ৪,৫০০ টাকা Ⓑ ৪৫০ টাকা Ⓒ ৪,০০০ টাকা
Ⓓ ৫,০০০ টাকা Ⓔ ৯,০০০ টাকা

Ans Ⓓ Solve ১০% কর প্রদানের পূর্বে মুনাফা ১০০ টাকা হলে করের পরিমাণ ১০ টাকা

অর্থাৎ, কর প্রদানের পর মুনাফা = (১০০ – ১০) টাকা = ৯০ টাকা।

সুতরাং, কর প্রদানের পর মুনাফা ৯০ টাকা হলে করের পরিমাণ = ১০ টাকা।

কর প্রদানের পর মুনাফা ১ টাকা হলে করের পরিমাণ = $\frac{১০}{৯০}$ টাকা।

" " " ৪৫,০০০ " " " " = $\frac{১০ × ৪৫,০০০}{৯০}$ টাকা।

= ৫,০০০ টাকা।

[Shortcut method : প্রদত্ত কর = করপরবর্তী মুনফা × $\frac{\text{হার}}{১০০ - \text{হার}}$

= ৪৫,০০০ × $\frac{১০}{১০০ - ১০}$ = ৫,০০০ টাকা।]

02. ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কমিশন পূর্ব নিট লাভ ৪০,০২০ টাকা। কমিশনবাদ নিট লাভের উপর ১৫% কমিশন কত? [CU : 05-06; RU : 08-09]

Ⓐ ৫,২২০ টাকা Ⓑ ৬,২২০ টাকা Ⓒ ৫,২২৪ টাকা Ⓓ ৫,২০২ টাকা

Ans Ⓐ Solve কমিশন পূর্ব নিট লাভ ৪০,০২০ টাকা, কমিশন বাদ নিট লাভের উপর ১৫% কমিশন চেয়েছে।

আমরা জানি, কমিশন বাদ নিট লাভের উপর কমিশন

$$= \frac{\text{কমিশন পূর্ব নিট লাভ} \times \text{কমিশনের হার}}{১০০ + \text{কমিশনের হার}}$$

$$= \frac{৪০,০২০ × ১৫}{১০০ + ১৫} = \frac{৬,০০,৩০০}{১১৫} = ৫,২২০ \text{ টাকা।}$$

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. ৩০% কর হারে একটি কর বছরে কর-পরবর্তী আয় ৩৫০ হাজার টাকা হলে কর-পূর্ববর্তী আয় এবং কর যথাক্রমে কত হাজার টাকা? [GST-C : 21-22]

Ⓐ ৪৫৫ এবং ১০৫ Ⓑ ৪৭০ এবং ১২০
Ⓒ ৫০০ এবং ১৫০ Ⓓ ৬০০ এবং ২৫০

Ans Ⓒ Solve $$\text{করপূর্ব আয়} = \frac{\text{করবাদ নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}} = \frac{৩৫০}{১ - .৩০} = \frac{৩৫০}{.৭০}$$

= ৫০০ হাজার টাকা

∴ কর = করপূর্ব আয় × করহার = ৫০০ × ৩০% = ১৫০ হাজার টাকা।

02. ২০২০ সালে নিট মুনাফার পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা এবং কর হার ৩৫% হলে, করপূর্ব মুনাফা কত? [GST-C : 20-21]

Ⓐ ৯৭,৫০০ টাকা Ⓑ ১,৩০,৫৬৯ টাকা Ⓒ ২,০২,৫০০ টাকা Ⓓ ২,৩০,৭৬৯ টাকা

Ans Ⓓ Solve কর পরবর্তী মুনাফা = (১০০ – ৩৫) = ৬৫%

∴ করপূর্ব মুনাফা = $\frac{১,৫০,০০০}{৬৫}$ × ১০০ = ২,৩০,৭৬৯ টাকা।

03 লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ৫,০০০ টাকা, কমিশন ধার্যের পরবর্তী মুনাফার উপর ৫% ম্যানেজারের কমিশন ধার্যকরা হলে, কমিশন কত? [IU : 16-17]

Ⓐ ২৩৮ টাকা Ⓑ ২৫০ টাকা Ⓒ ৫০০ টাকা Ⓓ ১,০০০ টাকা

Ans Ⓑ Solve কমিশন ধার্যের পরবর্তী মুনাফার উপর কমিশন = কমিশন পরবর্তী মুনাফা × কমিশন হার = ৫০০০ × ৫% = ২৫০ টাকা।

04. অবচয় ও করের আগে আয়ের পরিমাণ ১,৮০,০০০ টাকা। চলতি বছরে অবচয় খরচ ২০,০০০ টাকা। কর হার ৪৫% হলে, নিট আয় কত? [BU : 12-13]

Ⓐ ৮৮,০০০ টাকা Ⓑ ৭৫,৬০০ টাকা Ⓒ ৮১,০০০ টাকা Ⓓ ৯৯,০০০ টাকা

Ans Ⓐ Solve অবচয় ও করের আগের আয় = ১,৮০,০০০ টাকা।

(–) অবচয় খরচ = ২০,০০০ টাকা
করপূর্ব আয় = ১,৬০,০০০ টাকা
(–) কর (১,৬০,০০০ ×৪৫%) = ৭২,০০০ টাকা
নিট আয় = ৮৮,০০০ টাকা

05. ২০১০ সালে মল্লিক কোং এর বিক্রয় ৩,৭৬,০০০ টাকা, মোট লাভ ১,৭৬,০০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৬৬,০০০ টাকা, নগদ লভ্যাংশ প্রদান ৩০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ ২০,০০০ টাকা। করের হার ৩০% হলে আয়করের পরিমাণ কত? [JnU : 11-12]

Ⓐ ১৮,০০০ ৳ Ⓑ ৫২,৮০০ ৳ Ⓒ ১,১২,৮০০৳ Ⓓ ২৭,০০০ ৳

Ans Ⓓ Solve এখানে, আয়করের পরিমাণ

= (মোট লাভ – পরিচালন ব্যয় – অন্যান্য খরচ) × ৩০%

= (১,৭৬,০০০ – ৬৬,০০০ – ২০,০০০) × ৩০

= ৯০,০০০ × ৩০% = ২৭,০০০ টাকা

[এখানে, নগদ লভ্যাংশ প্রদান প্রভাবিত হবে না কারণ, আয়কর হিসাবের পরবর্তী লাভের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।]

CamScanner

Step 4 — সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ম্যানেজার কমিশন পরবর্তী নিট মুনাফার ওপর ৫% কমিশন পাবে। কমিশন পূর্ববর্তী নিট মুনাফা ৫,২৫,০০০ টাকা হলে ম্যানেজারের কমিশন কত টাকা? [BAR-21]
Ⓐ ২৬,২৫০ Ⓑ ২৫,৫৫০
Ⓒ ২৫,২৫০ Ⓓ ২৫,০০০ Ans D

02. করপূর্ব নিট মুনাফা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [BAR-21]
Ⓐ বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় – অফিস খরচ – বিক্রয় ও বিপণন খরচ
Ⓑ বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় – অফিস খরচ – আয়কর
Ⓒ মোট লাভ – অফিস খরচ – আয়কর
Ⓓ মোট লাভ – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় Ans A

03. করহার ১৫%, কর পরবর্তী নিট মুনাফা ১,২৭,৫০০ টাকা হলে প্রদেয় কর কত? [RAJ-21]
Ⓐ ২৫,০০০ টাকা Ⓑ ২২,৫০০ টাকা
Ⓒ ২১,৬৫০ টাকা Ⓓ ১৯,২৫০ টাকা Ans B

04. কোনো কোম্পানির কর পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ ৪,৫০,০০০ টাকা। যদি করের হার ৪০% হয় তবে কর পূর্ব মুনাফার পরিমাণ কত? [RAJ-17]
Ⓐ ৭,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৭,৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৮,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৮,৫০,০০০ টাকা Ans B

05. কমিশন ধার্য করার পরবর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন প্রদান করা হলে ৫৫,০০০ টাকা মুনাফার কমিশন কত টাকা হবে? [CHI-16]
Ⓐ ৫,০০০ টাকা Ⓑ ৫,৫০০ টাকা
Ⓒ ৬,০০০ টাকা Ⓓ ৭,০০০ টাকা Ans B

06. করপূর্ব লাভের ওপর ১০% হারে কর প্রদান করা হয় । কর প্রদানের পরবর্তী নিট লাভ ৯,০০০ টাকা হলে করের পরিমাণ কত? [CHI-19]
Ⓐ ৮১৮ টাকা Ⓑ ৯০০ টাকা
Ⓒ ৯০৯ টাকা Ⓓ ১,০০০ টাকা Ans D

07. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কমিশন চার্জ করার পরবর্তী মুনাফার ওপর ১০% হারে কমিশন দিতে হবে। নিট মুনাফা ২০,০০০ টাকা হলে প্রদত্ত কমিশন কত? [DHA-16]
Ⓐ ১,৭৯৮ টাকা Ⓑ ১,৮২৮ টাকা
Ⓒ ১,৮১৮ টাকা Ⓓ ২,০০০ টাকা Ans D

08. আদনান কোম্পানির কর পরবর্তী মুনাফা ২,০০,০০০ টাকা, করের হার ৫০% হলে, কর পূববর্তী মুনাফা কত? [RAJ-16]
Ⓐ ১,০০,০০০ টাকা Ⓑ ১,৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৩,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৪,০০,০০০ টাকা Ans D

Step 5 — NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. Royal Dutch Shell এর ২০২০ সালের নীট মুনাফার পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা এবং কর হার ২৫% হলে, কর-পূর্ব মুনাফা কত?
Ⓐ ৩,৭৫,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,৭৫,০০০ টাকা Ⓓ ৩,২৫,০০০ টাকা Ans B

02. ২০% হারে কর প্রদানের পর একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ ৮০,০০০ টাকা হলে, প্রতিষ্ঠানটির প্রদত্ত করের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ১৬,০০০ টাকা
Ⓒ ২৪,০০০ টাকা Ⓓ ১২,০০০ টাকা Ans A

03. ৩০% কর ধার্যের ফলে একটি ফার্মের করের পরিমাণ হয় ৩,০০,০০০ টাকা। উক্ত ফার্মের নীট আয় কত?
Ⓐ ১০,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৪,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৭,০০,০০০ টাকা Ⓓ ৯,০০,০০০ টাকা Ans C

04. ২০২০ সালে ব্যবস্থাপক তার কমিশন ধার্যের পরবর্তী মুনাফার উপর ১০% হারে কমিশন পায়। ২০২০ সালে ব্যবস্থাপক যদি কমিশন বাবদ ১০,০০০ টাকা পেয়ে থাকে তবে কমিশন ধার্যের পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমাণ ছিল কত টাকা?
Ⓐ ২,২০,০০০ টাকা
Ⓑ ১,১০,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৮০,০০০ টাকা
Ⓓ ১,৮০,০০০ টাকা Ans B

05. কোন কোম্পানির কর-পূর্ব এবং কর পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ এবং ১,৭৫,০০০ টাকা হলে, কর হার কত?
Ⓐ ১২.৫% Ⓑ ১০%
Ⓒ ১৫% Ⓓ ২০% Ans A

06. ২০১৮ সালে একটি ফার্মের ব্যবস্থাপকের কমিশন ধার্যের পূর্ববর্তী মুনাফার পরিমাণ হয় ১২,০০০ টাকা। ব্যবস্থাপক তার কমিশন ধার্যের পরবর্তী মুনাফার উপর ২০% কমিশন পেয়ে থাকে। ব্যবস্থাপকের কমিশনের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২,০০০ টাকা Ⓑ ২,৪০০ টাকা
Ⓒ ৬,০০০ টাকা Ⓓ ৮,০০০ টাকা Ans A

07. কমিশন পরবর্তী নীট লাভের উপর অংশীদার Y– এর জন্য নির্ধারিত ১০% কমিশন বাবদ সে ১০,০০০ টাকা পেল। প্রতিষ্ঠানের তিনজন অংশীদার X, Y এবং Z এর মুনাফা বণ্টনের হার ২ : ১ : ২। অংশীদারি কারবারের লাভের অংশ বাবদ Y কত টাকা পাবে?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ৪০,০০০ টাকা
Ⓒ ৬০,০০০ টাকা Ⓓ ৮০,০০০ টাকা Ans A

08. একটি ফার্মের ম্যানেজার তার কমিশন ধার্যের পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ৫% হারে কমিশন পায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে কমিশন ধার্যের পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ ৯৫,০০০ টাকা হলে, ম্যানেজারের কমিশনের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৪,০০০ টাকা Ⓑ ৩,০০০ টাকা
Ⓒ ৫,০০০ টাকা Ⓓ ৮,০০০ টাকা Ans C

CamScanner

Type 3

লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় (রাজস্ব) অর্জন করে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলে।
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রাথমিক উৎস হলো পণ্য বিক্রয়, যাকে বিক্রয় বা বিক্রয় আয় (Sales Revenue) নামে অভিহিত করা হয়।
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বা খরচ প্রধানত দুই ধরণের। যথা : ১. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold) এবং ২. পরিচালন খরচসমূহ (Operating Expenses)।
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হলো সম্পূর্ণ হিসাবকালে বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়।
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত।
- পরিচালন খরচ হলো বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ এবং প্রশাসনিক খরচের সমষ্টি।
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয় বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় থেকে - **সমাপনী মজুদ বিয়োগ করে।**
- একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মোট বিক্রয় হলো হিসাবকালের সকল - **ধারে ও নগদে বিক্রয়**

Step 2

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold) কাকে বলে?

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে বিক্রয় আয়ের বিপরীতে পণ্য বাবদ যত টাকা ব্যয় হয় তাকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলে। অর্থাৎ, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হলো সম্পূর্ণ হিসাবকালে বিক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়কে কেউ কেউ সমন্বিত ক্রয়মূল্য বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণেয়ের সূত্র হলো, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুদ অথবা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয় – মোট মুনাফা।

মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধকরণের ভুলের প্রভাব আলোচনা কর।

উত্তর : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মজুদ এবং সমাপনী মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধকরণে ভুলের ফলে বিভিন্ন দফাসমূহ প্রভাবিত হয়। নিম্নে এই বিষয়গুলো ছক আকারে দেখানো হলো :

মজুদ পণ্যের ভুল	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট আয়/লাভ
প্রারম্ভিক মজুদ কম দেখালে	কম দেখানো হবে	বেশি দেখানো হবে
প্রারম্ভিক মজুদ বেশি দেখালে	বেশি দেখানো হবে	কম দেখানো হবে
সমাপনী মজুদ কম দেখালে	বেশি দেখানো হবে	কম দেখানো হবে
সমাপনী মজুদ বেশি দেখালে	কম দেখানো হবে	বেশি দেখানো হবে

সমাপনী মজুদ পণ্যের ভুল	সম্পত্তি	দায়	মালিকানা স্বত্ব
বেশি দেখানো হলে	বেশি দেখানো হবে	কোনো পরিবর্তন হবে না	বেশি দেখানো হবে
কম দেখানো হলে	কম দেখানো হবে	প্রভাবিত হবে না	কম দেখানো হবে

Step 3

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

নিম্নলিখিত তথ্য হতে XYZ Company এর সমাপনী মজুদের পরিমাণ নির্ণয় কর : প্রারম্ভিক মজুদ ২,০০,০০০ টাকা, ক্রয় ১,০৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ২,৫০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার হলো শতকরা ২৫ ভাগ। [৪ নম্বর] (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় লিখিত ২০১৯-২০)

উত্তর : বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – ক্রয় ফেরত = ২,০০,০০০ + ১,০৬,০০০ – ৪,০০০ = ৩,০২,০০০ টাকা।

দেওয়া আছে, বিক্রয় = ২,৫০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার (ক্রয়হার) = ২৫% = ০.২৫

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় ÷ (১ + ক্রয়হার) = ২,৫০,০০০ ÷ (১ + ০.২৫) = ২,৫০,০০০ ÷ ১.২৫ = ২,০০,০০০ টাকা

সুতরাং সমাপনী মজুদের পরিমাণ = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৩,০২,০০০ – ২,০০,০০০) = ১,০২,০০০ টাকা।

Type 4

গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

□ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত :

- প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = সমাপনি মজুদ পণ্য + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
- প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনি মজুদ পণ্য – ক্রীত পণ্যের ব্যয়)

  অথবা

  প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – ক্রীত পণ্যের ব্যয়)
- ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনি মজুদ পণ্য – প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য)

  অথবা

  ক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রীত পণ্যের ব্যয় – সমাপনি মজুদ পণ্য)

  অথবা

  বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রিয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনি মজুদ পণ্য)
- সমাপনি মজুদ পণ্য = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রীত পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)

  অথবা

  সমাপনী মজুদ পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)
- ক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট ক্রয় + আন্তঃ পরিবহণ
- নিট ক্রয় = ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা
- বিক্রয় = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট লাভ
- মোট লাভ = বিক্রয়মূল্য – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
- বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মোট লাভ

❑ **মুনাফার হার নির্ণয় সংক্রান্ত :**

- মোট মুনাফার হার নির্ণয় $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$
- ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/ক্রয়মূল্য}} \times ১০০$
- বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়মূল্য}} \times ১০০$
- বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = মোট মুনাফার হার/প্রান্তিক মুনাফার হার/মার্জিন/বিক্রয় হার
- ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার/ক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হার/মার্কআপ/ক্রয় হার

❑ **কর ও কমিশন সংক্রান্ত :**

- কর পূর্ব মুনাফা $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{(\text{১-কর হার})}$
- কর হার $= \frac{\text{প্রদত্ত কর}}{\text{কর পূর্ব মুনাফা}} \times ১০০$
- কর-পরবর্তী মুনাফা = নিট লাভ × (১- কর হার)
- প্রদত্ত কর = (কর পূর্ব মুনাফা-কর পরবর্তী মুনাফা)
- কমিশন পূর্ববর্তী নিট লাভের উপর কমিশন = কমিশন পূর্ব নিট লাভ × ১০০

  $$= \text{কমিশন পরবর্তী নিট লাভ} \times \frac{\text{কমিশন হার}}{১০০ - \text{কমিশন হার}}$$
- কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর কমিশন $= \text{কমিশন পরবর্তী নিট লাভ} \times \frac{\text{কমিশন হার}}{১০০}$

  $$= \text{কমিশন পূর্ব নিট লাভ} \times \frac{\text{কমিশন হার}}{১০০ + \text{কমিশন হার}}$$

Step 2 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. ক্রয়মূল্যের ২৫% মুনাফা করলে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার কত?

সমাধান :

ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে, বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}{১০০ + \text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}} \times ১০০\% = \frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০\% = ২০\%$।

02. ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে, বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত হবে?

সমাধান : ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে,

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}{১০০ + \text{ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}} \times ১০০\% = \frac{২০}{১০০ + ২০} \times ১০০\% = ১৬.৬৭\%$।

অথবা, বিক্রয়হার $= \frac{১০০ \times \text{ক্রয়হার}}{১০০ + \text{ক্রয়হার}} = \frac{১০০ \times ২০}{১০০ + ২০} = \frac{২,০০০}{১২০} = ১৬.৬৭\%$।

03. বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার ২০% হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত?

সমাধান :

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার $= \frac{\text{বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}{১০০ - \text{বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}} \times ১০০\% = \frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০\% = ২৫\%$।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

সমাধান।

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = $\frac{\text{বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}{\text{১০০ − বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার}}$ × ১০০% = $\frac{২৫}{১০০ − ২৫}$ × ১০০%
= ৩৩.৩৩%।

বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ৩৭.৫০% হলে, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কত হবে?

সমাধান : ক্রয়হার = $\frac{\text{১০০ × বিক্রয়হার}}{\text{১০০ − বিক্রয়হার}}$ = $\frac{১০০ × ৩৭.৫}{১০০ − ৩৭.৫}$ = $\frac{৩,৭৫০}{৬২.৫}$ = ৬০%।

একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য ২,৪০০ টাকা। বিক্রয়মূল্যের উপর ২৫% মুনাফা হয়ে থাকলে ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান : মোট মুনাফা = ২,৪০০ × ২৫% = ৬০০ টাকা

ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য − মোট মুনাফা = ২,৪০০ − ৬০০ = ১,৮০০ টাকা।

অথবা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (ক্রয়মূল্য) = বিক্রয়মূল্য × (১ − বিক্রয়হার) = ২,৪০০ × (১ − ০.২৫) = ২,৪০০ × ০.৭৫ = ১,৮০০ টাকা।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১৬,০০০ টাকা হয় এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০% হলে বিক্রয়মূল্য কত?

সমাধান : মোট মুনাফা = ১৬,০০০ × ২০% = ৩,২০০ টাকা

বিক্রয়মূল্য = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বা ক্রয়মূল্য + মোট মুনাফা = ১৬,০০০ + ৩,২০০ = ১৯,২০০ টাকা

অথবা, বিক্রয়মূল্য = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বা ক্রয়মূল্য × (১ + ক্রয়হার) = ১৬,০০০ × (১ + ০.২০) = ১৬,০০০ × ১.২০ = ১৯,২০০ টাকা।

মুনাফা = (বিক্রয়মূল্য − ক্রয়মূল্য) = (৪,৮৫০ − ৪,২০০) = ৬৫০ টাকা।

একটি পণ্যের ক্রয়মূল্য ৩,০০০ টাকা। বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% হারে মুনাফা করতে চাইলে বিক্রয়মূল্য কত?

সমাধান : যেহেতু ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার দেওয়া আছে সেহেতু মুনাফা/লাভ বের করতে হলে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার বের করতে হবে।

এখন, ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার = $\left(\frac{\text{বিক্রয় হার}}{\text{১০০ − বিক্রয় হার}} × ১০০\right) = \left(\frac{২০}{১০০ − ২০} × ১০০\right)$ = ২৫%

সুতরাং মোট মুনাফা = (৩,০০০ × ২৫%) = ৭৫০ টাকা।

আমরা জানি, বিক্রয়মূল্য হল = (ক্রয়মূল্য + মুনাফা) = (৩,০০০ + ৭৫০) টাকা = ৩,৭৫০ টাকা।

অথবা, বিক্রয়মূল্য = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য}}{\text{১ − বিক্রয়হার}}$ = $\frac{৩,০০০}{১ − ০.২০}$ = $\frac{৩,০০০}{০.৮০}$ = ৩,৭৫০ টাকা।

বিক্রয়মূল্য ৩০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় − মোট মুনাফা

বিক্রয় ও ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার দেওয়া থাকলে মুনাফা নির্ণয়ের সহজ সূত্রটি হল-

বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা হার = $\left(\frac{\text{ক্রয় হার}}{\text{১০০ + ক্রয় হার}} × ১০০\right) = \left(\frac{২৫}{১০০ + ২৫} × ১০০\right)$ = ২০%

সুতরাং মোট মুনাফা = ৩০,০০০ × ২০% = ৬,০০০ টাকা।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৩০,০০০ − ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

অথবা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = $\frac{\text{বিক্রয়মূল্য}}{\text{১ + ক্রয়হার}}$ = $\frac{৩০,০০০}{১ + ০.২৫}$ = $\frac{৩০,০০০}{১.২৫}$ = ২৪,০০০ টাকা।

যদি বিক্রয়ের পরিমাণ মুনাফার ৩৫০% হয় এবং মুনাফার পরিমাণ ৩০০ টাকা, তবে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : এখানে, বিক্রয়মূল্য = (মুনাফা × ৩৫০%) = (৩০০ × ৩.৫০) = ১,০৫০ টাকা

অতএব, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয়মূল্য − মোটমুনাফা) = (১,০৫০ − ৩০০) = ৭৫০ টাকা।

মোট লাভ ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার কত?

সমাধান : ক্রয়হার = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}$ × ১০০% = $\frac{৫,০০০}{৫০,০০০}$ × ১০০% = (০.১০ × ১০০%) = ১০%।

নিট বিক্রয় ও মোট লাভের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার কত?

সমাধান : বিক্রয়হার = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}}$ × ১০০% = $\frac{৪,০০০}{৮,০০০}$ × ১০০% = (০.৫০ × ১০০%) = ৫০%।

নিট বিক্রয় ও মোট লাভের পরিমাণ যথাক্রমে ১,০৫,০০০ টাকা ও ৪৫,০০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার কত?

সমাধান : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (নিট বিক্রয় − মোট লাভ) = (১,০৫,০০০ − ৪৫,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

সুতরাং, ক্রয়হার = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{বিক্রীত পণের ব্যয়}}$ × ১০০% = $\frac{৪৫,০০০}{৬০,০০০}$ × ১০০% = (০.৭৫ × ১০০%) = ৭৫%।

CamScanner

14. মোট লাভ ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,০০০ ও ২৫,০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্যের উপর লাভের হার কত?

সমাধান : নিট বিক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট লাভ) = (২৫,০০০ + ১৫,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

সুতরাং বিক্রয়হার = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০\% = \frac{১৫,০০০}{৪০,০০০} \times ১০০\% = (০.৩৭৫ \times ১০০\%) = ৩৭.৫০\%$।

15. বিক্রয় ৫,০০০ টাকা, পণ্য ক্রয় ৪,৪০০ টাকা, আন্তঃপরিবহণ ব্যয় ৬০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ৫০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ১,৫০০ টাকা। ক্রয়ের উপর মুনাফার হার কত হবে?

সমাধান : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + পণ্য ক্রয় + আন্তঃপরিবহণ ব্যয়) – সমাপনী মজুদ = (৫০০ + ৪,৪০০ + ৬০০) – ১,৫০০ = ৪,০০০ টাকা।

মোট লাভ = (বিক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (৫,০০০ – ৪,০০০) = ১,০০০ টাকা।

সুতরাং ক্রয়হার = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}} \times ১০০\% = \frac{১,০০০}{৪,০০০} \times ১০০\% = (০.২৫ \times ১০০\%) = ২৫\%$।

16. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ ৪,৮৩০ টাকা হয় এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ১৫% হয় তবে মুনাফার পরিমাণ কত?

সমাধান : বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা হার = $\left(\frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০\right)$

$= \left(\frac{১৫}{১০০ + ১৫} \times ১০০\right) = ১৩.০৪\%$

সুতরাং মোট মুনাফা = ৪,৮৩০ × ১৩.০৪% = ৬৩০ টাকা।

অথবা, ক্রয়মূল্য = $\frac{\text{বিক্রয়মূল্য}}{১ + \text{ক্রয়হার}} = \frac{৪,৮৩০}{১ + ০.১৫} = \frac{৪,৮৩০}{১.১৫} = ৪,২০০$ টাকা।

সুতরাং মুনাফা = (বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য) = (৪,৮৩০ – ৪,২০০) = ৬৩০ টাকা।

17. প্রারম্ভিক মজুদ, সমাপনী মজুদ এবং ক্রীত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ১৮,০০০ টাকা; ১২,০০০ টাকা এবং ৯৬,০০০ টাকা হলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (১৮,০০০ + ৯৬,০০০) = ১,১৪,০০০ টাকা।

18. প্রারম্ভিক মজুদ, সমাপনী মজুদ এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ৫৪,০০০ টাকা, ৩৬,০০০ টাকা এবং ২,৮৮,০০০ টাকা হলে মজুদযোগ্য পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : মজুদযোগ্য পণ্যের ব্যয় = (সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (৩৬,০০০ + ২,৮৮,০০০) = ৩,২৪,০০০ টাকা।

19. প্রারম্ভিক মজুদ ৬০০ টাকা; সমাপনী মজুদ ৯০০ টাকা ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৪,২০০ টাকা হলে ক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : ক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য

= (সমাপনী মজুদ + বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) – প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য = (৯০০ + ৪,২০০) – ৬০০ = ৫,১০০ – ৬০০ = ৪,৫০০ টাকা।

20. পণ্য বিক্রয় ৮,০০,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৮০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ পণ্য ৬৫,০০০ টাকা; পণ্য ক্রয় ২,০০,০০০ টাকা; আন্তঃপরিবহন ৩০,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ২০,০০০ এবং ক্রয় বাট্টা ৫,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা + আন্তঃপরিবহন) – সমাপনী মজুদ

= (৮০,০০০ + ২,০০,০০০ – ২০,০০০ – ৫,০০০ + ৩০,০০০) – ৬৫,০০০ টাকা।

= (২,৮৫,০০০ – ৬৫,০০০) = ২,২০,০০০ টাকা।

21. বিক্রীত দ্রব্যের ব্যয় ২৭,৫০০ টাকা; বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা; প্রারম্ভিক মজুদ ৫,০০০ টাকা; ক্রয় ৩৫,০০০ টাকা; আন্ত ঃ পরিবহন ২,৫০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৩,৫০০ টাকা এবং ক্রয় বাট্টা ১,৫০০ টাকা হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ কত?

সমাধান : সমাপনী মজুদ = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৩৭,৫০০ – ২৭,৫০০) = ১০,০০০ টাকা।

বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা + আন্ত ঃ পরিবহন) টাকা।

= (৫,০০০ + ৩৫,০০০ – ৩,৫০০ – ১,৫০০ + ২,৫০০) = ৩৭,৫০০ টাকা।

22. যদি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ৪০,০০০ টাকা, পণ্য ক্রয় ৪,২০,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ২০,০০০ টাকা, ক্রয় বাট্টা ৫,০০০ টাকা, পণ্য আনয়নের জন্য জাহাজ ভাড়া প্রদান ১৮,০০০ টাকা, পণ্য আমদানি বাবদ শুল্ক প্রদান ১২,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুদ পণ্য ১,৭৫,০০০ টাকা হয়, তবে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

সমাধান : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুদ = (৪,৬৫,০০০ – ১,৭৫,০০০) = ২,৯০,০০০ টাকা।

বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + পণ্য ক্রয় – ক্রয় ফেরত – ক্রয় বাট্টা + জাহাজ ভাড়া + আমদানি শুল্ক) টাকা।

= (৪০,০০০ + ৪,২০,০০০ – ২০,০০০ – ৫,০০০ + ১৮,০০০ + ১২,০০০) = ৪,৬৫,০০০ টাকা।

23. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ১২,০০০ টাকা, পণ্য ক্রয় ১,৬৪,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৫,০০০ টাকা, আন্তঃ পরিবহণ ৪,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর ৬০% মুনাফায় বিক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা। সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + পণ্য ক্রয় – ক্রয় ফেরত + আন্ত ঃ পরিবহন

= (১২,০০০ + ১,৬৪,০০০ – ৫,০০০ + ৪,০০০) = ১,৭৫,০০০ টাকা।

বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা হার = $\left(\frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০\right)$

$= \left(\frac{৬০}{১০০ + ৬০} \times ১০০\right) = ৩৭.৫\%$

সুতরাং মোট মুনাফা = ১,৬০,০০০ × ৩৭.৫% = ৬০,০০০ টাকা। ∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (১,৬০,০০০ – ৬০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

সমাপনী মজুদ পণ্য = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (১,৭৫,০০০ – ১,০০,০০০) = ৭৫,০০০ টাকা।

CamScanner

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় ১,৮০,০০০ টাকা। যদি মোট মুনাফার হার ২০% হয়, তবে সমাপনী মজুদের পরিমাণ কত?

সমাধান: বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়মূল্য × (১ – বিক্রয়হার বা মোট মুনাফার হার)

= ২,০০,০০০ × (১ – ০.২০) = ২,০০,০০০ × ০.৮০ = ১,৬০,০০০ টাকা।

সমাপনী মজুদ পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (১,৮০,০০০ – ১,৬০,০০০) = ২০,০০০ টাকা।

প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ১৮,০০০ টাকা; ক্রয় ৪৭,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৩,০০০ টাকা; অর্ন্তমুখী পরিবহন ৬,০০০ টাকা এবং বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য কত?

সমাধান: বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রয় – ক্রয় ফেরত + অর্ন্তমুখী পরিবহন = (১৮,০০০ + ৪৭,০০০ – ৩,০০০ + ৬,০০০) = ৬৮,০০০ টাকা।

বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা হার = $\left(\frac{\text{ক্রয় হার}}{১০০ + \text{ক্রয় হার}} \times ১০০\right)$

$= \left(\frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০\right) = ২০\%$

অতএব মোট মুনাফা = ৬০,০০০ × ২০% = ১২,০০০ টাকা। ∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ৬০,০০০ – ১২,০০০ = ৪৮,০০০ টাকা।

সমাপনী মজুদ পণ্য = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (৬৮,০০০ – ৪৮,০০০) = ২০,০০০ টাকা।

নিম্নলিখিত তথ্যাদি হতে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর:

প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ১০,০০০ টাকা, ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা, ক্রয়ফেরত ২৫,০০০ টাকা, আন্তঃপরিবহন ১৫,০০০ টাকা, সমাপনী মজুত পণ্য ১,০০,০০০ টাকা। বিক্রয়মূল্যের উপর মোট মুনাফা হার ২০%।

সমাধান: দেওয়া আছে, বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২০%।

সুতরাং বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফা হার = $\frac{২০ \times ১০০}{৮০} = ২৫\%$

এখানে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – ফেরত + আন্তঃপরিবহন – সমাপনী মজুত)

= (১০,০০০ + ৫,০০,০০০ – ২৫,০০০ + ১৫,০০০ – ১,০০,০০০) টাকা = ৪,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং মোট মুনাফা = (৪,০০,০০০×২৫%) = ১,০০,০০০ টাকা।

আমরা জানি, বিক্রয় = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট মুনাফা) = (৪,০০,০০০ + ১,০০,০০০) টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা।

একটি কোম্পানির নিট আয় ২৪,০০০ টাকা, নিট বিক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা, এবং গড় সম্পত্তি ৬,০০,০০০ টাকা। তবে সেই কোম্পানির প্রান্তিক মুনাফার হার কত হবে?

সমাধান: বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার/প্রান্তিক মুনাফার হার নির্ণয়ের সূত্রটি হল-

বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার/ প্রান্তিক মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট আয়}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০\%$

$= \frac{২৪,০০০}{৪,০০,০০০} \times ১০০\% = ০.০৬ \times ১০০\% = ৬\%$।

প্রান্তিক বা বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার নির্ণয়ে গড় সম্পত্তি/সম্পত্তি কোন প্রভাব ফেলবে না।

Cisco কোম্পানির বিক্রয় টা. ১,৫০,০০০ এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ক্রয়মূল্য টা. ১,৩৫,০০০। যদি মোট মুনাফার হার ৩০%, তবে সমাপ্তি মজুত পণ্যের পরিমাণ কত?

সমাধান: দেওয়া আছে, বিক্রয়, ১,৫০,০০০ টাকা ও মোট মুনাফার হার ৩০%

সুতরাং, মোট মুনাফা = (১,৫০,০০০ × ৩০%) = ৪৫,০০০ টাকা। বিক্রীতপণ্যের ব্যয় = (১,৫০,০০০ – ৪৫,০০০) = ১,০৫,০০০ টাকা।

প্রশ্নে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ = (বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মূল্য – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (১,৩৫,০০০ – ১,০৫,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

প্রারম্ভিক মজুত ৬০,০০০ টাকা, ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় ৩৮০,০০০ টাকা, বিক্রয় ৫০০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত পণ্য ৫০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার কত?

সমাধান: এখানে মুনাফা = (বিক্রয় + সমাপনী মজুত) – (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় ব্যয়)

= (৫,০০,০০০ + ৫০,০০০) – (৬০,০০০ + ৩,৮০,০০০) = (৫,৫০,০০০ – ৪,৪০,০০০) টাকা = ১,১০,০০০ টাকা।

∴ বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$

$= \frac{১,১০,০০০}{৫,০০,০০০} \times ১০০ = ২২\%$।

নিম্নলিখিত তথ্য হতে Reckitt Benckiser এর সমাপনী মজুতের পরিমাণ নির্ণয় কর। প্রারম্ভিক মজুত ২,০০,০০০ টাকা, ক্রয় ১,০৬,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৪,০০০ টাকা, বিক্রয় ২,৫০,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার হলো শতকরা ২৫ ভাগ।

সমাধান: ক্রয়মূল্যের ওপর লাভের হার ২৫% হলে

∴ বিক্রয়ের ওপর লাভের হার = $\left(\frac{২৫}{১০০ + ২৫} \times ১০০\right) = ২০\%$

∴ লাভ = (২,৫০,০০০ × ২০%) = ৫০,০০০ টাকা

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রয় – লাভ) = (২,৫০,০০০ – ৫০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

নিট ক্রয় = (ক্রয় – ক্রয় ফেরত) = (১,০৬,০০০ – ৪,০০০) = ১,০২,০০০ টাকা।

সমাপনী মজুত পণ্য = (প্রা.মজুত + নিট ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়)

= (২,০০,০০০ + ১,০২,০০০ – ২,০০,০০০) = ১,০২,০০০ টাকা।

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

আয়কর ও কমিশন সংক্রান্ত সমস্যা

31. একটি কার্মের নিট মুনাফা ১৮,৭৫০ টাকা এবং করের হার ৩৭.৫% হলে কর-পূর্ব মুনাফা কত?

সমাধান : কর-পূর্ব মুনাফা $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}} = \frac{১৮,৭৫০}{১ - ০.৩৭৫} = \frac{১৮,৭৫০}{০.৬২৫} = ৩০,০০০$ টাকা।

32. Envoy Textile Ltd. এর করহার ১০%। ২০১৯ সালে ১০% হারে কর প্রদানের পর নিট মুনাফার পরিমাণ ৫৪,০০০ টাকা হয়, Envoy Textile Ltd. এর করের পরিমাণ কত?

সমাধান : কর-পূর্ব মুনাফা $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}} = \frac{৫৪,০০০}{১ - ০.১০} = \frac{৫৪,০০০}{০.৯০} = ৬০,০০০$ টাকা।

সুতরাং প্রদেয় কর = (কর-পূর্ব মুনাফা − নিট মুনাফা/কর পরবর্তী মুনাফা) = (৬০,০০০ − ৫৪,০০০) = ৬,০০০ টাকা।

33. ৩০% কর হারের ক্ষেত্রে একটি ফার্মের করের পরিমাণ হয় ৩,০০,০০০ টাকা। উক্ত ফার্মের নিট আয় কত?

সমাধান : আমরা জানি যে, প্রদেয় কর = কর-পূর্ব মুনাফা × কর হার

$\Rightarrow$ কর-পূর্ব মুনাফা $= \frac{\text{প্রদেয় কর}}{\text{কর হার}} \Rightarrow$ কর-পূর্ব মুনাফা $= \frac{৩,০০,০০০}{০.৩০} = ১০,০০,০০০$ টাকা।

নিট আয় বা কর পরবর্তী মুনাফা = (কর-পূর্ব মুনাফা − প্রদেয় কর) = (১০,০০,০০০ − ৩,০০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

34. একটি কোম্পানির কর-পূর্ব এবং কর-পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ এবং ১,৭৫,০০০ টাকা হলে, ঐ কোম্পানিটির করহার কত?

সমাধান : প্রদেয় কর = (কর-পূর্ব মুনাফা − কর পরবর্তী মুনাফা) = (২,০০,০০০ − ১,৭৫,০০০) = ২৫,০০০ টাকা।

সুতরাং করহার $= \frac{\text{প্রদেয় কর}}{\text{কর-পূর্ব মুনাফা}} \times ১০০\% = \frac{২৫,০০০}{২,০০,০০০} \times ১০০\% = ০.১২৫ \times ১০০\% = ১২.৫\%$ টাকা।

35. কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর অংশীদার Y এর জন্য নির্ধারিত ১০% কমিশন বাবদ সে ১০,০০০ টাকা পেল। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অংশীদার X,Y এবং Z এর মুনাফা বণ্টনের হার ২ : ১ : ২। অংশীদারি কারবারের লাভের অংশ বাবদ Y কত টাকা পাবে?

সমাধান : আমরা জানি যে, কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর কমিশন = কমিশন পূর্ব নিট লাভ $\times \frac{\text{কমিশন হার}}{১০০ + \text{কমিশন হার}}$

প্রশ্নমতে, নিট লাভ $\times \frac{১০}{১০০ + ১০} = ১০,০০০$

বা, নিট লাভ $\times \frac{১০}{১১০} = ১০,০০০$

বা, নিট লাভ $= ১০,০০০ \times \frac{১১০}{১০}$

$\therefore$ নিট লাভ = ১,১০,০০০ টাকা।

বণ্টনযোগ্য মুনাফা = (কমিশন পূর্ব নিট লাভ − অংশীদারের কমিশন) = (১,১০,০০০ − ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা

সুতরাং অংশীদারি কারবারের লাভের অংশ বাবদ Y পাবে $= \left(১,০০,০০০ \times \frac{১}{৫}\right) = ২০,০০০$ টাকা।

36. ব্যবস্থাপকের কমিশন চার্জ করার পরবর্তী নিট লাভের ৫% কমিশন প্রদান করতে হবে। কমিশন পূর্ব নিট লাভ ৪০,০০০ টাকা হলে, ব্যবস্থাপকের কমিশন কত?

সমাধান : কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর কমিশন = নিট লাভ $\times \frac{\text{কমিশন হার}}{১০০ + \text{কমিশন হার}}$

$= ৪০,০০০ \times \frac{৫}{১০০ + ৫} = \left(৪০,০০০ \times \frac{৫}{১০৫}\right) = ১,৯০৫$ টাকা।

37. কোম্পানির ব্যবস্থাপক কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফার উপর ৪% কমিশন পেয়ে থাকেন। কমিশন পরবর্তী নিট মুনাফা ৯৬,০০০ টাকা হলে, ব্যবস্থাপকের কমিশন হবে কত টাকা?

সমাধান : কমিশন পূর্ব মুনাফা $= \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১০০ - \text{কমিশন হার}} = \frac{৯৬,০০০}{১ - ০.০৪} = \frac{৯৬,০০০}{০.৯৬} = ১,০০,০০০$ টাকা।

কমিশন = (কমিশন পূর্ব মুনাফা × কমিশন হার) = (১,০০,০০০ × ৪%) = ৪,০০০ টাকা।

38. ২০২০ এর- নিট মুনাফা ২,৮০,০০০ টাকা এবং কর হার ৩০% হলে, করপূর্ব মুনাফা কত? করের পরিমাণ কত?

সমাধান : আমর জানি, করপূর্ব মুনাফা = করপরবর্তী মুনাফা $\times \frac{১০০}{১০০ - \text{কর হার}} = ২,৮০,০০০ \times \frac{১০০}{১০০ - ৩০} = ৪,০০,০০০$ টাকা।

$\therefore$ করের পরিমাণ = করপরবর্তী মুনাফা $\times \frac{\text{কর হার}}{১০০ - \text{কর হার}} = ২,৮০,০০০ \times \frac{৩০}{১০০ - ৩০} = ১,২০,০০০$ টাকা।

39. ২০২০ সালের করপূর্ব মুনাফা ৮০,০০০ টাকা এবং করের পরিমাণ ৪৫% হলে, করের পরিমাণ কত? করপরবর্তী মুনাফা কত?

সমাধান : আমরা জানি, করের পরিমাণ = করপূর্ব মুনাফা × কর হার = ৮০,০০০ × ৪৫% = ৩৬,০০০ টাকা।

করপরবর্তী মুনাফা = (করপূর্ব মুনাফা − কর) = (৮০,০০০ − ৩৬,০০০) = ৪৪,০০০ টাকা।

CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

01 SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 MCQ

01. প্রদত্ত তথ্য হতে বর্ষ শেষে মজুদের পরিমাণ নির্ণয় কর : প্রারম্ভিক মজুদ ৩,২০,০০০ টাকা; সারা বছরে পণ্য ক্রয় ১,৭২,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৮,০০০ টাকা; বিক্রয় ২,৮০,০০০ টাকা এবং পণ্য বিক্রয় বাবদ অর্জিত মোট মুনাফা ৫৬,০০০ টাকা।
Ⓐ ২,৭৪,০০০ Ⓑ ২,৬০,০০০ Ⓒ ২,২৪,০০ Ⓓ ২,০৪,০০০

02. একটি কোম্পানিতে হিসাবের নিম্নোক্ত জের সমূহ রয়েছে : বিক্রয় ১০,০০,০০০ টাকা; বিক্রয় ফেরত ও অনুমতি ১,৮০,০০০ টাকা; বিক্রয় বাট্টা ২০,০০০ টাকা; এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৬,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির মোট মুনাফার হার কত?
Ⓐ ৫০% Ⓑ ২৫% Ⓒ ৬০% Ⓓ ৭৫%

03. Exxon Mobil কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ হলো : প্রারম্ভিক মজুদ ১২,০০০ টাকা; ক্রয় ৪২,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা; এবং মোট মুনাফা ১৫,০০০ টাকা। সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ :
Ⓐ ৫৪,০০০ টাকা Ⓑ ৭৭,০০০ টাকা Ⓒ ১৯,০০০ টাকা Ⓓ ৩৫,০০০ টাকা

04. Nestle কোম্পানির চলতি বছরের তথ্যসমূহ হলো : প্রারম্ভিক মজুদ ২০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ ২৮,০০০ টাকা; পণ্যদ্রব্য ক্রয় ১,৬৬,০০০ টাকা; ক্রয় ফেরত ৪,৮০০ টাকা; বহিঃপরিবহন ৬,০০০ টাকা। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ হলো :
Ⓐ ১,৫৯,২০০ Ⓑ ১,৬৯,২০০ Ⓒ ১,৬২,৮০০ Ⓓ ১,৫৩,২০০

05. নিট বিক্রয় ৮,০০,০০০ টাকা; মোট লাভ ৫,৭০,০০০ টাকা এবং নিট লাভ ২,০০,০০০ টাকা হলে, পরিচালন খরচ কত?
Ⓐ ২,৩০,০০০ Ⓑ ৬,০০,০০০ Ⓒ ৩,৭০,০০০ Ⓓ ৫,৭০,০০০

06. যদি ক্রয়মূল্য ৯০ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা হয়, তবে নিম্নের কোনটি সঠিক?
১. মার্ক-আপ ২৫% ২. মার্জিন ৩৩.৩৩% ৩. মার্জিন ২৫% ৪. মার্ক-আপ ৩৩.৩৩%
Ⓐ ১ এবং ২ Ⓑ ১ এবং ৩ Ⓒ ৩ এবং ৪ Ⓓ ২ এবং ৪

07. Reliance কোম্পানির হাতে শেষ মজুদ পণ্য ৪,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে। এর ফলে বর্তমান বছরের বিক্রীত পণ্যের ব্যয় এবং নিট আয় প্রভাবিত হবে, যথাক্রমে :
Ⓐ কম, বেশি Ⓑ বেশি, কম Ⓒ বেশি, বেশি Ⓓ কম, কম

08. যদি প্রারম্ভিক মজুদ, সমাপনী এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় যথাক্রমে ২,০০০ টাকা; ১০,০০০ টাকা এবং ১৪,০০০ টাকা হয়, তাহলে ক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?
Ⓐ ২৪,০০০ Ⓑ ১২,০০০ Ⓒ ২,০০০ Ⓓ ২২,০০০

09. প্রতিটি পণ্যের ক্রয় মূল্য ৮০,০০০ টাকা। কোম্পানি যদি বিক্রয় মূল্যের উপর ২০% মুনাফা আশা করে তবে প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য কত হবে?
Ⓐ ৯৬,০০০ টাকা Ⓑ ৯৩,৩৩৫ টাকা
Ⓒ ২০,০০০ টাকা Ⓓ ১,০০,০০০ টাকা

10. Factoring' শব্দটি নিচের কোনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
Ⓐ প্রাপ্য হিসাব Ⓑ মজুত পণ্য Ⓒ ব্যাংক তহবিল Ⓓ সাধারণ সঞ্চিতি

11. XYZ কোম্পানির মোট মুনাফা ছিল ১০০ মিলিয়ন টাকা। করহার ৪০%। যদি তারা ২৪ মিলিয়ন টাকা কর পরিশোধ করে থাকে তবে তাদের পরিচালন ব্যয় কত ছিল?
Ⓐ 36 মিলিয়ন টাকা Ⓑ 40 মিলিয়ন টাকা
Ⓒ 60 মিলিয়ন টাকা Ⓓ 50 মিলিয়ন টাকা

12. একটি প্রতিষ্ঠানের একটি হিসাবকালে নীট বিক্রয় ৬,৪০,০০০ টাকা; মোট লাভের হার ৩৫%; নীট লাভের হার ২০%; প্রতিষ্ঠানটির ঐ হিসাবকালের পরিচালন খরচ কত?
Ⓐ ২,৫৬,০০০ টাকা Ⓑ ২,১৬,০০০ টাকা
Ⓒ ৬৪,০০০ টাকা Ⓓ ৯৬,০০০ টাকা

OMR

01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer

12.D	11.B	10.A	09.D	08. D	07. B
06. C	05.C	04. D	03.C	02.B	01.B

Part-2 Written

01. মুদ্রাস্ফীতির কালে কোন ব্যয় প্রবাহ (মূল্য প্রবাহ) পদ্ধতি (Cash flow method) সর্বনিম্ন আয়কর সৃষ্টি করবে?
02. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold) কাকে বলে?
03. প্রারম্ভিক মজুত পণ্যের পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য ৩,৫০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত পণ্যের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা হলে ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় কত?
04. Marico Bangladesh কোম্পানি ক্রয় ৩০,০০০ টাকা, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৩৬,০০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত ৬,০০০ টাকা হলে প্রারম্ভিক মজুত কত?
05. নিট মুনাফা ৩০,০০০ টাকা। করের হার ৪০% হলে করপূর্ব মুনাফা কত?
06. করপূর্ব আয়ের উপর ২০% হারে কর প্রদান করা হয়। কর প্রদানের পর নি মুনাফা ৮০০০ টাকা হলে করের পরিমাণ কত?
07. Axiom কোম্পানি এর আর্থিক বছর নভেম্বর ৩০, ২০১৫ এ রেওয়ামিলের অবস্থা ছি নিম্নরূপ : আমদানি শুল্ক ৫,০৬০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ৪৪,৩৬০ টাকা, ক্র ৬,৩০,০০০ টাকা, ক্রয় বাট্টা ৭,০০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৩,০০০ টাকা, বিক্র ৯,১০,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ২০,০০০ টাকা, সমাপনি মজুদ ৩৬,২০০ টাক বছর শেষে মোট মুনাফা নির্ণয় কর।

ANSWER

01. শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতি
02. যতটুকু পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে ততটুকু পণ্যের অর্জনমূল্যকে বিক্রীত পণ্যে ব্যয় বলে। অর্থাৎ বিক্রীত পণ্য ক্রয় করতে মোট যত টাকা ব্যয় হয়েছে তা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold) বলা হয়।
03. আমরা জানি, ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয়
= বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য + সমাপনী মজুত পন্য − প্রারম্ভিক মজুত পণ্য
= (৩,৫০,০০০ + ৪০,০০০ − ৭০,০০০) = ৩,২০,০০০ টাকা।
04. প্রারম্ভিক মজুত = (বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুত − ক্রয়)
= (৩৬,০০০ + ৬,০০০ − ৩০,০০০) = ১২,০০০ টাকা।
05. $\text{কর-পূর্ব মুনাফা} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{১ - \text{করহার}} = \frac{৩০,০০০}{১ - ০.৪০} = \frac{৩০,০০০}{০.৬০} = ৫০,০০০$ টাকা।
06. করপূর্ব আয়ের উপর কর হার এবং কর পরবর্তী মুনাফা দেয়া থাকলে ক নির্ণয়ের সহজ সূত্রটি হলো−

$$\text{কর} = \text{মুনাফা} \times \frac{\text{কর হার}}{১০০ - \text{কর হার}} = ৮,০০০ \times \frac{২০}{১০০ - ২০}$$

$$= ৮,০০০ \times ০.২৫ = ২,০০০ \text{ টাকা।}$$

07. সমাধান :

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়			৯,১০,০০০
বাদ: বিক্রয় ফেরত			২০,০০০
নিট বিক্রয়			৮,৯০,০০০
বাদঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়:			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৪৪,৩৬০	
যোগ : ক্রীত পণ্যের ব্যয়			
ক্রয়	৬,৩০,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	৩,০০০		
ক্রয় বাট্টা	৭,০০০		
নিট ক্রয়	৬,২০,০০০		
আমদানি শুল্ক	৫,০৬০		
ক্রীত পণ্যের ব্যয়		৬,২৫,০৬০	
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়		৬,৬৯,৪২০	
বাদঃ সমাপনী মজুদ পণ্য		৩৬,২০০	৬,৩৩,২২০
মোট মুনাফা/মোট লাভ			২,৫৬,৭৮০

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ৯

ব্যয় ও ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ
[Cost & Its Classification]

Chapter Outlook Map

Type-1 : ব্যয় ও খরচের মৌলিক ধারণা

Type-2 : ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

Type-3: লিখিত প্রশ্নোত্তর
- Step-1 : এক কথায় প্রশ্নোত্তর
- Step-2 : গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর
- Step-3 : বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

Type-4: গাণিতিক সমস্যাবলি
- Step-1 : প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি
- Step-2 : গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান
- Step-3 : সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

Self Test (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

প্রতিটি Type-এ যা যা থাকছে
- Step-1 : Basic Information
- Step-2 : At a Glance : Most Important Information
- Step-3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর
- Step-4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর
- Step-5: NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

JOYKOLY অধ্যায়টির কোন টপিককে গুরুত্ব দিবো ???

	অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
টপিকসমূহ	■ ব্যয় ও খরচের মৌলিক ধারণা ■ ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (পরিবর্তনশীল ব্যয়, স্থায়ী ব্যয়, মিশ্র ব্যয়, সুযোগ ব্যয়, নিমজ্জিত ব্যয়)	■ পণ্য ব্যয়, প্রাসঙ্গিক ব্যয়	■ কালীন ব্যয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়	

Type 1 ব্যয় ও খরচের মৌলিক ধারণা

Step 1 BASIC INFORMATION

ব্যয়ের সংজ্ঞা (Definition of Cost) :

সাধারণত ব্যয় বলতে কোনো বস্তু বা সেবা সংগ্রহের বিনিময়ে নগদ অর্থ বা তার সমতুল্য কিছু দেয়াকে বুঝায়। এ বস্তু বা সেবা হতে প্রাপ্তব্য সুবিধা বর্তমান বা ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে। এ সুবিধা লাভ অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা হয়। ব্যয়ের সাথে সম্পদ প্রাপ্তির সম্পর্ক থাকে। যেমন: যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয়, দালান নির্মাণে ব্যয়, পণ্য উৎপাদনের ব্যয় ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যয়ের বিপরীতে সম্পদরূপে যন্ত্রপাতি, দালান এবং পণ্য প্রাপ্তি ঘটে।

অন্যভাবে, কোনো পণ্য বা সেবা বা কোনো সম্পদ অর্জনের জন্য নগদ টাকা প্রদান বা ঐ প্রকার দায় স্বীকার অথবা ঐ মূল্যের কোনো সেবা বা অন্য কোনো সম্পত্তি প্রদান করাই হলো ব্যয় (Cost)। ব্যয় অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে (যেমন : পণ্য বা সেবা উৎপাদন)। ব্যয় অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে প্রদেয় হতে পারে। ব্যয় সবসময় অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

- ব্যয় = অতিবাহিত খরচ + অনতিবাহিত খরচ (Cost = Expired cost + Unexpired cost)।
- অতিবাহিত খরচ = খরচ + ক্ষতি (Expired cost = Expense + Loss)
- ব্যয় = খরচ + ক্ষতি + সম্পত্তি (Cost = Expense + Loss + Assets)।

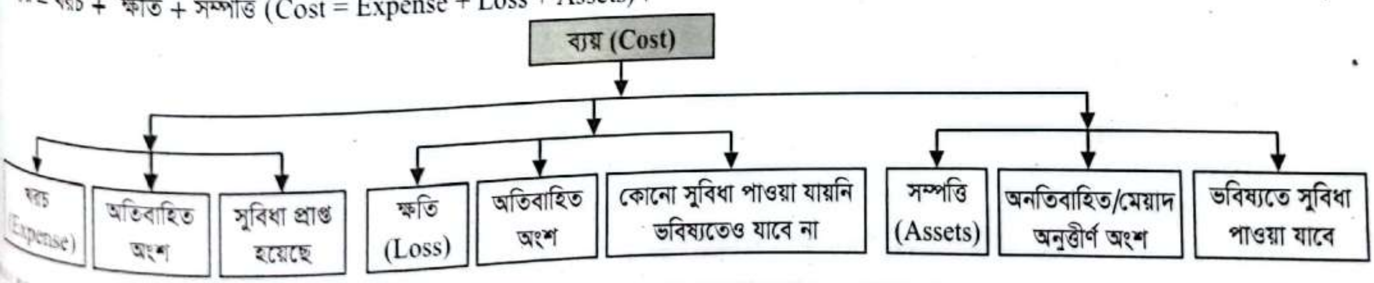

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যয় এবং খরচ কি একই অর্থবোধক (Do cost & expense mean the same meaning?) :

ব্যয় (Cost) : প্রাথমিকভাবে কোনো কিছু অর্জন করার জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয় তাকে ব্যয় (Cost) বলে। সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য ত্যাগকৃত মূল্য ব্যয় হিসেবে গণ্য। যেমন : ১,০০,০০০ টাকার মূল্যের একটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে, এখানে অফিস সরঞ্জামের ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা।

খরচ (Expense) : ব্যয় (Cost) এর যতটুকু অংশ একটি নির্দিষ্ট বছরে ব্যবহৃত হবে বা নিঃশেষিত হবে তাকে খরচ (Expense) বলে। অর্থাৎ এক হিসাবকালে অর্জিত আয়ের বিপরীতে যতটুকু চার্জ করা হয় তাকে খরচ (expense) বলে। যেমন : একটি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। প্রথম বছর শেষে সম্পত্তিটির ১০,০০০ (৫০,০০০ ÷ ৫) অংশ ব্যবহৃত (অবচয়) হবে যা খরচ (Expense) হিসেবে পরিগণিত হবে।

ব্যয়, খরচ বনাম সম্পত্তি (Cost, Expense and Assets) : কোনো কিছু অর্জন করতে হলে যা ত্যাগ করতে হয় তা হলো ব্যয়। ব্যয়ের বিনিময়ে একটি প্রতিষ্ঠান যে সুবিধা পাওয়ার কথা তা যদি ইতোমধ্যে পেয়ে থাকে তবে তাকে খরচ বলে হবে। পক্ষান্তরে, ব্যয় এর বিনিময় একটি প্রতিষ্ঠান যে সুবিধা পাওয়ার কথা, তা যদি এখানো না পেয়ে থাকে তবে তা সম্পত্তি। অর্থাৎ সংক্ষেপে, ব্যয়ের ব্যবহৃত অংশ হলো খরচ এবং ব্যয়ের অব্যবহৃত অংশ হলো সম্পত্তি।

Step 2 : At a Glance : Most Important Information

- কোনো কিছু অর্জন করার জন্য ত্যাগকৃত মূল্যকে- **ব্যয় বলা হয়।**
- কোনো পণ্য বা সেবা অর্জনের জন্য যে মূল্য প্রদান করা হয় বা ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তাকে বলে- **ব্যয়।**
- আর্থিক ত্যাগের অতিবাহিত ও অনতিবাহিত অংশকে- **ব্যয় বলে।**
- সাধারণত ভবিষ্যৎ কোনো সুবিধা লাভের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তা হলো- **ব্যয়।**
- ব্যয়ের অতিবাহিত বা ভোগকৃত অংশকে- **খরচ বলে।**
- আর্থিক ত্যাগের মেয়াদোত্তীর্ণ বা ভোগকৃত অংশ হলো- **খরচ।**
- মুনাফা জাতীয় বা রাজস্ব জাতীয় ত্যাগ স্বীকারকে বলে- **খরচ।**
- Cost (মূল্য) এর অব্যবহৃত অংশকেই- **সম্পত্তি বলে।**
- আর্থিক ত্যাগের অতিবাহিত অংশ অথচ যার থেকে সুবিধা পাওয়া যায় না, তাকে- **ক্ষতি বলে।**
- ব্যয় তত্ত্বের সমীকরণ হলো- **ব্যয় = সম্পত্তি + ক্ষতি + খরচ।**

Step 3 : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

GST গুচ্ছ ও GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. ব্যয়ের যে অংশের সুবিধা ভবিষ্যতে ভোগ করা হবে সে অংশকে কী বলা হয়? [BRUR : 15-16]
Ⓐ খরচ Ⓑ যন্ত্রপাতি Ⓒ অবচয় Ⓓ মেরামত

Ⓑ Solve ব্যয়ের যে অংশ অতিবাহিত হয় তাকে খরচ, যে অংশ ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যাবে তাকে সম্পত্তি ও যে অংশ ব্যবহার করা যাবে না তাকে ক্ষতি বলে।

02. ব্যয়ের অতিবাহিত অংশকে বলে- [JKKNIU : 15-16]
Ⓐ আয় Ⓑ সম্পদ Ⓒ খরচ Ⓓ দায় Ans Ⓒ

Step 4 : সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ব্যয়ের অতিবাহিত অংশকে কী বলে? [JES-19]
Ⓐ সম্পদ Ⓑ খরচ Ⓒ ক্ষতি Ⓓ অবচয় Ans Ⓑ

02. অনিঃশেষিত ব্যয় কী? [DHA-16]
Ⓐ সম্পদ Ⓑ ব্যয় Ⓒ দায় Ⓓ মালিকানাস্বত্ব Ans Ⓐ

Step 5 : NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যয় যা আয় অর্জনের জন্য নির্বাহ হয় তাকে কি বলে?
Ⓐ ব্যয় Ⓑ খরচ Ⓒ ক্ষতি Ⓓ বিনিয়োগ Ans Ⓑ

2. যে কোন আর্থিক ত্যাগ যার বিনিময়ে কোন সুবিধা পাওয়া যায় না তাকে কি বলে?
Ⓐ ব্যয় Ⓑ ক্ষতি Ⓒ খরচ Ⓓ আয় Ans Ⓑ

. নিচের কোনটি ক্ষতি?
Ⓐ শ্রমিকদের অলস সময়ের মজুরি Ⓑ অফিস ভাড়া Ⓒ আসবাবপত্র ক্রয় Ⓓ বিক্রয় খরচ Ans Ⓐ

. কোনটির মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জিত হয়?
Ⓐ ব্যয় Ⓑ খরচ Ⓒ ক্ষতি Ⓓ সবগুলো Ans Ⓐ

05. নিচের কোনটি খরচ?
Ⓐ অফিস ভাড়া Ⓑ পণ্য উৎপাদন Ⓒ রাস্তা নির্মাণের ব্যয় Ⓓ যন্ত্রপাতি ক্রয় Ans Ⓐ

06. নিচের কোনটি ব্যয়?
Ⓐ যন্ত্রপাতি ক্রয় Ⓑ অফিস ভাড়া Ⓒ উপযোগ খরচ Ⓓ বিক্রয় ব্যয় Ans Ⓐ

07. ব্যয় বলতে কোনটিকে বুঝায়?
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓑ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বর্তমান ত্যাগ
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বিনিয়োগ
Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বর্তমান ত্যাগ
Ans Ⓑ

08. মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যয়, যা আয় অর্জনের জন্য নির্বাহ হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ খরচ Ⓑ ব্যয় Ⓒ ক্ষতি Ⓓ বিনিয়োগ Ans Ⓐ

CamScanner

Type 2 Step 1

ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

BASIC INFORMATION

ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Cost) :

ব্যয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও যথাযথভাবে উৎপাদন কার্যে ব্যয়ের প্রয়োজন দেখানোর জন্য ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ প্রয়োজন। উৎপাদিত পণ্যের বা সেবার প্রকৃত ব্যয় নিরূপণ করার জন্য ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ সহযোগিতা করে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ধারণা ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নিম্নে ছক আকারে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:

- ব্যয়
  - উপাদানভিত্তিক ব্যয়
    - প্রত্যক্ষ মাল
    - পরোক্ষ মাল
    - প্রত্যক্ষ শ্রম
    - পরোক্ষ শ্রম
    - প্রত্যক্ষ খরচ
    - পরোক্ষ খরচ
  - কার্যভিত্তিক ব্যয়
    - উৎপাদন ব্যয়
    - প্রশাসনিক ব্যয়
    - বিক্রয় ও বন্টন ব্যয়
  - আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়
    - পরিবর্তনশীল ব্যয়
    - আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়
    - স্থায়ী ব্যয়
  - নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ব্যয়
    - নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়
    - অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়
  - প্রতিবেদন তৈরির ভিত্তিতে ব্যয়
    - পণ্য ব্যয়
    - কালীন ব্যয়
  - সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভিত্তিক ব্যয়
    - প্রাসঙ্গিক ব্যয়
    - অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়
    - সুযোগ ব্যয়
    - নিমজ্জিত ব্যয়
    - পার্থক্যমূলক ব্যয়
    - আরোপনীয় ব্যয়
    - নগদ ব্যয়

(১) উপাদানভিত্তিক ব্যয় (Element wise Classification of Cost) :

প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Cost):

যেসব উৎপাদন খরচ উৎপাদন কেন্দ্র বা উৎপাদন ব্যয়ের এককের সাথে সরাসরি জড়িত অথবা বিভিন্ন উৎপাদন ব্যয় একক বা উৎপাদন ব্যয় কেন্দ্রের মধ্যে সরাসরি বিভাজনযোগ্য তাকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে। এ প্রত্যক্ষ ব্যয় তিন প্রকার। যথা :

(i) **প্রত্যক্ষ মাল (Direct Material) :** যে সমস্ত মাল চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ তৈরি পণ্য সৃষ্টিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলা হয়। অর্থাৎ যে সমস্ত কাঁচামাল বলা হয় অর্থাৎ যে সমস্ত কাঁচামালের আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি করা হয় তাই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। **যেমন : আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, ইট তৈরির জন্য কাদামাটি, চিনি শিল্পের জন্য আঁখ, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে চামড়া এগুলো হলো প্রত্যক্ষ মাল।**

(ii) **প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour) :** উৎপাদনের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত শ্রমিকদের মজুরিকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কাঁচামালকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ মজুরি বা শ্রম হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন না করে সেবা প্রদান করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেবা প্রদানে যে সমস্ত শ্রমিক সরাসরি জড়িত তাদের প্রদত্ত মজুরিকে প্রত্যক্ষ শ্রম বা মজুরি বলা হয়। **যেমন: আসবাবপত্র তৈরিতে মিস্ত্রি খরচ, দালান তৈরির জন্য রাজমিস্ত্রির খরচ, বস্ত্র শিল্পে তাঁতির খরচ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ শ্রম।**

(iii) **প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses) :** প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতীত অন্য যে সব খরচ সরাসরি উৎপাদনের জড়িত থাকে তাদেরকে প্রত্যক্ষ খরচ বলাহ য়। **যেমন : বিশেষ ডিজাইন খরচ, উৎপাদনে পরীক্ষামূলক খরচ, বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতি ভাড়া ইত্যাদি প্রত্যক্ষ খরচের উদাহরণ।**

পরোক্ষ ব্যয় বা উপরিব্যয় (Indirect Cost or Overheads):

প্রত্যক্ষ ব্যয় ছাড়া উৎপাদন কার্যে অন্যান্য যেসব ব্যয় রয়েছে তার সমষ্টিকে পরোক্ষ ব্যয় বা উপরিব্যয় বলে। এ পরোক্ষ ব্যয়কে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা

(i) **পরোক্ষ মাল (Indirect Material):** যে সমস্ত কাঁচামাল চূড়ান্ত বা তৈরি পণ্যের অংশ হিসাবে সরাসরি বিহ্নিত করা যায় না তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যবহার আবশ্যক তাকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। অর্থাৎ ব্যয় কেন্দ্র বা ব্যয় এককের মধ্যে এটি বন্টন করা যায় না কিন্তু অন্তর্ভুক্তকরণ করা যায়। যেমন: **আসবাবপত্র তৈরির জন্য পেরেক, চামড়ার জিনিস তৈরির জন্য তারকাটা ও সুতা, মেশিনের জন্য লুব্রিকেটিং তেল** ইত্যাদি পরোক্ষ মালের উদাহরণ।

(ii) **পরোক্ষ শ্রম (Indirect Labour):** উৎপাদনের জন্য যে শ্রম প্রয়োজন হয় তবে কোনো দ্রব্য প্রস্তুত বা রূপান্তরের কাজে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না তাকে পরোক্ষ শ্রম বলে। যেমন: **মাল ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, সময় রক্ষণ, মেরামত কার্যে নিয়োজিত কর্মচারীগণ** সরাসরিভাবে উৎপাদন কাজে জড়িত না থাকলেও তারা উৎপাদন কার্যে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে বলে তাদের কাজকে পরোক্ষ শ্রম বলে। এছাড়াও **সুপারভাইজার, অফিস সহকারীর বেতন** পরোক্ষ শ্রম ।

(iii) **পরোক্ষ খরচ (Indirect Expenses) :** যে সকল খরচ সরাসরিভাবে উৎপাদনের সাথে জড়িত নয় ঐ সকল খরচকে পরোক্ষ খরচ বলা হয়। আবার এভাবেও বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ খরচ ব্যতীত সকল খরচকেই পরোক্ষ খরচ বলা হয়। এ ধরনের খরচকে ব্যয় কেন্দ্র বা ব্যয় এককের মধ্যে বণ্টন করা যায় না কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন : বিমা, অভিকর, ভাড়া, অবচয়, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

(২) কার্যভিত্তিক ব্যয় (Function wise Classification of Cost) :

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনার কাজকে যথাক্রমে উৎপাদন কাজ, প্রশাসনিক কাজ ও বাজারজাতকরণ কাজ এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উক্ত কার্যাবলির ভিত্তিতে ব্যয়কে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

উৎপাদন ব্যয় (Manufacturing Cost) : যেসব ব্যয় উৎপাদন কেন্দ্র বা উৎপাদন ব্যয়ের এককের সাথে সরাসরি জড়িত অথবা বিভিন্ন উৎপাদন ব্যয় একক বা উৎপাদন ব্যয় কেন্দ্রের মধ্যে সরাসরি বিভাজনযোগ্য তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে। উৎপাদন ব্যয়কে আবার তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখানো হয় যথা **(১) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় (২) প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় ও (৩) উৎপাদন উপরিব্যয়।** এখানে কারখানার উপরিব্যয়কে উৎপাদন উপরিব্যয় (Manufacturing Overhead) বলে। অতএব উৎপাদন ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় + প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় + উৎপাদন উপরিব্যয়/ কারখানা উপরিব্যয়

প্রশাসনিক ব্যয় Administrative Cost): কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিস সম্পর্কিত বা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্য পরিচালনা করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে প্রশাসনিক ব্যয় বলা হয়। প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল খরচ হয় তা প্রশাসনিক ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। **যেমন: অফিস কর্মচারীর বেতন, অফিসের ম্যানেজারের বেতন, অফিসের ভাড়া ও বীমা খরচ; অফিসের উপযোগ খরচ; অফিসের আপ্যায়ন ও অন্যান্য সাধারণ খরচ ইত্যাদি।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

(iii) বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয় (Selling and Distribution Cost): উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচকে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ বলা হয়। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় অবস্থান সৃষ্টির জন্য, নতুন বাজার দখল করার জন্য, পুরাতন বাজার বজায় রাখার জন্য যে সকল ব্যয় সংঘটিত হয় তাকে বিক্রয় খরচ বলে। যেমন: বিজ্ঞাপন, নমুনা বিতরণ, বিক্রয় ম্যানেজার ও কর্মীর বেতন, শো-রুম খরচ ইত্যাদি। আবার বিক্রয় পণ্য ক্রেতাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য যে খরচ হয় তাকেও বিক্রয় খরচ বলা হয়। যেমন: দ্রব্য প্রেরণ বিমা, গাড়ি ভাড়া, প্রেরিত গাড়ির মালিকের খরচ বিতরণ খরচের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) আচরণ ভিত্তিক ব্যয় (Behaviour wise Classification of Cost):

উৎপাদনের তারতম্যের কারণে ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তন হয় কিনা তার উপর ভিত্তি করে ব্যয়ের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকে প্রকৃতিভিত্তিক বা আচরণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ বলে। সাধারণত একজন উৎপাদন ব্যয় হিসাবরক্ষক উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয়সমূহকে পূর্ব থেকে অনুমান করে কাজ করে থাকে। কার্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যয়ের ও পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা ও প্রকৃতি সর্বদা একরূপ হয় না। আচরণের ভিত্তিতে ব্যয় তিন প্রকার। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হল:

(i) পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost): উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি-হ্রাসের সাথে সাথে যে-সব ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তন হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। এ ব্যয় উৎপাদন বা কার্যমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। উৎপাদনের মাত্রা বাড়লে এ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর উৎপাদনের মাত্রা কমলে এ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন: প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদনে যদি টাকার কাঁচামাল লাগে তাহলে ১,০০০ একক দ্রব্যের জন্য (১,০০০ × ২) = ২,০০০ টাকার কাঁচামালের প্রয়োজন হবে। তাই এখানে কাঁচামাল হলো পরিবর্তনশীল ব্যয়। উৎপাদনের পরিবর্তনের সাথে সাথে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তন হলেও একক প্রতি ব্যয় স্থির থাকে। এ ব্যয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় - (১) একক ব্যয় অপরিবর্তিত (২) মোট ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি। পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ: ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি, বিক্রয় কমিশন ইত্যাদি।

(ii) আধা-পরিবর্তনশীল/মিশ্র ব্যয় (Semi-variable/Mixed Cost): উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে যে ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত একটি অংশ স্থির থাকে এবং অন্য অংশ আনুপাতিক হারে পরিবর্তন ঘটে তাকে আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়। এই ব্যয়ের মধ্যে স্থায়ী ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয় ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে একে মিশ্র ব্যয় বলা হয়ে থাকে। যেমন: বৈদ্যুতিক খরচ, টেলিফোন বিল ইন্টারনেট বিল এ ধরনের ব্যয়ের উদাহরণ। কারণ বৈদ্যুতিক বিলের মিটার চার্জ এবং টেলিফোন বিলের লাইন ভাড়া স্থায়ী খরচ এবং ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বা টেলিফোন খরচ হবে পরিবর্তনশীল ব্যয়। উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়ের স্থায়ী অংশ স্থির থাকে এবং পরিবর্তনশীল অংশ আনুপাতিক হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়।

(iii) স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost): যে ব্যয় নির্দিষ্ট সীমায় উৎপাদন বা কর্মস্তরের সাথে আনুপাতিক হারে হ্রাস-বৃদ্ধি না পেয়ে একই থাকে ঐ ব্যয়কে স্থির ব্যয় বলা হয়। স্থায়ী ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না বরং নির্দিষ্ট কার্য পরিসরের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ কম/বেশি হলেও ব্যয় স্থির থাকে। তবে স্থির ব্যয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্থির থাকে। নির্দিষ্ট সীমা বা কার্যমাত্রা অতিক্রম করলে স্থির ব্যয়ও পরিবর্তন হয়। স্থির ব্যয় হলো-অফিস ভাড়া, সম্পত্তির অবচয়, কর্মচারীদের বেতন, সম্পদের বিমা ব্যয় ইত্যাদি। স্থায়ী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য - (১) মোট স্থায়ী ব্যয় স্থির (২) একক ব্যয় অস্থির।

(৪) নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ব্যয় (Controllability based classifaction of cost:

নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ব্যয় দুই প্রকার। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো:

(i) নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Controllable Cost): যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা সর্বস্তরে সাবধানতা অবলম্বন করে কাম্য স্তরে রাখতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। সাধারণত পরিবর্তনশীল ব্যয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। ব্যয় যে কেন্দ্রে সংঘটিত হয় ঐ কেন্দ্রেই তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। যেমন: একটি প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগের আপ্যায়ন খরচ, বিপণন বিভাগের ভ্রমণ খরচ ঐ সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে আপ্যায়ন খরচ ও ভ্রমণ খরচ নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আবার, ফ্লোর ইনচার্জ বা সুপারভাইজারগণ তাদের নিজস্ব ও দলগত কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যবহার, অপচয় হ্রাস করতে পারে বা অধীনস্থদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা অলস সময় হ্রাস করতে পারে। সুতরাং, উপযুক্ত ব্যয়সমূহ ফ্লোর ইনচার্জ বা সুপারভাইজারগণের নিকট নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।

(ii) অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Non-controllable Cost): যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করেও কাম্যস্তরে রাখতে পারে না, তাকেই অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলা হয়। সাধারণত স্থায়ী ব্যয়গুলো অনিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। যেমন: অফিস, কারখানা ও গোডাউনের ভাড়া; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন; স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়; কাঁচামাল ক্রয়ের বাজার দর ইত্যাদি।

(৫) প্রতিবেদন তৈরির ভিত্তিতে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification on the Basis of Reporting):

পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয় (Product Cost and Period Cost):

(i) পণ্য ব্যয় (Product Cost): যে সকল ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের সাথে পৃথকভাবে সনাক্ত করা যায় এবং মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো হল পণ্য ব্যয় বা মজুদ ব্যয় (Inventoriable cost)। যেমন: প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম, কারখানা উপরিব্যয় পণ্য ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রান্তিক ব্যয় হিসাবে শুধু উৎপাদন সংক্রান্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় পণ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। পণ্য ব্যয়ের ভিত্তিতে মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তা সম্পদরূপে বিবেচিত হয়। যখন পণ্য বিক্রি করা হয় তখন উক্ত মোট পণ্য ব্যয়কে খরচ রূপে গণ্য করা হয়। এ খরচকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলা হয়। ত্রুটি কার্যের ব্যয়ও পণ্য ব্যয় রূপে গণ্য হয়।

(ii) কালীন ব্যয় (Period Cost): কালীন ব্যয় হলো এমন ধরণের ব্যয় যা সময়ের পরিবর্তনের বা অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে নয়। যে সমস্ত ব্যয় সাধারণত উৎপাদন বা ব্যয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় সেগুলো কালীন ব্যয় এবং এ সমস্ত ব্যয় যে হিসাবকালের মধ্যে সংঘটিত হয় সে হিসাবকালের আয় হতে খরচ হিসাবে বাদ দেয়া হয়। এ সমস্ত ব্যয়কে মজুদ পণ্যের আংশিক মূল্য হিসেবে পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর করা হয়। অন্তর্ভুক্ত ব্যয় হিসাবে **অফিস প্রশাসনিক উপরিখরচ, বিক্রয় উপরিখরচ ইত্যাদি কালীন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।** প্রান্তিক ব্যয় হিসাবে অফিস ও প্রশাসনিক এবং বিক্রয় খরচ ছাড়াও কারখানার স্থায়ী খরচ কালীন ব্যয়রূপে বিবেচিত হয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ও কালীন ব্যয়রূপে গণ্য হয়। যেহেতু বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে সেজন্য সমস্ত পণ্য ব্যয়ই পরিশেষে কালীন ব্যয়ে রূপান্তরিত হয়। কালীন ব্যয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য করা হয় এবং ঐ সময়ের লাভ-ক্ষতি হিসাবে বা আয় বিবরণীতে চার্জ করা হয়। কালীন ব্যয়ের সাথে সাধারণত পণ্য উৎপাদনের সম্পর্ক থাকে না বলে তা মজুদ পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তাই বলা যায়, কালীন ব্যয় হলো ঐ ব্যয় যা যে সময়ের জন্য প্রদত্ত হয় ঐ সময়ের বিশদ আয় বিবরণীতে খরচ হিসাবে দেখানো হয়।

(৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত ব্যয়সমূহ (Cost Related to Decision Making):

কারবার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হলো স্বল্পকালীন বা কার্যাবলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। স্বল্পকালীন বা কার্যাবলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবস্থাপনা অর্থের সময়মূল্যে বিবেচনা করে না। স্বল্পকালীন বা কার্যাবলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো হলো উৎপাদন, বিশেষ ফরমায়েশের মূল্য নির্ধারণ, পণ্য লাইন সংযোজন ও বন্ধকরণ, উৎপাদন অথবা ক্রয়, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয়, সাময়িক বন্ধ অথবা চালু রাখা ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ সুবিধা অনুমানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক হতে ব্যয়ের ধরনসমূহকে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

LY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

(i) **প্রাসঙ্গিক ব্যয় (Relevant Cost):** : একাধিক বিকল্পের মধ্য হতে সঠিক বিকল্প নির্বাচন বা গ্রহণের জন্য যেসব ব্যয় বিবেচনা করা হয় তাকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ ব্যয় বিবেচনা করে থাকে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যয় যা বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এমন ব্যয়সমূহকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। যে ব্যয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে বা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ তাকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। উদাহরণস্বরূপ: একটি কোম্পানি যদি তার একটি পণ্যের অংশ বিশেষ তৈরি অথবা বাহির থেকে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়, তাহলে এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ব্যয় হলো ঐ পণ্য তৈরির প্রত্যক্ষ মাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং পরিবর্তনশীল উপরিব্যয়। যদি ঐ পণ্যের অংশ বিশেষ তৈরির উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য স্থায়ী ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহলে ঐ স্থায়ী ব্যয়ও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে গণ্য হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যবস্থাপনা শুধু ভবিষ্যৎ ব্যয় বিবেচনা করবে এবং প্রাসঙ্গিক হবে বিকল্পের পার্থক্যমূলক ব্যয়। অর্থাৎ ব্যয় প্রাসঙ্গিক হতে হলে ভবিষ্যৎ ব্যয় হতে হবে এবং বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে হবে। ব্যবস্থাপনা শুধু ঐ সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেয়, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবস্থাপনা অতীত ব্যয়কে পরিবর্তন করতে পারে না। ব্যবস্থাপনা চলতি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ব্যয় পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ব্যয় হলো প্রাসঙ্গিক ব্যয়। সুতরাং বলা যায় যে, **প্রাসঙ্গিক ব্যয় হলো ঐ ব্যয়, যা ভবিষ্যৎ ব্যয় এবং যা একাধিক বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।**
উদাহরণস্বরূপ : একটি দ্রব্য তৈরি করতে ব্যয় হবে ৮০,০০০ টাকা এবং তা বাহির হতে ক্রয় করতে লাগবে ৯০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে দ্রব্য তৈরি ব্যয় এবং বাহির হতে ক্রয় প্রাসঙ্গিক ব্যয়।

(ii) **অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় (Irrelevant Cost) :** যেসব ব্যয় বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না তাকে অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে না-এজন্য বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় হলো ঐ ব্যয়, যা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে না বা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণ প্রাসঙ্গিক বা নির্দিষ্ট কার্যন্তর পর্যন্ত স্থায়ী ব্যয় অপ্রাসঙ্গিক। ঐ কার্যন্তরের মধ্যে কোনো পরিমাণ উৎপাদন করলে স্থায়ী ব্যয়ের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন হয় না বলে এটি অপ্রাসঙ্গিক। আবার একটি প্রতিষ্ঠান তা পুরোনো মেশিন পরিবর্তন করে নতুন মেশিন বসাতে চায়। মনে করি ঐ পুরাতন মেশিনের ক্রয়মূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং চার্জকৃত অবচয় ৬০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে ঐ মেশিনের বইমূল্য (১,০০,০০০ – ৬০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা। যদি পুরাতন মেশিন বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তাহলে পুরাতন মেশিনের বইমূল্য ৪০,০০০ টাকা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং বলা যায় যে, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যয় বিবেচনার উপযুক্ত বলে গণ্য হয় না সেক্ষেত্রে ঐ ব্যয়কে অপ্রসঙ্গিক ব্যয় বলে।

(iii) **সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) : সুযোগ ব্যয় বলতে সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণের ফলে বর্জনকৃত বিকল্পের ত্যাগকৃত সুবিধাকে বুঝায়।** অর্থাৎ দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি নির্বাচন করলে অপরটি নাকচ করতে হয়। নাকচকৃত বিকল্পের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেটি নির্বাচিত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়রূপে গণ্য হয়। এরূপে ত্যাগ স্বীকার সাধারণত আয় পরিহার অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতির আকারে হয়ে থাকে। এই প্রকার আয় হ্রাস ও ক্ষতি অপর বিকল্পের ব্যয় হিসেবে ধরতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ পরিত্যক্ত সুবিধার জন্য সাধারণত কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় না। তবুও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি ব্যয়রূপে বিবেচনা করতে যেমন: নিজের দালান অন্যকে ভাড়া না দিয়ে ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত হলে দালানের সম্ভাব্য ভাড়া ব্যবসায়ের সুযোগ ব্যয়রূপে গণ্য হয়। সুতরাং বলা যায় যে, বিকল্প নির্বাচনে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাকে সুযোগ ব্যয় বলে।

(iv) **নিমজ্জিত ব্যয় (Sunk Cost)** : নিমজ্জিত ব্যয় হলো ঐ ব্যয়, যা অতীতে প্রদত্ত হয়েছে এবং যার জন্য বর্তমানে কোনো নগদ প্রদান করতে হবে না। অন্যভাবে বলা যায়, **যে অতীত ব্যয় উদ্ধার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত ব্যয় বলে।** নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে নিমজ্জিত ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হলো : মনে করি, জনাব ইশরাক ৬ বছর আগে ৫০,০০০ টাকার একটি আসবাবপত্র ক্রয় করেছিলেন, যার আয়ুষ্কাল ছিল ১০ বছর। বর্তমানে ঐ আসবাবপত্রের বহিমূল্য ২০,০০০ টাকা। কিন্তু বর্তমানে উক্ত আসবাবপত্র বিক্রয় করলে পরিত্যক্ত মূল্য হিসেবে মাত্র ২,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। বর্তমানে জনাব ইশরাক তার পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে অত্যাধুনিক নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক্ষেত্রে জনাব ইশরাকের পূর্ববর্তী আসবাবপত্রের বহিমূল্য ২০,০০০ টাকা হলেও তা বিক্রয় করে পরিত্যক্ত মূল্য হিসেবে পাওয়া যাবে ২,০০০ টাকা। অর্থাৎ বইমূল্যের অবশিষ্ট (২০,০০০ – ২,০০) = ১৮,০০০ টাকা কোনোভাবেই আদায় বা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এখানে অবশিষ্ট ১৮,০০০ টাকা উদ্ধারযোগ্য নয় এটি নিমজ্জিত ব্যয়। সুতরাং বলা যায়, যে ব্যয় অতীতে সংঘটিত হয়েছিল এবং বর্তমানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না যে ব্যয় উদ্ধার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত ব্যয় বলে।

(v) **পার্থক্যমূলক ব্যয় (Differential Cost) :** বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থার মধ্যে সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পার্থক্যমূলক ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়। বিকল্প কর্মপন্থা বা সিদ্ধান্তের মধ্যে মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে পার্থক্যমূলক ব্যয় বলে। মোট ব্যয়ের এই পার্থক্য বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হতে পারে। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, বিক্রয় পরিমাণের পরিবর্তন, উৎপাদন মিশ্রণ পরিবর্তন, তৈরি অথবা ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তৈরি অথবা প্রত্যাখ্যান সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির কারণে মোট ব্যয়ের পার্থক্য ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ : একটি প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংক্রিয় মেশিনে দ্রব্য উৎপাদন করলে মোট ব্যয় হয় ১,৩০,০০০ টাকা। আর আধা-স্বয়ংক্রিয় মেশিনে উৎপাদন করলে ব্যয় হবে ১,৫০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে পার্থক্যমূলক ব্যয় হলো ২০,০০০ টাকা।

কার্যমাত্রা বা উৎপাদন পরিমাণের পরিবর্তন হলে যদি শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তিত হয় তাহলে ঐ ব্যয়কে প্রান্তিক ব্যয় বলে। তবে কার্যমাত্রা বা উৎপাদনের পরিবর্তনের ফলে স্থায়ী ও প্রান্তিক উভয় ব্যয়ের পরিবর্তন হলে তাকে পার্থক্যমূলক ব্যয় বলা হবে কিন্তু প্রান্তিক ব্যয় বলা যাবে না। সুতরাং বলা যায় যে, দুটি বিকল্প কার্যক্রমের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে পার্থক্যমূলক ব্যয় বলে।

(vi) **নগদ ব্যয় (Out of Pocket Cost) :** একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় পরিলক্ষিত হয়। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এ ব্যয়সমূহ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নগদ ব্যয় ঐ ব্যয়সমূহের মধ্যে একটি। নগদ ব্যয় হলো একটি ব্যয়, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলস্বরূপ বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে নগদে প্রদত্ত হয়। মজুরি, কাঁচামাল ব্যয়, পরিবহন খরচ ইত্যাদি নগদ ব্যয়ের উদাহরণ। নগদ ব্যয় স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল হতে পারে। যেমন : ম্যানেজারের বেতন স্থায়ী নগদ ব্যয়। আবার কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ মজুরি পরিবর্তনশীল নগদ ব্যয়। ক্রয় অথবা তৈরি, মূল্য নির্ধারণ অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে নগদ ব্যয় ধারণা নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, নগদ ব্যয় বলতে ঐ ব্যয়কে বুঝায় যার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে হয় অথবা চলতি সম্পদের ব্যবহার করতে হয়।

(vii) **আরোপনীয় ব্যয় (Inputable Cost) :** যে সমস্ত সেবা সম্পদ ব্যবহারের জন্য কোনো নগদ প্রদান করতে হয় না তার সমমূল্যের ব্যয়কে আরোপনীয় ব্যয় বলে। যেমন : ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের সুদ দিতে হয় না বা এক মালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিকের কোনো বেতন দিতে হয় না বা ব্যবসায়ের নিজস্ব সম্পত্তির ভাড়া দিতে হয় না। যেহেতু উল্লিখিত ব্যয়সমূহের জন্য কোনো নগদ অর্থ প্রদত্ত হয় না, সেহেতু এটি হিসাবের বইতে লেখা হয় না। কিন্তু বিকল্প কার্যক্রমের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেচিত হয়। তুলনার জন্য এবং সিদ্ধান্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় আরোপনীয় ব্যয় প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

পরিবর্তনশীল ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Variable Cost) :

সকল পরিবর্তনশীল ব্যয়ের আচরণ এক রকম হয় না। আচরণের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল ব্যয়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

(i) পুরোপুরি পরিবর্তনশীল ব্যয় (Absolute Variable Cost) : কার্যমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে আনুপাতিক হারে যে ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে তাকে পুরোপুরি পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। প্রত্যক্ষ মালের ব্যয় পুরোপুরি পরিবর্তনশীল। যেমন : ১ একক দ্রব্য তৈরিতে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ মালের প্রয়োজন হয় ১০ একক তৈরি করতে দশগুণ কাঁচামাল প্রয়োজন হয়।

(ii) ধাপ পরিবর্তনশীল ব্যয় (Step Variable Cost): যে ব্যয় কার্যমাত্রার নির্দিষ্ট স্তর পরিবর্তন হয় তাকে ধাপ পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। শ্রম ব্যয় সাধারণত ধাপ পরিবর্তনশীল ব্যয়রূপে গণ্য হয়। যেমন : প্রত্যেক শ্রমিক দিনে ১০০ টাকা মজুরি পায় এবং দিনে ২০ একক দ্রব্য তৈরি করে। এক্ষেত্রে একক প্রতি দ্রব্যের শ্রম ব্যয় হবে ৫ টাকা। ধরা যাক ২৫ একক উৎপাদন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুজন শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হবে। তাদের কাজের দক্ষতা সম্পূর্ণ ব্যবহার হবে না তবে শ্রম ব্যয় হবে ২০০ টাকা। দ্বিতীয় ধাপে ৫ একক অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য শ্রম ব্যয় ১০০ টাকা হবে। এতে দুজন শ্রমিকের গড় কার্যবার ১২.৫ একক ধরতে হবে এবং উৎপাদনের একক প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য প্রতিটি ধাপ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হলে শ্রম ব্যয় পুরোপুরি পরিবর্তনশীল হবে এবং একক ব্যয় স্থির থাকবে।

স্থায়ী ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Fixed Cost) :

নির্দিষ্ট কার্য পরিসরের মধ্যে উৎপাদন বা কার্যমাত্রা পরিবর্তন হলে যে ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে। স্থায়ী ব্যয়কে নিম্নলিখিত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

(i) স্বীকৃত ব্যয় (Committed Cost) : অতীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে যে সকল স্থায়ী ব্যয় হয় সেগুলোকে স্বীকৃত ব্যয় বলে। কারখানা, যন্ত্রপাতি ও সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : অর্জিত স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়, বিমা ও কর, অধিকৃত দালানের ভাড়া, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি স্বীকৃত ব্যয়রূপে গণ্য হয়। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এই ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সেই লক্ষ্যমাত্রাকে ব্যহত করে এই ব্যয় পরিহার করা যায় না। এই প্রকার ব্যয় ভবিষ্যতে সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং এগুলো হবেই বলে ধরে নেয়া হয়। অর্থাৎ স্বল্পকালে স্বীকৃত স্থায়ী ব্যয় পরিহার করা যায় না। যেমন : দালান, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের অবচয় স্বীকৃত স্থায়ী ব্যয় বলে স্বল্পকালে সহজে এ সুবিধাগুলো পরিবর্তন করা যায় না। এই জন্য বলা যায় যে, কার্যক্ষমতা উৎপাদনকারী সম্পদ ক্রয়ের জন্য যে স্থায়ী ব্যয় করা হয় তাকে স্বীকৃত ব্যয় বলে।

(ii) ঐচ্ছিক স্থায়ী ব্যয় (Discretionary Fixed Cost) : ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্থায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়। আর সেই শ্রেণিবিভাগের একটি প্রকার হলো ঐচ্ছিক ব্যয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ঐচ্ছিক ব্যয় হলো ঐ ব্যয় যা ব্যবস্থাপনা পরিহার করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণত এক বছর অন্তর ঐচ্ছিক ব্যয় সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা হয়। বিজ্ঞাপন, কর্মচারী প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, দান অথবা অনুরূপ খাতের ব্যয় ঐচ্ছিক স্থায়ী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ ব্যয়ের সাথে উৎপাদন পরিমাণ বা অন্য কোনো কার্যমাত্রার সরাসরি সম্পর্ক থাকে না। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এরূপ ব্যয় প্রায় পুরোপুরি হ্রাস করা যায়। বাজেট প্রণয়ণকালে ঐচ্ছিক ব্যয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঐচ্ছিক ব্যয়ের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ঐচ্ছিক ব্যয় হতে প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত না হলে যে কোনো সময় ব্যবস্থাপনা তা হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অতএব, যে স্থায়ী ব্যয় ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বা ব্যবস্থাপনা ইচ্ছা করলে যা পরিহার করতে পারে তাকে ঐচ্ছিক স্থায়ী ব্যয় বলে।

Step 2 At a Glance : Most Important Information

- উৎপাদনের পরিমাণ তারতম্যের সাথে সাথে যে ব্যয় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তাকে- **পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে**। যেমন- কাঁচামাল, মজুরি ও বিক্রয় কমিশন ইত্যাদি।
- পরিবর্তনশীল ব্যয় **একক প্রতি স্থির** কিন্তু **মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তনশীল**।
- উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে ধরণের ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে, তাকে অপরিবর্তনশীল ব্যয় বা স্থির ব্যয় বলে; যেমন- করখানা ভাড়া, অফিস সহকারীর বেতন ইত্যাদি।
- স্থির বা স্থায়ী ব্যয় **একক প্রতি পরিবর্তনশীল**, কিন্তু **মোট ব্যয়ের পরিমাণ স্থির**।
- আংশিক স্থায়ী ব্যয় নির্দিষ্ট স্তর বা পরিমাণে একটি পরিসরে স্থায়ী থাকে এবং পরিসর অতিক্রমের সাথে সাথে হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে আরেকটি স্তর বা পরিমাণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।
- উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের মূল উপাদান হচ্ছে- **কাঁচামাল**।
- রূপান্তর ব্যয় হলো- **প্রত্যক্ষ শ্রম ও কারখানা উপরিব্যয়ের সমষ্টি**।
- নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় হয়, তাকে- **গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বলে**।
- উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যে খরচ জড়িত তাকে- **প্রত্যক্ষ খরচ বলে**।
- যেসব খরচ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাকে বলে- **পরোক্ষ খরচ**।
- পণ্য বা সেবা সৃষ্টির জন্য খরচের সমষ্টিকে- **উৎপাদন ব্যয় বলা হয়**।
- কাঁচামাল থেকে সরাসরি পণ্য উৎপাদন করার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয় তাকে বলে- **প্রত্যক্ষ শ্রম**।
- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় খরচকে- **পরোক্ষ খরচ বলে**।
- প্রশাসনিক উপরিখরচের অংশ নয়- **কুঋণ**।
- বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ- **বহিঃ পরিবহন**।
- একক প্রতি পরিবর্তনশীল- **স্থায়ী ব্যয়** ▪ পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি- **স্থির**
- নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়ের উদাহরণ- **১. কাঁচামাল ব্যয় ২. মজুরি ৩. আপ্যায়ন খরচ**
- **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য** ব্যয়ের উদাহরণ- **১. শো-রুম ভাড়া ২. কর্মকর্তার বেতন ৩. বিমা প্রিমিয়াম**
- মজুরি- **পরিবর্তনশীল ব্যয়** ▪ কর্মকর্তাদের বেতন- **স্থায়ী ব্যয়** ▪ বৈদ্যুতিক বিল- **আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়**

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়? [DU : 21-22]
Ⓐ বিমা খরচ Ⓑ প্রত্যক্ষ মালামাল
Ⓒ কলকজার সরলরৈখিক অবচয় Ⓓ ব্যবস্থাপকের বেতন

B Solve প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম, প্রত্যক্ষ খরচ ইত্যাদি পরিবর্তনশীল ব্যয় কারণ উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির কারণে এ সকল ব্যয়ের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়? [DU : 18-19; 07-08]
Ⓐ বিমা খরচ Ⓑ ব্যবস্থাপকের বেতন
Ⓒ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓓ যন্ত্রপাতির অবচয়

C Solve কোনো হিসাবকালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয়ের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন: উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রমের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উপাদানের পরিমাণ হ্রাস করলে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রমের মোট ব্যয় হ্রাস পায়। তাই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রম পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ। অন্যদিকে, বিমা খরচ, ব্যবস্থাপকের বেতন, অবচয় ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থির/অপরিবর্তনশীল ব্যয়; কারণ, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে এ ব্যয়গুলোর মোট পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না।

যে সকল ব্যয় উৎপাদনের সাথে পরিবর্তনশীল, তাদেরকে বলা হয়- [DU : 15-16]
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থির/স্থায়ী ব্যয় Ⓒ কাঁচামাল ব্যয়
Ⓓ উৎপাদন ব্যয় Ⓔ একক ব্যয়

A Solve উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হলেও যেসব ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে স্থির ব্যয় বলে; যেমন: কারখানার ভাড়া। অন্যদিকে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হলে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় অর্থাৎ পরিবর্তিত হয় তাদেরকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে; যেমন: কাঁচামালের ব্যয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় কোনটি? [RU : 22-23]
Ⓐ বিদ্যুৎ খরচ Ⓑ অবচয়
Ⓒ সাপ্লাই খরচ Ⓓ কারখানা মজুরি

A Solve বিদ্যুৎ খরচের একটি অংশ স্থায়ী (মিটার চার্জ) এবং অন্য অংশটি পরিবর্তনশীল তাই বিদ্যুৎ খরচ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়।

যন্ত্রপাতির অবচয়'- [RU : 15-16]
Ⓐ বিক্রয় Ⓑ প্রশাসনিক
Ⓒ মোট Ⓓ কারখানা উপরি ব্যয়ের অন্তর্গত

D Solve যন্ত্রপাতি কারখানার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যন্ত্রপাতি অবচয় কারখানা উপরি ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত।

আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়- [RU : 14-15]
Ⓐ বেতন ও মজুরি Ⓑ অবচয়
Ⓒ টেলিফোন বিল Ⓓ মনিহারি

C Solve টেলিফোন বিল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত স্থির থাকে এবং পরবর্তীতে একক প্রতি নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অর্থাৎ এটি আধা-পরিবর্তনশীল/আধা-স্থায়ী ব্যয়।

পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতি একক উৎপাদনে- [RU : 14-15]
Ⓐ স্থির থাকে Ⓑ পরিবর্তিত হয়
Ⓒ বৃদ্ধি পায় Ⓓ হ্রাস পায়

A Solve পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি স্থির থাকে।

05. ট্রেডমার্ক- [RU : 08-09]
Ⓐ মুনাফা জাতীয় ব্যয় Ⓑ মুনাফা জাতীয় আয়
Ⓒ মূলধন জাতীয় ব্যয় Ⓓ মূলধন জাতীয় আয়

C Solve ট্রেডমার্ক হলো কোম্পানির জন্য একধরনের সম্পদ, আর কোনো সম্পদ অর্জনের জন্য করা হয় মূলধন জাতীয় ব্যয়। সুতরাং ট্রেডমার্ক মূলধন জাতীয় ব্যয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

01. নিমজ্জিত ব্যয় হলো- [CU-C : 20-21]
Ⓐ মোট ব্যয় Ⓑ চলতি ব্যয় Ⓒ প্রাসঙ্গিক ব্যয়
Ⓓ অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় Ⓔ প্রান্তিক ব্যয়

D Solve যে ব্যয় অতীতে প্রদান করা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে উদ্ধার করা যাবে না তাকে নিমজ্জিত ব্যয় বলে। এটি অতীতে সংঘটিত হয় এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব ফেলে না তাই এটি অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় হিসেবে গণ্য।

02. নিচের কোন উক্তিটি সত্য নয়? [CU : 19-20]
Ⓐ পরিবর্তনশীল খরচ একক প্রতি স্থির
Ⓑ স্থায়ী খরচ একক প্রতি স্থির
Ⓒ স্থায়ী খরচ একক প্রতি পরিবর্তনশীল
Ⓓ পরিবর্তনশীল খরচের মোট পরিমাণ পরিবর্তনশীল
Ⓔ স্থায়ী খরচের মোট পরিমাণ স্থির

B Solve পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি স্থির কিন্তু মোট পরিমাণ পরিবর্তনশীল। স্থায়ী ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল কিন্তু মোট পরিমাণ স্থির।

03. January মাসে ১০০ unit-এর ইলেকট্রিসিটি বিল ১২০০ টাকা এবং February মাসে ১২০ unit-এর ইলেকট্রিসিটি বিল ১৩৮০ টাকা। ইলেকট্রিসিটি বাবদ মাসিক স্থির খরচের পরিমাণ হবে? [CU : 19-20]
Ⓐ ১৪০ টাকা Ⓑ ৫০০ টাকা Ⓒ ৭২ টাকা
Ⓓ ২৪০ টাকা Ⓔ ৩৪০ টাকা

B Solve February মাসে অতিরিক্ত ২০ unit-এর ইলেকট্রিসিটি বিল = (১৩৮০ – ১২০০) = ১৪০ টাকা।
অর্থাৎ, প্রতি unit-এর ইলেকট্রিসিটি খরচ = (১৪০ ÷ ২০) = ৭ টাকা।
তাহলে, জানুয়ারি মাসে ১০০ unit-এর ইলেকট্রিসিটি খরচ = (১০০ × ৭) = ৭০০ টাকা।
এবং February মাসে ১২০ unit-এর ইলেকট্রিসিটি খরচ = (১২০ × ৭) = ৮৪০ টাকা।
জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি উভয় মাসের ইলেকট্রিসিটি বিল থেকে 'ব্যবহৃত ইউনিট' -এর খরচ বাদ দিলে অবশিষ্ট বিলের পরিমাণ ৫০০ টাকা। [জানুয়ারি (১২০০ – ৭০০) = ৫০০; ফেব্রুয়ারি (১৩৮০ – ৮৪০) = ৫০০]
অর্থাৎ, 'ব্যবহৃত ইউনিট'-এর খরচ ছাড়াও প্রতি মাসে ৫০০ টাকা বিল পরিশোধ করতে হয়। কোনো মাসে যদি শূন্য ইউনিট ইলেকট্রিসিটি ব্যবহৃত হয়, সেই মাসেও ৫০০ টাকা বিল পরিশোধ করতে হবে।
অতএব, এই ৫০০ টাকা হলো স্থির খরচ। ['ব্যবহৃত ইউনিট'-এর ইলেকট্রিসিটি খরচ হলো: পরিবর্তনশীল খরচ।]

GST গুচ্ছ/গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

01. কোনটি থেকে সুযোগ ব্যয়ের উৎপত্তি হয়? [CoU-C : 18-19]
Ⓐ অসীম অভাব Ⓑ সীমাবদ্ধ
Ⓒ মৌলিক চাহিদা Ⓓ অতিরিক্ত যোগান

D Solve অতিরিক্ত যোগান থেকে সুযোগ ব্যয়ের উৎপত্তি হয়।

02. প্রাথমিক খরচ হলো কোম্পানির- [PUST : 17-18]
Ⓐ মুনাফা জাতীয় খরচ Ⓑ মূলধন জাতীয় আয়
Ⓒ মূলধন জাতীয় খরচ Ⓓ মুনাফা জাতীয় আয় **Ans C**

CamScanner

03. জুতা তৈরির ক্ষেত্রে আরোপণ যোগ্য ব্যয় কোনটি? [IU : 16-17]

Ⓐ চামড়া ক্রয় Ⓑ আঠা ক্রয়
Ⓒ ফর্মা Ⓓ সুতা

C Solve প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বা মজুরির আওতাভুক্ত না হয়েও যে খরচগুলো পণ্যের সাথে সরাসরি চিহ্নিত করা যায় তাকে আরোপণ যোগ্য ব্যয় বলে। যেমন : জুতার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ফর্মা বা পায়ের ছাঁচ, দালানকোঠা নির্মাণের বিশেষ কংক্রিট মিক্সারের ভাড়া, স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন খরচ, কোনো চুক্তির ঠিকাকার্য পাওয়ার খরচ।

04. কোনটি উৎপাদন ব্যয়ের আচরণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ? [IU : 16-17]

Ⓐ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓑ পরোক্ষ খরচ
Ⓒ স্থায়ী ব্যয় Ⓓ প্রশাসনিক ব্যয়

C Solve আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়কে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. স্থায়ী ব্যয় খ.পরিবর্তনশীল ব্যয় গ.মিশ্র ব্যয়

05. যে ব্যয়ের মোট মূল্য অপরিবর্তনশীল কিন্তু একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল তাকে কী বলে? [MBSTU : 15-16]

Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ মিশ্র ব্যয় Ⓓ কোনোটিই নয়

B Solve স্থায়ী ব্যয়ের মোট মূল্য অপরিবর্তনশীল থাকে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধির সাথে সাথে এককপ্রতি ব্যয় পরিবর্তন হয়।

06. ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় না- [PUST : 15-16]

Ⓐ অতীত ব্যয় Ⓑ অনুমিত ব্যয়
Ⓒ ভবিষ্যৎ ব্যয় Ⓓ আরোপিত ব্যয়

07. অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় নয় কোনটি? [CoU : 15-16] Ans D

Ⓐ চুক্তি মোতাবেক অফিস ভাড়া Ⓑ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা
Ⓒ কাঁচামালের নির্দিষ্ট ব্যবহার Ⓓ কাঁচামালের ব্যবহারে অপচয় রোধ

D Solve যে সকল ব্যয়কে সকল চেষ্টা করলেও নির্বাহ করা যায় না তাকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ও যেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেগুলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। কাঁচামালের ব্যবহারের অবচয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সুতরাং এটি অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় নয়।

08. বিজ্ঞাপন খরচ যা চার বছরের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এটি কোন ধরনের ব্যয়? [BRUR : 11-12]

Ⓐ মূলধনজাতীয় ব্যয় Ⓑ মুনাফাজাতীয় ব্যয়
Ⓒ চলতি ব্যয় Ⓓ বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়

D Solve বিজ্ঞাপন খরচ চার বছরের জন্য প্রদত্ত হলে তা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।

09. যন্ত্রপাতি হিসাবে সংযোজন- [BU : 11-12]

Ⓐ রাজস্ব জাতীয় ব্যয় Ⓑ মেরামত খরচে ডেবিট করা হয়
Ⓒ ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয় Ⓓ মূলধন জাতীয় ব্যয়

D Solve যন্ত্রপাতি হিসাবে সংযোজন করা হলে যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পায় যা মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।

Step 4 সকল বোর্ডের HSC পরীক্ষার MCQ প্রশ্নোত্তর

01. "নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত এককপ্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল কিন্তু মোট ব্যয় স্থির"-উক্তিটি নিচের কোন ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত? [DHA-19]

Ⓐ স্থির ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ সুযোগ ব্যয় Ⓓ মান ব্যয় Ans A

02. নিচের কোনটি মিশ্র ব্যয়? [RAJ-19]

Ⓐ কারখানা ভাড়া Ⓑ বৈদ্যুতিক খরচ
Ⓒ শ্রমিকের মজুরি Ⓓ যন্ত্রপাতির Ans B

03. একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ২,৪০,০০০টাকা। আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর। ৮ বছর পর মেশিনটি ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলো। এক্ষেত্রে নিমজ্জিত ব্যয় কত টাকা? [JES-19]

Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ২৪,০০০ টাকা
Ⓒ ৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৪২,০০০ টাকা Ans A

04. ব্রিজ, রাস্তাঘাট ও দালানকোঠা নির্মাণ ব্যয় কোন ধরনের ব্যয়? [SYL-19]

Ⓐ নিমজ্জিত ব্যয় Ⓑ কালীন ব্যয়
Ⓒ পণ্য ব্যয় Ⓓ ঐতিহাসিক ব্যয় Ans D

05. কোন ব্যয় একাধিক বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে? [DIN-19]

Ⓐ সুযোগ ব্যয় Ⓑ নিমজ্জিত ব্যয়
Ⓒ অপরিহারযোগ্য ব্যয় Ⓓ প্রাসঙ্গিক ব্যয় Ans A

06. এককপ্রতি কোন ব্যয় স্থির থাকে না? [CHI-19]

Ⓐ মিশ্র ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল Ⓓ আধা পরিবর্তনশীল Ans B

07. আচরণের ভিত্তিতে ব্যয় কত প্রকার? [JES-17 ; SYL-16]

Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ Ans B

08. আচরণভিত্তিক ব্যয় হচ্ছে- [BAR-17]

Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ পরোক্ষ ব্যয়
Ⓒ মূলধনি ব্যয় Ⓓ কালীন ব্যয় Ans A

09. দত্তাংশ নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [RAJ-17]

Ⓐ ক্রয় + স্থায়ী ব্যয় Ⓑ বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ বিক্রয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ ক্রয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় Ans B

10. যে সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু একক প্রতি স্থায়ী থাকে তাদেরকে বলে- [RAJ-17]

Ⓐ স্থির ব্যয় Ⓑ একক প্রতি ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ans D

11. বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় =? [COM-17]

Ⓐ নিরাপত্তা প্রান্ত Ⓑ নিট মুনাফা
Ⓒ সমচ্ছেদ বিন্দু Ⓓ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন Ans D

12. কালান্তিক ব্যয় হলো- [COM-17]

Ⓐ কাঁচামালের ব্যয় Ⓑ প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ স্থির ব্যয় Ans D

13. অপরিচালন ব্যয় কোনটি? [CHI-16 ; COM-16]

Ⓐ বিদ্যুৎ খরচ Ⓑ ব্যাংক চার্জ
Ⓒ বিজ্ঞাপন খরচ Ⓓ অফিস খরচ Ans B

14. পরিবর্তনশীল ব্যয় কোনটি? [CHI-16]

Ⓐ বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য Ⓑ মোট ব্যয় বিয়োগ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ স্থায়ী ব্যয় Ⓓ স্থায়ী ব্যয় যোগ মুনাফা Ans B

15. যে ব্যয় ব্যবস্থাপক ইচ্ছা করলে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না তাকে কী ব্যয় বলে? [CHI-16]

Ⓐ প্রমাণ ব্যয় Ⓑ অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়
Ⓒ স্বীকৃত ব্যয় Ⓓ মুখ্য ব্যয় Ans B

16. একটি কোম্পানির বিক্রয় ১,০০,০০০ একক, প্রতিটির বিক্রয় মূল্য ১২ টাকা, স্থায়ী ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা এবং মুনাফা ২,০০,০০০ টাকা হলে পরিবর্তনশীল ব্যয় কত? [CHI-16]

Ⓐ ৭,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৫,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৯,০০,০০০ টাকা Ⓓ ১০,০০,০০০ টাকা Ans A

17. কোনটি পরোক্ষ ব্যয়? [RAJ-16]

Ⓐ মিস্ত্রির মজুরি Ⓑ কারখানা ভাড়া
Ⓒ ক্রয় পরিবহন Ⓓ কাঠ ক্রয় Ans B

18. যে ব্যয় প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় তাকে কী বলে? [RAJ-16]

Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ পরোক্ষ ব্যয়
Ⓒ রূপান্তর ব্যয় Ⓓ স্থির ব্যয় Ans A

CamScanner

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পুরাতন সম্পদ বিক্রয় কী ধরনের ব্যয়? [RAJ-16]
Ⓐ মুনাফাজাতীয় ব্যয় Ⓑ মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি
Ⓒ মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি Ⓓ মূলধনজাতীয় আয় **Ans Ⓒ**

একটি প্রাসঙ্গিক কার্যস্তর পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন হলেও যে ব্যয় পরিবর্তন হয় না তাকে কী বলে? [RAJ-16]
Ⓐ উপরি ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ স্থায়ী ব্যয় **Ans Ⓓ**

21. ৫,০০০ টাকার একটি মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে এবং কোনো বিক্রয়মূল্য পাওয়া না গেলে তাকে বলে- [BAR-16]
Ⓐ স্থির ব্যয় Ⓑ নিমজ্জিত ব্যয়
Ⓒ সুযোগ ব্যয় Ⓓ তুলনামূলক ব্যয় **Ans Ⓑ**

22. বিক্রয় কমিশন কোন ধরনের ব্যয়? [SYL-16]
Ⓐ কালীন ব্যয় Ⓑ পণ্য ব্যয়
Ⓒ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓓ শ্রম ব্যয় **Ans Ⓐ**

Step 5 : NCTB অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ কাঁচামালের উদাহরণ?
Ⓐ আসবাবপত্র তৈরির আইকা ও গম
Ⓑ আসবাবপত্র তৈরির রং ও বার্নিশ
Ⓒ আসবাবপত্র তৈরির কাঠ
Ⓓ আসবাবপত্র তৈরির পেরেক **Ans Ⓒ**

কাঁচামালের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য প্রস্তুতে যে শ্রমের প্রয়োজন হয় তাকে কি বলে?
Ⓐ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓑ পরোক্ষ ব্যয়
Ⓒ কারখানা ব্যয় Ⓓ প্রত্যক্ষ শ্রম **Ans Ⓓ**

কোন বিশেষ কাজের জন্য সংগৃহীত মেশিন সংরক্ষণ ব্যয় কোনটি?
Ⓐ পরোক্ষ ব্যয় Ⓑ প্রত্যক্ষ ব্যয়
Ⓒ কারখানা উপরিব্যয় Ⓓ অফিস উপরিব্যয় **Ans Ⓑ**

উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ মেশিনের ব্যয় হলো-
Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ কারখানা ব্যয়
Ⓒ পরোক্ষ ব্যয় Ⓓ কারখানা উপরিব্যয় **Ans Ⓐ**

নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ কাঁচামাল হিসেবে বিবেচিত হয় না?
Ⓐ রুটি তৈরির ময়দা Ⓑ সুতা তৈরির তুলা
Ⓒ ইট তৈরির কাঁদা মাটি Ⓓ শার্ট তৈরির বকরম **Ans Ⓓ**

কারখানায় ব্যবহৃত পরোক্ষ কাঁচামাল, পরোক্ষ শ্রম ও পরোক্ষ অন্যান্য ব্যয়ের মোট সমষ্টিকে কি বলা হয়?
Ⓐ কারখানা উপরিব্যয় Ⓑ বাণিজ্যিক উপরিব্যয়
Ⓒ মোট উপরিব্যয় Ⓓ উপরের সবকটি **Ans Ⓐ**

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ একক প্রতি হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়েরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তাকে কি বলে?
Ⓐ পণ্য ব্যয় Ⓑ কালীন ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় **Ans Ⓒ**

প্রতিষ্ঠানে যে সকল ব্যয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আংশিক স্থির ও আংশিক পরিবর্তনশীল তাকে কি বলে?
Ⓐ স্থায়ী ব্যয় Ⓑ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ উপরের কোনটিই নয় **Ans Ⓑ**

প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যয়ের, একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল কিন্তু মোট ব্যয় স্থির থাকে?
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ আধা স্থায়ী ব্যয় **Ans Ⓑ**

প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যয়, একক প্রতি ব্যয় স্থির থাকে কিন্তু মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল হয়?
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ স্থায়ী ব্যয় Ⓓ উপরের সবকটি **Ans Ⓐ**

11. পণ্যের বিশেষ ডিজাইন বাবদ ব্যয় কি জাতীয় ব্যয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ পরোক্ষ ব্যয়
Ⓒ কারখানা উপরিব্যয় Ⓓ বিক্রয় উপরিব্যয় **Ans Ⓐ**

12. উৎপাদন ব্যয়ের মৌলিক উপাদান কয়টি?
Ⓐ ৩টি Ⓑ ৪টি
Ⓒ ৫টি Ⓓ ৬টি **Ans Ⓐ**

13. কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ?
Ⓐ কারখানা ভাড়া Ⓑ অফিস ভাড়া
Ⓒ উৎপাদনের পরীক্ষামূলক ব্যয় Ⓓ যন্ত্রপাতির অবচয় **Ans Ⓒ**

14. নিচের কোনটি স্থায়ী ব্যয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ প্রত্যক্ষ শ্রম
Ⓒ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓓ কারখানা দালানের ভাড়া **Ans Ⓓ**

15. যে ব্যয় কারখানায় পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে তাকে কি বলে?
Ⓐ সুযোগ ব্যয় Ⓑ পণ্য ব্যয়
Ⓒ কালীন ব্যয় Ⓓ স্থির ব্যয় **Ans Ⓑ**

16. সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণের ফলে বর্জনকৃত বিকল্পের ত্যাগকৃত সুবিধাকে কি বলে?
Ⓐ সুযোগ ব্যয় Ⓑ নিমজ্জিত ব্যয়
Ⓒ পার্থক্যমূলক ব্যয় Ⓓ ঐতিহাসিক ব্যয় **Ans Ⓐ**

17. যে ব্যয় অতীতে সম্পাদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে উদ্ধারযোগ্য নয় তাকে বলে?
Ⓐ নিমজ্জিত ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয়
Ⓒ ঐতিহাসিক ব্যয় Ⓓ কালীন ব্যয় **Ans Ⓐ**

18. যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা সর্বস্তরে সাবধানতা অবলম্বন করে কাম্য স্তরে রাখতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে কি বলে?
Ⓐ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় Ⓑ পার্থক্যমূলক ব্যয়
Ⓒ নিমজ্জিত ব্যয় Ⓓ সুযোগ ব্যয় **Ans Ⓐ**

19. যে ব্যয়কে ব্যবস্থাপনা সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করেও কাম্য স্তরে রাখতে পারে না তাকে কি বলে?
Ⓐ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় Ⓑ পার্থক্যমূলক ব্যয়
Ⓒ অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় Ⓓ প্রাসঙ্গিক ব্যয় **Ans Ⓒ**

20. মিশ্র ব্যয়ের একটি উদাহরণ হলো :
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ সুপারভাইজারের বেতন
Ⓒ ইউটিলিটি ব্যয় Ⓓ সম্পত্তির কর **Ans Ⓒ**

21. নিচের কোন ব্যয়টি কনফেকশনারি পণ্য উৎপাদকের জন্য স্থির ব্যয়?
Ⓐ যন্ত্রপাতি চালানোর বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল
Ⓑ চিনি ক্রয়ের জন্য ব্যয়
Ⓒ ঘণ্টাভিত্তিক শ্রমিকদের প্রদত্ত মজুরি
Ⓓ সুপারভাইজারের বেতন **Ans Ⓓ**

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Type 3 লিখিত প্রশ্নোত্তর

Step 1 এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ব্যয়কে ভাগ করা যায়- ৩ ভাগে।
- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের মৌলিক উপাদান হলো- **কাঁচামাল, শ্রম ও উৎপাদন উপরিব্যয়।**
- ব্যয়ের মাধ্যমে সাধারণত অর্জিত হয়- **সম্পত্তি।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামালের সাথে প্রত্যক্ষ শ্রম ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়সমূহ যোগ করলে পাওয়া যায়- **মুখ্য ব্যয়।**
- মুখ্য ব্যয়ের সাথে উৎপাদন উপরিব্যয় যোগ করলে পাওয়া যায়- **উৎপাদন ব্যয়।**
- সম্পূর্ণ বা তৈরি পণ্য সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে- **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল।**
- চূড়ান্ত বা তৈরি পণ্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা না গেলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ হলো- **পরোক্ষ কাঁচামাল।**
- মেশিন চালনায় তৈল, মবিল ও গ্রীজকে বলা হয়- **পরোক্ষ কাঁচামাল।**
- উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত শ্রমিকদের মজুরিকে বলা হয়- **প্রত্যক্ষ শ্রম বা প্রত্যক্ষ মজুরি।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামালকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করার পারিশ্রমিক হলো- **প্রত্যক্ষ মজুরি।**
- ব্যয়কেন্দ্র বা ব্যয় এককের মধ্যে বন্টন করা যায় না- **পরোক্ষ খরচসমূহ।**
- বিক্রয় ও বন্টন ব্যয়কে বলা হয়- **বিপণন ব্যয়।**
- বিজ্ঞাপন, শো-রুম ভাড়া, শো-রুম কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি হলো- **বিপণন ব্যয়।**
- নিয়ন্ত্রণশীলতার ভিত্তিতে ব্যয় হলো- ২ প্রকার।
- উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না- **স্থায়ী ব্যয়।**
- মোট অঙ্কের পরিমাণ পরিবর্তনশীল স্থির থাকলে ও উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হলে একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তন হয়- **স্থায়ী ব্যয়ের।**
- কারখানা ভাড়া, সম্পদের অবচয়, অফিস ভাড়া, সম্পদের বিমা ইত্যাদি হলো- **স্থায়ী ব্যয়।**
- উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সরাসরি বা আনুপাতিক হারে পরিবর্তন হয়- **পরিবর্তনশীল ব্যয়।**
- মোট অঙ্কের পরিমাণ ও একক প্রতি ব্যয় স্থির থাকে- **পরিবর্তনশীল ব্যয়ের।**
- উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল বা সম্পূর্ণ স্থির নয়- **মিশ্র ব্যয় বা আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়।**
- অধাপরিবর্তনশীল/মিশ্র ব্যয় হলো- **বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল।**
- আচরণ ও পরিবর্তনশীলতার ভিত্তিতে ব্যয় হলো- ৩ প্রকার।
- ব্যবস্থাপনার সবলতায় কাম্য স্তরে রাখা যায়- নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।
- সংকেত নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় হলো- **পরিবর্তনশীল ব্যয়সমূহ।**
- উৎপাদনের কাঁচামালের ব্যয় একটি- অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।
- সময়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়- **কালীন ব্যয়।**
- পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়কে বলা হয়- **সময়ভিত্তিক ব্যয়।**
- বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়কে বলা হয়- **অনুৎপাদনশীল ব্যয়।**
- কারখানার পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে- **কালীন ব্যয়।**
- দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে- **স্থায়ী ব্যয়।**
- কালীন ব্যয় হলো- **সকল প্রশাসনিক উপরিব্যয় ও বিক্রয় উপরিব্যয়।**
- হিসাবকাল শেষে কালীন ব্যয়কে দেখানো হয়- **বিশদ আয় বিবরণীতে।**
- পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত সম্পদ বলে গণ্য হয়- **পণ্য ব্যয়।**
- অতীতে সংঘটিত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে উদ্ধারযোগ্য নয়- **নিমজ্জিত ব্যয়।**
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে- **প্রাসঙ্গিক ব্যয়।**
- সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণের ফলে বর্জনকৃত বিকল্পের ত্যাগকৃত মূল্য হলো- **সুযোগ ব্যয়।**
- ভবিষ্যতে সেবা বা সুবিধা পাওয়া যাবে- **অনিঃশেষিত ব্যয় থেকে।**
- বিক্রয়জনিত আয় অর্জনের জন্য দায়ী থাকে- **আয় কেন্দ্র।**
- ব্যবস্থাপক ইচ্ছা করলে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না- **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।**
- প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় ও বিনিয়োগকৃত তহবিলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে- **বিনিয়োগ কেন্দ্র।**
- নির্দিষ্ট সময়কালের সাথে জড়িত এবং ঐ সময়ের আয় হতেই মিটাতে হবে- **কালীন ব্যয়।**
- কোনো নির্দিষ্ট কার্যস্তর থেকে উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে মোট ব্যয় যে পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তাকে বলে- **প্রান্তিক ব্যয়।**
- পূর্ব নির্ধারিত ব্যয় হলো- **প্রমাণ ব্যয়।**
- অস্বাভাবিক ক্ষতি ও ছুটি ব্যয়- **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।**
- আয় ও ব্যয় উভয়টি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে- **মুনাফা কেন্দ্র।**
- নিমজ্জিত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে- **অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Step ②

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

...ীন ব্যয় কী?
উত্তর : পণ্যের ব্যয়ের সাথে যুক্ত না হয়ে সময়ের বিবেচনায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

...য়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় কী?
উত্তর : যে ব্যয় ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

...নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলতে কী বুঝায়?
উত্তর : যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা থাকে না।

...ব্যয় কী?
উত্তর : সুযোগ ব্যয় বলতে সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণের ফলে বর্জনকৃত বিকল্পের ত্যাগকৃত সুবিধাকে বুঝায়।

...মূলক ব্যয় কী?
...: দুটি প্রকল্পের ব্যয়ের পার্থক্যই বর্ধিত বা পার্থক্যমূলক ব্যয়।

...জ্জিত ব্যয় বলতে কী বুঝায়?
...: যে অতীত ব্যয় উদ্ধার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত ব্যয় বলে।

...সঙ্গিক ব্যয় কী?
...: সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে ব্যয় বিবেচনা করা হয়, তাই প্রাসঙ্গিক ব্যয়। একাধিক বিকল্পের মধ্য হতে সঠিক বিকল্প নির্বাচন বা গ্রহণের জন্য যেসব ব্যয় বিবেচনা করা হয় ...প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে।

...সঙ্গিক ব্যয় কী?
...: যেসব ব্যয় বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না তাকে অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে না-এজন্য ...গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

...য়ের উপাদানসমূহ কী কী?
...: ব্যয়ের উপাদানসমূহ :

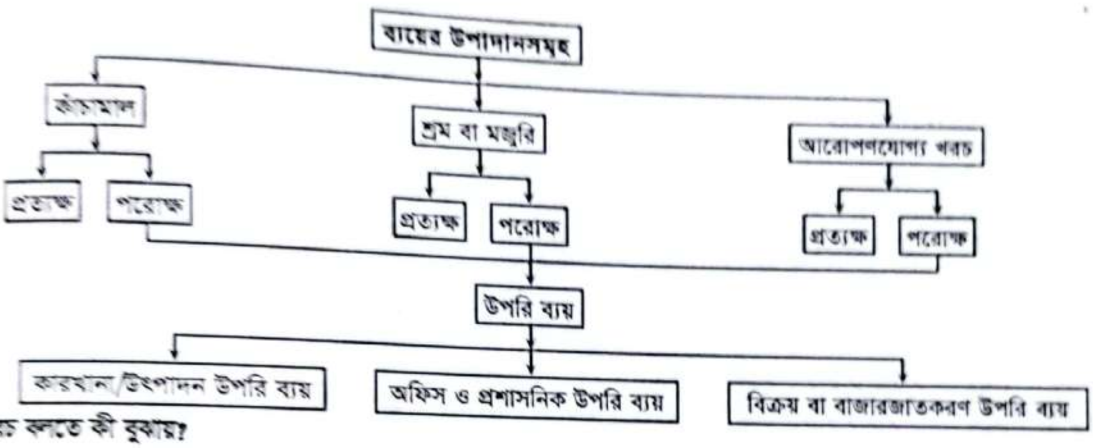

...আরোপণযোগ্য খরচ বলতে কী বুঝায়?
...: (ক) **প্রত্যক্ষ আরোপণযোগ্য খরচ :** প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ মজুরি ছাড়া আরও অনেক প্রকার ব্যয় সরাসরি উৎপাদনের সাথে চিহ্নিত করা যায় এসব ...কে প্রত্যক্ষ আরোপণযোগ্য খরচ বলে। যেমন : নকশা খরচ, প্রতিচিত্র খরচ ছাঁচ, কংক্রিট মিক্সারের ভাড়া, দরপত্রের মূল্য প্রভৃতি। এ জাতীয় ব্যয় আধা-...পরিবর্তনশীল বা মিশ্র ব্যয়ের অন্তর্গত।

...) **পরোক্ষ আরোপণযোগ্য খরচ :** পরোক্ষ মাল এবং পরোক্ষ শ্রম বাদে অন্যান্য পরোক্ষ খরচ এ খরচের অন্তর্গত। এ ধরনের ব্যয়কে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্যের জন্য ...আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কারখানা ভাড়া, কারখানা ছাপা ও মনিহারি, যন্ত্রপাতির অবচয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি।

...আরোপনীয় ব্যয় (Inputable Cost) কী?
...: যে সমস্ত সেবা বা সম্পদ ব্যবহারের জন্য কোনো নগদ অর্থ প্রদান করতে হয় না তার সমমূল্যের ব্যয়কে আরোপনীয় ব্যয় বলে। যেমন ব্যবসায়ে নিয়োজিত ...মূলধনের সুদ দিতে হয় না বা এক মালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিকের কোনো বেতন দিতে হয় না বা ব্যবসায়ের নিজস্ব সম্পত্তির ভাড়া দিতে হয় না। ...যেহেতু উল্লিখিত ব্যয়সমূহের জন্য কোনো নগদ অর্থ প্রদত্ত হয় না, সেহেতু এটি হিসাবের বইতে লেখা হয় না। কিন্তু বিকল্প কার্যক্রমের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ...ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেচিত হয়। তুলনার জন্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় আরোপনীয় ব্যয় প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়।

...অনুৎপাদন ব্যয় বলতে কি বোঝায়?
...: কারখানা ব্যয়ের সাথে যে ব্যয়গুলো জড়িত থাকে না তাকে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। পণ্য উৎপাদনের পর পণ্যকে বাজারজাত করা পর্যন্ত বা বাজারযোগ্য স্তরে ...পৌঁছানোর জন্য যে খরচ করা হয় তাকে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। অনুৎপাদন ব্যয়কে সাধারণত– তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

...প্রশাসনিক ব্যয় (Administration Cost)
...বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয় (Selling or Marketing Cost)
...গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (Research and Development Cost) বাজারে প্রচলিত পণ্যের মান উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তি, ব্যবহারের মাধ্যমে নিত্য নতুন পণ্য ...উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সম্পাদিত ব্যয়ই হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়।

...প্রান্তিক ব্যয় কি?
...উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন অপেক্ষা একক উৎপাদনের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। প্রান্তিক ব্যয় = প্রত্যক্ষ মাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয়।

...প্রমাণ ব্যয় বলতে কি বোঝায়?
...উত্তর : ভবিষ্যতে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদনে যে ব্যয় হতে পারে তার জন্য পূর্বেই যে অনুমিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রমাণ ব্যয় বলে। এজন্য প্রমাণ ব্যয়কে পূর্ব নির্ধারিত ব্যয়ও (Predetermined cost) বলা হয়।

...PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Step 3 — সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

01. সম্পদ ও ব্যয়ের ধারণার মধ্যে উদাহরণসহ পার্থক্য। [ঢাবি বিবিএ-২০-২১]

উত্তর :

সম্পদ	ব্যয়
সম্পত্তি হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন এমন কিছু বস্তু বা উপাদান যা প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যত সুবিধা প্রদান করবে অর্থাৎ যে ব্যয়ের সুবিধা ভবিষ্যতে প্রাপ্য হবে তাকে সম্পদ বলে।	কোনো কিছু অর্জন করার জন্য যে মূল্য বা সম্পদ ত্যাগ করতে হয় তাকে ব্যয় (Cost) বলে।
সম্পদের সুবিধা আগামী হিসাবকালে অথবা দীর্ঘদিন পাওয়া যেতে পারে।	ব্যয়ের সুবিধা সমাপ্ত হিসাবকালে ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।
ব্যবহৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত একটি উপাদান সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।	কোনো উপাদান ব্যবহৃত হয়ে গেলে তা ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।
সম্পত্তি ব্যবসায়ের অনতিবাহিত অংশ।	খরচ ব্যবসায়ের অতিবাহিত অংশ।
সম্পত্তি = দায় + মালিকানাস্বত্ব হবে যা আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে দেখানো হয়।	ব্যবসায় নিয়মিত ব্যয় যা আয়-ব্যয় বিবরণীতে দেখানো হয়।
উদাহরণ : নগদ টাকা, ব্যাংক জমা, মজুদ, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, ভূমি, মজুত পণ্য, প্রাপ্য হিসাব ইত্যাদি।	উদাহরণ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, বেতন ও মজুরি, ভাড়া, বিজ্ঞাপন, বিমা, উপযোগ বা ইউটিলিটি, সুদ, অবচয় ইত্যাদি।

02. ব্যয় (Cost), খরচ (Expense) এবং ক্ষতি (Loss)-এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ। [ঢাবি বিবিএ ১৮-১৯]

উত্তর : কোনো কিছু অর্জনের জন্য যে মূল্য বা সম্পদ ত্যাগ করা হয় তাকে ব্যয় (cost) বলে। ব্যয়ের নিঃশেষিত অংশকে খরচ বলে অর্থাৎ এক হিসাবকালে অর্জিত আয়ের বিপরীতে যতটুকু চার্জ করা হয় তাকে খরচ (Expense) বলে। অন্যদিকে ব্যয়ের যেটুকু অংশের সুবিধা ভোগ করা যায় না তাকে ক্ষতি (Loss) বলে। নিচে ব্যয়, খরচ এবং ক্ষতির উদাহরণসহ সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

ব্যয় (Cost) : ভবিষ্যৎ কোন সুবিধা লাভের জন্য বর্তমানে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাকে ব্যয় বলা হয়। ব্যয়ের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পত্তি অর্জিত হয়। এর ফলে যে সুবিধা পাওয়া তার মেয়াদ সাধারণত কয়েক বছরের জন্য হয়। উদাহরণ : একটি প্রতিষ্ঠানে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের একটি আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো, যার আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৫ বছর। আসবাবপত্রটি ক্রয়ের জন্য যে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে তাকে ব্যয় বলে।

খরচ (Expense) : ব্যয়ের যে অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করা হয়েছে বা ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বা মুনাফা পাওয়া গেছে তাই খরচ। মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যয় যা আয় অর্জনের জন্য নির্বাহ করা হয় তাকে খরচ বলা হয়। খরচ হলো মুনাফাজাতীয় ত্যাগ। এটি ব্যয়ের অংশ মাত্র। খরচ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা চলতি হিসাবকালে শেষ হয়ে যায়। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা সংশ্লিষ্ট হিসাবকালেই নিঃশেষিত হয়। উদাহরণ : আসবাবপত্রের উপর সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় হলো ১০,০০০ টাকা। আয় বিবরণীতে অবচয় বাবদ প্রদর্শিত ১০,০০০ টাকা হলো সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের খরচ।

ক্ষতি (Loss): যে কোনো আর্থিক ত্যাগের ফলে সুবিধা পাওয়া না গেলে তাকে ক্ষতি বলে। ব্যয়ের যেটুকু অংশের সুবিধা ভোগ করা যায় না তাকে ক্ষতি বলা হয়। উদাহরণ: আসবাবপত্রটি ৩ বছর ব্যবহার করার পর অগ্নি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়ে গেল। ৩ বছর শেষে উক্ত আসবাবপত্রের বহিমূল্য হবে ২০,০০০ টাকা যা হতে পরবর্তী ২ বছরে সুবিধা ভোগ করা যেত। কিন্তু অগ্নি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে যা হতে প্রতিষ্ঠান কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে পারে নি। এই ২০,০০০ টাকা হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতি।

Type 4 — গাণিতিক সমস্যাবলি

Step 1 — প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

i. ব্যবহৃত কাঁচামাল = প্রারম্ভিক কাঁচামাল (+) ক্রয় (+) আন্তঃপরিবহন (+) শুল্ক (-) সমাপনী কাঁচামাল
ii. মুখ্যব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম (+) প্রত্যক্ষ খরচ
iii. কারখানা বা উৎপাদন ব্যয় = মুখ্যব্যয় (+) কারখানা উপরিব্যয়
iv. উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় = উৎপাদন/কারখানা ব্যয় (+) প্রারম্ভিক চলতি কার্য (-) সমাপনী চলতি কার্য
v. রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম (+) অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (+) কারখানা উপরিব্যয়
vi. মোট ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয় + বণ্টন ও বিক্রয় উপরিব্যয়
vii. কালীন ব্যয় = অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় + বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয়
viii. পণ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + কারখানা উপরিব্যয়

Step 2 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. General Pharmaceuticals PLC কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজনীয় ব্যয় তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল ব্যয়	৫,৬০,০০০	স্টোর সাপ্লাইজ খরচ	৩৫,০০০
প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়	৩,৪০,০০০	অফিস ভাড়া খরচ	৩৬,০০০
পরোক্ষ শ্রম ব্যয়	৮০,০০০	জ্বালানী খরচ	১,২০,০০০
পরোক্ষ কাঁচামালের ব্যয়	৬৫,০০০	বিক্রয় পরিবহন খরচ	২৫,০০০
কারখানার ভাড়া	৩০,০০০	কারখানা ম্যানেজারের বেতন	৬০,০০০
আরোপনযোগ্য ব্যয়	২০,০০০	অফিস কর্মচারিদের বেতন	৮০,০০০
কারখানা যন্ত্রপাতির অবচয়	১৫,০০০	কারখানা বিদ্যুৎ বিল	৩০,০০০
অফিস যন্ত্রপাতির অবচয়	১০,০০০	বিক্রয়কর্মীর বেতন	৪০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৪০,০০০	ফোরম্যানের বেতন	৪৫,০০০

করণীয় :

(ক) উপযুক্ত ব্যয় তালিকা হতে প্রত্যক্ষ ব্যয় নির্ণয় কর। (খ) উপযুক্ত ব্যয় তালিকা হতে কালীন ব্যয় নির্ণয় কর। (গ) উপযুক্ত ব্যয় তালিকা হতে পণ্য ব্যয় নির্ণয় কর।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সমাধান : (ক) প্রত্যক্ষ ব্যয় নির্ণয় :

	টাকা
উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামালের ব্যয়	৫,৬০,০০০
প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়	৩,৪০,০০০
প্রত্যক্ষ ব্যয়যোগ্য ব্যয়	২০,০০০
মোট পরিমাণ	৯,২০,০০০

(খ) কালীন ব্যয় নির্ণয় :

	টাকা
অফিস যন্ত্রপাতির অবচয়	১০,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৪০,০০০
অফিস সাপ্লাইজ খরচ	৩৫,০০০
অফিস ভাড়া খরচ	৩৬,০০০
বিক্রয় পরিবহন খরচ	২৫,০০০
অফিস কর্মচারিদের বেতন	৮০,০০০
বিক্রয়কর্মীর বেতন	৪০,০০০
মোট কালীন ব্যয়	২,৬৬,০০০

(গ) পণ্য ব্যয় নির্ণয় :

	টাকা
উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামালের ব্যয়	৫,৬০,০০০
প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়	৩,৪০,০০০
পরোক্ষ শ্রম ব্যয়	৮০,০০০
পরোক্ষ কাঁচামালের ব্যয়	৬৫,০০০
কারখানার ভাড়া	৩০,০০০
ব্যয়যোগ্য ব্যয়	২০,০০০
কারখানা যন্ত্রপাতির অবচয়	১৫,০০০
জ্বালানী খরচ	১,২০,০০০
কারখানা ম্যানেজারের বেতন	৬০,০০০
কারখানা বিদ্যুৎ বিল	৩০,০০০
মোট পণ্য ব্যয়	১৩,২০,০০০

Procter & Gamble Company যন্ত্রপাতির একটি অংশ বদল করে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করতে চায়। বর্তমান যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ১৫,০০,০০০ টাকা। পুঞ্জিভূত অবচয়-যন্ত্রপাতি ৯,৫০,০০০ টাকা। এ যন্ত্রপাতিটি ৪,০০,০০০ টাকা বিক্রয় করে ২৫,০০,০০০ টাকায় নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করে। করণীয় : নিমজ্জিত ব্যয় নির্ণয় কর।

সমাধান : নিমজ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় :

	টাকা
পুরাতন যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য	১৫,০০,০০০
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়-যন্ত্রপাতি	৯,৫০,০০০
পুস্তকমূল্য	৫,৫০,০০০
বাদ: বিক্রয়মূল্য	৪,০০,০০০
নিমজ্জিত ব্যয়	১,৫০,০০০

কোম্পানি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল তৈরি করে বিক্রয় করে থাকে। প্রতিটি মোবাইলের পরিবর্তনশীল ব্যয় ৩০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়ের ওপর কমিশন ১০%। প্রতিটি মোবাইল সেটের বিক্রয় মূল্য ২০,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠানের কারখানা ভাড়া বছরে ১২,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন মাসিক ২,০০,০০০ টাকা এবং প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরিব্যয় মাসিক ৫০,০০০ টাকা।

১. একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিমাণ কত? ২. কোম্পানির মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ কত?

সমাধান-১: পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৩০,০০০ + (২০,০০০ × ১০%) = ৩০,০০০ + ২,০০০ = ৩২,০০০।

সমাধান-২: মোট স্থির ব্যয় = কারখানা ভাড়া + বেতন + প্রশাসনিক বিক্রয় উপরিব্যয়

= ১২,০০,০০০ + (২,০০,০০০ × ১২) + (৫০,০০০ × ১২) = ১২,০০,০০০ + ২৪,০০,০০০ + ৬,০০,০০০ = ৪২,০০,০০০।

Step 3 সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত গাণিতিক প্রশ্নোত্তর

X তার ব্যবসায়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি মোটরগাড়ি কিনেছেন। গাড়িটির বাৎসরিক মেরামত ব্যয় ২০,০০০ টাকা, অবচয় ১ লক্ষ টাকা ও পরিচালনা ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। গাড়ি বাবদ ব্যবসায় মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত? [চবি : ১৫-১৬]

সমাধান : গাড়ি বাবদ মুনাফা জাতীয় ব্যয় = (মেরামত ব্যয় + অবচয় + পরিচালন ব্যয়) = (২০,০০০ + ১,০০,০০০ + ৮০,০০০) টাকা = ২,০০,০০০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

SELF TEST

Part-1 : MCQ
Part-2 : Written

Part-1 MCQ

01. প্রতিষ্ঠানের যে ধরনের ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল কিন্তু মোট ব্যয় স্থির থাকে, তাকে বলা হয়-
Ⓐ স্থায়ী ব্যয় বা স্থির ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ পরোক্ষ ব্যয়

02. প্রতিষ্ঠানের যে ধরনের ব্যয় একক প্রতি অপরিবর্তনশীল থাকে কিন্তু মোট ব্যয় পরিবর্তনশীল, তাকে বলা হয়-
Ⓐ স্থায়ী ব্যয় বা স্থির ব্যয় Ⓑ পরিবর্তনশীল ব্যয়
Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ পরোক্ষ ব্যয়

03. কারখানায় ব্যবহৃত পরোক্ষ কাঁচামাল, পরোক্ষ শ্রম ও পরোক্ষ অন্যান্য ব্যয়ের মোট সমষ্টিকে কী বলা হয়?
Ⓐ কারখানা উপরি ব্যয় Ⓑ বাণিজ্যিক উপরি ব্যয়
Ⓒ মোট উপরি ব্যয় Ⓓ উপরের সবকটি

04. ব্যয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ অংশ, যা আয় অর্জনের জন্য নির্বাহ হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ বিনিয়োগ
Ⓒ ক্ষতি Ⓓ খরচ

05. ব্যয়ের যে অংশ এখনও অতিবাহিত হয়নি, তাকে বলে-
Ⓐ সম্পদ Ⓑ খরচ
Ⓒ ক্ষতি Ⓓ উপরি ব্যয়

06. যে ব্যয় অতীত সম্পাদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে উদ্ধারযোগ্য নয় তাকে বলে–
Ⓐ ঐতিহাসিক ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয়
Ⓒ কালীন ব্যয় Ⓓ নিমজ্জিত ব্যয়

07. কোনটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়?
Ⓐ অফিস ভাড়া Ⓑ কর্মকর্তার বেতন
Ⓒ কারখানা ভাড়া Ⓓ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল

08. কোন ব্যয়ের মাধ্যমে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়?
Ⓐ পণ্য ব্যয় Ⓑ কালীন ব্যয়
Ⓒ সুযোগ ব্যয় Ⓓ পার্থক্যমূলক ব্যয়

09. মিশ্র ব্যয়ের একটি উদাহরণ হলো :
Ⓐ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল Ⓑ সুপারভাইজারের বেতন
Ⓒ ইউটিলিটি ব্যয় Ⓓ সম্পত্তির কর

10. নিচের কোনটি ব্যয়?
Ⓐ অফিস ভাড়া Ⓑ যন্ত্রপাতি ক্রয়
Ⓒ উপযোগ খরচ Ⓓ বিক্রয় খরচ

11. প্রতিটি উৎপাদিত এককের জন্য প্রদত্ত রয়্যাল্টি হলো :
Ⓐ প্রত্যক্ষ খরচ Ⓑ প্রত্যক্ষ মজুরি
Ⓒ পরোক্ষ মাল Ⓓ পরোক্ষ মজুরি

12. একাধিক বিকল্প থাকলে ব্যবস্থাপক একটি বিকল্প গ্রহণ করে অন্য বিকল্পগুলো বাতিল করেন। এক্ষেত্রে বাতিলকৃত মূল্যের সর্বাধিত মূল্যকে গৃহীত বিকল্পকে কী বলে?
Ⓐ বর্ধিত ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয়
Ⓒ আরোপিত ব্যয় Ⓓ নিমজ্জিত ব্যয়

OMR			
01. ⒶⒷⒸⒹ	02. ⒶⒷⒸⒹ	03. ⒶⒷⒸⒹ	04. ⒶⒷⒸⒹ
05. ⒶⒷⒸⒹ	06. ⒶⒷⒸⒹ	07. ⒶⒷⒸⒹ	08. ⒶⒷⒸⒹ
09. ⒶⒷⒸⒹ	10. ⒶⒷⒸⒹ	11. ⒶⒷⒸⒹ	12. ⒶⒷⒸⒹ

Answer					
12.B	11.A	10.B	09.C	08.A	07.D
06.D	05.A	04.D	03.A	02.B	01.A

Part-2 Written

01. সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) বলতে কি বোঝায়?

02. ব্যয় বলতে কি বোঝায়?

03. মিশ্র ব্যয় কাকে বলে?

04. নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় কী?

05. একটি প্রতিষ্ঠানের কারখানা দালানের ভাড়া ২০,০০০ টাকা, কলকব্জার অবচয় ২৫,০০০ টাকা, অফিস কর্মচারীদের বেতন ৩০,০০০ টাকা, অফিস ভাড়া ১৫,০০০ টাকা এবং পরোক্ষ কাঁচামাল ১০,০০০ টাকা হলে স্থায়ী ব্যয় কত?

06. একটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ৩০,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ২৫,০০০ টাকা, পরোক্ষ কাঁচামাল ১০,০০০ টাকা, পরোক্ষ মজুরি ১৫,০০০ টাকা এবং টেলিফোন বিল ১২,০০০ টাকা হলে পরিবর্তনশীল ব্যয় কত?

07. একটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ১৫,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৮,০০০ টাকা, প্রত্যক্ষ খরচ ২,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ৫,০০০ টাকা এবং অফিস খরচ ৪,০০০ টাকা হলে পণ্য ব্যয়ের পরিমাণ কত?

ANSWER

01. সুযোগ ব্যয় বলতে সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণের ফলে বর্জনকৃত বিকল্পের ত্যাগকৃত সুবিধাকে বুঝায়।

02. প্রাথমিকভাবে কোনো কিছু অর্জন করার জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয় তাকে ব্যয় (Cost) বলে। সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য ত্যাগকৃত মূল্যই ব্যয় হিসেবে গণ্য।

03. উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে যে ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত একটি অংশ স্থির থাকে এবং অন্য অংশ আনুপাতিক হারে পরিবর্তন ঘটে তাকে আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়।

04. নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় : যেসব ব্যয় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনা ইচ্ছা করলে যে ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে তাকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে।

05. স্থায়ী ব্যয়: (দালান ভাড়া + কলকজার অবচয় + কর্মচারীর বেতন + অফিস ভাড়া)
= (২০,০০০ + ২৫,০০০ + ৩০,০০০ + ১৫,০০০) = ৯০,০০০ টাকা
স্থায়ী ব্যয় = ৯০,০০০ টাকা।

06. পরিবর্তনশীল ব্যয় = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরি)
= (৩০,০০০ + ২৫,০০০ + ১০,০০০ + ১৫,০০০) = ৮০,০০০ টাকা
∴ পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৮০,০০০ টাকা

07. পণ্য ব্যয়ের পরিমাণ = (প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + প্রত্যক্ষ খরচ + কারখানা উপরিব্যয়)
= ১৫,০০০ + ৮,০০০ + ২,০০০ + ৫,০০০ = ৩০,০০০ টাকা
পণ্য ব্যয়ের পরিমাণ = ৩০,০০০ টাকা।

CamScanner